রামগোপাল দাস-বিরচিত

রসকল্পবল্লী

ও অন্যান্য নিবন্ধ

পীতাম্বর দাস-বিরচিত

অষ্টরস-ব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী

সম্পাদক

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুকুমার সেন
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল
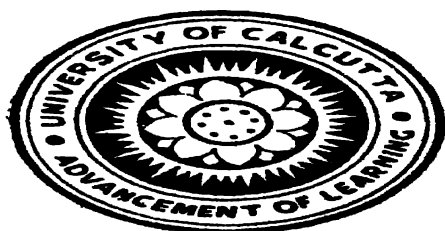
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড গ্রাম, বাংলার অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জন্মভূমি এই শ্রীখণ্ড। নরহরির ভ্রাতার নাম শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুকুন্দের পুত্রের নাম শ্রীরঘুনন্দন; বৈষ্ণব আচার্য্যগণ রঘুনন্দনকে মহাপ্রভুর মানসপুত্র বলিয়া সম্মান করিতেন। শ্রীখণ্ডের সেই সম্মান এখনও অব্যাহত আছে—এই গ্রামে বহু ভক্ত, সাধক, কবি, পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। কবি রামগোপালদাস এই গ্রামেরই অধিবাসী। তিনি গোপালদাস ভণিতায় বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদগুলি পড়িলে বুঝা যায় গোপাল দাস একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন; ইঁহার প্রধান গ্রন্থখানির নাম—"শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী"।

পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে পদ সংকলনের প্রথম গ্রন্থ এই রসকল্পবল্লী। রসকল্পবল্লীর মধ্যে গ্রন্থরচনার শকাব্দার উল্লেখ আছে।

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে॥

বেদের ষড়ঙ্গ ধরিয়া ১৫৬৫ শকাব্দা হয়। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের হিসাবে ১৫৮৫ এবং ভক্তির নবাঙ্গ লইয়া ১৫৯৫ শকাব্দা পাওয়া যায়। বীরভূমের রতন লাইব্রেরীর পুঁথিতে ১৫৯৫ শকাব্দা লিখিত ছিল। স্বর্গগত বন্ধুবর সতীশচন্দ্র রায় ১৫৬৫ এবং বন্ধুবর নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৫৯৫ শকাব্দা গ্রন্থরচনার কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। আমি ১৫৮৫ শকাব্দা গ্রহণ করিয়াছি। বর্দ্ধমান জেলায় কেতুগ্রামে আরম্ভ করিয়া গোপালদাস খণ্ডে গ্রন্থরচনা সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থখানি রচনা করিতে সাত মাস সময় লাগিয়াছিল।

সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হৈলে কৈলাঙ দণ্ডবৎ নতি॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।
বৈষ্ণব গোস্বামী দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥

কবি অনুক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের করি নামে।
প্রতি দলে রসের কোরক অনুপামে ॥
প্রথম কোরকে কহিলাম মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় কোরকে কহিলাম নায়ক বর্ণন ॥
তৃতীয় কোরকে কহিলাম নায়িকা পরিবার।
চতুর্থ কোরকে কহিলাম ভাবের বিচার ॥
পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িকা বর্ণন।
ষষ্ঠমে বিপ্রলম্ভের দিগ্ দরশন ॥
সপ্তমে কহিলাম ভক্তি অনুরাগ।
অষ্টমে কহিলাম নায়িকা বিভাগ ॥
নবমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ।
দশমে কহিল তাহার বিশেষ বচন ॥
একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল।
দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল ॥

এক একটী কোরকের পৃথক নাম আছে। সুমঙ্গল কোরক, সখীকদম্ব কোরক, দ্যুতি কদম্ব, মধুমাধবী, বিলাস কদম্ব, প্রকাশ কমল, সরস কমল ইত্যাদি। কিরূপে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল কবি তাহা বলিয়াছেন। যাজী-গ্রামের শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন, নাম শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, নিবাস ফরিদপুর গ্রামে। একজন সেবককে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্ত্র দানপূর্ব্বক গোপালদাসের হাতে সেই সেবকের শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই শিক্ষা উপলক্ষ্যেই গ্রন্থখানি রচিত হয়। সাতই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা দশমীতে গ্রন্থ লেখা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। রচনা শেষ হয় তার পূর্ব্বদিন বুধবারে।

গোপালদাস শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের বংশজাত শ্রীরতিপতি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশে চক্রপাণি এবং মহানন্দ দুই ভাই শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। চক্রপাণির পুত্রের নাম নিত্যানন্দ চৌধুরী। নিত্যানন্দ-পুত্র গঙ্গারাম, তাঁহার পুত্র শ্যামরায়। শ্যামরায়ের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মদনরায়, কনিষ্ঠ রামগোপালদাস। গোপালদাস মদনরায়ের বিষয় লিখিয়াছেন—

গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।
সদা বাঞ্ছেন তিঁহো বৈষ্ণব পদধূলি॥

ইহা হইতে জানা যায়—মদনরায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি এই গ্রন্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যে অনুবাদ পাওয়া যায় তাহা যদুনন্দনদাস বিরচিত।

গোপালদাস সুকবি ছিলেন। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত "থির বিজুরি বরণ গোরী পেখলু ঘাটের কূলে" পদটী গোপালদাসের রচিত। ইঁহার রচিত আরো কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদ আছে। "কালিয় দমন জগতে তুয়া ঘোষই সহচরি শুনই কানে"—গোপালদাসের এই পদটী গোবিন্দদাসের নামে চলিতেছে। গোপালদাসের গ্রন্থ হইতে শ্রীখণ্ডের তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়।

কবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।
যশোরাজখান আদি সবে রাজসেবি॥

দামোদর গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহ, ইঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ সঙ্গীতদামোদর। কবিরঞ্জনও একজন বিখ্যাত কবি। যশোরাজখানের একটীমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে এবং এই পদে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের নাম আছে। গোপালদাস রচিত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের এবং শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শাখানির্ণয় কবিতা পাওয়া গিয়াছে। গোপালদাসের পুত্রের নাম পীতাম্বরদাস। পীতাম্বর রসমঞ্জরী ও অষ্টরসব্যাখ্যা নাম দিয়া দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রসকল্পবল্লীর মধ্যে নিম্নলিখিত পদকর্ত্তৃগণের পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত আছে।

১। উদয়াদিত্য (নৃপ)
২। কবিরাজ ঠাকুর (গোবিন্দদাস)
৩। কবিশেখর
৪। কবিরঞ্জন
৫। গোপালদাস
৬। গোবিন্দ আচার্য্য
৭। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
৮। জ্ঞানদাস
৯। নরোত্তম ঠাকুর
১০। নৃসিংহ ভূপতি
১১। বড়ু চণ্ডীদাস
১২। বল্লভ চতুর্ধুরীন
১৩। বিদ্যাপতি
১৪। যদুনাথদাস
১৫। রতিপতি ঠাকুর
১৬। রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী
১৭। লোচনানন্দ
১৮। শিবানন্দ আচার্য্য
১৯। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য

রসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত কতকগুলি পদের পূর্ব্বে পদকর্ত্তার নামের উল্লেখ নাই। কয়েকটী পদ মহাজনস্য বলিয়া লিখিত আছে। এই সমস্ত পদের অংশবিশেষ অথবা দুই একটী সম্পূর্ণপদ কোন কোন কবির ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। গোপালদাস কয়েকজন শিক্ষাগুরুর নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ব্রজদেবীদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ ঘটক, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, গিরিধর চক্রবর্ত্তী, জয়রামদাস, গৌরগতিদাস, এবং পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীরূপ ঘটকের নাম প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর এবং পদকল্পতরুতে পাইতেছি। ইহার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস, পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় নির্দ্ধারণে এবং বিরচিত পদ ও তাহার রসপর্য্যায় নির্ব্বাচনে রসকল্পবল্লী অপরিহার্য্য সহায়ক গ্রন্থরূপে বিবেচিত হইবে। গ্রন্থপ্রকাশের উদ্যোক্তা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান্ শশিভূষণ দাশগুপ্তের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি চেষ্টা না করিলে এই মূল্যবান গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইত না। সম্পাদনার ত্রুটী-বিচ্যুতি পরিহারপূর্ব্বক সাধারণে গ্রন্থখানি সমাদরে গ্রহণ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। ইতি

১৩৫৩। আষাঢ়
৺রথযাত্রা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভুমিকা

রামগোপালদাস বাঙ্গলায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্র প্রচার বিষয়ে পথিকৃৎ, কারণ পরবর্ত্তী যুগে বহু বৈষ্ণব তাঁর আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিবন্ধ রচনা করেন। রামগোপাল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত হন। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় তাঁর যুগপৎ অব্যাহত-অধিকার থাকায় তিনি সহজেই সংস্কৃত মূল অনুসরণ করিয়া একাধিক বাঙ্গলা নিবন্ধ রচনা করেন। রচনাগুলির মধ্যে "রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী"ই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। এঁর অন্যান্য রচনা হইতেছে "পাট-নির্ণয়", "শাখাবর্ণন" ও চৈতন্যতত্ত্বসার"।

শ্রীরূপ গোস্বামী "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জলনীলমণি" নামক দুইখানি বৈষ্ণব রসশাস্ত্র রচনা করেন, বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ইহা বেদস্বরূপ। শ্রীজীব গোস্বামী "ষট্‌সন্দর্ভ" রচনা করেন, এই সব সন্দর্ভের নাম "প্রীতিসন্দর্ভ," "পরমাত্ম-সন্দর্ভ" ইত্যাদি। সে যুগে সংস্কৃতচর্চ্চা বিশেষভাবে চলিতেছিল, তাই শিক্ষিতমহলে গোস্বামিগণের বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও রস সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির প্রচার ও প্রসার হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে যে সব বৈষ্ণব সংস্কৃত ভাল বুঝিতেন না বা জানিতেন না, তাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থের অধ্যয়নসুখে বঞ্চিত হইতেন। এই সকল বৈষ্ণবের অনুরোধে রামগোপালদাস ভাষায় রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যানের ভার গ্রহণ করেন। "রসকল্পবল্লী"র সূচনায় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য এইরূপ ব্যক্ত রহিয়াছে—

দুই চারি বৈষ্ণব মোরে কৈল উপরোধ।
সংস্কৃত বুঝিতে মোর নাহি কিছু বোধ॥
ভাষা করিয়া রস বুঝাহ আমারে।
অতএব সংক্ষেপে কহি না হয় বিস্তারে॥

ভাষায় রসশাস্ত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রামগোপালদাস "রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" রচনা সুরু করেন। এর প্রধান আলম্বন হইতেছে "ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জলনীলমণি"। ইহার সহায়ক গ্রন্থ বিস্তর আছে, যথা—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্", "শ্রীগীতগোবিন্দম্", "বিদগ্ধমাধবম্", "ললিতমাধবম্", "গোবিন্দলীলামৃত", "গীতাবলী", "হংসদূতম্", "সঙ্গীত

দামোদরঃ",[১] "বৃহৎ-বামনপুরাণ", "পদ্মপুরাণ" ইত্যাদি। গ্রন্থকারের ভাষায় "মহাজনের গীত গ্রন্থ পদ্য দুই চারি" হইতেছে উপরি উদ্ধৃত গ্রন্থগুলি। এগুলি ব্যতীত "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত", মাধবাচার্য্যের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল", দৈবকীনন্দন সিংহের "গোপাল-বিজয়", মহাজনগণের মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ও জ্ঞানদাসের পদাবলী প্রভৃতি তাহার উপজীব্য ছিল।

মোট বারটী কোরকে গ্রন্থকর্ত্তা ভক্তি ও উজ্জ্বলরস, ভাব, বিভাব ও অনুভাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সুস্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিবৃত করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার শ্রেণীবিভাগ, মিলন ও বিরহের নানা অবস্থা যে বিশিষ্ট কৌশলে তিনি বিবৃত করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত বৈষ্ণব পণ্ডিতের রসানুধ্যান ও মনস্বিতারই উপযুক্ত।

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীবের বিশেষ কীর্ত্তি এই যে, প্রাচীনরসপ্রস্থান-স্রোত ভরতমুনি হইতে ভোজদেব সিংগভূপাল পর্যন্ত যে ভাবে যে পথে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিয়া নব্যরসপ্রস্থানের নূতন ধারা প্রবর্ত্তন। ইহার ফলে লৌকিক ও অলৌকিক রস-বিভেদের সৃষ্টি হইল। নায়িকার বৈচিত্র্যের বিষয় লইয়া প্রচুর চর্চ্চা হইল, চতুঃষষ্টি নায়িকা হইতে অষ্টনায়িকার উপর যূথেশ্বরীর বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইল।

১। সঙ্গীতদামোদর :—শুভঙ্কর বিরচিত সঙ্গীত, নাটক ও অলঙ্কারবিষয়ক গ্রন্থ। কবির পিতার নাম শ্রীধর (কবিচক্রবর্ত্তী), মাতার নাম সুভদ্রা। অনিরুদ্ধ তাঁহার পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম নারায়ণ। কবির চারিটি পুত্র—(১) দৈবকীনন্দন, (২) রাজশেখর, (৩) সুষেণ ও (৪) দামোদর।

নরহরি ঠাকুরের "ভক্তিরত্নাকরে" (সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব গ্রন্থ), রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লী ও পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরী গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক প্রামাণিক রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহার বেশীভাগই সঙ্গীতদামোদর হইতে উদ্ধৃত।

এই গ্রন্থটী প্রাচীন সঙ্গীত ও নাটক সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে শ্লোকবিশেষের সঙ্কলন। গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা খুবই কম। "সঙ্গীতকল্পবল্লী, সঙ্গীতশেখর, নাট্যালোচন, সঙ্গীতকলাবৃক্ষ, দশরূপক নাট্যদর্পণ, সঙ্গীতচূড়ামণি, রত্নকোষ, সঙ্গীতরত্নাকর নাট্যশাস্ত্র" হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে উল্লিখিত গ্রন্থ পূর্ণ। ইহা ব্যতীত "কাব্যপ্রকাশ, সঙ্গীতদর্পণ, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, অলঙ্কারশেখর, শৃঙ্গারতিলক, রসার্ণবসুধাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শ্লোকবিশেষের উল্লেখও লক্ষণীয়। বৈষ্ণবদিগের বেদস্বরূপ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ হইতে কোনও শ্লোকের উদ্ধৃতি না থাকায় এইরূপ অনুমান হয় যে, "সঙ্গীতদামোদর" গ্রন্থটী উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং লেখক পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের মাতামহের নামও দামোদর। প্রসিদ্ধি আছে, তিনিও "সঙ্গীতদামোদর" নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

যূথেশ্বরীর দশদশা লইয়া বিশেষ ব্যাখ্যা সংযোগ করা হইল। দূতী বা সখীর কার্য্য লইয়া বিশেষ সমালোচনা হইল। ভক্তিরস—যাহাকে প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ একটী ভাব মাত্র বলিয়া দূরে রাখিয়াছিলেন, তাহাকে ইঁহারা নিজস্ব যুক্তির বলে নানা দিক হইতে বিবেচনা করিয়া রসমর্য্যাদা দিয়া গেলেন। তাঁহারা দেখাইলেন ভক্তি একটী স্থায়িভাব হইয়া পাত্রবিশেষে বা ক্ষেত্রবিশেষে রসরূপতা লাভ করে। এই রস অলৌকিক পর্য্যায়বাচী। ভক্তিরসের পরিপাকে প্রেম বা উজ্জ্বলরসের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা প্রাচীন-প্রস্থানের নবম রস শান্তরসের সহিত ভক্তিরসের সাদৃশ্য প্রমাণিত করিয়া প্রাচীনরসপ্রস্থানের সহিত নব্যরসপ্রস্থানকে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর আদর্শ অনুপ্রেরিত গোস্বামীত্রয়ের অপূর্ব কীর্ত্তি।

রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লীতে এই সকল আলোচনা স্থান পায় নাই। তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। সুতরাং রামগোপালদাস তাঁহাদের প্রচারিত তত্ত্বের সার-নিষ্কর্ষ লইয়া বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে তাহা বাংলায় ব্যাখ্যাত করিয়াছেন মাত্র।

"রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" আনুপূর্ব্বিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণরূপে গোস্বামিগণের প্রবর্তিত উজ্জ্বল ও ভক্তিরসের বিচারধারার অনুসরণ মাত্র নহে, বরং কিছুটা প্রাচীন গোস্বামিগণের প্রদর্শিত (দ্রঃ গীতগোবিন্দ)[১] শৃঙ্গার রসের বিচারব্যাখ্যা। ফলে ইহার মধ্যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন শাস্ত্রের সমন্বয় এবং প্রাচীন ও নবীন মতবাদের বিনিময় ঘটিয়াছে। প্রয়োজনবিশেষে তিনি ভরতমুনির ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে সাহিত্যদর্পণের অংশবিশেষের, "কাব্যপ্রকাশ"-এর এবং ভানুদত্তের "রসমঞ্জরী"র সাহায্যও লইয়াছেন। বিশেষভাবে কোনও বৈষ্ণবীয় নূতন তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিপূর্ণ পরিশ্রম করিয়াছেন। সঙ্গীতদামোদরের, গোস্বামী কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব তাঁহার রসবিশ্লেষণের উপর ক্রিয়াশীল দেখা যায়। ইহার অষ্টম কোরকে "নায়িকা-ভেদ" বর্ণন করিতে গিয়া তিনি উজ্জ্বলনীলমণির সাহায্য না লইয়া অপরাপর বৈষ্ণব কাব্য ও রসশাস্ত্রের সহায়তা লইয়াই বিষয়কে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মনে হয়, ইহার ফলে তাঁহার ব্যাখ্যানপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত

---

১ রসকল্পবল্লী—পৃঃ ১৫২ দ্রষ্টব্য

সরল হইয়াছে, অর্থাৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত হয় নাই। রামগোপালদাস "যূথেশ্বরী" লইয়া কোন প্রসঙ্গের অবতারণা করেন নাই বটে, কিন্তু অষ্টনায়িকা লইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম-সহকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার "সখী" বা "দূতী" বলিতে তিনি দুইটী পৃথক বিষয়ের অবতারণা না করিয়া একত্রই তাহাদিগকে অবতারিত করিয়াছেন। তুলনা করিলে দেখা যায় রামগোপালদাসের রচনার শেষদিকে দ্রুততা ও সংক্ষেপীকরণ আসিয়া গিয়াছে। উদাহরণ—নবম কোরকে তিনি "উদ্দীপন-বিভাব" বলিতে কেবলমাত্র বিরহ বর্ণন করিয়াই দশম কোরকে ত্বরিতপদে "সম্ভোগ" পর্য্যায়ে প্রবেশ করিয়াছেন। একাদশ ও দ্বাদশ কোরকে "বিলাসকদম্ব" ও "প্রকাশকদম্ব" প্রকরণে সেই একই বিষয়ের বর্গীকরণ বা শ্রেণীবিভাগ ও বিস্তার প্রদর্শন করিয়াছেন।

এইরূপে রামগোপালদাসের "রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" বা "রসকল্পবল্লী" শ্রীরূপগোস্বামী-কৃত শাস্ত্রের ("উজ্জ্বলনীলমণি" ও "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু") যথাযথ অনুবাদ বা পূর্ণ অনুসরণ না হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুসরণ মাত্র হইয়াছে।

ভাষায় রচিত অলঙ্কারশাস্ত্র

ভাষা করিয়া রসকে বুঝাইতে গিয়া রামগোপালদাস ভক্তি হইতে উজ্জ্বলরসের আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব তাহা কোথায়ও ব্যাখ্যা করেন নাই। মনে হয় এ বিষয়ে শ্রীরূপগোস্বামীর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

রামগোপালের পূর্ব্বে "রসকল্পবল্লী"র ন্যায় ভাষায় রচিত সম্পূর্ণাঙ্গ অলঙ্কার-গ্রন্থ দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকাহিনী সম্বলিত হইলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সূত্রবিশেষের অনুবাদ গ্রন্থটীতে স্থলবিশেষে লক্ষ্য করা যায়। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব, বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের কথোপকথনে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রায় "উজ্জ্বলে"র শ্লোকবিশেষের সারমর্ম্ম।

বৈষ্ণব সাধক ও কবিদের জন্মভূমি শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম (ঘনশ্যামের পিতার নাম দিব্যসিংহ) এই উজ্জ্বলনীলমণিকে আদর্শ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় গ্রথিত করিয়া একটী বৈষ্ণব পদাবলী সংকলিত করেন। গ্রন্থের নাম "গোবিন্দরতিমঞ্জরী"। এই পদসংগ্রহের অন্তরালে অলঙ্কারের বিভিন্ন পর্য্যায় বা শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে

পাঁচটী স্তবক আছে,—'গোবিন্দরত্যঙ্কুর' নামক প্রথম স্তবকে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দাদি বন্দনা ও স্ববংশপরিচয়। 'গোবিন্দরতিপল্লব' নামক দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, স্বয়ংদৌত্য, অভিসার, সংক্ষিপ্তসম্ভোগ; 'গোবিন্দরতিকোরক' নামক তৃতীয় স্তবকে সংকীর্ণ সম্ভোগ, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা; 'গোবিন্দরতি-প্রসূন' নামক চতুর্থ স্তবকে সম্পন্ন সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা এবং 'গোবিন্দ-রত্যামোদ' নামক পঞ্চম স্তবকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ, বিরহ, গোপীদের বারমাস্যা, বিরহাবসানে পুনর্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত আছে।[১]

রামগোপালদাসের অনুযায়িগণের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর যথাযথ অনুসরণ দেখা যায়। রসময়দাসের "কৃষ্ণভক্তিবল্লী" ও নয়নানন্দ ঠাকুরের "কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব" নামে যে অলঙ্কার গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"কে অবলম্বন করিয়াই রচিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীরূপের "উজ্জ্বলনীলমণি" ও "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থ দুটীর এক সংক্ষিপ্তসার চারিটী নিবন্ধে প্রকাশিত করেন;—উক্ত নিবন্ধগুলির নাম—"ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু", "উজ্জ্বলনীলমণিকিরণম্", "রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা" ও "মাধুর্য্যকাদম্বিনী"। কৃষ্ণদাস নামে এক ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থগুলির এক সারমর্ম্ম ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

"উজ্জ্বলনীলমণি"কে অবলম্বন করিয়া যে সকল নিবন্ধের রচনা ভাষায় প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে "উজ্জ্বলচন্দ্রিকা" বা "উজ্জ্বলরসবিবরণ" অন্যতম। "চাণক" নিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি এই গ্রন্থের রচয়িতা। উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শ দুইটী টীকা—এক "লোচনরোচনী"—শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত, আর "আনন্দচন্দ্রিকা" নাম্নী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় পূর্ব্বোক্ত দুইটী টীকার সমন্বয় সাধন পূর্ব্বক আপন গ্রন্থ ভাষায় প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, মূল শ্লোকগুলির পয়ার ছন্দে ও সূত্রগুলির পরিপোষক শ্লোকগুলির ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অনুবাদ আছে।

নন্দকিশোরের "রসকলিকা" নামক অলঙ্কারগ্রন্থখানি "উজ্জ্বলনীলমণি"র আদর্শে রচিত। মূল ও প্রমাণ শ্লোক "উজ্জ্বল" হইতে সংগৃহীত। গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, জ্ঞানদাসের পদগুলি প্রামাণিকরূপে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নিবন্ধকার

১ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য—পৃঃ ৩৮

একজন বিশিষ্ট ব্রজবুলী-পদ-রচয়িতা ছিলেন, গ্রন্থমধ্যে তাঁহার পদের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ মিলে।

নারায়ণদাস "উজ্জ্বলে"র সংক্ষিপ্তসার 'উজ্জ্বলরসবিবরণ' নামে একটী নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। জগন্নাথদাস 'উজ্জ্বলে'র আদর্শে যে নিবন্ধ রচনা করেন, তাহার নাম 'উজ্জ্বলরস'।

রামগোপালদাসের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যে রসনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে অল্পশিক্ষিত ও নবীন বৈষ্ণবগণের রসোপপত্তির পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্র মৈথিল কবি ভানুদত্তের "রসমঞ্জরী"র যে আক্ষরিক অনুবাদগ্রন্থ প্রণয়ন করেন—তাহা আমাদের আলোচনার সম্পূর্ণ বাহিরে।

বৈষ্ণব সহজিয়াগণের মধ্যে শৃঙ্গার রসের আলোচনা শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন পর্য্যায়ের হইলেও ইহাদের রস আলোচনার পূর্ণ বাংলা বিবরণ কিছু আছে। কিন্তু উহাও আমাদের আলোচনার বহির্ভূত।

গ্রন্থকারের পরিচয়

রসকল্পবল্লী গ্রন্থটীতে রামগোপালদাস মহাশয় তাঁহার আত্মপরিচয় দিতে গিয়া আপনার পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, শিক্ষাগুরুর পরিচয় ও গ্রন্থরচনার আরম্ভ, সমাপ্তি ও উপলক্ষ্য সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবীদিগের পক্ষে কম মূল্যবান নহে।[১] গোপালদাস আপন পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় সম্বন্ধে বলেন যে, শ্রীখণ্ডে রাঘবসেন নামক এক ব্যক্তিই সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যসমাজের সৃষ্টি

---

১ পিতৃকুল :—

চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥
* * *
রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীত করিলা।
* * *
তাহার আজ্ঞা পাঞা দুই খণ্ডকে আইলা।
সরকার ঠাকুর অতি পীরিতি করিলা॥
* * *
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
* * *
তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম।
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হন শ্যামরায় নাম॥
তাহার পুত্র হয়েন মদন রায়। পৃঃ ১৬৭

মাতৃকুল :—

অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন।
মাতা চন্দ্রাবলীদাসী করিল পালন॥
মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংশ হয়।
প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব আশ্রয়॥
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে তেঁহো করেন যাজন।
যাতে নৃত্য করেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডের সম্প্রদা বলি নীলাচলে কহেন॥ পৃঃ ১৭০

করেন। এই বৈদ্যসমাজ অনেক সুপণ্ডিত, কবি ও বৈষ্ণব সাধকের জন্মগ্রহণে ধন্য হইয়াছিল। এই সমাজেই যশরাজখান, দামোদর ও কবিরঞ্জনের জন্ম হইয়াছিল, ইঁহারা স্বনামধন্য, সুপণ্ডিত ও কবি। ইঁহারা তদানীন্তন রাজার কর্ম্মচারীও ছিলেন। এই সমাজেরই দুই ব্যক্তি, চক্রপাণি ও মহানন্দ (দুই ভাই), নীলাচলে গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ ছিল তাঁহারা রঘুনন্দনের শিষ্য। চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্রের নাম নিত্যানন্দ, তাঁহার পুত্র গঙ্গারাম, গঙ্গারামের পুত্র শ্যামরায়, শ্যামরায়ের পুত্রের নাম রামগোপাল। রামগোপালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মদন রায় ও পুত্রের নাম পীতাম্বরদাস—"রসমঞ্জরী" নিবন্ধের প্রণেতা।

অতএব বংশ-তালিকা এইরূপ,—
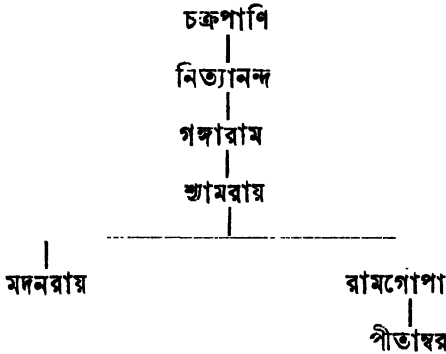
অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার মাতা চন্দ্রাবলী রামগোপালের লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। বোধ হয় পিতৃবিয়োগের পরেই তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন এবং রামগোপালদাস মাতামহের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। রামগোপালের প্রমাতামহের নাম মধুসূদন। মধুসূদন সঙ্কীর্ত্তনে খোল বাজাইতেন আর এই সব অনুষ্ঠানে রঘুনন্দন ঠাকুর নৃত্য করিতেন।

রামগোপাল তাঁহার নিবন্ধের ভিতর বহু স্থলেই গুরুকুলের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন।[১] রতিপতি ঠাকুর রাম গোপালের দীক্ষা গুরু।

১। জয় জয় মুকুন্দদাস, শ্রীনরহরি।
জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্পমাধুরী।
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি।
ত্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি।
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম।
তার বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকান্ত।
—পৃঃ ১৭

রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরদাস রতিপতি ঠাকুরের পুত্র শচীনন্দনের শিষ্য ছিলেন। গোপালদাসের নিবন্ধের ভিতর দীক্ষাগুরুর বংশের পরিচয় এইরূপ আছে যে, তাঁহার গুরু রতিপতি ঠাকুরের পিতৃদেব মদনমোহন ঠাকুর। মদনমোহনের পিতার নাম কানাই ঠাকুর, কানাই ঠাকুরের পিতার নাম রঘুনন্দন ঠাকুর ও পিতামহের নাম মুকুন্দ। নরহরি ঠাকুর মুকুন্দের ভ্রাতা। গোপালদাস তাঁহার গুরু রতিপতি ঠাকুরের তিনটি পুত্রের নাম করিয়াছেন— শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ ও যাদবেন্দ্র ঠাকুর ; ঘনশ্যাম রতিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

রামগোপালদাস তাঁহার রচনামধ্যে বিনয়ের সহিত আপনার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুর পরিচয় দিয়াছেন—এই প্রসঙ্গক্রমে লেখকের বৈষ্ণব ঐতিহ্য ও বৈষ্ণব প্রভাব সহজেই অনুমেয়। লেখকের মাতৃ ও পিতৃকুলের প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন। লেখক যে একজন বৈষ্ণব, ভক্ত ও বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থরাজির সহিত পরিচিত ছিলেন, তাহা তাঁহার আকর গ্রন্থাবলীর উল্লেখে উপলব্ধি করা যায়। যদিও তিনি "অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন" বলিয়াছেন তথাপি অন্তত পাঁচজনকে শিক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। এই পাঁচজন—শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস (লেখকের পিতৃব্য), শ্রীগৌরগতি দাস, শ্রীজয়রাম দাস, শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রামগোপালদাস সম্ভবত নিজে গায়েন ছিলেন বলিয়া অনেক প্রাক্তন

২। শ্রীরঘুনন্দন-পুত্র ঠাকুর কানাই।
কৈল মহোৎসব আয়োজন অন্ত নাই।
ভক্তি ১৩।১৮৫-৮৬

৩। কৈশোরে কানায়ের ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়।
শ্রীমদন আর বংশী—ভক্তিরসময়॥
ভক্তি ১৩।১৮৯-৯৪

৪। মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন॥
চৈ-ম—১১শ

৫। জয় ঠাকুরপুত্র নাম শচীনন্দন॥
মধ্যম ঠাকুরপুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ নাম।
যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম॥
আমার প্রভুর অনুজ ঠাকুর ঘনশ্যাম।
তাহার তনয় শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥ পৃঃ ৬৩

৬।
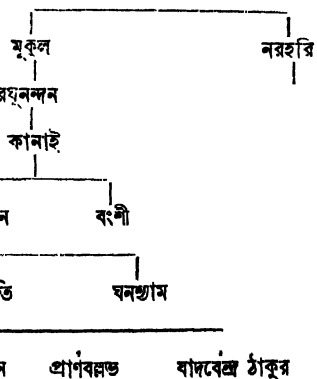
পদকর্ত্তার পদ ও স্থানে-স্থানে পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বতন্ত্র পদের অবতারণা করিয়া গিয়াছিলেন। রসকল্পবল্লীগ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়—

(১) নব ঘন বরণ উজোর।
হেরি লুবধ মন মোর॥
তুয়া রস পাওব আশে।
মাধবীলতা পরকাশে॥ ইত্যাদি

এখানে কবির নিজস্ব পরিকল্পনা মাধবীলতাকে ঘিরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য শব্দে ও পদের আঙ্গিকে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের প্রভাব নিবন্ধটীতে লক্ষণীয়।

(২) থির বিজুরী বরণ গোরী
দেখিনু ঘাটের কূলে।
কানড় ছাঁদে কবরী বাঁধে
নবমল্লিকার ফুলে॥ ইত্যাদি

এই পদটীতে বিশেষভাবে বাঙলা-ব্রজবুলী মিশ্রণ দেখা যায়, যা পরবর্ত্তী কালের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার নিজস্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় "রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী"র নবম কোরকে উদ্ধৃত মাথুর-বিষয়ক রচিত পদে। নব-নব চিত্রকল্পের সাহায্যে তিনি যে সুদীর্ঘ পদবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কল্পনার মৌলিকত্ব পরিস্ফুট; বাক্যগুলি অলঙ্কারমণ্ডিত এবং শেষ পর্য্যন্ত পদটীর শ্রুতিমাধুর্য্য আমাদের চমৎকৃত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঐ পদ হইতে দু-চার পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি;—

আলাঞা কবরী ভার দূর করে অলঙ্কার
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সঘনে কম্পয়ে কলেবরে॥

* * *

হিয়ার মাঝারে মোর কেমন জানি করে গো
বন্ধু নাকি হৈলা পরদেশী।
ধেনুবৃন্দ উমন হাম্বারব অনুক্ষণ
চঞ্চল স্বভাব কেনে দেখি॥—ইত্যাদি

সরল প্রকাশভঙ্গী সৎকাব্যের লক্ষণ না হইলেও তাহা অন্ততঃ সরল চিন্তাপ্রণালীর পরিচায়ক। এই প্রকাশভঙ্গী যেমন ঋজু, সুষ্ঠু, অকৃত্রিম, দৃঢ়সম্বন্ধ ও সংযত তেমনি কথোপকথনের বাগ্‌ভঙ্গী সমন্বিত, সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর।

বন্দোঁ গদাধর নামে পণ্ডিত মহাশয়।
যাহার মধুর রসে কৃষ্ণ বশ হয়॥
বন্দোঁ মুকুন্দদাস আর নরহরি।
শ্রীরঘুনন্দন বন্দোঁ বড় ভক্তি করি॥

*　　　*　　　*

নায়কের লক্ষণ আগে কহি বিবরণ।
পশ্চাৎ নায়িকার কহিব ধরণ॥
উত্তম নায়ক আর নায়ক মধ্যম।
প্রকৃত নায়ক সেই কহি যে অধম॥

*　　　*　　　*

বসন্ত কোকিল আর উজ্জ্বল মদন।
প্রকৃতি স্বভাব অঙ্গ অনঙ্গ বর্দ্ধন॥
অভিন্ন দেহ সব কৃষ্ণের স্বরূপ।
উদ্দীপন আলম্বন, মহাভাব রূপ॥

*　　　*　　　*

নাহি পড়ি গ্রন্থ না জানি কোন শাস্ত্র।
শ্রীরতিপতি প্রভু মোর এই ভরসা হয় মাত্র॥
পরম দয়াল প্রভু করুণা প্রচুর।
অদোষদর্শিত প্রভু আমার ঠাকুর॥
শেষকালে প্রভু মোরে করুণা করিলা।
পঞ্চতত্ত্ব বিবরিঞা সকল কহিলা॥ পৃঃ ১৭৪

উপরোক্ত কবিতার অংশবিশেষগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে পদের অন্বয়ের মধ্যে কোন জটিলতা নাই। কবিতার অন্বয় এত সরল ও অবক্র যে খুব অল্পক্ষেত্রেই তাহা দেখা যায়। ব্যবহৃত শব্দগুলি অধিকাংশ কথোপকথনের ভাষায় সুলভ। সপ্তদশ শতকের কবিতায় এইরূপ ভাষার ব্যবহার অতি

অল্প। বিশেষণগুলি প্রচলিত সংস্কৃত কোষ হইতে আহৃত। ক্রিয়াপদগুলি প্রাত্যহিক কথোপকথনের ভাষা হইতে গৃহীত।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর ফরিদপুর নিবাসী তাঁহার এক প্রিয়পাত্র রামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে রাধাকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গোপালদাসকে তাঁহার শিক্ষার ভার লইতে বলিয়াছিলেন। রামগোপালদাস রামচরণ চক্রবর্ত্তীকে বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে সুশিক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে এই রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন

গ্রন্থরচনার সূত্রপাত

রসকল্পবল্লীর যে কয়েকটী বাংলা পুঁথি আমরা পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে সকলগুলিতেই গ্রন্থটীর রচনাকালের ইঙ্গিত আছে :—

মূল পুঁথিতে আমরা রচনাকাল সম্বন্ধে এইরূপ পাঠ পাই,—

রসকল্পবল্লীর রচনাকাল

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে॥
সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সংপূর্ণ।
বুধবার দীপযাত্রা হইল পরসন্ন॥

'বি-ক' :— পুঁথির পাঠ

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক সর ব্র[*] নরপতি শাকে॥

'ঢা'র পুঁথির পাঠ :—

বাণ অঙ্ক সর ব্রহ্ম নরপতি শকে।

বাণ—৫, অঙ্ক—৯, শর—৫, ব্রহ্ম—১, অঙ্কস্য বামা গতিঃ—এই নিয়মে পাঠ করিলে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৯৫ শকাব্দ। এই হিসাবে দাঁড়ায় ১৫৯৫ শকাব্দের বৈশাখ মাসে গ্রন্থটীর রচনা আরম্ভ করেন ও ঐ বৎসরে কার্ত্তিক মাসে সাত মাস বাদে বুধবারে অমাবস্যায় গ্রন্থটী সম্পূর্ণ হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে গিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পূর্ণ বা আংশিক পদগুলির উদ্ধৃতি আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বহুস্থলে পদকর্ত্তার নামের উল্লেখ করা হয় নাই। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

উল্লিখিত পদের বিশ্লেষণ

"এখানে চারিটি সম্ভাবনা আছে। এক, পদগুলি এতটা পরিচিত ছিল যে

।বল্লী—পৃ : ১৭৫

সবটা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে হয় নাই। দুই, পদগুলির দুইটি কিংবা চারিটি ছত্র ছাড়া রামগোপালের জানা ছিল না। তিন, পদগুলিতে আর ছত্র ছিল না। চার, পুঁথিলেখক পদগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন। চারিটি সম্ভাবনার কোনটিই সরাসরি উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" বাঃ সাঃ ইঃ ১ম খণ্ড—অপরার্দ্ধ পৃঃ ২৫

গোবিন্দদাস কবিরাজের পদগুলি উদ্ধৃত করিতে গিয়া রামগোপালদাস মহাশয় শ্রীকবিরাজ, কবিরাজ, কবিরাজ ঠাকুর ইত্যাদি ভণিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিভিন্ন পুঁথি মিলাইতে গিয়া আমরা অনেক স্থলে পদকর্ত্তার নামের গরমিল পাইতেছি। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় ও শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

রামগোপালের ব্রজবুলী পদবন্ধ রচনায় অধিকতর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু এইটুকুই নয়; তাঁর রচিত অনেক পদ অন্য পদকর্ত্তার নামে পরিচিত। তাঁর সহজ সরল বাংলায় লেখা পদ চণ্ডীদাসের নামে এবং ব্রজবুলীতে লেখা পদ গোবিন্দদাস ও বিদ্যাপতির নামে চলিয়া আসিতেছে।

"থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিনু ঘাটের কুলে"—পদটী চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে পদটী গোপালদাসের। গোবিন্দদাসের পদ—"কালিদমন জগহি তুয়া ঘোষই," মূল পুঁথিতে গোবিন্দ-দাসের বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু 'বি-ক' ও 'শ্রী'তে গোপালদাসের পদ বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। "মঝু পদে দংসল কালভুজঙ্গ"—পদটী গোবিন্দদাসের কিন্তু 'ঢা' ও 'বি-ক' পুঁথিতে গোপালদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। "কনক পুথলি নব মালা" পদটী মূল পুঁথিতে গোবিন্দদাসের কিন্তু 'বি-ক' ও 'শ্রী'তে গোপালদাসের; আমরা ইহা গোপালদাসের পদ বলিয়া স্থির করিয়াছি।

রসকল্পবল্লী গ্রন্থে যে সকল পদকর্ত্তার পদ উল্লিখিত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল;—

ষোড়শ শতাব্দীর কবি :—নরহরি সরকার ঠাকুর, গোবিন্দ আচার্য্য, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বংশী ঠাকুর, জ্ঞানদাস, লোচনানন্দ, যদুনাথদাস, কবিরঞ্জন ঠাকুর, কৃষ্ণদাস।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি :—শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর,

গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহ ভূপতি (রাজা নরসিংহ), নৃপ উদয়াদিত্য, বল্লভ চৌধুরী, কবিশেখর।

বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডের অধিবাসী নরহরি ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকর, মুকুন্দের ভাই। এই গ্রন্থটীতে একটীমাত্র পদ ধৃত হইয়াছে,—"রাই বিপতি শুনি বিদগদ শিরোমণি, পুছইতে গদগদ ভাষা"—ইত্যাদি। পদটী সরকার ঠাকুরের, এইরূপ উক্তি আছে। সম্পূর্ণ পদটী "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি"তে দৃষ্ট হয়। (বাঃ সাঃ ইঃ—১ম খণ্ড, প্রথমার্দ্ধ, পৃঃ ৩৯৯)

রসকল্পবল্লীতে গোবিন্দ আচার্য্যের একটী স্বয়ংদোত্যের পদ সংগৃহীত। পদটীর প্রথমাংশে "ঘন ঘন বরিখে বিজুরী ললপে"—এই পদটীর বিভিন্ন পাঠ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "বৈষ্ণব পদাবলী"তে দ্রষ্টব্য। গোবিন্দ আচার্য্য শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধামালি রচনায় পটু ছিলেন, তাহার পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—[১] "গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী। যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥" বৈষ্ণব বন্দনা—দৈবকীনন্দন। "শাখা বর্ণনা"য় এইরূপ আছে—"পূর্ব্বে যেন ব্রজে বড়াই করিলা ধামালি। সেই মত গোবিন্দ আচার্য্য গীতাবলি॥"

"বি-ক" পুঁ-তে তিনটী পদ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। মূল পুঁথিতে বড়ু চণ্ডীদাসের নাম নাই কিন্তু চণ্ডীদাসের নাম আছে। দুইটী পদের মধ্যে "আজু গোকুল শূন ভেল" (পৃঃ ১২২) পদটী মূল পুঁথিতে মহাজনস্থ ও ভণিতাশূন্য অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। প-ক-ত (১৬৩৮)-তে ইহা বিদ্যাপতির বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মূল পুঁ-তে "কিনা হৈল আগো সই কানুর পিরিতি" (পৃঃ ১০১) পদটী ভণিতাশূন্য, "বি-ক"-তে কিন্তু ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া বর্ণিত। পরবর্ত্তীকালের বহু পুঁথিতে এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের নামে পাওয়া যাইতেছে। মূল পুঁথিতে কেবলমাত্র একটী পদ চণ্ডীদাসের বলিয়া ধৃত—পদটীর প্রথম পংক্তি—"সজনি ও না মোর কে" (পৃঃ ৯৯)।

বংশীবদনের দুটি পদ সংকলনে ধৃত হইয়াছে,—পদটীর প্রথম পংক্তি এইরূপ—(১) "বংশী না ডাকিলে সুমতি না দেয় রাধে"; (২) "রাই তোরে কে দিল অলকে তিলক"। বংশীবদন চৈতন্যদেবের স্বগ্রামবাসী ও ভক্ত। বংশী ঠাকুর, বংশীদাস এইরূপ ভণিতা তাঁহার পদে দেখা যায়।

১ ডঃ সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ পৃঃ

চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনানন্দ ঠাকুরের কয়েকটী পদ পাওয়া যায়, তাহার বেশীভাগই নাগরীভাবের উপাসনা বিষয়ক। পদগুলি লোচনের "ধামালি" নামেই পরিচিত। "কোন দেশে ছিলা আগো মাগো"—দূতীর প্রতি আক্ষেপ পদটী এই সংকলনে ধৃত হইয়াছে।

সংকলন গ্রন্থে "সজনি, এ বোল বোল জানি মোরে" ইত্যাদি পদটী অজ্ঞাত কবির রচিত বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু 'শ্রী' পুঁথিতে ইহা যদুনাথদাসের বলিয়া উল্লেখ আছে।

"বিদগদ নাগরী নাগর কান" পদটীর বিদ্যাপতির ভণিতায় সম্পাদিত গ্রন্থে দুইবার উল্লেখ আছে, একবার স্বয়ং-দৌত্যের অন্তর্ভুক্ত উভয় আঙ্গিকের দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয়বার গৌণ-সম্ভোগের পর্য্যায়। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর" মধ্যে "বিদগদ নাগরী" প্রভৃতি প্রথম দুই কলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দুই কলি আছে, "হরি গলে লাগল চম্পক মালা। পুলকিত বাহু বিহসি রহু বালা॥" "সুন লো সজনি তেজল গুরুজন লাজ" (পৃঃ ৯৮), "হাম অবলা দুঃখ সহনে না জায়" (পৃঃ ১২৩)—পদ দুইটী সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে।

কবিরঞ্জনের কয়েকটী পদ এই নিবন্ধে স্থান পাইয়াছে। "শাখানির্ণয়" গ্রন্থে রামগোপাল এই কবির পরিচয় সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি করেন,—

> কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী।
> যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবনে ভাসি॥
> তার হয় রঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
> প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়॥

পদ যথা—"শ্যামর গৌরবরণ এক দেহ" ইত্যাদি

> গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্ বিলাসঃ
> শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ
> রূপেষু নির্ভৎসিত পঞ্চবাণঃ
> শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ॥

> ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
> যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, জাতিতে বৈদ্য কবিরঞ্জন নামে এক ব্যক্তি গীতি-কবিতা রচনায় এইরূপ পারদর্শী ছিলেন যে, আপামর সাধারণ তাঁহার গীতে মুগ্ধ হইত। তিনি রঘুনন্দনের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর তত্ত্বমূলক "শ্যামর গৌরবরণ একদেহ" এই পদটী প্রণয়ন করেন।—ইহার পর রামগোপাল একটী সংস্কৃত শ্লোকে কবিরঞ্জন সম্বন্ধে স্তুতি করিয়াছেন ;—

"গীত (রচনায়) যাঁহার বিলাস বিদ্যাপতির মত, শ্লোক (রচনায়) যিনি কবি (শ্রেষ্ঠ) কালিদাস, রূপে যিনি কামদেবকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই শ্রী (কবি ?) রঞ্জন সর্ব্বকলাকুশল।"[১] রামগোপাল কর্ত্তৃক উদ্ধৃত "শ্যামর-গৌরবরণ এক দেহ" পদটীর সম্বন্ধে এক বিস্তারিত আলোচনা ডঃ সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে করিয়াছেন (১ম খণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, পৃঃ ৪১৯)। তিনি উক্ত পদটীর তিনটী বিভিন্ন পাঠ পাইয়াছেন এবং এই তিনটি পদের ভণিতা এইরূপ ;—

(১) ত্রিপুরাচরণকমল-মধুপান।
সরসসঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান॥

(২) শ্রীরঘুনন্দনচরণ করি সার।
কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥

(৩) করি গৌরচরণ-কমলমধু পান।
কমলসঙ্গীত মাধবীদাস ভান॥

—এই তিনটী বিভিন্ন ভণিতার পাঠের সত্য বিচার লক্ষণীয়। 'রসকল্পবল্লী' নিবন্ধে যে কয়েকটী কবিরঞ্জনের পদ গৃহীত হইয়াছে, তাহার সব কয়টী অভিসার-বিষয়ক।

"চরণনখরমণি-রঞ্জন ছান্দ" পদটী মূল পুঁথিতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় আছে, 'বি-ক' ও 'ঢা' পুঁথিগুলিতে পদটীর রচয়িতা "কবিরঞ্জন" বলিয়া উল্লেখ পাইতেছি। বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত "পদকল্পতরু" গ্রন্থে এই পদটী বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত দেখিয়া উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক এই পদটীর রচয়িতা বিদ্যাপতি বলিয়া গণ্য করেন, সতীশবাবুর ধারণা "কবিরঞ্জন" বিদ্যাপতির উপাধি, "কবিরঞ্জন" বলিয়া কোন স্বতন্ত্র কবি ছিলেন না। রামগোপালদাস শ্রীখণ্ডের খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সহিত কবিরঞ্জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,

১ শ্লোকটীর আক্ষরিক অনুবাদ ডঃ সেনের বাঃ সাঃ ইঃ, ১ম খণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ হইতে গৃহীত হইল (পৃঃ ৪২৫)।

তাঁহার সম্বন্ধে যে স্তুতি 'শাখানির্ণয়' নিবন্ধে করিয়াছেন—তাহা সবই অমূলক হইয়া উঠে। 'উদসল কুন্তলভারা' পদটীতে আমরা মূল পুঁথিতে বিদ্যাপতির ভণিতা পাই, অন্যত্র এই পদটী কবিরঞ্জনের বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

পদকল্পতরুতে "অনুক্ষণ কোণে থাকি" পদটী (৮৩৯) অজ্ঞাত পদকর্ত্তার বলিয়া ধৃত আছে, "রসকল্পবল্লী" নিবন্ধে ইহা শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের বলিয়া উল্লেখ আছে। নরোত্তম ঠাকুরের "রাইর দক্ষিণ কর" পদাংশ পদকল্পতরুর ১০৭৪ সংখ্যক পদটীতে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুতে ১০৭৪ সংখ্যক পদটীর আরম্ভ এইরূপ—

"কদম্বতরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে, ভাল ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি"।[১]

গোবিন্দদাস কবিরাজ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। গোবিন্দদাস কবিরাজ ও চক্রবর্ত্তীর পদগুলির মধ্যে বিশেষ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, কারণ উভয়ের পদেই—'গোবিন্দ' এই নামেই ভণিতা দেওয়া আছে। "উলসিত মঝু হিয়া আজু আয়ব পিয়া" ইত্যাদি পদটী যে কোন্ গোবিন্দদাসের তাহা লইয়া বিশেষ ভ্রান্তি ছিল, রসকল্পবল্লীতে ইহা স্পষ্ট গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বলিয়া উল্লেখ আছে।

পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের যে সকল পদ এই সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেই সকল পদে "নৃসিংহ ভূপতি, ভূপতি সিংহ" প্রভৃতি ভণিতা পাওয়া যায়।

বল্লভ চতুর্প্রবীণের যে পদটী এই সংকলন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে, তাহা মূল পুঁথিতে "আর কিএ কনক কষিল তনু সুন্দর" পদটীর শেষাংশ মাত্র, এবং পদটী অজ্ঞাত কবির।

নৃপ উদয়াদিত্যের একটী মাত্র পদ সংগৃহীত; কবিশেখরের দুইটী মাত্র পদ আছে।

চৈতন্যতত্ত্বসার

অদ্বৈতাচার্য্য, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত নূতন বিশ্বাস বা ধারণা ৪০।৪৫ বৎসর সময়ের মধ্যে যে মতবাদের মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল—তাহার দার্শনিক পরিচয় বিবর্ত্তবাদ বলিয়া। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজমণ্ডলকে

১ শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী—সা. প. প.—৩৭

লইয়া যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল—এখানে শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পুনঃপ্রয়োগ হইল।

শ্রীমহাপ্রভুর জীবৎকালের প্রথম দিকে তাঁহাকে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণাবতার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়িয়া পুরীধাম চলিয়া যাইবার পর হইতে এই বিশ্বাসের বা মতধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্য বা উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহাকে মহাপ্রভু জগন্নাথের সহিত একাত্ম বলিয়া ধরিয়া লইতে থাকেন। কিন্তু মহাপ্রভুর লীলাবসানের পর এই মত-ধারার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার পার্ষদবৃন্দ তাঁহাকে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণ" বলিয়া প্রচার করেন।

খেতুড়ীর মহোৎসবে এই ব্যাপারের সম্পূর্ণ নির্দ্ধারণ হয়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে শেষবারের মত প্রমাণ করিয়া দেন। এই অধিবেশনে যে সকল বৈষ্ণব আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে আবার ইঁহাদিগকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যমণ্ডলের একটী পরিপূর্ণ ধারণা বিকশিত হয়। এই ধারণার সম্যক পরিচয় সরল ভাষায় "শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার" গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

সুতরাং চৈতন্যতত্ত্বসার বলিতে একদিকে খেতুড়ীর মহাবৈষ্ণবের সম্মেলনে স্থিরীকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তাঁহার শক্তি ও পারিষদগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজমণ্ডলের একাত্মতা অপরদিকে পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীমহাপ্রভুর ও লীলাসহায়কগণের অপূর্ব্ব দৈবী মাহাত্ম্য বুঝায়।

শ্রীচৈতন্যের গুরু গঙ্গাদাস পূর্ব্বজন্মে বশিষ্ঠ ছিলেন; কালিন্দীই গঙ্গার রূপ লইয়াছিল, শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্র পূর্ব্বে যশোদা ও নন্দ মহারাজ ছিলেন; স্বয়ং মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমভক্তিফলদাতা কল্পবৃক্ষস্বরূপ ও তাঁহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী উজ্জ্বলরসের অবতার, কেশবভারতী পূর্ব্বে সান্দীপনি মুনি ছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিত পূর্ব্বে সুবলসখা ছিলেন, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য পূর্ব্বে শ্রীদাম ও অভিরাম ছিলেন। হরিদাস ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দদাস বৃন্দাদেবী, সদাশিব কবিরাজ চন্দ্রাবলী ছিলেন, ইত্যাদি।

পাটনির্ণয়

পাটনির্ণয় গোপালদাসের অন্যতম রচনা, ইহার উদ্দেশ্য নব্য বৈষ্ণবগণের নিকট ধাম, মহাপাট ও পাট নির্দ্দেশ করা। সুতরাং ইহা বৈষ্ণবগণের তীর্থ নিরূপণের দিগ্‌দরশন। পাট-পরিচায়ক হিসাবে ইহার উপযোগিতা অধিকতর; ইহার রচনাকাল লেখক এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন :—

সাত অঙ্ক শ ব্রহ্ম সকল বসতি।
মধুমাস সোমবার শ্রীরামনবমী তিথি॥

পদটীর অর্থ করা দুষ্কর, তবে অনুমানে প্রমাণে মিলাইয়া বলা যায় কোনও এক সালের চৈত্রমাসের রামনবমী তিথিতে রামগোপালদাস "পাটনির্ণয়" রচনা শেষ করেন।

প্রথমে তিনি ধামগুলির পরিসংখ্যান দিয়াছেন। ইহাদের ক্রম—বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা, নীলাচল, খড়দহ, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও কণ্টকনগর—এই অষ্ট কৃষ্ণচৈতন্যের ধাম। ইহার পর দ্বাদশ মহাপাট। পাট ও মহাপাটের মধ্যে পার্থক্য রামগোপাল এই বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন—

এক দুই বৈষ্ণব যাহা তাহা পাট সাক্ষী।
অনেক বৈষ্ণব যাহা তাহা মহাপাট লেখি॥

সুতরাং মহাপাট বলিতে রাঢ়দেশের মধ্যস্থলে শ্রীবৈদ্যখণ্ড গ্রাম প্রথমে, গঙ্গাপারে শ্রীঅগ্রদ্বীপ গ্রাম; দ্বিতীয়, কুলিয়া পাহাড়পুর নবদ্বীপের ওপারে; তৃতীয়, বংশীরসপুর—চতুর্থ, তাহার দক্ষিণে অমুয়া মুলু; পঞ্চম; কুলুয়া গ্রাম ষষ্ঠ, কাঁচড়াপাড়া; সপ্তম, কুমারহট্ট; অষ্টম, আড়িয়াদহ; নবম—তাহার নিকট পানিহাটি দশম, হলদা মহেশপুর; একাদশ বোধখানা, দ্বাদশ কৃষ্ণনগর ও চাতরা বল্লভপুর ইত্যাদি।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মহাপাটগুলি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

{ পাট অনেকগুলি,—তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান হইতেছে বটগাছি-শালিগ্রাম, বাঘনাপাড়া, গুপ্তপাড়া, জীরাট, যশড়া, সপ্তগ্রাম, কাঁচড়াপাড়া, রামকেলি, বেনাপোল, নওপাড়া ইত্যাদি। }

শাখানির্ণয়

পাটনির্ণয়ের মত "শ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দনদাসের শাখানির্ণয়" রামগোপালদাসের অন্যতম রচনা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে মূলবৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার শাখা-প্রশাখা রূপে শ্রীনরহরি সরকার ও শ্রীরঘুনন্দন দাস এবং তাঁহাদিগের হইতে উৎপন্ন শিষ্যসেবক ও বংশধর কিরূপে কোথায়-কোথায় ছড়াইল, তাহারই বর্ণনা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মূল শাখা—শ্রীনরহরি সরকার ও শ্রীরঘুনন্দনদাস ঠাকুর প্রভৃতি পঞ্চশাখার উৎপত্তির আভাস নবীন ঐতিহ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনী-সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। ধাম, মহাপাট ও পাটগুলিরও শ্রীচৈতন্যের জীবনীসাহিত্যের স্থলবিশেষে উল্লেখ আছে।

সুতরাং ইহাদিগের কোনটীই অনৈতিহাসিক, স্বকপোলকল্পিত নহে। শ্রীচৈতন্য তাঁহার যে সকল সংসারী পার্ষদকে "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাও" উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে, মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন। ইঁহারাই পরবর্ত্তী কালে সংসারের কর্ত্তব্য করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যের অভিপ্রেত নামধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অষ্টরস নিরূপণ

ইহা একটী ছোট কড়চা যাহার সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে পীতাম্বরদাস রামগোপালদাসের পুত্র, পিতৃদেবের রচিত রসকল্পবল্লীর অষ্টম কোরকে বর্ণিত নায়িকার মূল অষ্টদশার সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিয়াছিলেন।

বিভাগ, উপবিভাগ মিলাইয়া নায়িকার ৬৪টী দশা হয়—ইহাদের মধ্যে খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা ইত্যাদি মুখ্যস্থানীয়। স্থলবিশেষে অষ্টম কোরকের সহিত ভাষার সাদৃশ্য পরিস্ফুট এবং নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য মনে হয় প্রাচীনকালে প্রচলিত শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত প্রভৃতি অষ্টরসের সহিত অষ্ট নায়িকার সংগতি প্রমাণ করাই শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অষ্ট ছিদ্র হইতে অষ্টপ্রকার ধ্বনি নির্গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

পীতাম্বরদাসের

অষ্টরসব্যাখ্যা

পীতাম্বরদাস তাঁহার পিতা রামগোপালদাসের অষ্টরসনিরূপণের অনুসরণে অষ্টরসব্যাখ্যা নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধে তাঁহার উদ্দেশ্য দেখা যায়—

অষ্টাষ্টে হয় চৌষট্টি রসের আখ্যান।
মুখ্য অষ্টরস কিছু করিব ব্যাখ্যান॥

উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিনি নায়িকার চৌষট্টি অবস্থার ভাবকে পরিস্ফুট করিতে বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনের পদাবলী হইতে ঐ সকল বিভিন্ন ভাব লইয়া রচিত পদগুলি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন। পদগুলি কতক ব্রজবুলী ও বাকী বাংলায় রচিত—মাঝে মাঝে তাঁহার নিজস্ব উক্তি পয়ারে নিবদ্ধ। এইগুলি লইয়াই আবার তিনি "রসমঞ্জরী" নামক স্বতন্ত্র নিবন্ধ সংকলিত করেন। সময়-সময় একাধিক পদের সাহায্যেও তিনি ভাববিশেষকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রায় তাঁহার পিতার মতন,—তদানীন্তন কথ্যভাষা-শব্দাবলী-মণ্ডিত পয়ার।

পীতাম্বরদাসের

রসমঞ্জরী

রামগোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাস "রসমঞ্জরী" নামে একটি বৈষ্ণব-অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র অষ্ট নায়িকার পরিচয় ও তাহাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি মাত্র আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থে অলঙ্কারের কোন বিষয়ই স্থান পায় নাই। তাঁহার গ্রন্থ হইতে এইরূপ জানা যায়,—

খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে জন্মএ।
আট আট্রে চৌসট্টি তাহার ভেদ হএ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে॥

তাঁহার করচা কিছু আছিল বর্ণন।
গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল।
রসমঞ্জরী বলি তবে গ্রন্থ জানাইল ॥

উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায় যে খণ্ডিতা প্রভৃতি অষ্ট নায়িকার যে বিবরণ রামগোপালদাস তাঁহার রসকল্পবল্লী গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাসকে অনুরোধ করেন এবং তাঁহার অনুরোধের ফলে পীতাম্বরদাস বর্ত্তমান রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে অষ্টপ্রকার নায়িকার প্রত্যেকটির আবার আট প্রকার বিভাগ করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য দেখান হইয়াছে। ইহা এইরূপ—

(১) অভিসারিকা—জ্যোৎস্না, তামসী, বর্ষা, দিবা, কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।

(২) বাসকসজ্জা—মোহিনী, জাগ্রতী, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা, সুপ্তিকা, প্রগল্ভা, বিনীতা, সুরসা, উদ্দেশা।

(৩) উৎকণ্ঠিতা—উন্মত্তা, বিকলা, স্তব্ধা, চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, প্রগল্ভা, নির্ব্বন্ধা।

(৪) খণ্ডিতা—নিন্দকা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগল্ভা, মধ্যা, মুগ্ধা, রোদিতা, প্রেমমত্তা।

(৫) কলহান্তরিতা—আগ্রহা, বিকলা, ধীরা, অধীরা, কোপনবতী, সখ্যুক্তিকা, সমাদরা, মুগ্ধা।

(৬) বিপ্রলব্ধা—নির্ব্বন্ধা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নিন্দকা, প্রখরা, দূত্যাদরী, চর্চ্চিতা।

(৭) স্বাধীনভর্তৃকা—কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা, উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা, অভিষেকা।

পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে (ভানুদত্তের) সঙ্গীতদামোদর, গীতাবলী, কাব্যসন্তোষ, রসকদম্ব, গীতগোবিন্দ, পদ্যাবলী, সঙ্গীতশেখরের গ্রন্থ হইতে শ্লোকবিশেষের উদ্ধৃতি দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাপতি, কৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দদাস, কবিরঞ্জন, যশোরাজ খান, গোপালদাস, কবিশেখর, রাধিকাদাস ও ঘনশ্যাম দাসের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

রসমঞ্জরী গ্রন্থে পীতাম্বর দাস যশোরাজ খানের একটী ব্রজবুলি পদ সংকলিত করিয়াছেন, এই পদের ভণিতায় পদকর্ত্তা তদানীন্তন গৌড়াধিপতি হুসেন শাহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পদটী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত এমন কথা বলা যায়।

পুঁথি-পরিচয়

রামগোপালদাসের ও তদীয় পুত্র পীতাম্বরদাসের গ্রন্থগুলির সম্পাদন প্রস্তুতির কার্য্যে যে সকল পুঁথির ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থলে প্রদত্ত হইল।

রামগোপালের লিখিত গ্রন্থ পাঁচটি: (১) রসকল্পবল্লী বা শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী (২) শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার (৩) পাটনির্ণয় (৪) শাখানির্ণয় (৫) অষ্টরসনিরূপণ

(১) পুঁথিসংখ্যা—৬৬৪২ মূ— } মূল পুঁথি বলিতে ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। পুঁথিটী মৎকর্ত্তৃক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দ্দেশে কাশীমবাজার রাজবাটী হইতে সংগৃহীত, বর্ত্তমান রাজকুমার উহা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন।

পুঁথির তারিখ—আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে ॥"

পত্রসংখ্যা ১-৫৩, আকার ৬½″×১১½″, লিপিকালের কোন তারিখ নাই। আধুনিক মেসিনে প্রস্তুত কাগজ। লিপিকারের অক্ষরগুলি অতি পরিষ্কার, গোটা-গোটা। প্রাচীন অক্ষরের অনেকগুলির পরিচয় লক্ষণীয়।

(২) পুঁথিসংখ্যা—৪০৫১ বি—ক } কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগৃহীত পুঁথি, পত্রসংখ্যা—১-৪৮, আকার—১২″×৪″, দুই পৃষ্ঠায় লেখা, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ সারি লেখা। পুঁথি রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখও পুঁথিতে দেওয়া আছে,—

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥

সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।
বুধযুক্ত কুহু তিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হইলে কল্যাণ দণ্ডবৎ নতি॥
কেতুগ্রাম আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।
বৈষ্ণব গোসাঞি দর্শন পাইল সেই দণ্ডে॥

পুঁথিটী নানারূপ প্রমাদে পূর্ণ, উহা লিপিকরের দোষ। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সবই প্রায় প্রমাদপূর্ণ। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুঁথিটী সম্বন্ধে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ১৩৩৭ সালের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন।

(৩) পুঁথির সংখ্যা—৬৬৪৫ শ্রী— } শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত। পুঁথিখানি শেষের দিকে খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ১-১৮, ২০-৩২, বহুস্থলে সংস্কৃত শ্লোক বর্জ্জন ও এমন কি অনেক কাব্যের বিষয় বর্জ্জন করা হইয়াছে। পুঁথিখানি লেখকের জন্মভূমি হইতে সংগৃহীত বলিয়া পাঠের গুরুত্ব হিসাবে অনেক স্থলে শ্রীর পাঠ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত। বর্ত্তমান ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) পুঁথিসংখ্যা—৬৬৪৬ ঢা-ক, খ } ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত পুঁথির অনুলিপি শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। পৃষ্ঠার সংখ্যা ১-৯, ও ১-৪৯। পুঁথিটীতে লিপিকাল দেওয়া আছে, উহা অন্যান্য পুঁথির ন্যায় একরূপই। বর্ত্তমান ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত।

৫। পাটনির্ণয়—পুঁথির সংখ্যা—৪৬৩১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথিশালায় সংগ্রহ, আকার ১২″ × ৪″, পত্রসংখ্যা ১-৪, আনুমানিক ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। অক্ষরগুলি অতিশয় অস্পষ্ট।

৬। শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার—পুঁথিটী বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার। উক্ত সাহিত্য-সভার সভাপতি ও সংকলন গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ডঃ সুকুমার সেন, পি-এইচ্-ডি মহাশয় উক্ত পুঁথিটী ব্যবহার করিতে দিয়া আমাদের বাধিত করিয়াছেন

পুঁথির সংখ্যা—ব-১১৫২, পুঁথিটী ২২৫ বৎসরের প্রাচীন, পুঁথির তারিখ সন ১১৫৫ ।

৭। অষ্টরসনিরূপণ—আকার ৪″×১২″, পত্রসংখ্যা ১-৩, ১৫০ বৎসরের প্রাচীন।

পীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্যা ও রসমঞ্জরী ; (২) ও (৩) ব্যতীত সকল পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাংলা প্রাচীনপুঁথি সংগ্রহশালার।

(১) অষ্টরসব্যাখ্যা—পুঁথির সংখ্যা—৬৬৪৩, পত্রসংখ্যা ১, ৩-৯, অসম্পূর্ণ। অক্ষরগুলি বেশ প্রাচীন ছাঁদের। ৩।৪টী পত্রের শেষ দিকে ছেঁড়া। ১৫০ বৎসরের প্রাচীন হইবে। পুঁথিখানি দুর্ল্লভ।

(২) রসমঞ্জরী—এ-ক, পুঁথির সংখ্যা—৪৯১৯, এসিয়াটিক সোসাইটীর নিজস্ব সংগ্রহশালার পুঁথি। পত্রসংখ্যা—২৭, পত্রে ৯টী করিয়া পঙ্‌ক্তি, ৫০০ শ্লোক, পুঁথির তারিখ—বাংলা সন ১১৬৫ (১৭৫৮-৯ খ্রীঃ), শক ১৬৮০, পুঁথির পাতাগুলি বিশেষ বিবর্ণ।

(৩) রসমঞ্জরী—এ-গ, পুঁথির সংখ্যা—এ-৪৯১৯, পত্রসংখ্যা—২৭, পত্রে ৯টী করিয়া পঙ্‌ক্তি, ৫০০ শ্লোক, পুঁথির তারিখ—সন ১১৬৫ (১৭৫৮ খ্রীঃ), শক ১৬৮০, সম্পূর্ণ। পুঁথিটীর পাতাগুলি বিশেষভাবে বিবর্ণ।

(৪) রসমঞ্জরী—এ-খ, পুঁথির সংখ্যা—৪৯৫৫, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। পৃষ্ঠা—২৭, প্রতি পৃষ্ঠায় ৯টী পঙ্‌ক্তি, ৫৪০ শ্লোকে সম্পূর্ণ।

(৫) রসমঞ্জরী—বি-ক, পুঁথির সংখ্যা—২৯৫৩, পৃষ্ঠা—১-২, অসম্পূর্ণ।

(৬) রসমঞ্জরী—বি-খ, পুঁথির সংখ্যা—৫৪১১, পৃষ্ঠা—২-৭, ৯-১১, ১৩, ১৫-২০ তন্মধ্যে ৭ খানি পত্রের সংখ্যা নাই।

(৭) রসমঞ্জরী—বি-গ, পুঁথির সংখ্যা—৫৮৩০, পৃষ্ঠা ২-১১, ১৩-২১, অসম্পূর্ণ।

(৮) রসমঞ্জরী—বি-ঘ, পুঁথির সংখ্যা—১৪৪৪, পৃষ্ঠা—১-১৬, অসম্পূর্ণ।

(৯) রসমঞ্জরী—বি-চ, পুঁথির সংখ্যা—৩৪৯, পৃষ্ঠা—২-২২, সন ১৫৮০ শক, অসম্পূর্ণ।

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ডঃ গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যব্রত রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সম্পাদনার

কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। পুঁথিগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিতে স্নেহভাজন শ্রীসুশান্ত বসু, শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস ও শ্রীনির্ম্মল দাস যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের করণিক শ্রীঅনাদিভূষণ দাস, এশিয়াটিক সোসাইটির কর্ম্মচারী শ্রীগিরিজা ভট্টাচার্য্য ও গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রমীল বসু মহাশয় মুদ্রিত গ্রন্থ ও পুঁথিগুলির বিভিন্ন পাঠ মিলাইবার অবকাশ দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। নাভানা প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থটীর দ্রুত মুদ্রণের জন্য যে সহযোগিতা করিয়াছেন তাহাও স্বীকার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লা প্রকাশনবিভাগের সম্পাদক শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র, এম. এ. এই নিবন্ধটীর মুদ্রণ ব্যাপারে যেরূপ আগ্রহ ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন—তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই।

১৩৫৩। আষাঢ়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল

সূচীপত্র

শ্রীরামগোপালদাস বিরচিত

রসকল্পবল্লী

প্রথম কোরক

মঙ্গলাচরণ

বিলোক্য গোস্বামিকৃতং হি শাস্ত্রং
প্রণম্য রাধাং সততঞ্চ কৃষ্ণম্ ।
শ্যামাত্মজঃ শ্রীমদনাম্বুজোঽহং
তনোমি যত্নাদ্ রসকল্পবল্লীম্ ॥

প্রণমহো গুরুদেব করিঞা ভকতি ।
[১]চরণযুগলে তাঁর দণ্ডবৎ নতি ॥[১]
পরমগুরু গোঁসাঞির বন্দিয়ে চরণ ।
পরাপরগুরু বন্দো করিঞা যতন ॥
গুরুশ্রেণী বন্দিঞা বন্দো বৈষ্ণব গোসাঞি ।
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিতে নাঞি ॥
বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য [২]লীলায়[২] অবতারী ।
করুণা করিয়া প্রেম ভুবনে বিস্তারি ॥
দয়াময় প্রভু বন্দো শ্রীশচীনন্দন ।
অনাথের নাথ প্রভু পতিতপাবন ॥
বন্দো নিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বগুণধাম ।
রেবতীরমণ [৩]প্রভু[৩] সেই বলরাম ॥

তথাহি অমরে

বলভদ্রঃ প্রলম্বঘ্নো বলদেবোঽচ্যুতাগ্রজঃ ।
রেবতীরমণো রামঃ কামপালো হলায়ুধঃ ॥ ইতি

বন্দো অদ্বৈতপ্রভু সীতাদেবী সঙ্গে ।
যাহার প্রতিজ্ঞা প্রভু না করিলা ভঙ্গে ॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৃষ্ণ আরাধিলা ।
সেই [৪]কৃপাফলে[৪] প্রভু ভুবনে জন্মিলা ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈততত্ত্বোপাখ্যান

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতমাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥ ইতি

বন্দো গদাধর নাম [৫]পণ্ডিত[৫] মহাশয়।
যাহার মধুর রসে কৃষ্ণ বশ হয়॥
বন্দো শ্রীমুকুন্দদাস আর নরহরি।
শ্রীরঘুনন্দন বন্দো বড় ভক্তি করি॥
[৬]দামোদরস্বরূপ[৬] বন্দো পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
বন্দো দুই হরিদাস আর কাশীশ্বর॥
শ্রীবাস বাসুদেব আদি পারিষদগণ।
দ্বাদশ গোপাল আর [৭]মহান্তের[৭] চরণ॥
বন্দো রূপ সনাতন দুই মহাশয়।
চরণযুগল তার করিয়ে হৃদয়॥
শ্রীজীব গোস্বামীর বন্দিয়ে চরণ।
রঘুনাথ গোস্বামী বন্দো করিয়া যতন॥
[৮]শ্রীভট্ট[৮] গোসাঞির চরণ বন্দিয়া।
ব্রজবাসিগণ বন্দো সাবধান [৯]হঞা॥[৯]
আত্মনিবেদন [১০]মঞি[১০] করিতে ডরাঙ।
[১১]শ্রীবৈষ্ণবের[১১] উপরোধ নাহিক এড়াঙ॥
দুই চারি বৈষ্ণব মোরে কৈল উপরোধ।
[১২]সংস্কৃত বুঝিতে মোর নাহি কিছু বোধ॥[১২]
ভাষা করিয়া [১৩]রস[১৩] বুঝাহ আমারে।
অতএব সংক্ষেপে কহি না হয় বিস্তারে॥
কেতুগ্রামে ভানুগ্রামে বৈষ্ণব দুই চারি।
[১৪]সভাকার[১৪] উপরোধ এড়াইতে নারি॥[১৫]
আমিহ পণ্ডিত নহি না জানি কোন শাস্ত্র।
মহাজনের মুখে কথা [১৬]যেই শুনি মাত্র॥[১৬]

মহাজনের [১৭]গীত গ্রন্থ পদ্য[১৭] দুই চারি।
ক্রম-ব্যতিক্রম কিছু বুঝিতে না পারি॥
অতএব সভার চরণে করো পরিহার।
উপাধি জানিয়া দোষ [১৮]ক্ষেমিবে[১৮] আমার॥
রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী এ গ্রন্থের নাম।
প্রতি দলে রসের কথা করো অনুপাম॥
শ্রীরতিকান্ত প্রভু ঠাকুর আমার।
যাহার চরণ বহি গতি নাহি আর॥
তাহার উচ্ছিষ্ট মোর আছয়ে অন্তরে।
সেই বলে যেই কিছু নিবেদন করে॥
শ্রোতা বৈষ্ণবের গণে করো পরিহার।
শ্রীগোপালদাস কহে রসের বিচার॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে প্রথমদলে মঙ্গলাচরণে সুমঙ্গলো নাম প্রথমঃ কোরকঃ।

পাঠান্তর

১—১ মূল—তাঁর চরণ-জুগলে করোঁ দণ্ডবত নতি। গৃহীত পাঠ শ্রী ও ঢা।

২ মূ—লীলা, শ্রী-গৃহীত। ৩ মূ—অদ্বৈতচন্দ্র, গৃ-শ্রী।

৪ মূ—করুণায়, গৃ-শ্রী। ৫ শ্রী-দুই।

৬ শ্রী, মূ—পণ্ডিত, ক-বি—গৃ। ৭ মূ—মহান্ত, শ্রী—গৃ।

৮ বি-ক—ভট্ট উপাধ্যায়, শ্রী-ভট্টোপাধি। ৯ ক-বি—হৈয়া।

১০ মূ—আমি, গৃ-শ্রী। ১১ ঢা-খ—বৈষ্ণবের।

১২ গৃ—ঢা-খ, মূ—সংস্কৃত না বুঝি আমা সভার নাহি বোধে।

১৩ ঢা-খ—গৃ, মূ—সব। ১৪ মূ—তা সভার।

১৫ ইহার পর (ঢা-খ)—অতিরিক্ত পাঠ:—

প্রথমে কড়চা রস করিল প্রবন্ধ।
পশ্চাৎ করিব ভাষার অনুবন্ধ॥

১৬ ঢা-খ—শুনিয়াছি মাত্র। ১৭ ঢা-খ, বি-ক—গীতপদ্যগ্রন্থ।

১৮ ঢা-খ—গৃ, মূ—না লইবে।

দ্বিতীয় কোরক

নায়কলক্ষণ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
নাম লীলা [১]গুণ যেই[১] করিল প্রচার॥
শৃঙ্গার আদি নব রস সব শাস্ত্রে কয়।
উজ্জ্বল মধুর রস বর্ণিব নিশ্চয়॥

তথাহি নামলিঙ্গানুশাসনে

শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রৌ চ রসাঃ শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ॥

নায়কের লক্ষণ আগে কহি বিবরণ।
পশ্চাৎ নায়িকার কহিব ধরণ॥
উত্তম নায়ক আর নায়ক মধ্যম।
প্রকৃত নায়ক [যেই] কহি যে অধম॥
অপ্রাকৃতে উত্তম সাধারণ নাহি [২]হয়ে[২]।
উত্তম মধ্যমগণ ভরতমুনি কহে॥
ব্রজবিলাস [৩]বর্ণনায়ে[৩] সেহো নাহি হয়ে।
বেদের অগোচর তবে জানিহ নিশ্চয়ে॥

তথাহি বেদদুর্গমিতি প্রসিদ্ধম্।

রসিকশেখর [৪]কৃষ্ণ[৪] সর্ব্ব রস জানে।
সর্ব্বোৎকর্ষ রস সেই করে আস্বাদনে॥

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নায়ক নায়িকা যদি সমরস দেখি।
ব্রজে সমরস [৫]নাহি[৫] সর্ব্বশাস্ত্রে লেখি॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

"দুঁহাকার সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে॥" ইতি

সমরসের এই অর্থ সমান সুখ হয়ে।
৬যেই সুখ নায়কে সে সুখ নায়িকার দেহে৬॥
নায়ক আলিঙ্গনে যত সুখ পায়।
নায়িকার হৃদয়ে 'তত সুখ উপজয়'॥
প্রিয়ামুখ চুম্বনে যত হয় রঙ্গ।
চুম্বন করাইলে হয় সমান তরঙ্গ॥
নয়নে নয়নে যবে দর্শন হয়।
সমান সুখ হয় অঙ্গে ভাবের উদয়॥
৮নিজ নিজ সুখে সুখী কামের লক্ষণ।৮
কৃষ্ণ সুখে সুখী গোপী প্রেম প্রয়োজন॥

তথাহি তন্ত্রে

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ইতি

কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য তেঞি করি মান।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত হয়ে ৯সপত্নীক জ্ঞান৯॥
ব্রজের ঈর্ষ্যা হিংসা সামান্য জীবে নাঞি।
কৃষ্ণসুখ লাগি রস-কলহ বাড়াই॥
উত্তম নায়ক কৃষ্ণ নানা গুণ ধরে।
বহু নায়কের গুণ শিখয়ে শৃঙ্গারে॥

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ

সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥

অবতার অবতারী কিবা মহৎজীবে হয়ে।
শৃঙ্গার আদি শান্ত নবরস কহিয়ে॥

তথাহি অমরে

শৃঙ্গারবীরকরুণ ইত্যাদি।

সভাকার নবরস আছয়ে নিশ্চয়।
[১০]কারো কোন গুণমাত্র হয়[১০] অতিশয় ॥
[১১][কোন শাস্ত্রে রস আছে দ্বাদশ প্রকার।
বাহুল্য হেতু সেই না কৈল বিস্তার ॥][১১]
শৃঙ্গার রস কৃষ্ণের প্রধান প্রচার।
আর সব রস হয় ন্যূন ব্যবহার ॥

তত্রোক্তং শ্রীজয়দেবেন

শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি।

বীররস রঘুনাথ নাটকে কহে বড়।
মহাপ্রভু অবতার করুণায় [১২]দঢ়[১২] ॥
অদ্ভুত বামন রস কহে ভাগবতে।
ভয়ানক নৃসিংহ অবতার গণিতে ॥
হাস্য বীভৎস আর [১৩]দুই[১৩] রস হয়।
অবতার সকলের আছয়ে নিশ্চয় ॥
সকল সভায় [১৪]আছে[১৪] মুখ্য যে গণন।
শৃঙ্গার বর্ণিতে যে শৃঙ্গার প্রয়োজন ॥

অথ প্রপঞ্চ ॥ উজ্জ্বলে

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিচ্ছবিভূষণম্ ॥ ইতি

অপি চ

শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎসাহ ঈরিতঃ।
ভয়ানকে ভয়ং ভাতি রৌদ্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ ॥
বীভৎসেঽপি জুগুপ্সা স্যাৎ করুণে শোক উচ্যতে।
অদ্ভুতে বিস্ময়ো নাম শান্তে শান্তিসমুদ্গমঃ ॥ ইতি

অথ চতুর্ব্বিধ নায়কভেদ
তথা হি উজ্জ্বলে

অনুকূলো দক্ষিণশ্চ শঠো ধৃষ্টশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥ ইতি

নায়কের স্বভাব চতুর্ব্বিধ হয়।
অনুকূল দক্ষিণ শঠ ধৃষ্ট কহয় ॥

তত্রাদৌ শঠঃ

[১৫]প্রথমেত নায়কের শঠ গুণ কহি।[১৫]
সাক্ষাৎ সম্মান আর পরোক্ষতে নাহি॥
এক কান্তা সহিত [১৬]প্রীত[১৬] নানাবিধ করে।
[১৭]অন্যের যে ঘর যাঞা তাহার কুৎসা বলে॥[১৭]
নিগূঢ় অপরাধ করি ভয় নাহি মানে।
অতএব শঠ বলি শাস্ত্রের প্রমাণে॥

তথাহি উজ্জ্বলে

প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ॥ ইতি

[১৮][শঠগুণে নায়ক হয় চব্বিশ প্রকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না কৈল বিস্তার।][১৮]

অথ ধৃষ্ট

ধৃষ্ট নায়কের গুণ কহি বিবরণ।
নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গের ভূষণ॥
[১৯]সিন্দূর কজ্জলাদি সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়া।[১৯]
অন্য কান্তাকে কথা কহে নির্ভয় হইয়া॥

তথাহি উজ্জ্বলে

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে॥

ধৃষ্ট নায়কের গুণ চব্বিশ প্রকার।
সংক্ষেপে কহিয়ে ইহার না হয় বিস্তার॥
প্রেয়সী অনেক সমান ভাব করে।
সভার সহিত প্রীতি সরল ব্যবহারে॥
দক্ষিণ স্বভাব সরল সর্ব্ব তন্ত্রে হয়।
[২০]অনুকূল কহি রস চারিবিধ হয়॥[২০]

তথাহি উজ্জ্বলে

অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

একজন বিনু আর কিছু নাহি জানে।
অনুকূল নায়ক এই শাস্ত্র পরমাণে॥

তথাহি উজ্জ্বলে

রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গস্মৃতিং ব্রজেৎ॥ ইতি

অনুকূল নায়ক যে চব্বিশ বিবরণ।
চব্বিশ [চতুর্] গুণে হয় ছেয়ানই গণন॥
অনুকূল নায়ক পুন চতুর্ব্বিধ হয়।
ধীরোদাত্ত ধীরললিত ধীরশান্ত ধীরোদ্ধত হয়॥

তথাহি উজ্জ্বলে

স পুনশ্চতুর্ব্বিধঃ স্যাৎ ধীরোদাত্তো ধীরললিতো
ধীরশান্তস্তথা ধীরোদ্ধতঃ।

তত্র পাঠান্তরে

ধীরোদাত্তোঽনুকূলঃ।

তথাহি উজ্জ্বলে

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষান্তঃ করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥

ধীরোদাত্ত গুণ হয়ে নায়ক গম্ভীর।
বিনয়ী ক্ষমাযুক্ত আর অতি দয়াশীল॥
দৃঢ়বাচা গূঢ়গর্ব্ব নানা গুণ ধরে।
শ্লোকার্থ উদাহরণ কহিল অল্পাক্ষরে॥
ধীরোদাত্ত নায়ক রঘুবীরে হয়।
অলঙ্কারশাস্ত্রে ২১ইহা২১ প্রমাণ কহয়॥

তত্র ধীরোদ্ধত

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ॥

সগর্ব্ব অভিমান নির্ম্মৎসর নহে।
শ্লাঘাযুক্ত বীর ঔদ্ধত্য অতিশয়ে॥
ধীরোদ্ধত গুণ [22]এই[22] ভীম বীরে হয়।
এই সকল প্রমাণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

অথ ধীরশান্ত

তথাহি উজ্জ্বলে

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে॥

ধীরশান্ত [23]নায়ক[23] রাজা যুধিষ্ঠির।
সাহজিক প্রীত তার ধর্ম্মশরীর॥
শৃঙ্গার বিষয়ে তাঁর না হয় যোজনা।
[24]ধীরশান্ত নায়কে[24] দেখি কষ্টকল্পনা॥

তত্র ধীরললিত

তথাহি উজ্জ্বলে॥

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ইতি

বিদগ্ধ [25]চতুর কৃষ্ণ[25]নূতন যৌবন।
পরিহাসে বিশারদ অতি বিচক্ষণ॥
নিশ্চিন্ত সরল স্বভাব স্ত্রীর বশ হয়।
ধীরললিত কৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ কয়॥
সকল নায়কের গুণ ধরে সর্ব্বক্ষণে।
নায়ক শিরোমণি [26]কৃষ্ণ শাস্ত্রেত লিখনে॥[26]
অশেষ [27]নায়কের গুণ নানাবিধ[27] ধরে।
নাগর-শেখর গুণ লিখয়ে শৃঙ্গারে॥

তথাহি

নায়কানাং শিরোরত্নং নায়িকানাং শিরোমণিঃ॥ ইতি

তত্র চতুর্ব্বিধ সখা

চতুর্ব্বিধ সখা [২৮]সহিতে থাকে[২৮] নিরন্তরে।
গোচারণ আদি [২৯]কত[২৯] নানা লীলা করে॥

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ চ

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥

সখা প্রিয়সখা আর প্রিয়নর্ম্মসখা।
সুহৃৎসখা আদি এই চতুর্ব্বিধ লেখা॥

তত্রাদৌ সুহৃৎসখা তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ

বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥

বয়সের বড় ভাই হন শ্রীবলরাম।
সুভদ্রমণ্ডলী দণ্ডী প্রভৃতি বরজপ্রধান॥
প্রাণের দোসর সভে বিঘ্ননিবারণ।
সংগ্রামবিজয়ী বল দৈত্যবিনাশন॥
[৩০]সুহৃৎসখা মণ্ডলী ভদ্রসেন বীরভদ্রগণ।[৩০]
বয়সের যোগ্য নহে তভু করে গোচারণ॥
বাহুযুদ্ধ স্কন্ধ আরোহণ নানা খেলা।
ভাল দ্রব্য খায় খাওয়ায় এই সব লীলা॥

তথা প্রিয়সখা

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ চ

শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণীস্তোককৃষ্ণাংশুভদ্রসেনবিলাসিনঃ॥

[৩১]প্রিয়সখা দাম সুদাম বসুদাম।[৩১]
স্তোক কৃষ্ণ কিঙ্কিণী [৩২]প্রিয়সখা[৩২] অনুপাম॥
নায়কের গুণ ধরে, সর্ব্বরস জানে।
[৩৩]সখা-সুখে সুখী[৩৩] আপন সুখ নাহি মানে

অথ প্রিয়নর্ম্মসখা।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে

সুবল উজ্জ্বলশ্চৈব তথা বৈ মধুমঙ্গলঃ।

প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল মধুমঙ্গল নাম।
বয়সে [৩৪]খাটো[৩৪] সে [হয়ে] রসের নিধান॥
নায়কের সঙ্গে সেই থাকে নিরন্তর।
[৩৫]কেবল সখার হয় সেবক অনুচর॥[৩৫]
নিজ সুখের গন্ধ নাহি নায়কের সুখে সুখী।
দূতের প্রায় সন্ধান [৩৬]স্ত্রী-স্বভাব[৩৬] দেখি।
স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহে সর্ব্ব গৃহে যায়।
অপেক্ষা নাহিক করে মিশয়ে শিশু প্রায়॥
[৩৭]রসেতে বৈদগ্ধ্য সব সর্ব্ব কলা জানে।[৩৭]
কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীর সুখ অধিক করি মানে॥
নির্জ্জনে বসিঞা রাধাকৃষ্ণের সেবা করে।
কেবল পুরুষ [৩৮]প্রকৃতির ভাব[৩৮] অন্তরে॥
শয়নে ভোজনে সঙ্গে থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কেবল রাধাকৃষ্ণের বিলাস কারণ॥

অথ সখা

সখা বয়সে ছোট দাস অভিমান।
অর্জ্জুন বিশাল আর সুবাহু অভিধান॥
প্রিয় নর্ম্মপ্রিয় আর পঞ্চগুণ ধরে।
পীঠমর্দ্দক চেটক আর বিদূষকতা করে॥
বিট আদি নর্ম্মপ্রিয় এই পঞ্চমত।
নিজ নিজ কার্য্য করে কৌশলবিদিত॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে

পীঠমর্দ্দশ্চেটকশ্চ বিটশ্চৈব বিদূষকঃ।
প্রিয়নর্ম্মস্তথৈবৈতদিত্যাদি পঞ্চধা মতঃ॥

(১) অথ প্রিয়নর্ম্মসখা

প্রিয়নর্ম্মসখা গূঢ়তত্ত্ব জানে ভাল মত।
কাল দেশ পাত্র গোপীর জানে অভিমত॥

(২) অথ চেটক

চেটক ভঙ্গুর ভৃঙ্গাদি হএত নফর।
ঠাকুরের [৩৯]অভিমত[৩৯] সন্ধান কৌশল॥

(৩) অথ বিদূষক

বিদূষক মধুমঙ্গল করে পরিহাস।
ইঙ্গিতে রসের কথা কহয়ে নির্য্যাস॥
জার কথা সেই বুঝে যথার্থ কথা কয়ে।
[৪০]রস স্বরূপ বাক্য সহজ সুখময়ে॥[৪০]
বিদগ্ধমাধবে [৪১]এ সব[৪১] সুন্দর বচন।
মধুমঙ্গলের কথা অকথ্য কথন॥

তথাহি উজ্জ্বলে

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমন্বিতঃ ইতি॥

(৪) অথ বিট

কামতন্ত্র-কলা [৪২]বিট[৪২] জানে ভাল মতে।
দূত হঞা মিলন যে করায় সঙ্কেতে॥
নানা ছল করিয়া যায় নায়িকার পাশে।
নায়কের গুণ চরিত্র জানায় বিশেষে॥

তথাহি

কামতন্ত্রকলাকোবিদো বিট ইত্যভিধীয়তে। ইতি

(৫) পীঠমর্দ্দক

পীঠমর্দ্দক গুণ ধরে শ্রীদাম গোপাল।
নায়কের সমান গুণ আদর অপার॥
নায়িকার বন্ধুবর্গে তাহার গণন।
পরোক্ষেতে করে নায়কের দোষ নিবারণ॥
গোবর্দ্ধন মল্লিকের বাক্য দণ্ড করে।
এ সকল ব্যক্ত উজ্জ্বল গ্রন্থে বিস্তারে॥

তথাহি উজ্জ্বলে

কালিন্দীপুলিনে মুকুন্দচরিতং বিশ্বস্য বিস্মাপনং
দ্রষ্টুং গচ্ছতি গোষ্ঠমেব নিখিলং নৈকাত্র চন্দ্রাবলী।

ক্রমস্তস্ত সুহৃত্তমাঃ স্বয়মমী পথ্যঞ্চ তথ্যঞ্চ তে
মা গোবর্দ্ধনমল্ল ঘট্টয় মুধা গোবর্দ্ধনোদ্ধারিণম্ ॥ ইতি

[৪৩][আর চারি সখা হয় লীলার সহায়।
রসস্বরূপ বাক্যে রস উপজায়] ॥[৪৩]
বসন্ত [৪৪]কোকিল আর[৪৪] উজ্জ্বল মদন।
প্রকৃতি স্বভাব অঙ্গ অনঙ্গবর্ধন ॥
অভিন্নদেহ সব কৃষ্ণের স্বরূপ।
উদ্দীপন আলম্বন মহাভাব-রূপ ॥
নায়কের সামগ্রী কহিলাঙ অল্পাক্ষরে।
নায়িকার কথা কিছু কহিব বিস্তারে ॥
আগে স্থূল কহিল চারি নায়ক এক করণ।
চতুর্বিংশতি অনেকে করিঞাছেন বর্ণন ॥
দুই চারি লেখি মাত্র দিগদরশন।
সব বুঝা না যায় কৈল সংক্ষেপে বর্ণন ॥
শ্রীরতিপতি-চরণযুগল করি সার।
গোপালদাস কহে গতি নাহি আর ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী দ্বিতীয়দলে
পুন্নাগো নাম [দ্বিতীয়ঃ] কোরকঃ সমাপ্তঃ।

পাঠান্তর

১ মূ—নিজ গুণ, গৃ—শ্রী। ২ বি ক, শ্রী—তাহে।
৩ ঢা-খ—বর্ণনা। ৪ ঢা-খ—সেই। ৫ গৃ—শ্রী, মূ—নহে।
৬ বি-ক, শ্রী—জেই সুখ নায়কের সেই সুখ নায়কের দেহে।
৭ ঢা-খ—এতেক সুখ উপজাঞ, শ্রী—উপজয়।
৮ বি-ক—নিজ সুখে সুখী দুঁহে কামের তাৎপর্য্য লক্ষণ।
ঢা-খ—নিজ নিজ সুখে সুখি কামের লক্ষণ।
৯ ঢা-খ—সাপত্নীক জ্ঞান। ১০ মূ—কাহার জে কোন গুণ হয়ে, গৃ—শ্রী।
১১ ইহা বি-ক তে নাই। ১২ মূ—দৃঢ়, গৃ—শ্রী। ১৩ মূ—জাত, গৃ—ঢা, শ্রী।
১৪ ঢা-খ—হয়। ১৫ শ্রী—প্রথমে শঠ নায়কের গুণ কহি। ১৬ শ্রী—[illegible]।

১৭ শ্রী—অন্তের ঘর জাইতে তার কুৎসা বোলে।

বি-ক—অন্তের ঘর জাই তাহার কুচ্ছা বোলে।

১৮ শ্রী-তে নাই।

১৯ গৃ—শ্রী, মূ—সিন্দূর কজ্জলাদি সর্ব্বাঙ্গে ধরিয়া।

বি-ক—সিন্দূরকজ্জল ব্যক্ত শিরেত ধরিয়া।

২০ গৃ—শ্রী, ঢা-খ।

মূ—দক্ষিণ কুল নায়ক এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

বি-ক—অনুকূল রস চারিবিধ হয়।

২১ শ্রী—জেই। ২২ শ্রী—লক্ষণ। ২৩ মূ—গুণ হয়ে, গৃ—ঢা খ।

২৪ ঢা-খ—ধীর ললিত বিদু। ২৫ শ্রী—নায়ক। ২৬ শ্রী—সেই শাস্ত্রের লিখন

২৭ শ্রী—নায়কে নানা গুণ।

২৮ শ্রী—সহিত।

বি-ক—সঙ্গে থাকেন।

২৯ শ্রী—করি।

৩০ মূল পুঁথি—

তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ চ

মণ্ডলী ভদ্রসেনশ্চ বীরভদ্রগণস্তথা। ইতি

মণ্ডলী ভদ্রসেন বীর আর ভদ্রগণ।

গৃহীত পাঠ শ্রীখণ্ডের পুঁথি।

৩১ গৃ—শ্রী, মূ—দাম সুদামা শ্রীদাম আর বসুদাম। ৩২ গৃ—শ্রী, মূ—সখা।

৩৩ গৃ—শ্রী, মূ—সখার সুখে সুখী সদা। ৩৪ গৃ—শ্রী, মূ—ছোট।

৩৫ গৃ—শ্রী, মূ—কেবল হয়ে সখা রসের অনুচর।

৩৬ গৃ—শ্রী ও ঢা, মূ—স্ত্রীর স্বভাব।

৩৭ গৃ—শ্রী, মূ—রসবৈদগ্ধ্যে সব গোপীর কলা জানে।

৩৮ গৃ—শ্রী ও ঢা, মূ—স্বভাব প্রকৃতি। ৩৯ মূ—অভিমত জানে।

৪০ বি-ক—জাহার কথা বুঝে সেই জথার্থ করিঞা। ৪১ গৃ—শ্রী, মূ—ইহা।

৪২ শ্রী—বীজ।

৪৩ গৃ—শ্রী, বি-ক, ও ঢা।

মূ—মধুর রসে আর সখা লীলার সহায়ে।

রসস্বরূপ বাক্য কহে রস উপজায়ে॥

৪৪ মূ—কোকিলাদি, গৃ—শ্রী ও ঢা।

তৃতীয় কোরক

সখীকদম্ব

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম।
জয় গদাধর সর্ব্বশক্তি অনুপাম॥
জয় জয় শ্রীমুকুন্দদাস [১]শ্রীনরহরি[১]।
জয় শ্রীরঘুনন্দন [২]কন্দর্পমাধুরী[২]॥
[৩]জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি[৩]।
ত্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি॥
জয় [৪]শ্রীরায় ঠাকুর[৪] মদনমোহন নাম।
তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণধাম॥
তার বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকান্ত।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা পরম নিতান্ত॥
[৫]অদোষদর্শি প্রভু পতিতপাবন[৫]।
মোর ভরসা কেবল তাহার চরণ॥
ভাষা ছন্দে করি তেঞি গ্রন্থের রচন॥

তথাহি উজ্জ্বলে

স্বকীয়া পরকীয়া চ নায়িকা দ্বিবিধা মতা॥ ইতি

স্বকীয়া নায়িকা আর পরকীয়া কহে।
[৬]সাধারণ নায়িকা অপ্রাকৃতে নাহি হয়ে॥[৬]
সাধারণ নায়িকা হয়ে [৭]অর্থলোভে রতি[৭]।
দোষ গুণ নাহি জানে অর্থ লাগি প্রীতি॥

তথাহি উজ্জ্বলে

অর্থলোভে রতিং কুর্য্যাৎ সা চাপি নায়িকাধমা॥

[৮]এ সব[৮] মানুষ হএ প্রাকৃত ভিতরে।
অপ্রাকৃতের তুলনা দেয় সেই [৯]নর ছারে[৯]॥

অপ্রাকৃত নিত্য পদার্থ রসের সিন্ধু হয়।
তার কণার আভাস নাহি ত্রিজগৎময়॥

তত্র আদৌ স্বকীয়া তথাহি উজ্জ্বলে—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

স্বকীয়া পাণিগ্রহণ ধর্ম্মপত্নী জানি।
দাম্পত্যের পরস্পর পিরিতি বাখানি॥
আপন স্বামী বলিঞা নাহি '[৯]বিচ্ছেদের ভয়[৯]'
অতএব প্রগাঢ় ভাব না দেখি অতিশয়॥
[১০]দ্বারকাতে[১০] স্বকীয়া এই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
ব্রজে পরকীয়া ভাব দেখিএ নিশ্চয়॥
ব্রজেত স্বকীয়া যদি কোন শাস্ত্রে শুনি।
তবে সর্ব্বশাস্ত্রের মর্ম্ম[১১] বুঝিতে না জানি॥
[১২][গুরুপরম্পরায় শ্রীভাগবত অনুসারে।
পরকীয়া রস সেই ভুবনে বিস্তারে॥][১২]
যদ্যপি পরকীয়া ভাব দোষএ অলঙ্কারে।
অপ্রাকৃতে নহে সেই প্রাকৃত ভিতরে॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তৎ তু প্রাকৃতনায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥

অথ পরকীয়া তথাহি উজ্জ্বলে—

রাগেণৈবাপিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

[১৩][ব্রজে বিলাস বর্ণনা বেদ অগোচর।
কাহার শকতি জে করে প্রত্যুত্তর॥][১৩]
পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ গোপিকারমণ।
শ্রুতি আদি সর্ব[১৪] দেবগণের[১৪] হরে মন॥

[15][পরকীয়া দ্বিবিধা—

সাধনসিদ্ধা নিত্যসিদ্ধা দুই বিধ হয়।
নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ সাধনসিদ্ধা আর কহে ॥

তত্র আদৌ সাধনসিদ্ধা—

সেই সাধনসিদ্ধা হয় ত্রিবিধ প্রকার।
শ্রুতিকন্যা মুনিকন্যা দেবকন্যা আর ॥][15]

তত্র আদৌ শ্রুতিকন্যা—

পূর্ব্বকল্পে অনেক বেদ করিয়া স্তবন।
[16]বরলব্ধা হইলা তবে [16]শ্রুতিকন্যাগণ ॥
বৃহৎবামনপুরাণে আছে এ সব প্রমাণ।
[17]বিধিমার্গে ছাড়িয়া বেদ [17]রাগমার্গে পান ॥

তত্র শ্রীভগবান্ উবাচ—

পৃথিব্যাং ভারতে বর্ষে মাথুরে মম মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়াগে রাসমণ্ডলে ॥ ইতি

তথাহি বৃহদ্বামনে শ্রুতয়ঃ ঊচুঃ—

কোটিকন্দর্পলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ম্ ॥ ইতি
যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিতাস্তথা ॥ ইতি

তত্র মুনিকন্যা—

পূর্ব্বে মহাঋষি সব দণ্ডককাননে।
রঘুনাথ দেখিঞা গোপাল পড়ে মনে ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥

রাগমার্গে ভজি গোকুলে হইলা নারীগণ।
কামানুগা [18]হঞা[18] পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামহরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥ ইতি

অপি চ—

তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন তত উত্তীর্ণা ভবার্ণবাৎ॥ ইতি

অথ দেবকন্যা—

দেবগণে আজ্ঞা দিল ব্রহ্মার স্তবনে।
[১৯]অবশ্য[১৯] প্রকট হইব আপন ভুবনে॥
[২০][দেবগণে শুনি কৃষ্ণ প্রকট হইবে।
গোপীদেহ পাইলা সেহ উপপতি ভাবে॥] [২০]

তথাহি শ্লোকঃ—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্বমরাঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ইতি

তত্র শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে—

[২১]তোমরা যত দেবদেবী সত্বরে চলহ ভুবি
জন্ম লভ নিজ নিজ অংশে।[২১]

অতএব দেবতা হৈল ব্রজকন্যাগণ।
রাগমার্গে পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
রাগানুগা কামানুগা সম্বন্ধানুগা হয়।
রাগাত্মিকা আদি যত সকল প্রেমময়॥

তত্রাদৌ রাগানুগা তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

তত্র শ্রীচরিতামৃতে—

বিধি মার্গে যেবা ভজে রাধাকৃষ্ণের চরণ।
ভজিলেহো নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

অগ্নিপুত্রা মহাত্মা রাধাকৃষ্ণ ভজিঞা।
[22][পুরে মহিষী হৈল তারা বৈধী লাগিঞা॥][22]

তথাহি—

অগ্নিপুত্রা মহাত্মানস্তপসা স্ত্রীত্বমাপিরে।
ভর্ত্তারঞ্চ জগদ্যোনিং বাসুদেবমজং বিভুম্॥ ইতি
রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥

[23][বিধিমার্গে জেই জন করয়ে ভজন।
ভজিলেহো নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
ইহার দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥][23]
অদ্যাবধি রাগমার্গে ভজে জেবা জন।
কৃষ্ণের [24]আজ্ঞায়[24] সেই হয় গোপীগণ॥

তথাহি শ্রীমুখাৎ অর্জ্জুনং প্রতি—

গোপীভাবেন যে ভক্তা মামেব সমুপাসতে।
তেষু তেষেব তুষ্টোঽস্মি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয়॥

[25][অথ রাগ—

সুখে ওর সমূহ চিত্তে করিঞা ভাবন।
সুখভোগ আদি যত করিঞা বর্জ্জন॥
তবে ত কৃষ্ণের প্রতি রাগ উপজায়ে।
ইহার প্রমাণ সর্ব্ব শাস্ত্রেত কহএ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

অপি চ রসামৃতে—

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোদুৎপত্তিলক্ষণম্। ইতি

তত্র উজ্জ্বলে—

রাগেণোল্লজ্ঘয়ন ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। ইতি রাগঃ।

তত্র গোপকন্যা নিত্যসিদ্ধা

রাগের ভজন এই কহিল কথন।
নিত্যসিদ্ধাগণ এবে করিয়ে বর্ণন ॥
নিত্যসিদ্ধা সখী যত মুকুন্দের গণ।
প্রকারে হএন কেহো গোপকন্যাগণ ॥

তথাহি রসামৃতে—

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥[২৫]

সেই গোপকন্যার কথা দুই মত হয়।
অনূঢ়া, কন্যকা আর পরোঢ়া কহয় ॥

কন্যকা তথাহি উজ্জ্বলে—

কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।
ব্রজেশব্রজবাসিন্য এতাঃ প্রায়েণ বিশ্রুতাঃ ॥

অনূঢ়া তথা হি উজ্জ্বলে—

অনূঢ়াঃ [২৬]কন্যকাঃ[২৬] প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখী কেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধা গুণান্বিতাঃ ॥ ইতি
হেমন্তে প্রথমে মাসে সেই কন্যাগণ।
[২৭]কন্যাধিক কন্যা করে[২৭] কাত্যায়নি [২৮]আরাধন ॥[২৮]

অপি চ শ্রীভাগবতে—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি!
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

[২৯][নিত্যসিদ্ধা সাধনসিদ্ধা দুই মত হয়ে।
সাধনসিদ্ধা ধন্যা কন্যা কাত্যায়নী পূজয়ে ॥] [২৯]
পতিভাবে সেই রামা বরলব্ধ হঞা।
ব্রজে ধন্যা কন্যা রহে বয়ঃসন্ধি পাঞা ॥
অনুক্ষণ ধূলাখেলা বক্ষ জে উদাস।
কৃষ্ণ সঙ্গে ভ্রুভঙ্গি মদনবিলাস ॥

তা সভার ভাউজ কহে পরিহাস বচন।
বালা দেখি পিতা না করে জামাতা অন্বেষণ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

বিস্রব্ধা সখি! ধূলিকেলিষু পটাসংবীতবক্ষঃস্থলা,
বালাসীতি ন বল্লবস্তব পিতা জামাতরং মৃগ্যতি।
ত্বস্তু ভ্রান্তবিলোচনাস্তমচিরাদাকর্ণ্য বৃন্দাবনে,
কূজন্তীং শিখিপিচ্ছমৌলিমুরলীং সোৎকম্পমাঘূর্ণসি॥ ইতি

তত্র পরোঢ়া—

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥
তাস্ত্রিধা সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা॥ ইতি

পরোঢ়ার মধ্যে অনেক আছে যূথেশ্বরী।
সংক্ষেপে লেখি যে আমি তাহার দুই চারি॥

তথাহি গণোদ্দেশে—

লক্ষসংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ।
রাধাচন্দ্রাবলীমুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে॥
কৃষ্ণস্য নিত্যসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয়াঃ।
বিশাখাললিতাপদ্মাশৈব্যাশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
কিন্তু সৌভাগ্যধৌরেয়া অষ্টরাধাদয়ো মতাঃ।
যূথযূথাধিপৌচিত্যং দধানা ললিতাদয়ঃ॥
শ্রেষ্ঠরাধাদিভাবস্য লোভাসংখ্যরুচিং দধৎ।
তত্রাপি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠে রাধা চন্দ্রাবলীত্যুভে॥
যূথয়োস্তু তয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ।
তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বতোধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ইতি

রাধা চন্দ্রাবলী আর ললিতাদি অষ্ট।
গোপালী পালিকা ॰॰ধন্যা॰॰ ধনিষ্ঠা কনিষ্ঠ॥
ভদ্রা কমলা মঙ্গলা বিমলা শ্যামলা।
পদ্মা শৈব্যা তারকা জে মঞ্জরী শৃংখলা॥

তথাহি—

মঞ্জরী তাস্তু কোটিশঃ॥ ইতি

[৩১][তত্রাপি চক্রমদীপিকায়াং

প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে॥ ইতি][৩১]

[৩২]নিত্যসিদ্ধা[৩২] মধ্যে শ্রীরাধিকা প্রধান।
অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যার নাহিক সমান॥
রূপে গুণে শীলে হয় ত্রিভুবনে জীত।
[৩৩]অখিল ব্রহ্মাণ্ডে যার গায়ে লীলাগীত॥[৩৩]
সেই [৩৪]নিত্যপ্রিয়া[৩৪] চতুর্বিধ হয়ে।
[৩৫]স্বপক্ষ বিপক্ষ আর সুহৃদ্‌পক্ষ হয়ে॥[৩৫]
তটস্থাদি লঞা হএ চারি যে প্রকার।
কৃষ্ণসুখে সুখী হএ রস বাঢ়াবার॥

তথাহি—

স্বপক্ষশ্চ বিপক্ষশ্চ সুহৃৎপক্ষস্তটস্থতা॥ ইতি

পাঠান্তরে শ্রীকৃষ্ণার্চনে—

তস্যানুযায়িনঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্তীষ্টে পদানি যৎ।
সৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্‌ক্তে চ্যুতাধরম্॥
কেশপ্রসাধনং তত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্॥ ইতি

চন্দ্রাবলী শৈব্যা আর পদ্মা আদি জত।
বিপক্ষ সখী হয়ে জত ইহার অনুগত॥
কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধিকার অনুরাগ।
মঞ্জিষ্ঠার [৩৬]রাগ[৩৬] যেন [৩৭]বসনের[৩৭] দাগ॥
চন্দ্রাবলী নাহি হয়ে এই সব রিত।
কুসুমের রঙ্গ যেন বসনে [৩৮]মণ্ডিত॥[৩৮]
[৩৯]এই লাগি চন্দ্রাবলী বিপক্ষের গণ।[৩৯]
শৈব্যা পদ্মা আদি জত [৪০]তাহার পক্ষগণ॥[৪০]

তত্রাথ তটস্থপক্ষ তথাহি শ্রীভাগবতে—

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যা ন ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥

[৪১][শ্যামলা ভদ্রাদি গোপীর অভিমত।
তটস্থা ভাব তেঞি শাস্ত্রেত বিদিত ॥][৪১]

তত্রাথ স্বপক্ষ তথাহি শ্রীভাগবতে—

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥

তারকা পালিকা রাধিকার কিছু মর্ম্ম জানে।
স্বপক্ষ কহিয়ে এই তথির কারণে ॥[৪২]

তত্রাথ সুহৃৎপক্ষ তথাহি শ্রীভাগবতে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥

ললিতাদি শ্রীরাধিকার সর্ব্ব মর্ম্ম জানে।[৪৩]
সুহৃৎপক্ষ তথি লাগি প্রধান গণনে ॥
[৪৮][সেই সুহৃৎপক্ষ [৪৪]সখী[৪৪] পঞ্চবিধা কয়।
[৪৫]সখী নিত্য প্রাণসখী পঞ্চবিধা হয় ॥[৪৫]
প্রিয়সখী পরম [৪৬]শ্রেষ্ঠতা শ্রেষ্ঠ নাম।[৪৬]
ক্রমে ক্রমে কহি [৪৭]ইহা সভার আখ্যান [৪৭]][৪৮]

তথাহি উজ্জ্বলে—

সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যস্তথৈব চ।
প্রিয়সখ্যস্তথা নাম পরমশ্রেষ্ঠতা ভবেৎ ॥

তত্রাদৌ সখী—

[৫০][বৃন্দা ধনিষ্ঠা আর কামদা কুন্দলতা।
গুণমালা [৪৯]ভানুমতী[৪৯] মঞ্জরী বিদিতা ॥
নিজ সুখের গন্ধ নাহি রাধার সুখে সুখী।
সন্ধান কৌশল দূতী এই কার্য্যে লেখি ॥][৫০]

অথ নিত্যসখী—

[৫১]কস্তুরী মণিমঞ্জরী রতিমঞ্জরী নাম।[৫১]
সিন্দূরা চন্দনাবতী কৌমুদী [৫২]আখ্যান [৫২]

[৫৩]রাধার স্বারূপ্য হঞা রাধার কর্ম্ম করে।
সখী দূতী দাসী তিন অভিধান ধরে ॥[৫৩]

অথ প্রাণসখী—

[৫৭][প্রাণসখী, কাদম্বরী, অজ্ঞ সখী নাম।
মধুমতী, মদোন্মদা, বাসন্তী অভিধান ॥
চন্দ্ররেখা প্রিয়ম্বদা রত্নাবলী জত।
[৫৪]প্রাণে প্রাণে[৫৪] তুল্য সখী প্রাণেত বিদিত ॥
[৫৫]আত্মপ্রাণ হৈতে জানে রাধিকা জে প্রাণ।[৫৫]
সুখদুখ আস্বাদনে [৫৬]নাহি তাহার[৫৬] সমান ॥][৫]

অথ প্রিয়সখী—

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী।
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥
মালাবতী মঞ্জুকেশী চন্দ্রলতিকা।
নিজ সঙ্গ নাহি কৃষ্ণ সহ রাধিকা অধিকা ॥

অথ পরপ্রেষ্ঠা সখী—

পরম প্রেষ্ঠতা সখী ললিতা বিশাখা।
চিত্রা চম্পকলতা রঙ্গদেবী ইন্দুলেখা ॥
সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা এই অষ্টরমণী।
স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী তভু রাধাঠাকুরাণী ॥
রাধা বিনে নিরন্তর অন্য নাহি জানে।
সখী হঞা সদা করে দাসী অভিমানে ॥
আপন সঙ্গ হৈতে রাধা কোটিগুণ জানে।
অহর্নিশি করে রাধাকৃষ্ণের সেবনে ॥
শয়নে ভোজনে কুঞ্জে নিরন্তর থাকে।
শ্রীরাধিকার যূথে প্রবিষ্ট মানে আপনাকে ॥

তত্র পাঠান্তরে স্নেহতা বিবরণ—

সখীগণের ভাব স্নেহ অনেক প্রকার।
সমস্নেহা বিষমস্নেহা স্নেহাধিকা আর ॥

সখীস্নেহা লঞা এই স্নেহ চারি মত।
নিজ নিজ প্রীতে সভে হয়ে অনুগত॥

তথাহি কৃষ্ণার্চ্চনে—

সখিস্নেহা সমস্নেহা বিষমা চ স্নেহাধিকা।
ইতি চতুর্বিধো নাম ভাবস্নেহো বিকথ্যতে॥

তত্রাদৌ সমস্নেহা—

রাধাকৃষ্ণে সমানভাব সমস্নেহা কহে।
বিচ্ছেদ হইলে দুঃখ বাঢ়ে অতিশয়॥
রাধা বিনে কৃষ্ণ দেখিলে প্রাণ ফাটে।
কৃষ্ণ বিনু রাধা দেখিলে সমান দশা ঘটে॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি সমস্তান্মম মনো
বিনা রাধাং কৃষ্ণোঽপ্যহহ সখি মাং বিক্লবয়তি॥

তত্রাথ বিষমস্নেহ[৫৮]—

কৃষ্ণকে ত্রিপাদ দৃষ্টি এক পাদ রাধাকে।
রাধাকে ত্রিপাদ দৃষ্টি এক পাদ কৃষ্ণকে॥
বিষম স্নেহার ভাব এই মত হয়ে।
ন্যূন অধিক ভাবের বিষয় আছয়ে॥
সমান স্নেহ নহে তেঞি বিষমস্নেহ কহি।
কৃষ্ণস্নেহা সখীস্নেহা বর্ণনা সার এহি॥

তত্রাথ সখীস্নেহ—

[৬০][সখীসব স্নেহাস্নেহ করে শ্রীরাধিকাকে।
কৃষ্ণ হৈতে কিছু প্রীত করয়ে তাহাকে॥
পরস্পর প্রীত করে সকল গোপিকা।
আপন সুখ হৈতে সুখ মানয়ে রাধিকা॥
আপনি সখীর বেশ করিয়া পাঠায়।
[৬১]আপনার সুখ হৈতে অধিক সুখ পায়॥[৫৯]

মূল স্নিগ্ধ হৈলে বৃক্ষের বাঢ়ে পুষ্পলতা।
মূল সিঞ্চন বিনে শ্রম [হয় বৃথা] ॥[৬০]
[৬১][সহচরী আপনার সুখ নাহি মানে।
আত্মসুখ হৈতে রাধার অধিক করি গণে ॥][৬১]
বৃষভানু পিতা রাধার কীর্ত্তিদা জননী।
মাতামহী মুখরা বৃদ্ধা গোয়ালিনী ॥
কনিষ্ঠা ভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী যে নাম।
জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা নাম যে শ্রীদাম ॥

তথাহি গণোদ্দেশে—

শ্রীদামঃ পূর্ব্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠা নবমঞ্জরী।
মাতা চ কীর্ত্তিদা নাম মুখরায়া দৌহিত্রিকা ॥

তত্রাথ স্নেহাধিকা—

[৬২]গুণমঞ্জরী আর মঞ্জমঞ্জরী আদি নাম।[৬২]
যদ্যপি সখী হএ তভু দাসী অভিমান ॥

তথাহি—

দাসীমঞ্জর্য্যাস্থাস্তু কোটিশ্চ বৈ গণাধিকা। ইতি

সুগন্ধা নলিনী দুই নাপিতদুহিতা।
রঙ্গবতী মঞ্জিষ্ঠা আর রজকবনিতা ॥
শুককণ্ঠী পিককণ্ঠী করয়ে গায়ন।
সৈরিন্ধ্রী আদি করে বেশের ভূষণ ॥

সৈরিন্ধ্রী পরবেশস্থা স্বরসা শিল্পকারিকা—ইতি অমরঃ

[৬৩]নর্ম্মদা প্রেমবতী মালিনীর কন্যা নাম।[৬৩]
কাত্যায়নী আদি দূতী গণনা প্রধান ॥
পালিন্দী চিত্রিণী চিত্রে কর্ম্মে বড় রত।
শাস্ত্রিকী তান্ত্রিকী সব দৈবজ্ঞা বিদিত ॥
মল্লী মতল্লী আদি পুলিন্দদুহিতা।
শ্রীরাধিকার সেবনে সকল সুচরিতা ॥

বিজয়া রসালা তারা করে জল আহরণ।
সখীর সখীর নাম না হয় গণন ॥
কাঞ্চনলতা চন্দ্রমুখী কলাবতী নাম।
মালাবতী তুলসী কস্তুরী অনুপাম ॥
শাশুড়ী জটিলা তার ননদী কুটিলা।[৬৪]
পৌর্ণমাসী ভগবতী আশ্চর্য্য শৃংখলা ॥
[৬৫]পতি অভিমন্যু নাম[৬৫] দুর্ম্মদ দেওর।
কৃষ্ণ [৬৬]প্রাণেশ্বর হ'ন ভাব যে অন্তর ॥[৬৬]
মহাভাব স্বরূপা [৬৭]যে গুণে[৬৭] অতিশ্রেষ্ঠা।
ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যগুণ ভাব পরাকাষ্ঠা ॥
দ্বাদশ আভরণ গায়ে ষোড়শ শৃঙ্গার।
চতুঃষষ্টি কলা বেশ সর্ব্বগুণোৎকার ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥

অথ দ্বাদশ অলঙ্কার—

সুষ্ঠুকান্তস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী।
ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা ॥

ষোড়শ শৃঙ্গার—

স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রণ্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী। ইতি

বিদগ্ধা বিনীতা পূর্ণ [৬৮]নানা মত[৬৮]গুণ।
[৬৯]শ্রীরূপ গোস্বামী[৬৯] ইহা করিছেন [৭০]বর্ণন ॥[৭০]
অষ্টবিংশতি গুণ প্রধান গণন।
উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে আছয়ে বর্ণন ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

রাধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্যাঃ প্রোক্তাঃ নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদি-গুণাশ্রয়াঃ ॥

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা।
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা॥ ইতি

[৭১]রতিপতিচরণযুগলে যার আশ।[৭১]
[৭২]শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী কহে গোপালদাস॥[৭২]

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে সখীকদম্বঃ নাম তৃতীয়ঃ কোরকঃ সমাপ্তঃ।

পাঠান্তর

১ গৃ—শ্রী, মু—জয় নরহরি। ২ শ্রী—কন্দর্পের।
৩ বি ক—জয় পূর্ণানন্দ কৃপাময় ঠাকুর কাহ্নাই।
৪ মু—শ্রীরাম, গৃ—শ্রী। ৫ বি-ক—পরিহার করোঁ করি নিবেদন।
৬ মু—এই দুই নায়িকা ভেদ স্বসাধু সে কহে।
গৃ—শ্রী।
৭ শ্রী—অর্থের পীরিতি। ৮ শ্রী—এই সব।
৯ শ্রী—'নরংসারে, ৯'—ঈর্ষা ভয়।
১০ ঢা, শ্রী—দ্বারকায়। ১১ শ্রী—সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ।
১২ ইহা 'শ্রী'র অতিরিক্ত পাঠ। ১৩ ইহা 'শ্রী'র অতিরিক্ত পাঠ।
১৪ শ্রী—দেবতার সভার। ১৫ এই অংশ 'শ্রী' ও ঢা-তে নাই।
১৬ শ্রী—বর লব্ধ হঞা ব্রজে। ১৭ গৃ-শ্রী, মু—বিধি মার্গে বেদ ছাড়ি।
১৮ শ্রী—হৈয়া। ১৯ মু—রহস্য, গৃ—শ্রী। ২০ ইহা 'শ্রী'র অতিরিক্ত পাঠ।
২১ গৃ-পা—ঢা-খ, শ্রী।
মু—তোমরা জত দেবদেব চলহ সত্বর।
তরিতে জাইঞা জন্ম নিজ অংশে কর॥
২২ গৃ—শ্রী। ২৩ এই অংশ শ্রী-পুঁতে নাই। ২৪ ঢা খ—আজ্ঞা।
২৫ ইহা শ্রী-তে নাই। ২৬ শ্রী—কন্যা। ২৭ শ্রী—ধন্যাদি কন্যা করে।
২৮ শ্রী—অর্চ্চন; ২৯ শ্রীর অতিরিক্ত পাঠ। ৩০ ঢা-কন্যা।
৩১ শ্রীতে নাই। ৩২ গৃ—বি-ক, মু—যূথেশ্বরী।
৩৩ বি-ক—অখিল ব্রহ্মাণ্ডে গায়ে যাহার চরিত।
৩৪ গৃ—বি-ক, শ্রী, মু—যূথেশ্বরী।
৩৫ শ্রী, ঢা-খ—স্বপক্ষ সুহৃদপক্ষ বিপক্ষ কহয়।

৩৬ ঢা-থ—রঙ্গ। ৩৭ শ্রী—বসনেতে। ৩৮ শ্রী—ভূষিত।

৩৯ গৃ—শ্রী, মু—এই লাগি চন্দ্রাবলী বিপক্ষ করন।

৪০ গৃ—শ্রী মু—তাহাতে গণন।

৪১ শ্রী, ঢা, বি-ক—শ্যামলা আদি গোপীর দুই অভিমত।

তটস্থাভাবে তেঞি শাস্ত্রেত বিদিত ॥

৪২ ইহার পর শ্রীর পাঠ—

ইহার মধ্যে যূথেশ্বরী অনেক গণন।

কোটী সংখ্যা মৃগী দৃশী শাস্ত্রে বিবরণ ॥

প্রমদাশতকোটীভি ব্যাকুলিতে ইতি।

যূথেশ্বরীর মধ্যে রাধিকা প্রধান।

চন্দ্রাবলী যূথে হয়েন-সমান ॥

ললিতাদি সখী অষ্ট যূথেশ্বরী।

ভদ্রা বিমলা আদি ধনিষ্ঠা সুন্দরী ॥

পদ্মা সব্যা আর পালিকা।

তারকা বিমলা কমলা কনিষ্ঠিকা।

লক্ষসংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনা ইতি।

৪৩ বি-ক—তবে কোপনি কী কিছু মর্ম্ম জানে।

শ্রী—তারকা পালিকা কিছু-মর্ম্ম জানে। ৪৪ ঢা—তে নাই।

৪৫ ঢা—সখি নিত্য সখি প্রাণ সখি কয়।

৪৬ ঢা—পরম শ্রেষ্ঠ সর্ব শ্রেষ্ঠ নাম। ৪৭ ঢা—ইহার বিধান।

৪৮ শ্রীর আলাদা পাঠ—

এই-সুহৃদ-পক্ষ পঞ্চবিধা হয়।

ক্রমে ক্রমে কহি তর তম নয় ॥

সখী প্রাণসখি নিত্যসখি নাম।

প্রিয় সখি পরম প্রিয় সখি অনুপাম ॥

৪৯ ঢা—ভানুমালা।

৫০ শ্রী-বীরা বৃন্দা ধনিকা গুণমালা যুত।

সখি দুতি দাসী তীন কার্য্যে বিদিত ॥

কুন্দবল্লী হয় সখির গণন।

নিজ সুখ সঙ্গ নাঞী রাধাকৃষ্ণের কারণ ॥

৫১ শ্রী—নিত্যসঙ্গী কস্তুরী মণিমঞ্জরী নাম। ৫২ শ্রী—অনুপাম।

৫৩ শ্রী—পাঠান্তর

নিজ সঙ্গ নাহি রাধা সঙ্গে সঙ্গ।
রাধাকৃষ্ণের বিলাস করে নানা রঙ্গ ॥
সখী হইয়া করেন দাসী অভিমান।
প্রাণসখির এবে কহিয়ে বিধান ॥

৫৪ ঢা—প্রাণের। ৫৫ ঢা—আত্মকটি হইতে জানেন রাধিকার প্রাণ।

৫৬ ঢা—নাহিক।

৫৭ বি-ক—শ্রী।

প্রাণসখি মধুমতি বাসন্তী শশিমুখি।
প্রিয়ম্বদা মদোন্মদা রত্না চন্দ্ররেখি ॥
অজমুখি কাদম্বিনি অনেক গণ হয়।
সংক্ষেপে কহি বিস্তার না হয় ॥

৫৮ মূল পুঁথির পাঠে কিছু ভ্রান্তি থাকায় এ অংশ ঢা' হইতে সংগৃহীত হইল।

৫৯ শ্রী—আপন সুখ হইতে সখির সুখ অধিকা।

৬০ শ্রী'র পাঠান্তর—

সখীকে স্নেহ করয়ে রাধিকা।
আপন সুখ হৈতে সখির সুখ অধিকা ॥
স্নেহাধিকা সখি নিজের সুখ নাহি জানে।
আপন সুখ হৈতে রাধার সুখ কোটি গুণ মানে ॥
পরস্পর গোপিকার এই ভাব হয়।
তেই অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহয় ॥

ঢা'র পাঠ—

কৃষ্ণ হইতে কিছু প্রীত করয়ে তাহাকে ॥
সখীর সুখ হইতে কোটি সুখ কৃষ্ণ সঙ্গেত রাধিকা।
আপন সুখ হইতে সখির সুখ মানয়ে অধিকা ॥
আপনে সখির বেশ করিয়া পাঠায়।
আপন সুখ হইতে অধিক সুখ পায় ॥
রাধিকা মূল যে সহচরি লতা।
মূল স্নিগ্ধ হইলে স্নিগ্ধ পুষ্পপাতা ॥
সহচরি আপন সুখ নাহি জানে।
আপন সুখ হইতে রাধার সুখ কোটিগুণ মানে ॥

৬১ স্নেহাধিকা সখী নিজ সুখ নাহি জানে।
আপন সুখ হৈতে রাধার সুখ কোটিগুণ মানে ॥

৬২ বি-ক-গুণমঞ্জরী, রাগমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী নাম।

৬৩ শ্রী'র পাঠান্তর—

সৈরেন্ধ্রি নাম গন্ধ দ্রব্য প্রয়োজন।

নলিনী সুগন্ধি নাপিত দুহিতা॥

রঙ্গবতী মঞ্জিষ্ঠা রজক বনিতা।

কুসুম পেষণা প্রেমবতী মালিনীর নাম॥

৬৪ ইহার পর শ্রীর পাঠ—

শ্রীদাম নাম তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।

মাতা কির্তিদা বৃষভানুর নন্দনি।

মাতামহী মুখরা জরা গোয়ালিনী॥

মূল পুঁথিতে ইহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

৬৫ শ্রী—অভিমন্যু পতি অন্য। ৬৬ শ্রী—প্রাণনাথ নিজ আত্মানয়.

ঢা—কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর প্রেমভাব অন্তর।

৬৭ শ্রী—গুণের, ঢা—গুণে। ৬৮ শ্রী—দ্বাত্রিংশত।

৬৯ গৃ শ্রী, ঢা—।

মূ—শ্রীরূপসনাতন।

৭০ ইহার পর শ্রাঁ'র পাঠ—

সে সব ভাষা মোর বুঝিতে নাহি শক্তি।

উপরোধ হইল ভাষা দুই উক্তি॥

৭১ শ্রী—শ্রীরতিপতি চরণযুগল করি সার।

৭২ শ্রী—গোপালদাস কহে গতি নাহি আর।

চতুর্থ কোরক

ভাবকদম্ব

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
নাম লীলা [1]গুণভাব[1] করিল প্রচার॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি।
মহাভাব [2]আদি সাত্ত্বিক[2] ব্যভিচারী॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
কৃষ্ণকে আহ্লাদ করে নাম আহ্লাদিনী॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী বর্গে মোক্ষ তারে গণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেত বাখানি॥

তথাহি পুরাণান্তরে—

হ্লাদিনী তু মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রাৎ ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ ইতি

তত্রাথ ভাবো বর্ণ্যতে। তথাহি সঙ্গীতদামোদরে—

ন ভাবেন বিনা কাব্যং ন ভাবেন বিনা রসঃ।
ন ভাবেন বিনা নৃত্যং ন ভাবেন বিনা জগৎ॥

তথাপি চ সঙ্গীতদামোদরে—

অতো ভাবস্য প্রধানত্বাৎ রসহেতুত্বা তথা
রাধাদ্যাভীরনারীণাং ভাবাঃ পঞ্চাশদাগতাঃ॥
তত্র মধ্যে পঞ্চভাব বর্ণ্যতে॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

বিভাবশ্চানুভাবশ্চ সাত্ত্বিকব্যভিচারিভিঃ।
স্থায়িভাবরসালম্বে ভাবাঃ পঞ্চ ইতীর্য্যতে॥ ইতি

বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব আদি করি পঞ্চবিধ ধরি॥

অথ বিভাবজা

তথাহি উজ্জ্বলে—

তত্র জ্ঞেয়ো বিভাবস্তু রত্যাস্বাদনহেতবে।
তৌ দ্বিধালম্বনঃ প্রোক্তোস্তথৈবোদ্দীপনো ভবেৎ ॥ ইতি

এই ত বিভাব [৩]ভাব[৩] দুই বিধ হয়।
এক আলম্বন আর উদ্দীপন কয় ॥

তত্রাদৌ আলম্বন তথাহি উজ্জ্বলে—

ভক্তাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথা দাসাসুতানুজাঃ।
সখায়ো গুরুবর্গশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥ ইতি তস্যার্থঃ।

শান্ত দাস্য বাৎসল্য আর সখাগণ।
মধুর রস লঞা এই পঞ্চভাব আলম্বন ॥

অথ উদ্দীপন—

গুণ নাম তাণ্ডব বেণু বাদ্য গোদোহন।
অঙ্গের ভূষণ গীত চরণ জে চিহ্ণ ॥
অঙ্গ সৌরভ নির্ম্মাল্য বরিহা গুঞ্জাবত।
নীল মেঘ চন্দ্র তারা দর্শনাদি যত ॥
পশ্চাত কহিব ইহার করিঞা বিস্তার।
দিগ দরশন মাত্র অর্থ সংস্কার ॥
অনুভাব আগে তবে করিএ প্রচার।
সংক্ষেপে কহিয়ে ইহার না হয় বিস্তার ॥

অথ অনুভাব—

[৪]অনুভাব হয়ে আগে[৪] দুই পরকার।
[৫]অলঙ্কার এক হয় উদ্ভাস্বর আর ॥[৫]

তথাহি উজ্জ্বলে—

অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

[৬]হাব এক অলঙ্কার দ্বিতীয় ভাব লেখি ।[৬]
তৃতীয় হেলা অঙ্গজ এই মত দেখি ॥
এই তিন কহিল অঙ্গ যত্নের ধরণ ।
অযত্ন জানহ লেখি সপ্ত বিবরণ ॥

অথ অযত্নজাঃ তথাহি উজ্জ্বলে—

শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা ।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ ॥

[৭][শোভা কান্তি দীপ্তি আর হয় জে মাধুর্য্য ।
প্রগল্‌ভতা ঔদার্য্য আর হএ ধৈর্য্য ॥
এই দশভাব আগে করিল প্রচার ।
আর দশভাব মিলনে বিংশতি প্রকার ॥][৭]

অথ স্বভাবজাঃ—

লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্‌ ।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা ।
বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ ॥

লীলা বিলাস আর [৮]হএ যেন্ত্র বিচ্ছিত্তি ।
বিভ্রম কিলকিঞ্চিত [৯]আর মোট্টায়িতি[৯] ॥
কুট্টমিত বিব্বোক ললিত অলঙ্কার ।
[১০]মুগ্ধা চকিত লঞা এই[১০] বিংশতি প্রকার ॥

অথ অলঙ্কারবিংশতিঃ বর্ণ্যতে তত্রাথ লালসা—

নায়ক [১১]নায়িকা কিবা[১১] অকস্মাৎ দর্শন ।
প্রথমে লালসা হএ শৃঙ্গার কারণ ॥
নয়ানের কটাক্ষ ভঙ্গী নানাবিধ করে ।
নায়ক নায়িকার লালস হয়েত অন্তরে ॥ ইতি লালস

অথ হাব—

নায়ক দেখিলে অঙ্গে বিকার জে হয় ।
শৃঙ্গার সূচনা [১২]রীত দোহার জন্ময়[১২] ॥ ইতি হাব

অথ হেলা—

নয়নের ঘন দৃষ্টি করে মন্দ হাস।
এই তিন [১৩]অঙ্গজা ভাব হয়ে পরকাশ[১৩]॥ ইতি হেলা

তথাহি উজ্জ্বলে—

হাব এব ভবেৎ হেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার-সূচকঃ॥ ইতি
হেলালীলাত্বমীহাবাক্রিয়াশৃঙ্গারভাবজা।
দ্রবকেলিপরিহাসা ক্রীড়া খেলা চ নর্ম্ম চ॥ ইতি অমর

তত্র সঙ্গীতদামোদরে—

যুবানোঽনেন হ্রয়ন্তে নারীভির্মদনানলে।
ততো নিরুচ্যতে হাবাস্তে তু হাবাশ্চতুর্দ্দশ।

এই তিন কহিল আগে অঙ্গজা ধরণ।
অযত্নজ কহিব আর সপ্ত বিবরণ॥ ইতি অঙ্গজা

অথ অযত্নজা অলঙ্কার অথ শোভা—

শোভারূপ জত হএ অঙ্গের ভূষণ।
নায়কে দেখাইঞা চিত্ত করে আকর্ষণ॥ ইতি শোভা

অথ কান্তি—

প্রকৃতি মধুর রূপ দেখিয়া নায়ক।
রাধিকার [১৪]হৃদয় বিন্ধে[১৪] পঞ্চ সায়ক॥ ইতি কান্তি

অথ উদ্দীপ্তা—

দেশকাল ভোগগুণ হয়ে উদ্দীপনে।
অন্তরে বাড়ায় ভাব না হয় নিবারণে॥ ইতি উদ্দীপ্তা

অথ মাধুর্য্য—

মাধুরীর অনেক চেষ্টা দশা বহু হএ।
গোবিন্দলীলামৃতে ইহার বর্ণনা আছয়ে॥
তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে—
মাধুর্য্যাণাম্ চেষ্টানাম্ সর্ব্বাবস্থাসু সুচারুতা॥ ইতি মাধুর্য্য

অথ প্রগল্‌ভতা—

নিশঙ্ক হইঞা নায়কে করে প্রত্যুত্তরে।

প্রগল্‌ভতা [15]"বাক্যসুখ"[15] উপজে অন্তরে॥ ইতি প্রগল্‌ভতা

অথ ঔদার্য্য—

ঔদার্য্য বিনয় বাক্য সর্ব্বাবস্থা হয়ে।

ইহার উদাহরণ বিদগ্ধ-মাধবে কহে॥ ইতি ঔদার্য্য

অথ ধৈর্য্য—

ধৈর্য্য মাধুরী চিত্ত [বৈকল্যে] কইলে না জায়।

উৎকণ্ঠিত চিত্ত তভু ধৈর্য্য করায়॥

অতএব ধৈর্য্যের হএ বহু গুণাখ্যান।

ধীর হইলে নায়ক মিলে রসের নিধান॥

ধৈর্য্য তার বাক্য কিছু কহনে না জায়। ইতি অযত্নজা

অথ স্বভাবজা তত্রাথ লীলা

প্রিয়ানুকরণ লীলা কহয়ে পুরাণে।

লীলার বিস্তর কথা কালিয়দমনে॥

উভয় দর্শনে জত ভাব উপজিল।

শত কবি শত গীত পদ্যেত রচিল॥

তথাহি উজ্জ্বলে (?)—

প্রবৃদ্ধেনানুরাগেণ কৃষ্ণরূপাবলোকনম্।

রাধিকা কুরুতে যচ্চ তাং লীলামিতি সংজগুঃ॥ ইতি লীলা

অথ বিলাসঃ—

[16][বসিয়া রহেন কিবা পথে চলি জায়।

কৃষ্ণ সঙ্গে রাই যদি সাক্ষাৎ পায়॥

মুখনেত্রভঙ্গি নানাবিধ হয়।

নানাপ্রকার বিকার শীঘ্র করয়॥][16]

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।

তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥ ইতি বিলাসঃ

অথ বিচ্ছিত্তি—

[১৭]কান্তের অপরাধ সেই করে আলোকন।[১৭]
[১৮]ক্রোধ করি সখী সঙ্গে প্রবন্ধ-বচন ॥[১৮]
আকল্প কল্পনা করে কহে নানামত।
কান্তের পোষণ বাক্য রাধা সখীতে বিদিত ॥

তথাপি উজ্জ্বলে—

আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ।

অথ বিভ্রম—

[১৯][নায়কের মিলন হএ যখন সময়।
উৎকণ্ঠার স্বভাবেত বিভ্রম কহয় ॥][১৯]
হারমালা আভরণ [২০]করে[২০] বিপর্য্যয়।
এক অঙ্গের আভরণ আর অঙ্গে লয় ॥

তথাহি শ্রীদশমে—

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥

অথ কিলকিঞ্চিত—

[২১]গর্ব হয় অভিলাষ করে ক্ষণেতে রোদন।[২১]
[২২]ক্ষেণে হাস্য ক্ষেণে অসূয়া ক্রুদ্ধ জে বচন ॥[২২]
সঙ্করী-করণ [২৩]বলি[২৩] এই ভাব হয়ে।
উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহা বিবরিঞা কহে ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ইতি

পথে ঘাটে বনে কিবা দর্শন জে হয়।
রাধিকার স্থানে [২৪]কৃষ্ণ ঔদ্ধত্য করয় ॥[২৪]
[২৬][পথ রোধ করে কিবা অঙ্গে দেই হাথ।
[২৫]ভয় লজ্জা পায় রাধা সখিগণ সাক্ষাত ॥[২৫]
কিলকিঞ্চিত ভাব তবে অঙ্গে সব হয়।
সুখ দুঃখ হাস্য রোষ গর্ব্ব যে করয় ॥][২৬]

[তথাহি সাহিত্যদর্পণে (?)—

ক্রন্দস্ত্যবাষ্পমভয়ে ভয়মাপ্নুয়াৎ যৎ

ক্রোধঞ্চ নাটয়তি তৎক্ষণমেব হাস্যম্।

তত্রাপি চ নাটকে কাব্যে চ

আলম্ব্য হর্ষ (তরলা) কিলকিঞ্চিতাখ্যম্

ভাবম্ প্রকাশয়তি পুণ্যবদন্তিকে স্যাৎ ॥] ২৬ক ইতি কিলকিঞ্চিত

অথ মোট্টায়িত—

কান্তের ২৭স্মরণ২৭ বার্ত্তা হয়েত অন্তরে।

সে ভাবে ২৮ভাবিত২৮ রাধা নানা আক্ষেপ করে ॥

শরীর বিকটি করে অঙ্গ যে মোড়ন।

কর্ণ কণ্ডুয়ায় জিহ্বায় নিশ্বাস সঘন ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ * * * বিজৃম্ভণম্।

কর্ণকণ্ডূয়নং গোপস্ত্রীণাং মোট্টায়িতো মতঃ।

অথ কুট্টমিত—

২৯সখীর আগে রাধার স্তন স্পর্শ করে।২৯

অন্তরে হয়ে যে সুখ বাহিরে নেবারে ॥

অধর কাঁপে অবশ অঙ্গ উপজে মহাসুখ।

ক্রোধ করি হাথ ঠেলে ছাড়ি মহাদুঃখ ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

স্তনধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সংভ্রমাৎ।

বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ইতি কুট্টমিতম্

অথ বিব্বোক—

৩০[বিপক্ষের ভোগ-চিহ্ন নায়ক দেখিঞা।

ক্রোধ করি যায় অনাদর যে করিঞা ॥]৩০

তথাহি উজ্জ্বলে—

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ। ইতি বিব্বোক

অথ ললিত—

[নায়কের জঘন দেখে লাবণ্য মাধুরী।
ত্রিভঙ্গ হইয়া থাকে ললিত সুন্দরী॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে রাই দাণ্ডাইয়া থাকে।
চরণ কটি গ্রীবা কিবা ত্রিভঙ্গি করি রহে॥][৩১]

অন্যত্র উজ্জ্বলে—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥

অথ বিকৃতি—

[৩২][নায়ক দেখিয়া লজ্জা হেট শির করে।
মদন-আবেশে অঙ্গ না করে প্রত্যুত্তরে॥][৩২]
[৩৩][লজ্জা মনে ভয় আর অচেষ্ট রহয়।
পুষ্প তোলন স্থানে সব এই মত হয়॥][৩৩]

তথাহি উজ্জ্বলে—

হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

অপিচ—

কুন্দশমাস্তবলীলা সা বিকৃতিস্তথোচ্যতে॥ ইতি বিকৃতি

অথ মুগ্ধচকিতম্—

[৩৪][নায়কের নিকট যখন পথে চলি জায়।
জানিঞা সে পুন পুছে তাহার উপায়॥][৩৪]
[৩৫]কেমন[৩৫] মুকুতা গাছ কেমন লতা হএ।
কেমন ফলফুল হএ সখীকে পুছয়ে॥

তথাহি মুক্তাচরিত্রে—

কান্তা লতাঃ ক বা সন্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ।
কৃষ্ণ! মৎকঙ্কণন্যস্তং যাসাং মুক্তাফলং ফলম্॥

তত্রাপি চ সঙ্গীতদামোদরে—

মুক্তাফলং তরোঃ কস্তেত্যাদ্যার্জ্জবপ্রকাশনম্॥

স্বপ্নচকিতার্থ—

৩৬[অন্যত্রে ভয় বড় নায়কে নির্ভয়।

অন্যে লজ্জা হয় অতি কান্তকে না হয়॥]৩৬

তথাহি উজ্জ্বলে—

প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ।

এই ত কহিল বিংশতি ভাব অলঙ্কার।

উদ্ভাস্বর কহি পুন দুই পরকার॥

অথ উদ্ভাস্বর—

আঙ্গিক বাচিক এই দুই মত হয়।

আঙ্গিক অঙ্গের ভঙ্গি বাচিক বাক্য কয়॥

অথ আঙ্গিক—

৩৭[নায়ক দেখিলে তবে নানা ভঙ্গি হয়ে।

ঘন শ্বাস ঘন হাঞি চমৎকার পায়ে॥

অঙ্গ মুড়ি দেয় আর কর্ণ কণ্ডুয়ায়।

উভ বাহু করি আর পার্শ্ব দরশায়॥

অঙ্গুল মোটকায় আর জোড় করি কর।

ভূমে নখে লিখি আর চিন্তিত অন্তর॥

অঙ্গ পুলক হএ আর কুচযুগ স্ফুরে।

নীবিবন্ধ শ্লথ হয়ে বস্ত্র খসি পড়ে॥

নানাভাব হয়ে তবে শরীরে বিকার।

চারি হইতে চারি করিয়ে প্রচার॥]৩৭

তথাহি উজ্জ্বলে—

উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ॥ ইতি

নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোট্টনম্।

জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥ ইতি আঙ্গিক

৩৮[অথ বাচিক—

শব্দ ছল ব্যঙ্গ উক্তি উপদেশ যত।

সন্দেশ বাচিক ব্যপদেশ অতিদেশত॥

আলাপ বিলাপ আর সংলাপ প্রলাপ।
অনুলাপ সুপ্রলাপ আর বিলাপ ॥]৩৮

তথাহি উজ্জ্বলে—

আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।
অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ ॥

তথাহি

স্যাদাভাষণমালাপঃ প্রলাপোঽনর্থকং বচঃ।
অনুলাপো মুহুর্ভাষা বিলাপঃ পরিদেবনম্।
বিপ্রলাপো বিরোধোক্তিঃ সংলাপো ভাষণং মিথঃ ॥

ইত্যমরঃ ॥

ইতি বাচিক উদ্ভাস্বর

উদ্ভাস্বর এই কহিল বিবরণ।
অষ্ট সাত্ত্বিক এবে সুনহ ধরণ ॥

অষ্ট সাত্ত্বিক—

ভাব স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য।
স্বরভঙ্গ মূর্চ্ছা আর প্রণয় কারণ ॥
৩৯[এই অষ্ট সাত্ত্বিক নাম লিখিল।
ব্যভিচারী ভাবের দীগ দরশন করিল ॥]৩৯

অথ ব্যভিচারী—

সঞ্চারি তেত্তিস ভাব গণিতে বহু হয়ে।
সংক্ষেপে কহিয়ে নাম বিস্তারিত নহে ॥

তথাপি উজ্জ্বলে—

নির্ব্বেদাদ্যাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে পরিকীর্ত্তিতাঃ ইতি

নির্বেদ বিষাদ দৈন্য ঔৎসুক্য এই কহে।
গ্লানি চিন্তা মান চাপল্য আর হএ ॥
হর্ষ শাবল্য গর্ব আর অভিলাষ।
অসূয়া ভয় ক্রোধ ঈর্ষ্যা প্রকাশ ॥

স্বরভঙ্গ শ্রম মদ আলস হএ আর।
নিদ্রা অপস্মার আর স্বপ্ন প্রচার ॥
বোধ অবহিত্থা আর বিতর্কন।
উগ্রতা ব্যাধি আর উন্মাদ মরণ ॥
বিদিতা ত্রাস লজ্জা মোহ জড় হয়।
ধৈর্য্য বিষাদ তেত্তিস ভাব জে কহয় ॥

অথ নির্বেদ—

প্রিয় লোকের বচনে রোষ হয়েত অন্তরে।
আবিষ্ট হঞা নিচেষ্ট থাকে নিরন্তরে ॥

তথাহি—

দারিদ্র্যাদপমানাদ্রোষাৎ প্রিয়বচনাদ্বাপি জন্তোর্নির্ব্বেদঃ ॥

ইতি নির্ব্বেদঃ ॥

অথ অবহিত্থা—

[৪০][অবহিত্থা আকার গুপ্তি কহয়ে অমরে।
পথে যাইতে কান্ত দেখি অঙ্গ লুকি করে ॥
লজ্জায় কোঁকড় হইঞা সখীর পাশে চলে।
সাধ্বসে চলিতে পথে কত গতি করে ॥
গোবিন্দলীলামৃতে অনেক বর্ণন।
এই সব ভাব হয় অলঙ্কার গণন ॥][৪০]

তথাহি উজ্জ্বলে—

সঞ্চারিণোঽত্র নির্ব্বেদশঙ্কামর্ষাঃ সচাপলাঃ।
গর্ব্বাসূয়াবহিত্থাশ্চ গ্লানিশ্চিন্তাদয়োঽপ্যমী ॥

ব্যভিচারী ভাব নাম মাত্র লেখিল।
দিগ দরশন লাগি ইহা জানাইল ॥ ইতি তেত্তিস ব্যভিচারী

অথ স্থায়ী ভাব—

রতি হাস শোক ক্রোধ উৎসাহ আর ভয়।
জুগুপ্সা বিস্ময় [৪১]অষ্ট[৪১] স্থায়িভাব কয় ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়স্তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চাষ্টৌ স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

তত্র আদৌ রতি—

এই রতি হৈতে চিত্তে স্নেহ জে জন্ময়ে।
স্নেহ অনুরাগ প্রেম তবে উপজায়ে ॥
প্রেমের কৌটিল্য গতি নানাবিধ হয়।
তাহার তাৎপর্য্য অতি শাস্ত্রে সুনিশ্চয় ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ ঘর্ণ্যমান উদঞ্চতি ॥ ইতি
শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎসাহসংজ্ঞকঃ।
ভয়ানকে ভয়ং ভাতি রৌদ্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ ॥
বীভৎসেঽপি জুগুপ্সা স্যাৎ করুণে শোক উচ্যতে।
অদ্ভুতে বিস্ময়ো নাম শান্তে শমসমুদ্ভবঃ।
হাস্যে হাস ইতি স্থায়িভাবাঃ স্বেষু রসেশ্বমী ॥
স্থায়িভাবঃ স বিজ্ঞেয়ো ব্যভিচারী ততোঽন্যথা। ইতি

এই ত স্থায়ী ভাবের বিকার বহু হয়ে।
শ্রীরূপগোস্বামী গ্রন্থে বিবরিয়া কহে ॥

তথাহি,—

ভাবোৎপত্তিঃ ভাবসন্ধিঃ ভাবশাবল্যং ভাবশান্তিঃ ইতি চতুর্ব্বিধা।

[৪২][সকল শাবল্যে এই মহাভাব কহে।
মাদন মোদন ভেদ মোহনাদি হয়ে ॥
সংযোগে মোদন মাদন অসংযোগে।
মোহনে জে মূর্চ্ছা হএ বিরহ বিয়োগে ॥
এই সব ভাব হয়ে নায়ক নায়িকা দেহে।
সাক্ষাৎ হয়েত আর পরখ্যাত বিরহে ॥

অধিরূঢ় মহাভাব অনেক লক্ষণ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ লক্ষণ ॥
সকলিতে ভাব জন্মে অঙ্গের বিকার।
সর্বভাবে উদয় হয় মহাভাব প্রচার ॥

অথ মহাভাব—

ক্ষণে অঙ্গ পুষ্ট করে ক্ষেণে অঙ্গখানি।
রক্তোদ্গাম দন্ত হালে চর্ম্ম রহে ভীন ॥
সাক্ষাতে বিরহ হএত অনুরাগে।
রাধার ভাবে ভাবিত তাহাকে ব্যথা লাগে ॥
রাধা বিনু এই ভাব অন্যে নাহি হয়ে।
মহাভাবস্বরূপা রাধা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥][৪২]
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পা হএত বিরহে।
উদ্ধব জানে দশ শ্লোকে অর্থ এই কহে ॥
এই সব ভাব অঙ্গে অলঙ্কার ভূষণ।
গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক আদি দেহের বীক্ষণ ॥
অন্যত্র বর্ণনা ইহার আছয়ে সুন্দর।
এই সব গ্রন্থ দেখিলে বুঝিবে সকল ॥
প্রেম ইক্ষু সম ইহা করেন আস্বাদন।
স্নেহ [মান প্রণয়] তাহাতে প্রয়োজন ॥
মান গুড়েত হয়ে তাহাতে বিকার।
প্রণয় যে খণ্ডবত্ তাহাতে হয়ে সার ॥
রাগশর্করা সার তাহাতে জন্ময়।
অনুরাগ সিতাসার মাধুরী তাহা কয় ॥
মহাভাব সিতোৎপল মিশাল মিলনে।
এই ত কহিল মহাভাব প্রয়োজনে ॥
রতিপতিচরণযুগলে যার আশ।
রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী কহে গোপালদাস ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী [গ্রন্থে] চতুর্থদলে ভাবকদম্বঃ নাম চতুর্থঃ কোরকঃ।

পাঠান্তর

বি, শ্রী—গৃ, মূ—গুণগন। ২ শ্রী—আদি অষ্ট সাত্ত্বিক। ৩ শ্রী—আদিরস।
শ্রী—অনুভাব বিবরিব।

শ্রী—এক অলংকার হয় বিংশতি ধরণ।
আর উদ্ভাস্বর আছে বিবরণ॥

গৃ—শ্রী

মূল—হাব জে অলঙ্কার এই দ্বিতীয় ভাব লেখি।
তৃতীয় হৈলা জে এই অঙ্গ জত্নে কহি॥

শ্রী—শোভা কান্তি দীপ্তী আর ভাবময়ে॥
মাধুর্য প্রগল্‌ভতা আর ঔদার্য।
ধৈর্য সহিত সাত যত্নজা মাধুর্য্য॥
একত্র হইলে দশ ভাব পরচার।
আর দশে মিলনে বিংশতি প্রকার॥

শ্রী—শব্দটি নাই। ৯ শ্রী—মোট্টামিতি। ১০ শ্রী—বিংশতি প্রকার?
শ্রী—নায়িকার। ১২ শ্রী—রীতি দুঁহার অঙ্গে জন্মায়।
শ্রী—অঙ্গ হয় জাড্য পরকাশে। ১৪ শ্রী—অঙ্গে বান্ধে। ১৫ শ্রী—বাক্যে।

গৃ—শ্রী-র পাঠ—

মূ—বসিঞা রহেন কিবা পথে চলি জায়।
নানাপ্রকার বিকার হএ শীঘ্র উদয়॥

শ্রী—কান্তের পোষণ করে আলোনন। ১৮ শ্রী—ক্রোধে সখিরে কহে প্রবন্ধ বচন।

শ্রী—নায়কের মিলনের জখন সময়।
উৎকণ্ঠার স্বভাব সম্ভ্রমময় হয়॥

শ্রী—হয়। ২১ শ্রী—গর্ব্ব হয় অভিলাস হয় ক্ষণে রোদন। মূ—শুষ্ক রোদন।
শ্রী—ক্ষণে হাস্য অসূয়া ক্রোধ বচন। ২৩ শ্রী—নাম।
শ্রী—কৃষ্ণের ঔদ্ধত বিষয়। ২৫ শ্রী—নানা ভয় লজ্জা পায় সখিগণের সাক্ষাত

শ্রী—পথ রোধন করে কিবা অঙ্গে দেই হাথ।
নানা ভয় লজ্জা পায় সখিগণ সাথ॥
কিলকিঞ্চিত ভাব অঙ্গে সব হয়।
সুখ দুঃখ হাস্য রোষ গর্ব্ব করয়॥

হইল।

২৭ গৃ—শ্রী, মৃ—রহস্য। ২৮ গৃ—শ্রী, মৃ—সেবিত।

২৯ গৃ—শ্রী, মৃ—কোন সখি আগে গিয়া পরসস্ত করে।

৩০ বি—নায়ক দেখিলে রাধা নানা গর্ব্ব করে।
চন্দ্রাবলির গণ দেখে গদগদ-অন্তরে॥
অনাদর করি ভয়ে সখি সহে জায়।
নায়ক-শেখর কৃষ্ণ আকুল হিয়ায়॥

শ্রী—১ম ও ২য় পঙ্‌ক্তি—বি-র ন্যায় এক।
৩য় পঙ্‌ক্তি—অনাদর করি ভয়ে সখি সহ জায়।
৪র্থ পঙ্‌ক্তি—নাগর-শেখর কৃষ্ণ আকুল হিয়ায়॥

৩১ বি-ক—বেশ বিন্যাস রূপ নানা রঙ্গ করি।
ত্রিভঙ্গি তির্য্যক করে ললিতসুন্দরি॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে জখন দাণ্ডাইঞা রহে।
জঘন কটি গ্রীবা ত্রিভঙ্গি করয়ে॥

শ্রী—বেশ বিলাস রূপ নানা কর্ম্ম করি।
ভ্রূভঙ্গি তির্য্যক করে ললিতসুন্দরি॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে দাণ্ডাইয়া রহে।
কটি গ্রীবা চরণ ভঙ্গী করয়ে॥

৩২ গৃ—শ্রী, মৃ—নায়কে মিলন মনে ভ্রখন করয়ে।
রোমাঞ্চ পুলক আর প্রফুল্লিত হয়ে॥

৩৩ ইহার পর শ্রী—বিংশতি অলঙ্কার কহিল অল্লাক্ষরে।
অন্য শাস্ত্রে অন্য মত দুই চারি প্রকারে॥
মুগ্ধচকিত আর অবহিত্থা কহে।
দীক দরশন মাত্র যৎকিঞ্চিত কহিয়ে॥

৩৪ শ্রী—কান্তের সাক্ষাতে কথা নানাবিধ কহে।
জানিয়া না জানে পুন জিজ্ঞাসয়ে॥

৩৫ শ্রী—কেমত।

৩৬ শ্রী—অন্য স্থানে ভয় বড় হয় আকস্মিক।
কান্তের সাক্ষাতে হয় নির্ভয় চরিত॥

৩৭ শ্রী—উদ্ভাস্বর হয় অনেক প্রকার।
এতেক কহিয়ে না হয় বিস্তার॥

বস্ত্র খসি পড়ে অঙ্গে কবরি আওলায়।
অঙ্গ মোড়া দিঁয়া চলে কান কণ্ডুয়ায়॥
ভূমে নখে লেখে ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস।
ঘন মুখ বুক দেখায় অল্প অল্প হাস॥

বি-ক—পু-তে একই প্রকার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৩৮ শ্রী—বাচিক ছলোক্তি নানা পরকার।
সংক্ষেপে কহিয়ে এই দ্বাদশ প্রকার॥
আলাপ বিলাপ সংলাপ বিলাপ।
অনুলাপ বিলাপ আর বিপ্রলাপ॥
সন্দেশ বিসন্দেশ ব্যপদেশ বিশেষ।
শব্দছল নানা বাক্য শিক্ষা উপদেশ॥
একত্রে কহিল নাম না হয় বর্ণনা।
হেরি লোক বুঝিব ইহা করিয়া ভাবনা॥

বি-ক—আলাপ বিলাপ সংলাপ প্রলাপ।
অনুলাপ বিলাপ আর বিপ্রলাপ॥

৩৯ এই অতিরিক্ত অংশ শ্রী-পু-র।

৪০ গৃ—শ্রী, মু পাঠ—নায়ক দেখিলে পথে অঙ্গ লুকি হয়ে।
কোঁকড় হইঞা চলে বসন কাঁপয়ে॥
সাধ্বসে চলে সেই ফিরি ফিরি চাহে।
অবহিত্থাকার গুপ্তি অবিধানে কহে॥

৪১ শ্রী—এই।

৪২ বি-ক—স্থায়িভাবের নানাবিধ হয়।
মাদন মোদন মোহন মূর্চ্ছাময়॥
অসংযোগ মাদন সম্ভোগ মোদন।
বিচ্ছেদ বিরহভাব হয়েত মোহন॥
অধিরূঢ় সূক্ষ্ম প্রেম হয়েও রাধিকার।
নানাভাবের উদয় মহাভাবের বিকার॥
মহাভাবের গতি বুঝা নাহি যায়।
ক্ষণে খীন ক্ষণে পুষ্ট ক্ষণে পুলক ভরে গায়॥
সাক্ষাতে বিরহ সকলিতে হয়।
রাধিকা বিনু এ ভাব অন্যের নয়॥
শ্রীরতিপতিচরণযুগল করি আশ।
রামগোপালদাস কহে গতি নাহি আর॥

শ্রী—স্থায়িভাব বিকার এই নানাবিধ হয় ।
মাদন মোদন মোহন মূর্চ্ছাময় ॥
অসংযোগে মাদন সংযোগে মোদন ।
বিংসেদ বিরহ ভাব হয়েত মোহন ॥
অধিরূঢ় শুদ্ধভাব হয়ে রাধিকার ।
নানাভাবের উদয় মহাভাবের বিকার ॥
মহাভাবের গতি বুঝনে না জায় ।
ক্ষণে ক্ষীণ ক্ষণে পুষ্ট ক্ষণে পুলক ভরে গায় ।
সাক্ষাতে বিরহে সকলেতে হয়ে ।
রাধিকার বিনু এ ভাব অন্যের না হয়ে ॥
শ্রীরতিপতিচরণযুগল করি সার ।
গোপালদাসের গতি নাহি আর ॥

পঞ্চম কোরক

[1][জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় রতিপতি প্রভু পতিতপাবন।
জয় ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীশচীনন্দন॥
মধ্যম ঠাকুর পুত্র শ্রীপ্রাণবল্লভ নাম।
যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম॥
আমার প্রভুর অনু[জ] ঠাকুর ঘনেশ্যাম।
তাহার তনয় শ্রীপুরুষোত্তম নাম॥
এ সব ঠাকুরের পাত্র অবশেষ পাঞা।
মহা নিজ সুখে ভাষা কর্ঁো বিরচিয়া॥][1]

তত্র পাঠান্তরে—

অনূঢ়া পরোঢ়া নারী [2]দুই[2] পরকার।
অনূঢ়া কন্যা বলি [3]বিভা[3] নহে জার॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ॥
সখিকেলিষু বিশ্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধা গুণান্বিতাঃ॥ ইতি অনূঢ়া

অথ পরোঢ়া—

পরোঢ়া পাণিগ্রহণ পতির সদনে।
দুই মিশ্র করিঞা তবে [4]করিয়ে[4] বর্ণনে॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা ত্রিবিধ প্রকার।
মুগ্ধা হৈতে কহি স্বভাব গুণ [5]হয়ে[5] জার॥
বয়ঃসন্ধি ব্যক্তযৌবন [6]হয়ে[6] কেবল মুগ্ধাতে বর্ণন।
নবযৌবন [7]হয়ে[7] কেবল মধ্যার লক্ষণ॥

পূর্ণযৌবন প্রগল্‌ভা হয়েত বিস্তার।
অবিবাহিতে কহি স্বভাব গুণ জার ॥

তথাহি চতুর্বিধ বয়ঃ—

বয়শ্চতুর্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমঃ ॥ ই

অথ মুগ্ধা—

মুগ্ধা বয়েসে ছোট রস নাহি জানে।
রতিতে বিমুখ সেই পতির [৮]সদনে[৮]।
[৯]সেই মুগ্ধা হয় আব গুণ পঞ্চ ধরে।[৯]
[১০]ক্রমে ক্রমে[১০] বুঝ ইহা কহি অল্পাক্ষরে ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টাসু সব্রীড়চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা

মুগ্ধা নবোঢ়া রীত বুঝা নাহি যায়।
[১১]কান্তের পাশ গমনে বহুত[১১] ভয় পায় ॥
ধরাধরি সহচরী লঞা জায কান্ত পাশে।
স্বামী দেখি বিমুখ হয় পালায় তরাসে।

তথাহি কবিরাজ ঠাকুর পদম—

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচন্দ।
বৈঠ না বৈঠই হরি-পরিরম্ভ ॥
[১২] চলইতে আলি চলয়ে পুন চহ।
রস অভিলাসে আগোরল নাহ ॥
লুবধল মাধব লুবধল নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি ॥[১২]
সহচরি মেলি স্তুতায়লি পাসে।
চমকি চমকি ধনি উঠয়ে তরাসে ॥ ইতি

তথাহি রসমঞ্জরী—

হস্তে ধৃতাঽপি শয়নে বিনিবেশিতাঽপি
ক্রোড়ে কৃতাঽপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
কঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

পাঠান্তরে পঞ্চগুণের কহিব বিবরণ।
সঙ্গীতদামোদরে ইহার আছয়ে বর্ণন॥
বয়ঃসন্ধি নববয়া রতৌ বামা হয়ে।
মৃদু বামা লজ্জাবতী এই ভেদ কহে॥

অথ বয়ঃসন্ধি

[১৩][নব বয়া যার যৌবন আরম্ভন।
বাল্য যায় কৈশোর আসে সন্ধি-বিভ্রম॥
বয়ঃসন্ধি বর্ণনা অনেক কৌশলে।
স্তনের আরম্ভ নিতম্বের পরিসর॥
নয়নের চঞ্চল দৃষ্টি মন্দ মন্দ হাসে।
মাজা খীন পুলক অঙ্গ মদনপরকাশে॥][১৩]

তথাহি উজ্জ্বলে—

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে।

তথাহি পদং শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য

শশিমুখী তেজল শৈশব দেহ।
খত দেই ছোড়ল ত্রিবলী তিন রেহ॥
এবে ভেল যৌবন বঙ্কিম দীঠ।
উপজল হাস [১৪]বচন[১৪] ভেল মীঠ॥
দিনে দিনে বাঢ়ল পয়োধর পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন॥ ইতি পদম্।

তথাহি রসমঞ্জরী (?) —

চলদচলদপাঙ্গং স্মেরমস্মেরমাস্যং
গতিরহহ কিমস্যা মন্থরামন্থরা বা।

ইতি মনসি নিতান্তং সন্দিহানো মনোভূঃ
করবিনিহিতবালঃ সম্ভ্রমাদ্ভ্রমেতি ॥

তত্র যুক্ত শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য বাক্যম্
হেরইতে হেরি না হেরি।
কহইতে ন কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখি সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
শ্রবণ নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন না হয়ে [১৫]পরতীতে[১৫] ॥ ইতি বয়ঃসন্ধি।

অথ নববয়া—
বদরী সদৃশ কুচ তনু হয়ে খিন।
সুন্দর [১৬]চরণ জঘন[১৬] ঘন পীন ॥
সুরত-কথা সুনিতে শ্রবণ উল্লাস।
সখীর বশ হঞা সদা ফিরে সখী পাশ ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—
বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥

অথ রতৌ বামা—
তথাহি—
স্নিগ্ধানামুপরোধেন রতির্বামেতি সা মতা ॥ ইতি ?
[১৭][রতিতে বামতা করে মধুর হাস্য হাসে।
ক্ষণে স্তকিত ক্ষণে চঞ্চল তরাসে ॥][১৭]

তথাহি পদম্—
হঠ-পরিরম্ভনে থরথরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাম্বর ঝাঁপ ॥ ইতি

অথ মৃদুরামা—
মনের ইচ্ছা আছে তার কান্তের সঙ্গমে।
মৃদুর স্বভাবে কিছু হয়েত সম্ভ্রমে ॥ ইতি

অথ লজ্জাবতী—

লজ্জাবতী লজ্জাধিকা রহে সখী সঙ্গে।
স্থরত কথা সদা শুনে না করে প্রসঙ্গে ॥

তথাহি পদম্ শ্রীবিদ্যাপতি—

স্থন স্থন স্থন্দরি মঝু উপদেশ।
ঐছন কুঞ্জে করবি পরবেশ ॥
পহিলহি নাহি করবি অভিলাষ।
করে কর ঠেলবি উলটবি পাশ ॥ ইতি পদম্

কান্তের নিকটে যাঞা মাথা নাহি তোলে।
কান্দে আর চক্ষু কচালে প্রিয়জনের কোলে ॥

তথাহি বিদ্যাপতি পদম্—

স্থন স্থন স্থন্দরি তোহে পরনাম।
আজু নাহি জায়ব সো পিয়া-ঠাম ॥
বহুত জতনে করায়সি বেশ।
বান্ধিতে না জানি আপন কেশ ॥
ইঙ্গিত নাহি জানি কৈছন মান।
বচনক চাতুরি হাম নাহি জান ॥
, ও নব নাগর রসিক স্থজান।
হাম নব নাগরি অলপ গেয়ান ॥
কবতহিঁ নাহি জানি স্থরতিক বাত।
কেমনে মিলব হাম মাধব সাথ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কি কহব তোয়।
আজুক মিলন উচিত নাহি হোয় ॥ ইতি

তথাহি উজ্জ্বলে—

নময়তি বদনসরোজমধিকলজ্জা ॥ ইতি

ধীরাধীরা-বৈদগ্ধি মুগ্ধা নাহি জানে।
মধ্যার লক্ষণ এবে কহি বিবরণে ॥

অথ মধ্যা—

[১৮]মধ্যার বয়েস জার[১৮] প্রথম জৌবন।
সমান লজ্জা হয়ে [১৯]তার সমান মদন ॥[১৯]
কিশোর বয়স হয়ে বৈদগ্ধি-নিপুণা।
বয়সান্ধ চতুর্দশ ধরে সর্ব্বগুণা ॥
সেই ত মধ্যার রূপ চতুর্বিধ হয়ে।
সঙ্গীতদামোদরে বিবরিয়া কহে ॥
বিচিত্রসুরতা আর মত্তযৌবনা।
ঈষৎ-প্রগল্‌ভা আর লজ্জায়ে মধ্যমা ॥

অথ বিচিত্রসুরতা—

বিচিত্রসুরতা জানে নানা বন্ধ-কলা।
সুরতশাস্ত্রে পণ্ডিত সেই পরম শৃঙ্খলা ॥

তথাহি [সঙ্গীতদামোদরে]—

শৃঙ্গাররসসংসিক্তা কান্তা নানাকলান্বিতা।
নানাবন্ধবিধানজ্ঞা বিচিত্রসুরতা মতা ॥ ইতি বিচিত্রসুরতা

অথ মত্তযৌবনা—

[২০][আরূঢ়যৌবনা সম্ভোগে হয় রত।
জঘনচালন চুম্বন প্রযুক্ত ॥
গাঢ়পরিরম্ভনে তুষ্ট হয়ে তার মন।
কান্তের মনে সেই করে আকর্ষণ ॥][২০]

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে—

নিধায় হৃদি যা কান্তং বাহুভ্যাং গাঢ়যন্ত্রিতম্।
রমেত জঘনান্দোলৈঃ প্ররূঢ়স্মরযৌবনা ॥ ইতি মত্তযৌবনা

অথ ঈষৎপ্রগল্‌ভা—

ঈষৎপ্রগল্‌ভা কিছু ক্রোধাবিষ্ট হএ।
অন্তরে পরম ইচ্ছা বাহে নেবারয়ে ॥
স্তনস্পর্শে করে কর ঠেলি করে কলা।
বিমুখ শয়ন করে হাস্য খলখলা ॥

বিস্তর দেখিয়া আর্ত্তি পরশিতে দেয়।
নবসঙ্গে কামরঙ্গে সীৎকার করয়॥ ইতি ঈষৎপ্রগল্‌ভা

অথ মধ্যম লজ্জাবতী—

লজ্জাবতী লজ্জা করে রহে অধোমুখে।
[২১][অধরপানে বিমুখ হয় ক্রন্দন সুমুখে॥][২১]
সরস-পরশে সুখ হয়েত অন্তরে।
[২২][স্বামীর অন্য সেবা করয়ে নির্ভরে॥][২২] ইতি লজ্জাবতী
মধ্যা বয়েস সেই রাধিকা যুবতি।
বর্ণিতে কে পারে [২৩]তাহা[২৩] কাহার শকতি॥
[২৪][বৈদগ্ধি প্রথমাচার্য্যা শাস্ত্রেরি বিদিতে।
অশেষ নায়িকাবস্থা শতনাম বর্ণিতে॥][২৪]

তথাহি

অশেষনায়িকাবস্থা প্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতা।
বৈদগ্ধীপ্রথমাচার্য্যা শতনাম্নৈব বর্ণিতা॥

মধ্যা স্বভাব রাই যদি মান করে।
[২৫][অন্তরে করয়ে কোপ না হয়ে বাহিরে॥][২৫]
কৌটিল্য প্রেম রাধার সদাই বামতা।
ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সৌভাগ্য হয়েত বিদিতা॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা।
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা॥ ইতি

মধ্যার স্বভাব অনেক নারীর হয়।
মানে ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা কয়॥

তত্রাদৌ ধীরমধ্যা

তথাহি উজ্জ্বলে—

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্। ইতি

ধীরমধ্যা নায়িকা যদি মান করে।
অন্তরে করয়ে কোপ না হয় বাহিরে॥

স্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে ব্যবহার।
তথাপি [26]অন্তরে বক্র আছয়ে[26] তাহার ॥
আসন বসন শয্যা তাম্বূল চন্দন।
মৌন করি সেবা করে মানের পোষণ ॥
বিদগ্ধ নায়কের হয় হরিষ বিষাদ।
শুষ্ক হাস্য হাসে সেই [27]বড়ই[27] প্রমাদ ॥
যদ্যপি সেই কান্ত পরশিতে চায়।
করে কর ঠেলি [28]তবে[28] অন্য দিগে জায় ॥
হার মালা আভরণ যদি চাহে কান্ত।
অন্যদ্বারে [29]বাক্য কহিঞা [29]করে শান্ত ॥

তত্র পদং কবিরাজ ঠাকুর—

শঙ্কর-বরতে আজ্ পরবেশলোঁ
দারুণ গুরুজন বোল।
অতএ সে রস পরস বিহি বাধল
কী তুয়া নয়ন হিল্লোল ॥

মাধব তোঁহারি চরণে পরণাম।
দ্বিজগণ কঠিন মৌন মোহে লাগল
[30]করইতে[30] বিধি ভেল বাম ॥
দূর কর হার তোঁহারি কর বিরচিত
[31]অবরভ[31] বেশক সাধ।
শ্রবণহু এক কুসুম জব হেরই
ননদি করত পরমাদ ॥
এ মধু [32]মাস আস ভেল[32] বঞ্চিত
জদি কহ কপট বিলাস।
কর সঙ্কেতে কত সমুঝাওব
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

অধীরমধ্যা—

অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা ॥ ইতি

অধীরা মধ্যা [৩৩]নায়িকা[৩৩] ক্রোধে রক্তলোচন।
হার ছিণ্ডে [৩৪]ভূমিতে পড়ে[৩৪] করয়ে রোদন॥
পাদাক্রান্ত হৈলে কান্ত তভু তুষ্ট নয়।
[৩৫][স্বামী সম্মুখ হৈলে সে বিমুখ জে হয়॥][৩৫]

তথাহি গীতগোবিন্দে—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥ ইতি অধীরমধ্যা

অথ ধীরাধীরমধ্যা
তথাহি উজ্জ্বলে—

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্। ইতি

ধীরাধীরমধ্যা [৩৬]তবে[৩৬] নানাবিধ হয়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা [৩৭]সৌল্লুণ্ঠ বাণী কয়॥[৩৭]
কভু কান্তের রূপ [৩৮]রুষি[৩৮] বীভৎস দেখিঞা।
সহচরি সঙ্গে হাসে কৌতুক করিঞা॥
কভু নিষ্ঠুর হইঞা করএ স্তবন।
কভু অন্তরের মান করে সম্বরণ॥

তথাহি [৩৯]মহাজনস্য পদম্[৩৯]—

হাম বনচারি [৪০]রহিএ[৪০] একসরিয়া।
চাতুরি না কর [৪১]তুহুঁ[৪১] শতঘরিয়া॥
চল চল মাধব করহ [৪২]পয়ান[৪২]।
জাগিয়া সকল নিশি আওলি বিহান॥
[৪৩][চল চল মাধব না বোলহ আর।
দগধ পরাণ দগধ কতবার॥][৪৩]
কৈতব পিরিতি তোহারি বেকতহিঁ গেল।
তুয়া রিত হেরইতে বিপরীত ভেল॥ ইতি

মানেত কোমলা কভু মানেত কর্কশা।
মধ্যযুবতির [৪৪]কহিল তিন দশা॥[৪৪]

ইতি ধীরাধীরামধ্যা

অথ প্রগল্‌ভা

তথাহি উজ্জ্বলে—

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্‌গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা॥

[৪৫] [ধীরাধীরা তিনগুণ বয়াব্দে ষোড়শা।
দক্ষিণ স্বভাবে সদা সরল মানসা॥
প্রগল্‌ভা সপ্তবিধা হয়েত লক্ষণ।
স্মরান্ধা মদান্ধা গাঢ়তারুণ্যা ধরণ॥
রতিবিজ্ঞ সলজ্জা প্রচণ্ডা হয়ে আর।
আক্রান্ত পাঠান্তরে সংজ্ঞা কতেক প্রকার॥][৪৫]

তত্রাদৌ স্মরান্ধা—

স্মরান্ধা [৪৬]উত্তম রতি[৪৬] হয়েত মদনে।
স্তনকুম্ভ স্ফুরে সদা প্রসর জঘনে॥
বক্ষ প্রসারিঞা রহে কান্ত সন্নিধানে।
নেত্র স্থির করি রহে চাহে চারি পানে॥

তথাহি উজ্জ্বলে (?) [সঙ্গীতদামোদরে]—

স্মরাবেগং বহন্তী স্তনকনকগিরিপ্রান্তমুন্মীলয়ন্তী
নেত্রং বিস্ফারয়ন্তী ঘনজঘনতটদ্বন্দ্বমুদ্‌ঘাটয়ন্তী।
নেত্রান্তং পাতয়ন্তী দিশি দিশি রভসামোদমত্তা হসন্তী
কৃষ্ণং সান্বেষয়ন্তী ব্রজতি পথি মদান্ধা স্মরান্ধা ভ্রমন্তী॥

অথ মদান্ধা—

মদান্ধা জে মদে মত্ত হয়ে বলবান।
কান্ত সঙ্গে রঙ্গে করে আলিঙ্গন দান॥
সরল হৈঞা সেই চাটু বাক্য কহে।
অহনিশি স্বেচ্ছাময় কান্ত পাশে রহে॥

অথ গাঢ়তারুণ্যা—

দৃঢ় শৃঙ্গারে মন অবিরত ধায়।
প্রফুল্লিত হঞা থাকে কান্তের সভায়॥
তাহাকে দেখিঞা কান্ত অতি সুখ পায়।
নিরবধি কান্ত তাথে সদাই রভসায়॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে—

দৃঢ়শৃঙ্গারতো যস্যা ভবেদিচ্ছা নিরন্তরম্।
নারতির্গাঢ়তারুণ্যা সেয়ং ভোগ্যা মধুদ্বিষঃ॥

অথ রতিবিজ্ঞা—

অস্তে ব্যস্তে নানারূপে মনে চেষ্টা করে।
মহাবিচক্ষণা রসে কান্ত প্রাণ হরে॥
স্বচ্ছন্দে নায়ক সঙ্গে করে রতিলীলা।
বৈপরীত্য বর্ণভেদ মধুর শৃঙ্খলা॥

অথ সলজ্জা—

অন্তরে ইৎসাভাব অল্প হাস্য হাসে।
ক্ষণে লজ্জা চাপল্যতা ঐশ্বর্য্য প্রকাশে॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে (?) [সঙ্গীতদামোদর]

কান্তস্য বাসঃ ক্ষিপতি কিন্তু নারোহতি স্বয়ম্। ইতি সলজ্জা

অথ প্রচণ্ডা—

প্রচণ্ডা অহঙ্কার করে আপনার।
রতিক্রিয়া নানাবিধ সৌভাগ্য বিস্তার॥
অন্য রতিচিহ্ন যদি দেখে কান্ত করে।
মালাএ বান্ধয়ে নানা তিরস্কার করে॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে—

অন্যনারীরতেশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বা কান্ততনৌ রুষা।
বন্ধনাদিতিরস্কারং প্রচণ্ডা কুরুতে ভৃশম্॥

অথ আক্রান্তা পাঠান্তরে—

আপনার মুখে জানে আপন গরিমা।
সাপত্নি ভাবে সেই বাঢ়য়ে মহিমা॥

উচ্চশির করি থাকে নায়ক সাক্ষাতে।
দক্ষিণা স্বভাবে হয়ে রতি বিপরীতে॥

তথাহি রসমঞ্জরী—

বিপরীতরতিং ধত্তে রাগাদাক্রান্তনায়কা।

মুগ্ধা হৈতে ভেদ কহিল ষোড়শ প্রকার।
প্রগল্ভা ধীরাদি মান ত্রিবিধ প্রকার॥

অথ ধীরপ্রগল্ভা

তথাহি উজ্জ্বলে—

উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা। ইতি

ধীর স্বভাব গুণে বড়ই সগর্ব্বা।
অন্তরে অভিমানী হএ প্রাথর্য্য প্রগল্ভা॥
স্বামীর দর্শন করে আসন প্রদান।
নানাবিধ [৪৭]মত করে [৪৭]নায়কে সম্মান॥
[৪৮][আর্ত্তি করে কান্ত যদি করয়ে চুম্বন।
ততোধিক আর্ত্তি করি করে আলিঙ্গন॥][৪৮]
অন্তরে [৪৯]বাঢ়য়ে ক্রোধ[৪৯] বাহিরে সুখহাস্য।
সুবদ্ধান প্রীত করে অল্প অল্প ভাষ্য॥
বিদগ্ধ [৫০]নায়ক মনে[৫০] সুখ নাহি পায়।
পুছিলেহ নাহি কহে তভু বুঝা যায়॥
বিনয় বাক্যে মান উছলে যখন।
কথা [৫১]কহিয়া করে[৫১] মানের পোষণ॥

তথাহি মহাজনস্য পদম্—

কে তোমা চিয়াইল কাঁচা ঘুমে।
আমার হিয়ার মাঝে রসের বালিস আছে
তাহে তুমি ঘুমাও নিঝুমে॥

হেদে হে সোনার বন্ধু রজনি আছিলা তুমি কোথা।
কাঁদিয়া আকুল আমি রহি জথা তথা॥

ইতি ধীরপ্রগল্ভা

অথ অধীরপ্রগল্‌ভা—

সন্তর্জ্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্। ইতি

অধীর প্রগল্‌ভা "২তবে"২ করয়ে ভৎর্সন।
"৩কটূত্তর কহে আর ঘৃণার বচন॥"৩
গর্বিত ভর্ৎসন করে নানা বাক্য দ্বারে।
বিদগ্ধ নায়কের সুখ উপজে অন্তরে॥

তথাহি শ্লোকে—

ন তথা রোচতে বেদা পুরাণাদ্যাস্তথা পরে।
যথা তাসাং ব্রজস্ত্রীণাং ভৎর্সনং গর্ব্বিতং বচঃ॥ ইতি

নিজের অঙ্গের হার মালা ফেলায়ে ছিণ্ডিঞা।
নহে ত বিলাপ করে ভূমিতে পড়িয়া॥
যদ্যপি সাধনে তুষ্ট হয় তার মন।
তথাপি বাক্যদণ্ডে করয়ে ভৎর্সন॥
"৪সময়"৪ বুঝিয়া কান্ত পরসিতে চাহে।
কর্ণোৎপলে তাড়ে "৫আর"৫ মালাএ বান্ধয়ে॥ ইতি

অথ ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা

তথাহি—

ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে॥ ইতি

ধীরাধীর প্রগল্‌ভার কথা বুঝা নাহি জায়।
কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু ব্যথা পায়॥
কভু বা কান্তের দুখে হয়েত সম্মতি।
কভু এক আধো কথা কহেত ছলোক্তি॥

তথাহি পদম্

"৬[এড়ী বন্ধু পাএ পড়োঁ সাধ নাহি মোর।
মরুক সে নিলজিনী পিরিতি করে তোর॥
হাসি হাসি কহ কথা গাখানি মোর জলে।
সেই খানে হাস জাঞা নিলজিনির কোলে॥

পোড়া ঘায়ে লোনের ছিটা সহা নাহি জায়।
যাতে তোমার হয় সুখ ধর তার পায়॥
রসিক শেখর কহে গদগদ ভাষ।
গোপালদাস হেরি মনে না গেল তরাস॥][৫৬] ইতি পদম্।

[৫৭] [সোল্লুণ্ঠন বাক্যে সেই কহে নানা কথা।
কভু সলজ্জ হয় মনে কভু পায় ব্যথা॥][৫৭]

তথাহি গীতগোবিন্দে—
রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥[৫৮]

ষোড়শ নায়িকার অষ্ট অষ্ট গুণ।
এক সহস্র আঠাইশ ইহার গণন॥
তাহার স্বভাব হয়ে অনেক প্রকার।
প্রাখর্য্যতা সাম্যতা মার্দ্দব হএ আর॥
প্রাখর্য্য প্রগল্ভা আর মধ্য প্রাখর্য্যা।
লঘুরূপ প্রাখর্য্যা আর প্রগল্ভতাবর্য্যা॥
অতি বড় সাম্য আর সাম্য জে মধ্যম।
লঘুতা সাম্য এই তিন হএ তরতম॥
বড়ই মার্দ্দব আর মার্দ্দব মধ্যম।
লঘুতা মার্দ্দব হএ অত্যন্তিক সম॥
উত্তম মধ্যম লঘু তিন ধরে গুণ।
এক হৈতে তিনগুণ হএ পুন পুন॥
সূক্ষ্ম করিলেহ হয় অনেক প্রকার।
সেই তিন বুঝিতে পারে সূক্ষ্ম বুদ্ধি জার॥
কেহো ত দক্ষিণা হয়ে কেহো হয়ে বামা।
বামা দক্ষিণা মিশ্র তাহে কহি সমা॥

৫৯[অথ ললিতা—

বামা প্রখরা ললিতা শিখিপিঞ্ছ সমাম্বরা।
গোরোচনা অঙ্গকান্তি ভৈরবে স্বয়ম্বরা॥
সারদী জননী হয়ে বিশোক হয়ে পিতা।
বিশাখার গুণ কহি বাহিক-বনিতা॥

অথ বিশাখা—

মধ্যমা যে গুণ হয়ে কান্তি সৌদামিনী।
পাবন ঘোষ পিতা হয়ে দক্ষিণা জননী॥
তারাবলী বস্ত্র হয়ে ললিতা সম গুণ।
এই ত কহিল বিশাখার গুণগণ॥

অথ চিত্রা—

চতুরাক্ষ পিতা হএ চর্চ্চিতা জননী।
দক্ষিণা মৃদুস্বভাব রঞ্জ কুসুমশালিনী॥
কাঞ্চনকান্তি বস্ত্র হয়ে পিঠরের বনিতা।
সংক্ষেপে কহিল এই সুচিত্রার লেখা॥

অথ চম্পকলতা—

এবে কহি চম্পকলতার গুণগণ।
চম্পকবর্ণা চম্পকলতা টাস্ কলাবসন॥
বামা মধ্যাগুণ হয়ে চণ্ডাক্ষে স্বয়ম্বরা।
বামঠ জে পিতা মাতা মাহিক গোপবরা॥

অথ তুঙ্গবিদ্যা—

তুঙ্গবিদ্যার গুণ কহি অতি সুচরিতা।
পুষ্কর নামে গোপের হএত দুহিতা॥
মেধা জে জননী তার বালি সে বিবাহিতা।
দক্ষিণা প্রখরা চন্দ্র চন্দন ভূষিতা॥
বস্ত্র যে পাণ্ডুর হয়ে কুঙ্কুম বর্ণতা।
ইন্দুলেখার গুণ এবে কহি তার কথা॥

অথ ইন্দুলেখা—

এ সভার নামে গুণ হঞা আনন্দিতা।
ছুর্ব্বঘোষ নামে ইন্দুলেখা বিবাহিতা॥
হরিতাল দেহকান্তি দাড়িম্ব পুষ্পবাস।
বেলাসাগর পিতা হএ জননীর নাম উসি।
শ্রীরাধিকা হইতে হএ তিন দিবসের কনিষ্ঠি॥

অথ রঙ্গদেবী সুদেবী—

রঙ্গদেবী সুদেবী যমক ভগ্নী দুই।
পদ্ম যে কেশরবর্ণ সমান গুণ সেই॥
বক্রেক্ষণে বিভা তার ললিতা দেবরে।
জবা পুষ্পের শ্রেণী বসন সেই ধরে॥ ইতি অষ্টসখী।

অথ মধুমতী [ইত্যাদি]—

মধুমতী প্রাণসখী গৌর কলেবর।
রক্তবস্ত্র পরিধান প্রাণের গোসর॥
বামে প্রখরা গুণ মধুপানে রতা।
রত্নপ্রভা রতিকলা সঙ্গে সুভদ্রবনিতা॥
কুন্দবল্লী সখী হএ সুভদেব নারী।
দুর্মদে বিবাহ হএ অনঙ্গমঞ্জরী॥
চন্দ্রাবলী গোবর্দ্ধন মল্লের বনিতা।
দক্ষিণা মৃদুতা ভাব কাঞ্চন দেহলতা॥
তাহার সখী শৈব্যা পদ্মা দক্ষিণা প্রখরা।
বিপক্ষ সখী চন্দ্রাবলী হএ রাধাবরা॥
তারকা পালিকা তটস্থা সখী নাম।
[অসংখ্য সখীর নাম] অনেক বিধান॥
মালাবতী কলাবতী লীলাবতি নাম।
ললিতার সখী হয়ে অনেক বিধান॥
জাহার জে নিজ সখী সেই স্বভাব ধরে।
দূতী সখী দাসী তিন কর্ম কত করে॥][৫৯]

শ্রীরতিপতিচরণযুগলে যার আস।
রাধাকৃষ্ণকল্পবল্লী কহে গোপালদাস॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী [গ্রন্থে] নায়িকাকদম্বঃ
নাম পঞ্চমঃ কোরকঃ।

পঞ্চম কোরক

পাঠান্তর

১ বি-ক জয় জয় বৈষ্ণব গোসাঞি পতিতপাবন।
নাম মন্ত্রে উচ্চারি এ তিন ভুবন॥

২ শ্রী—দুইত ৩ শ্রী—বিবাহ ৪ বি-ক—করিল

৫, ৬, ৭ শ্রী—তে 'হয়ে' শব্দটি নাই। ৮ বি-ক—দর্শনে ৯ শ্রী—সেই ত মুগ্ধা পঞ্চগুণ ধরে

১০ শ্রী—কহিব বুঝহ ১১ শ্রী—কান্ত পাশ গমনে বহু ১২ মু—পু-তে এ অংশটি
, বি-ক হইতে গৃহীত হইয়াছে।

১৩ গৃ-শ্রী—মু-পাঠ বাল্য যায় যৌবন যে দেহেতে আরম্ভ।
নয়নের চঞ্চলতা কিছু হয়ে উর বিম্ব॥
ক্ষেণেকে চঞ্চল দিঠি ক্ষণে মন্দ হাসে।
ক্ষেণে গতি ভঙ্গী ক্ষণে বাল্য যেন ভাসে॥

১৪ শ্রী—লাজ ১৫ শ্রী—বিপরীত ১৬ গৃ-শ্রী—মূল—বচন কহে ঘন

১৭ গৃ-শ্রী—ও বি-ক মূল পুঁথির পাঠ
রতিতে বিমুখ হই জাই কান্ত পাশে।
ধরাধরি বৈসে কান্দে কাঁপয়ে তরাসে॥

১৮ বি-ক—মধ্যার স্বভাব জার ১৯ শ্রী—আর সমান মদনা

২০ মু—পাঠ আরূঢ় যৌবন সম্ভোগে হয় রত।
ঘন ঘন চলনে চুম্বনে সুখ দিত॥
গাঢ় পরিরম্ভণে সদাই তার মন।
কান্তের মদন মনে করে আকর্ষণ॥ গৃ-টা.

২১ মু—ধরিয়া অধরে কর কান্দয়ে সম্মুখে. গৃ—টা ২২ গৃ-টা.
মু—স্বামীর সেবা ছাড়ি
সেবা করয়ে অন্তরে

২৩ শ্রী—তারে ২৪ গৃ. ঢা.—

মূ—অশেষ নায়িকা ভাব হএ উপনীত।

বৈদাগ্ধি প্রথমাচার্য্যা শাস্ত্রেত বিদিত॥

২৫ মূ—অন্তরে না হয় কোপ হয়েত বাহিরে। গৃ-বি-ক

২৬ শ্রী—বক্রগতি হয়েত ২৭ শ্রী—অন্তরে ২৮ শ্রী—শব্দটি নাই

২৯ শ্রী—কথা কহিঞা করে ৩০ ঢা—কহইতে ৩১ শ্রী—আর নাহি

৩২ শ্রী—মাসে মাসে হাম ৩৩ শ্রী—শব্দটি নাই। ৩৪ শ্রী—বস্ত্র ফেলে, ঢা—ভূমে পড়ে

৩৫ বি-ক—স্বামী বিমুখ হৈলে সে বিমুখ হয়। ৩৬ শ্রী—শব্দটি নাই।

৩৭ শ্রী—সৌলুণ্ঠন কহয় ৩৮ শ্রী—শব্দটি নাই। ৩৯ শ্রী—কবিরাজ ঠাকুর

৪০ শ্রী—বঞ্চব, ঢা-রহব ৪১ শ্রী—চল ৪২ বি-ক—তোঁহে পরিণাম

৪৩ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ ৪৪ বি-ক—

কহিল তিন দশ গৃ-শ্রী,

মূ—এই কহিল আভাস

৪৫ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর—

প্রগল্‌ভা সপ্তবিধ লক্ষণ হয়।

ভরথমুনির শাস্ত্রে যেই কথা কয়॥

বিচিত্রসুরতা হয়ে মধ্যালজ্জাবতী।

প্রগল্‌ভবচনা হয় পূর্ণযৌবন স্থিতি॥

প্রগল্‌ভা নায়িকা আর পূর্ণযৌবনা।

মদন্ধা রতোৎসুকা অনেক লক্ষণা।

ধীরাদি ত্রিবিধগুণ বয়সে ষোড়শা।

দক্ষিণ নায়িকা হয় সরল মানসা॥

৪৬ ঢা—উন্মদা ৪৭ গৃ-শ্রী, মূল—করি করে

৪৮ শ্রী-র পাঠান্তর—আর্ত্তি করি কান্ত যদি করয়ে চুম্বন।

ততোধিক আর্ত্তি করি করে আলিঙ্গন॥

৪৯ শ্রী—ক্রোধ হয় ৫০ শ্রী—নাগর তভু ৫১ শ্রী—কহি করে তরে

৫২ শ্রী—শব্দটি নাই

৫৩ শ্রী—কটুত্তর কহে আর ঘৃণার বচন।

মূ—কভু দূর করে আর ঘৃণার বচন।

৫৪ শ্রী—সুদৃঢ় ৫৫ শ্রী—শব্দটি নাই ৫৬ বি-ক—পদ নাই

৫৭ শ্রী-শ্রীসুলুণ্ঠন বাক্যে কহয়ে নানাকথা।

কভু সলজ্জিত মনে পায় বড় ব্যথা॥

৫৮ ইহার পর বি-ক অতিরিক্ত পাঠ—

প্রৌঢ়ার বাক্য নানাবিধ হয় ।
সংক্ষেপ কারণ না কহিল অতিশয় ॥
শুনহ শ্রোতাগণ করি নিবেদন ।
নানান কবির গ্রন্থে আছে উদাহরণ ॥

শ্রীরূপগোস্বামীর—

যে কিছু শক্তি হয় বুঝিবার ।
সখির অনেক ভেদ রূপশাস্ত্রে লেখে ।
স্থূলে বুঝা যায় সূক্ষ্ম নাহি দেখি ॥
যূথেশ্বরীর ধরণ নানাবিধ হয় ।
প্রাগলভ্য মধ্যম আর মান্ধবক হয় ॥
প্রাখর্য্য প্রাগলভ্য আর মধ্যম প্রাখর্য্য ।
লঘু-প্রাখর্য্য এই প্রগলভতা বর্য্য ॥

উত্তম মধ্যম আর মধ্যম মধ্যম ।
লঘু মধ্যম এই তিন তর তম ॥

৫৯ অন্য কোন পুঁ-তে এ অংশ নাই

ষষ্ঠ কোরক

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
উদ্ধার করহ পহু মো বড় পামর॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় প্রাণ মোর শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
৺[জয় জয় গুরুদেব শ্রীরতিপতি।
তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি॥
জয় জয় ঠাকুর পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় প্রাণবল্লভ ঠাকুরের চরণ॥
জয় কনিষ্ঠ ঠাকুর পুত্র 'যাদবেন্দ্র' নাম।
এই তিন ঠাকুর পুত্র সর্ব্বগুণে অনুপাম॥
ঠাকুরের কনিষ্ঠ ঠাকুর ঘনশ্যাম।
তাহার তনয় ঠাকুর পুরুষোত্তম নাম॥
শ্রীরঘুনন্দনের বংশাবলি অনেক বিস্তার।
অখিল ভুবনে কৈলে ভক্তি প্রচার॥
প্রত্যেক লিখিলে গুণ না হয় বর্ণন।
একত্রে 'বন্দো মুই' সভার চরণ॥
সেই গোষ্ঠির আমি হইয়ে কুকুর।
আমি অধম জীব তাঁহারা ঠাকুর॥
মোরে আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব ভজিতে।
দ্বিতীয় আজ্ঞা দিলা ভক্তিগ্রন্থ পড়িতে॥
আর আজ্ঞা দিলা বৈধী ছাড়িতে।
আর আজ্ঞা দিলা লীলা বর্ণন করিতে।
আমার ভজন নাই কেবল আজ্ঞাবল।
নিজগুণে বৈষ্ণব গোসাঞি আইসেন সকল।
শ্রোতা যে বৈষ্ণবগণে করি পরিহার।
মূর্খ মুঞি মোর দোষ না করিহ বিচার॥
নানা রসশাস্ত্রে আছে কৃষ্ণের বন্দনা।
সেই অনুসারে কহি না করিহ ঘৃণা॥

আগু অন্তে আগে করিবে দরশন।
দোষগুণে তখন কহিয় কথন॥
ঈর্ষ্যা করিয়া করিবে মোরে উপহাস।
আচণ্ডালে হরিবোলে ভকতে উল্লাস॥[৪]

তত্রাদৌ শৃঙ্গার—

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ দুই করিএ গণন।
উজ্জ্বল মধুর রসে দুই প্রয়োজন॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে॥

অথ বিপ্রলম্ভ—

এই বিপ্রলম্ভ তবে চতুর্বিধ হয়।
পূর্বরাগ মান প্রেমবৈচিত্ত্য প্রবাস জে কয়

তথাহি উজ্জ্বলে—

পূর্বরাগস্তথা মানং প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিধঃ॥

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে সেই পূর্ব্বরাগ।
সঙ্গের পশ্চাতে "সেই" রাগ অনুরাগ॥
অনুরাগের পশ্চাৎ কহিব বিবরণ।
প্রথমে "কহিব" পূর্ব্বরাগের লক্ষণ॥

অথ পূর্ব্বরাগ

তথাহি উজ্জ্বলে—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ ইতি

দর্শনে শ্রবণে রাগ দুই ত প্রকার।
সাক্ষাত দর্শন এক চিত্রপট আর॥
স্বপ্ন দেখি উঠে নায়ক করে আলিঙ্গন।
এই অনুভব হয় বিষম দরশন॥

অথ দর্শনম্

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্ ।

অথ সাক্ষাৎ দর্শন—

সাক্ষাতে [৭]দেখিয়া[৭] রাধা অতি ব্যগ্র হৈলা ।
সখী সহ কিছু রূপ বর্ণিতে লাগিলা ॥

অথ রূপ—

ইন্দীবর জিনি শ্যাম সুন্দর কলেবর ।
কিশোর বয়েস তার পরিধান পীতাম্বর ॥
[৮]সুকুঞ্চিত[৮] কেশজাল সবংশীবদন ।
চাহিতে ভুবনে কিবা [৯]বেঢ়ল[৯] মদন ॥

তথাহি ললিতমাধবে—

ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুরশ্রী-
র্বাসো দ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ ।
আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ
কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি ।

অথ চিত্রপটে

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

শিশিরয় দৃশৌ দৃষ্ট্বা দিব্যং কিশোরমিতীক্ষিতঃ
পরিজনগিরাং বিশ্রম্ভাত্ত্বং বিলাসফলাঙ্কিতঃ ।
শিব শিব কথং জানীমস্ত্বামবক্রধিয়ো বয়ং
নিবিড়বড়বাবহ্নিজ্বালাকলাপবিকাশিনম্ ॥

চিত্রপটে সহচরী আনিল মূরুতি ।
[১০]দেখিয়া জুড়ায় চক্ষু[১০] বাঢ়য়ে পিরীতি ॥
সে চিত্র দেখিয়া রাই হরল গেয়ান ।
মদনানলে দহে তনু শরীর অবসান ॥

অথ স্বপ্নদর্শন—

স্বপ্ন দেখি চন্দ্রাবলী পদ্মাকে কহয় ।
শ্যামবরণ এক [১১]তটিনী[১১] আছয় ॥

[১২]তটেত মাধবীকুঞ্জে[১২] [১৩]ভ্রমরী[১৩] গীত গায়।
অন্ধকার পুরুষ মোরে আলিঙ্গন চায়॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

স্বপ্নে দৃষ্টা সহচরি সরিৎকাসরী শ্যামনীরা
তীরে তস্যাঃ ক্বণিতমধুপা মাধবীকুঞ্জশালা।
তস্যাং কান্তঃ কপিশজঘনো ধ্বান্তরাশিঃ শরীরী
চিত্রং চন্দ্রাবলিমপি স মাং পাতুমিচ্ছন্নরোৎসীৎ॥

অথ শ্রবণ—

শ্রবণের দ্বারে রূপ কহে তিন জন।
সখীমুখে দূতীমুখে ভাটের বর্ণন॥

তত্রাদৌ সখীমুখে—

[১৪]সুন সুন রাই তুমি আমার বচন।[১৪]
কদম্বতলাতে দেখি মদনমোহন॥
[১৫]রূপের অবধি নাই গুণের সীমা[১৫] হয়।
নয়ানের ঠারে কত রসের কথা কয়॥

তথাহি জগন্নাথবল্লভে—

যাবদুন্মদচকোরলোচনা মন্মথাস্তব কথামুপাশৃণোৎ।
তাবদঞ্চতি দিনং দিনং সখী কৃষ্ণ শারদনদীব তানবম্॥

অথ দূতীমুখে—

দূতীমুখে শুনে রাই কৃষ্ণের মাধুরী।
[১৬]ঘরে বসি শুনে রাই মনরথ ভরি[১৬]॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ?

কৃষ্ণামৃতমধুরীচেতঃ স্রবন্তি (?) সখীমুখোদগারি॥ ইতি

অথ বন্দীমুখে—

বিরুদাবলীর ছন্দ সুপদ্য কথন।
পঞ্চচামর ছন্দে করেন বর্ণন॥

তথাহি—

প্রেমালিকপদদ্বয়ম্ নমামি নন্দনন্দনম্ ।
নবীনমুখমণ্ডলং ভালে তু বিন্দুচন্দনম্ ॥
পিধানপীতবস্ত্রকং ধৃতিকহস্তমন্দরম্ ।
পুরন্দরাদিবন্দিতং কদম্বদামখণ্ডিতম্ ॥
রসিকনবশেখরং কদম্বকোরকদ্বয়ম্ ।
ইদং নিগৃহ্য রাধিকাপয়োধরমথাম্বরম্ ।
কলিন্দনন্দিনীতটে নন্দনন্দনন্দনম্ ॥ ইতি

১৭[গানে যথা—

নানাবিধ গুণিলোকে করয়ে গায়ন ।
কৃষ্ণের গুণগ্রাম করয়ে শ্রবণ ॥]১৭
১৮[কবিত্ব শুনিয়া রাইয়ের বাড়য়ে পিরীতি
সহচরী সঙ্গে রাই করেন যুকতি ॥
বীণা বাজাইয়া গান করে মুনিগণ ।
তাহাতে শুনেন রাই কৃষ্ণের বর্ণন ।
উচ্চ মন্দিরে কিবা নির্জনে বসিয়া ।
অহর্নিশি চেষ্টা করে কৃষ্ণের লাগিয়া ॥
এইরূপ দেখি রাধার বাঢ়য়ে লালসা ।
দিনে দিনে রতি বাঢ়ে মনোভব দশা ॥]১৮

অথ দশা—

প্রথম মানসোল্লাস মানস স্মরতি ।
রাত্রিদিন ভাবেন মনের পীরিতি ॥

মানসোল্লাস—

কানু হেন গুণনিধি যদি মিলে কোরে ।
অনুক্ষণ লইঞা রাখি হিয়ার উপরে ॥

অন্যত্র—

এ খাট পালঙ্কে যদি কানু স্বামী হয় ।
তবে সে শীতল নিশি মোর প্রাণ সয় ॥

এই সব রীত যদি দেখে সখীগণ।
যত্ন করি বুঝে হৃদয় উদ্‌ঘাটন॥

শ্রীকবিরাজ ঠাকুর—

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
এ সখি মোহে না করবি আনছন্দ।
জানলুঁ ভেটলি শ্যামর চন্দ॥

লালসাদি দশা জন্ময়ে মনের।
সংক্ষেপার্থ কহি ইহা আছয়ে অনেক॥

তথাহি—

লালসোদ্বেগ-জাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥

প্রথম দশাতে রাধার বাঢ়য়ে লালসা।
দ্বিতীয় দশায় হয় উদ্বেগ মানসা॥
তৃতীয় দশায় চিন্তা হয় জাগরণ।
[১৯][চতুর্থে ক্ষীণতা অঙ্গ তানব কথন॥][১৯]
পঞ্চমে জড়িমা জড় স্বভাবেত হয়।
বৈয়গ্র্য ব্যগ্রতা বাক্য ষষ্ঠ দশা কয়॥
ব্যাধি যে সপ্তম দশা উন্মাদ অষ্টমে।
[২০]মোহ[২০] নবম দশা দশম বড়ই বিষমে॥
[২১][এই সব দশা রাই সহিবারে নারে।][২১]
[২২][অতএব তমালতলে চাহি মরিবারে॥][২২]

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

তমালস্য স্কন্ধে বিনিহিতভুজা বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ।

তত্র পদং শ্রীনিবাসঠাকুরস্য—

অনুক্ষণ কোণে থাকি বসনে আপনা ঢাকি
দুয়ার বাহিরে পরবাস।

আপনা বলিয়া বোলে হেন নাহি ক্ষিতিতলে
হেন ছারের হেন অভিলাস ॥
সজনি তুয়া পায়ে বলিব কি আর।
সে হেন দুলহ জন [23]অনুগত[23] জার মন
নিশ্চয় মরণ প্রতিকার ॥

অথ লালস—

লালস মানসোল্লাসে মনেত স্মরণ।
[24]নানা মতে[24] আশা করে কান্তের মিলন ॥

তথাহি পদম্—

সখি হে তবহুঁ সফল তনু জানি।
কানু হেন গুণনিধি মোহে মন মানি ॥
যদবধি কুঞ্জে হেরল ঘনরুচি মতি।
অবলোকিত তনু ভেদল অতি ॥
কোঽপি নলিনীদলমিব তনু রহে।
শ্যাম চিকনিয়া কাছে মোর দিঠি লাগে ॥ ইতি পদম্

তথাহি পুরুষোত্তমদেবস্য—

যদবধি যামুনকুঞ্জে ঘনরুচিরবলোকিতঃ কোঽপি।
নলিনীদল ইব সলিলং তদবধি তরলায়তে চেতঃ ॥

অথ উদ্বেগ

[তথাহি পদম্]—

কি খেনে হইল দেখা পাসরিতে নারি।
সোয়াস্ত না পাঙ চিতে সুনিয়া মুরলি ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

পরিবেদনমুদ্বেগো লালসা পরিকীর্ত্তিতা।

অথ জাগর্য্যা

কি খেনে শ্যামের রূপ লাগিল অন্তরে।
[25][ভাবিতে চিন্তিতে নিশি ভেল উজাগরে] ॥[25]

অথ তানব[২৬]—

কদম্বতলে সই দেখিলুঁ কানুরে।
সেই হৈতে প্রাণ মোর কেমন জানি করে॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর ক্ষীণ ভেল দেহ।
বসিতে না পারি ঘরে না বান্ধে থেহ॥

অথ জড়িমা—

আর স্নুন্তাছ আগো সই আধমতীর কথা।
রাত্রি দিনে কিছু না খায় ঘুমায় যথা তথা॥
ঘর দুয়ার ভাসিঞা যায় তাহা না চাহে বহু।
সদাই কান্দে নখ খুটে সুমতি না দেয় কাহু॥

তথাহি—

ব্যাধিস্তু রোগাদিতো জড়স্থিতিঃ।

অথ বৈয়গ্র্য—

[তথাহি পদম্]

শুনহ সজনি সই করহ উপায়।
কালিয়া নাগর মোর লাগিল হিয়ায়॥
আর না লয় মনে সই আর না লয় মনে।
শ্যাম মোহনিয়া রূপ লাগ্যাছে মরমে॥
[২৭][জে বল সে বল সখি কহিল বা তোরে।
শ্যাম ঠাঞি মন রহিল এ জনমের তরে॥
কালিয়া পরাণ মোর কালিয়া জীবন।
কালা ছাড়াইলে আমি ছাড়িব পরাণ॥][২৭]

অথ ব্যাধি—

[তথাহি পদম্]

হিয়ার মাঝারে মোর না জানি কি হৈল।
ভাবিতে শুনিতে চিতে সেল উপজিল॥
কি রূপ দেখিল সই কদম্বের তলে।
নিরবধি শ্যামরূপ ধিক্ ধিক্ জ্বলে॥

অঙ্গুলি লোলাঞা শ্যাম কি মোর দেখ্যাল ।
সেই হৈতে দারুণ সেল কাঢ়া নাহি গেল ॥

অথ উন্মাদ—

চঞ্চল নয়ানে রাই চাহে চারি পানে ।
উন্মতী পাগলী জেন ফিরে রাত্রিদিনে ॥
ধনহারা জন জেন চতুর্দিগে ধাঞা ।
এমতি বেড়ান রাই শ্যামের লাগিয়া ॥
লজ্জা নাহি করে শ্যামের গুণ যে শুনিতে ।
শাশুড়ী ননদী দেখে নাহি পায় ভিতে ॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে—

লজ্জাবিসর্জ্জনং ব্যাধিরুন্মাদো মূর্চ্ছনং মুহুঃ ।

অথ মোহ

তথাহি পদং শ্রীবংশীঠাকুরস্য—

বংশী ডাকিলে সুমতি না দেয় রাধে ।
আঁখি কচালিঞা সদা ফুকরিয়া কান্দে ॥
সজনি কানুর বাঁশি সদাই কেনে বাজে ।
গুরুজন নাহি মানে আমি মরি লাজে ॥
কি হইল শ্যামের পিরীতি ।
গুরুর বচনে আমি পুড়্যা মরি নিতি ॥
আমার কি হৈল দারুণ বেথা ।
আপনার কেহো নাহি কহে সহজ কথা ॥

অপিচ [পদম্]—

সজনি সে না মোর কে ।
খেনেকে ডাড়াঞা শুনিঞা যাও
বাঁশি কেনে দুখ দে ॥

অথ মৃত্যু—

[তথাহি পদম্]

কি আর বলিব সই কি আর বলিব ।
যে পণ কর্য়াছি আমি তাই সে করিব ॥

মরিব মরিব আমি শ্যামের উদ্দেশে।
এই ত আপন মন কহিল বিশেষে॥
গুণের যে গুণনিধি রসের মুরারি।
সে শ্যাম না পাঞা আমি এবে প্রাণে মরি॥
কহবি শ্যামের ঠাঞি।
তাহার রসের লাগি মোর প্রাণে নাঞি॥

অপি চ কবিরাজঠাকুরস্য পদম্—

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন-লোচন অমিয়া-স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণের নাহি উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥
হাম পৈঠব কালিন্দি বারি।
তবহু মনোরথ পুরব তোহারি॥
তবহু সফল তনু মোর।
তুহু জব সোতবি কানুক-কোর॥ ইতি

[২৮][অন্যে অন্যে দুহার এই মত ভাব হয়ে।
যেমত নায়িকা তেমতি নায়কের দেহে॥][২৮]
দূত দূতী অন্বেষণ বশীকরণ কাম।
অপ্রাকৃত চেষ্টা প্রেম অতি অনুপাম॥

অথ রাধিকানুকার্যভাবচেষ্টা—

রাই কহে কিরূপে শ্যাম হইব মিলন।
মিলন হইলে কেমতে কহিব বচন॥
[২৯]কুলব্রতখানি[২৯] কেমনে করিব ভঙ্গ।
কেমনে করিব আমি নায়কের সঙ্গ॥
সঙ্কেতাদি আমি করিব কোন স্থানে।
কেমতে বাহিরে আমি করিব পয়ানে॥
সখীগণে দূতীগণে কেমতে কহিব।
না কহিয়া কেমতে আমি ধৈরজ ধরিব॥

গুরুজনে পরিজনে কেমতে বঞ্চিব।
যে হউক সে হউক অবশ্য তেজিব॥
মনমথবাণে মন স্থির নাহি হয়ে।
অবশ্য করিব দূতী এই ত নিশ্চয়ে॥
কি করিবে লোকজন না করিব ঘর।
কি করিব পরিজন হব স্বতন্তর॥
যাহা বিনু প্রাণ মোর স্থির নাহি হয়।
তাহাকে ভজিব মোর কিবা লাজ ভয়॥

তথাহি—

ত্যজন্তি বান্ধবাঃ সর্ব্বে নিন্দন্তি গুরবো জনাঃ।
তথাপি হৃদয়ানন্দো গোবিন্দো মম জীবনম্॥

লালসে অভীষ্ট লিপ্সা তার যে সুহায়।
ঔৎসুক্য চপলা ঘূর্ণায় মান আস্বাদয়॥
উদ্বেগ সুহায় কম্প নিশ্বাসে জে স্তম্ভ।
চিন্তা অশ্রু দেখ আর হএত বৈবর্ণ্য॥
তৃতীয়ে জাগর্য্যা সুহায় নিদ্রায়ে নিদ্রাক্ষয়।
স্তম্ভ স্বেদ আর গদগদ যে হয়॥
চতুর্থে তানব দশা তার যেই রীত।
কৃশতা দৌর্ব্বল্য আর ভ্রমণাদি যত॥
জড়িমায় ইষ্টনিষ্ঠা তার রীত হয়।
দর্শন শ্রবণ হুঙ্কার শ্বাস স্তম্ভ ভ্রমাদয়॥
ষষ্ঠমে বৈয়গ্র্য দশা তার যেই ভাব।
গাম্ভীর্য্য অসূয়া আর বিবেকাদি লাভ॥
ব্যাধিতে অভীষ্ঠ লাভ তার রীত হয়।
সিত স্পৃহা মোহ নিশ্বাস পতনাদিময়॥
সপ্তমে উন্মাদ হয় তার এই রীত।
ভ্রান্তি উদ্বেগ নিশ্বাস আর জে নিমিথ॥
অষ্টমাদি দশা জত হএ নিরূপণ।
মোহ আর মৃত্যুদশা না জায় গণন॥

রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ আদি হয়।
এই পঞ্চগুণ রসে দশ দশাময় ॥

অথ দূতী—

সেই দূতী হয় তবে দুই পরকার।
দক্ষিণা দূতী হএ এক বামা দূতী আর ॥

অথ দক্ষিণা দূতী—

দক্ষিণা যে দূতী হএ সরল ব্যবহারে।
প্রগল্‌ভ-বাক্যে ভাব বাঢ়ায় নায়িকারে ॥
নায়কের পক্ষপূরক কথোক যে হয়।
চাতুরিপূর্বক দোঁহার সঞ্জোগ করয় ॥

অথ বামা দূতী—

বামাদূতী বক্রদূতী চাটূক্তি কহএ।
তথাহি নায়িকার মান বাঢ়ায় অতিশয়ে ॥
নায়িকার পক্ষপূরক করে সর্বক্ষণ।
প্রিয়সখীর তুল্য সেই করে আচরণ ॥

তৎলক্ষণম্—

প্রাগল্‌ভ্যসংযুতা বক্তি পরোক্তা অপরেঙ্গিতা।
দূতী নিত্যোদিতে কার্য্যে বক্রভাষণতৎপরা

সপ্ত প্রকার দূতী হএ কহিএ সমা।
কোন দূতী দক্ষিণা হএ কেহো হএ বামা ॥
আপ্ত দূতীর বিশেষে জে কহিয়ে মহিমা।
রত্নের মত গুণ তার হএত উত্তমা ॥
স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী দুইত প্রকার।
আপ্তদূতীর ভেদ হএ ত্রিবিধ বিস্তার ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ইতি ॥

অমিতার্থা দূতী জানে ইঙ্গিত আকারে।
আজ্ঞাতে করায় কর্ম্ম নিসৃষ্টার্থ কহি তারে ॥

পত্র বহিয়া জায় তারে কহি পত্রহারি।
আগে নাম করিঞাছি যথা শিল্পকারি ॥

অথ কৃষ্ণস্য আপ্তদূতী
তথাহি পদম্—

কালিয় ভুজগ সঙ্গে নাহি শঙ্কই
ভাঙুভুজগে তুয়া কাঁপে।
দাবানল আনল ৩০আটে৩০ নাহি পরসই
সিন্ধুর দহন তুয়া তাপে ॥
সুন্দরী ৩১ধন্য সে৩১ তুয়া গুণ জাগি।
সুরাসুর সমরে বিমুখ নাহি হোয়ত
সে তুয়া নয়ান-শরে ভাগি ॥

অথ কৃষ্ণপ্রিয়াণাম্ আপ্তদূতী
শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য পদম্—

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
তুয়া ৩২বেণুরব৩২ শুনি উনমতি ধাব ॥
নাহ না হেরই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে বহু লোর ॥

অথ বিট—

সামর হংস কানন মাহা পেখলু
নীপতরু হেলন অঙ্গ।
ক্ষোভই লোভে জলধরে গরাসই
ভুজযুগ কালভুজঙ্গ ॥ ইতি পদম্

নানা ছল করিয়া যায় নায়িকার পাশে।
নায়ক ৩৩নায়িকা মিলায়৩৩ সঙ্কেতাদেশে ॥

অথ বংশীদূতী
তত্র মহাজনস্য পদম্—

বংশী লাগিল মোর বাদে।
সময় না জানে বাঁশী ডাকে রাধে রাধে ॥ ইতি পদম্

অথ চেটক—

চেটক কিঙ্কর হএ বিদূষক সখা।
নানা ছলে মিলন করায় কহি বাঁকা কথা॥
প্রত্যেকে কহিলে গ্রন্থ হয় অফুরান।
সংক্ষেপে কহিএ একত্রে করি সমাধান॥

তত্র পদম্—

অপরূপ পেখলু কানন ওর।
কনকলতাএ ধয়ল কিএ জোর॥
চল চল মাধব করহ পয়ান।
দেয়ল ফল বিহি তোহারি মন মান॥
[৩৪] [অজানুক রুখ ফলদ্বয় ভেল।
কেহ কহে দাড়িম কেহ কহে বেল॥
কেহ কহে মাকন্দ ফলল অকাল।
কেহ কহে পাকল মনমথ তাল॥
গোপালদাস কহে তহুঁ রসে ভোর।
জানলুঁ ফল নহে কনককটোর॥][৩৪]

অথ সখী দূতী

তত্র পদম্—

ঋতুপতি রাতি বিরহজ্বরে জাগরি
দূতী উপেখলু রামা।
প্রিয় [৩৫]সহচরী মোরে বোলি[৩৫] [৩৬]পাঠায়ল[৩৬]
অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা॥
মাধব করজোড়ে [৩৭]কহলম[৩৭] তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে
তুয়ে না হেরবি মোয়॥

অথ রজকবনিতা—

মঞ্জিষ্ঠা যে রঙ্গবতী রজকবনিতা।
কৃষ্ণ বস্ত্র লয়া যায় রাধিকার তথা॥

[৩৮]কৃষ্ণ বস্ত্র সৌরভ[৩৮] নাসিকা পরশে।
সেই উপলক্ষে দোহে [৩৯]সরস কথায় ভাসে[৩৯] ॥

তত্র পদং শেখরঠাকুরস্য—
বসনে বসনে লাগিব বলিয়া একই রজকে দেয়।
[৪০]মোর নামের আদি অক্ষর সদাই সে নাম লয়[১]

অথ মালিনী—
নর্ম্মদা প্রেমবতী মালিনী সুচরিতা।
কৃষ্ণের অঙ্গের মাল্য [৪১][গ্রথনে সুশিক্ষিতা][৪১]
রঙ্গন মাল্য লঞা যায় রাধিকার পাশ।
কৃষ্ণ-অঙ্গ স্পর্শে মাল্য অধিক সুবাস ॥
হাসি হাসি কৃষ্ণের কথা কহে নানা ছলে।
রঙ্গন মালার বিবরণ বিদগ্ধমাধবে বলে ॥

অথ দিবাকীর্ত্তি—
সুগন্ধা নলিনী দুই নাপিতের কন্যা।
শ্রীরাধিকার সেবনে সেই অতি বড় ধন্যা ॥
হাস্য পরিহাসে কৃষ্ণের কথা কহয়ে।
নায়কের কথা কহি হিয়া আকর্ষয়ে ॥
কৃষ্ণের গুণচরিত যত করয়ে কথন।
লোভ প্রদর্শিয়া হরে রাধিকার মন ॥

অথ পদ্মিনী—
[৪২]পৌর্ণমাসীর সখী হএ নান্দীমুখী নাম।[৪২]
তন্ত্রমন্ত্র বশীকরণ জানে গুণজ্ঞান ॥
মুক্তাচরিত্রের কথা নানাবিধ কয়।
মুক্তাকৃষি করিতে [৪৩]উপায় সিদ্ধ হয়[৪৩] ॥
কাত্যায়নী আদি দূতী নানাবিধ [৪৪]গণ[৪৪]।
[৪৫]গারুড়ী আর পুলিন্দী দুহিতা যত জন ॥[৪৫]
[৪৬][অন্যান্য মহাজনের কতেক বর্ণন।
যৎকিঞ্চিৎ কহিল দিগদরশন ॥][৪৬]

অথ স্বয়ংদৌত্য

সেই স্বয়ংদৌত্যের কথা দুইত প্রকার।
কৃষ্ণ স্বয়ংদৌত্য আর হয়ে রাধিকার॥
[৪৭]স্বয়ংদৌত্যের রস তবে হয় বহু মত।[৪৭]
আঙ্গিক অঙ্গের ভঙ্গী [৪৮]ছলোক্তি যত[৪৮]॥

অথ কৃষ্ণ আঙ্গিক—

গোপীগণ দেখি কৃষ্ণ নানা ছল করে।
কভু করসান [৪৯]দেয়[৪৯] কভু আঁখি ঠারে॥

তথাহি পদম্ শ্রীকবিরঞ্জন—

নব দরশনে নবীন নারী।
হৃদয় বুঝল গতি নেহারি॥
কাহিনী কহত লাগহুঁ লাজ।
নয়নে নয়নে গঢ়ল কাজ॥
নিজ অঙ্গের মাল্য কভু করে আলিঙ্গন।
বিকাশ কমল কভু করিয়ে চুম্বন॥
কদম্ব কোরক কভু করে আকর্ষণ।
নানা প্রকার করিঞা গোপীর হরে মন॥
নখরক রেখে কভু গেড়ুয়া বিদারে।
নব কিশলয় কভু দংশন করে॥

তথাহি কবিরাজ ঠাকুরস্য পদম্—

মঝু মুখ হেরি বিহসি তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথ আকুল
কিশলয় দলে করু দংশ॥ ইতি

মুরুলি আলাপিয়া সঙ্গীত গায়।
অঙ্গের সৌরভ দিয়া উন্মাদ করায়॥
আকর্ষিল কৃষ্ণ মোর পঞ্চেন্দ্রিয় গণ।
চক্ষু নাসা জিহ্বা কর্ণ আর হরে মন॥

অথ কৃষ্ণপ্রিয়ানাম্ আঙ্গিক—

কৃষ্ণকে দেখিয়া রাই করে কত রঙ্গে।
[২০]পরিধান বসন পরয়ে নানা রঙ্গে ॥[২০]
ঝাড়িয়া বান্ধয়ে কেশ উভ করি বাহু।
রূপ দেখাইঞা ফিরে [২১]চাহে লহু লহু[২১] ॥
সম্বরণ বক্ষ কভু করয়ে উদাস।
নীবি শ্লথ হয়ে কভু নিতম্ব উল্লাস ॥
সখী আলিঙ্গন করি ঘন আঁখি ঠারে।
থেনে মন্দ মন্দ হাসে পুলক অন্তরে ॥
হারমালা আভরণ দেখায় নানা রঙ্গে।
[২২]ভাবের আবেশ কভু অবশ হয়ে অঙ্গে ॥[২২]
চরণ চালন ভঙ্গি নানাবিধ গতি।
গরবে দোলায় অঙ্গ মানস [২৩]স্মরতি[২৩] ॥
নাগর-শেখর কৃষ্ণ [২৪]থির[২৪] নাহি হয়।
সখাসখীর মাঝে এই রভস কথা কয় ॥

[২৫] তথাহি পদম্—

থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিনু ঘাটের কূলে।
কানড় ছাদে কবরী বান্ধে নবমল্লিকার ফুলে ॥[২৬]
সই স্বরূপ কহিল তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বিকল করিল মোরে ॥ ধ্রু
ফুলের গেডুয়া ধরয়ে লুফিয়া সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচে বসন ঘুচে মুচকি মুচকি হাস ॥
চরণযুগল মলতোড়ল সুরঙ্গ জাবক রেখা।
গোপালদাসে কয় পাবে পরিচয় পালটি হইলে দেখা।

অথ উভয় আঙ্গিক
শ্রীবিদ্যাপতিপদম্—

বিদগধী নাগরী নাগর কান।
দুরহি রভস পুরল পাঁচ বাণ ॥

কাহ্নু রহল মুখে কমল লাগাই।
লাজে কমলমুখী মুখ পালটাই॥
নখ দেই কাহ্নু গেঁড়ুয়া বিদার।
ধনী কুচে চাপি কয়ল সীৎকার॥
কাহ্নু গলে মিলায়ল চম্পকমালা।
পুলকিত অঙ্গ বিহসি রহু বালা॥ ইতি

অথ বাচিক—

শব্দভব শব্দছল আর ব্যপদেশ।
শব্দোত্থ ব্যঙ্গ আর অন্য উপদেশ॥

অথ কৃষ্ণবাচিক শব্দভব
তথাহি পদম্—

মাধবে মাধবী যব পরকাশ।
নিরঞ্জন কানন [৫৬]ওর করু বাস॥[৫৬]
নিভৃতে [৫৭]মধুকর[৫৭] করু মধুপান।
মাতই মনোরথ রঙ্গ করু গান॥

অথ শব্দছল
তথাহি পদম্—

মঝু মনহরিণ ব্যাধভয় কারণ
বনে বনে ফিরই তরাসে।
[৫৮]মরুভূমি[৫৮] তেজি সরোবর [৫৯]পাওল[৫৯]
কাতর মদন পিয়াসে॥
সুন্দরি ইথে জনি [৬০]রোখবি[৬০] মোয়।
তবে হাম তোহারি যৌবনজলে পৈঠব
স্বরূপে কহল হাম তোয়॥

তথা চ কবিরাজঠাকুরস্য পদম্—

মনমথ মকর ডরহি ডরে কাতর
মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয় হার তটনি-তট কুচ-ঘট
উছলি পড়ল তহিঁ ঝাঁপ॥

সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসীক মীন বড়সি [৬১]কাহে ডারসি[৬১]
এহ অতি কঠিন বিপাক॥ ইতি

অথ শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

অথ গোবিন্দলীলামৃতভাষা—

আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য করে ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরস্ত্রী পরশন নহে তার ব্যবহার॥
এত বোলি গোপিগণ তার অঙ্গে দিল হাথ।
নারায়ণ শব্দ করি হয়েন পশ্চাৎ॥
ইথে যদি কেহো মোরে করে বিপরীত।
মনমথ ভূপের ঠাঞি করিব বিদিত॥

অথ অন্য উপদেশ

তত্র পদম্—

নব রিতুরাজ বনহি পরবেসল
কুঞ্জ কুটীরে পরকাশ।
ক্ষুভধ মধুপ [৬২]লুবধই[৬২] আওল
মীলল মাধব পাশ॥
মাধবি মধুসূদন করু কোর।
[৬৩][পহিল সময়ে সরস জব পাওব
নিশি দিশি রহবি অগোর॥][৬৩]

অথ কৃষ্ণপ্রিয়ানাং বাচিকং শব্দভবং

তত্র পদম্—

নব ঘন বরণ উজোর।
হেরি লুবধ মন মোর॥
তুয়া রস পাওব আশে।
মাধবিলতা পরকাশে॥
তোহারি পাণি জব [৬৪]পাউ[৬৪]।
গিরিযুগ অনল [৬৫]নিভাউ[৬৫]॥

নিতম্বে মিলল জব পাণি।
তব পরকাশই অম্বর জানি॥
গোপালদাসের চিতে ধন্দ।
ভাবই শ্যামর চন্দ॥

অথ শব্দছল

তত্র শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য পদম্—

দূরে রহ শ্যাম-ভ্রমরবর রায়।
স্বামিক সেবন করইতে জৈছন
জনি করহ অন্তরায়॥

অথ ব্যপদেশ

তত্র পদম্—

মুরলি-মিলিত অধর নবপল্লব
[৬৬]গাওত[৬৬] কত কত রাগ।
কুলবতী হোই মন্দির ছাড়ি আওলুঁ
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখাওব গান।
গৌরী আলাপি শ্যাম নট সঙ্করু
তব তুহু বিদগদ জান॥

অথ শব্দোত্থ ব্যঙ্গ

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

সাধ্বীনাং ধুরি ধার্য্যা ললিতা-সঙ্গেন গর্ব্বিতা চাস্মি।
হিতমালপামি মাধব পথি মাস্ম ভুজঙ্গতাং রচয়॥

এই শ্লোকের অর্থ দুই মত হএ।
এক অর্থ নিষেধ আর অনুমতি কহে॥

তত্র পদম্—

[৬৭][গুরুজন সবহিঁ মন্দির তেজি চললহিঁ
চান্দ-গহন দিন লাগি।][৬৭]

একলি নারি কৈছে হাম বঞ্চব
এ ঘোর জামিনী জাগি ॥
মাধব তুহুঁ জনি করসি অকাজ।
চঞ্চল চরিত তোহারি হাম [১৮][জানিয়ে
তুহু পৈঠবি ব্রজপুর মাঝ ॥][১৮]
পহিলহি যৌবন কাল মোহে লাগল
নাহ রহত দুরদেশ।
হেরইতে রূপ মদন মুরুছায়ই
কো বুঝে বচনবিশেষ ॥
[১৯][ইথে লাগি তোহে নিষেধি হাম পুন পুন
অন্তর করহ পয়ান।
শুনইতে কানু বচন অনুমানিয়ে
গোপালদাস ইহ গান ॥][১৯]

অথ অন্যোপদেশ ॥ শ্রীকবিরাজ ঠাকুর[২০]—
পতি অতি দুরমতি কুলবতি নারী।
স্বামি-বরত পুন [২১]ছোড়ই[২১] না পারি ॥
[২২][তেঞি রূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ হোয়বি নিপুণ ॥][২২]
এ হরি অতএ দেখাওবি পন্থ।
পূজব পশুপতি গৌরী একান্ত ॥

অথ পরস্পর

তত্র পদম্—
[২২]কালিয়-দমন জগতি[২৩] তুয়া ঘোষই
সহচরি শুনহি কানে।
তুয়া সঞে বাদ সাধে সব [২৪]ধাওল[২৪]
মনোরথ [২৫]চড়ল[২৫] ঝাঁপানে ॥
মাধব তোহে কহিয়ে ইথে লাগি।
ত্রিবলীক মাঝে লোম-ভুজঙ্গিনী
হেরইতে তুহু জনি ভাগি ॥

নয়ন-কমল পর ভাড়ু ফণিবর
কাজর গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি [৭৬][আপে জিআয়ই
সো বিথ তবহু না সারি॥][৭৬]
বেণি ভুজগিবর পীঠ পরি ঢুলত
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
[৭৭]শুনইতে নাগ- দমন[৭৭] তনু কাঁপহি
কহতহি [৭৮]গোবিন্দদাসে॥[৭৮]

অপিচ—

ভূপালী

মঝু পদে দংশল [৭৯]কাল-ভুজঙ্গ।[৭৯]
[৮০]গরল ভরল অবস সব অঙ্গ॥[৮০]
[৮১]তুহু[৮১] যদি সুন্দরি করসি উপায়।
[৮২]দগধল[৮২] জন তব জীবন পায়॥
পহিলহিঁ হেরি ঝাড়বি দিঠিসার।
করে কর পঞ্চমে ভার-সম্ভার॥
[৮৩][জতনে বদনে বদন রস দেবি।
অধরক দংশনে অধরবিষ লেবি॥][৮৩]
শ্রমজলে [৮৩ক]অঙ্গহি যবহি[৮৩ক] বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পাণিসার॥
খরনখরঞ্জনি তুয়া নখ মানি।
সমুঝবি [৮৪]নিরবিষ[৮৪] উর পর [৮৫]হানি॥[৮৫]
রজনী উজাগরি রহবি অগোর।
[৮৬]গোবিন্দদাস[৮৬] গুণ গাওব তোর॥

অথ পত্রহারী—

সাক্ষর নিরক্ষর [৮৭]তুই বিধ[৮৭] হয়ে।
সাক্ষর লিখনপত্র নিরক্ষর পুষ্পাদি করএ॥
[৮৮]পত্র যে লেখিঞা কৃষ্ণ পাঠাল রাধারে।[৮৮]
পত্রদ্বারে রাই তবে দেন প্রত্যুত্তরে॥

তত্র পদং শ্রীবিদ্যাপতি—

কুসুমিত কাননে কুঞ্জে বসি।
নয়নক কাজর ঘোর মসি॥
[৮৯]নখলিখন নলিনীদলপাত[৮৯]।
লেখি পাঠায়ল আখর সাত॥ ইতি

উত্তর—

প্রতিপদ চান্দ পূর্ব্বে নাহি জায়ব
[৯০]তোহারি[৯০] বচন পরমাণে।
দ্বিতীয়া দশমি উত্তর নাহি [৯১]আওব[৯১]
কহিয় সখি [৯২]কাহ্নু সুজানে॥[৯২]

জবা পুষ্প নিঙড়িয়া করেন লিখন।
বিদগ্ধমাধবে [৯৩]পূর্ব্বরাগের বর্ণন[৯৩]॥

অথ নিরক্ষর—

কোমল কুসুমদলে নখচিহ্ন দিয়া।
[৯৪]কেশতৃণ পাঠাল দৈন্যাদি করিঞা॥[৯৪]
[৯৫]এই সব দূতী আদি করে গতাগতি।[৯৫]
পূর্ব্বরাগে মানে প্রবাসে এই সব রিতি॥
রতিপতিচরণযুগলে করি [৯৬]আস।[৯৬]
[৯৭]গতি নাহি কহে আর [রাম] গোপালদাস॥[৯৭]

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে
দূতীকদম্বঃ নাম ষষ্ঠঃ কোরকঃ।

ষষ্ঠ কোরক

পাঠান্তর

১ শ্রী—কি জানবেন্দ্র। ২ শ্রী—বন্দিল মুই।
৩ এই কয়েকটি পংক্তি বি-ক-র অতিরিক্ত পাঠ। ৪ ইহার পর শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ

অথ আলম্বন বিভাব—

নায়ক নাইকার উভয় সম্বাদ আরম্ভ।
আলম্বন হয় সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ।

সম্ভোগ বিপ্রলম্ভকে উজ্জ্বল কহিয়ে।
উজ্জ্বল মধুর রস বর্ণনা করিয়ে ॥

শৃঙ্গার রুচিরুজ্জ্বলঃ ইতি অমর

৫ শ্রী—কহি ৬ শ্রী—কহিয়ে ৭ শ্রী—দর্শনে

৮ শ্রী—কুঞ্চিত ৯ শ্রী—বেড়িল ১০ শ্রী, বি-ক—দর্শনে চক্ষু জুড়ায়

১১ মৃ—তটেত, গৃ—শ্রী ও বি-ক ১২ গৃ—শ্রী, মৃ—তটের মাধুরিগুণ

১৩ শ্রী—মধুর। ১৪ শ্রী বি-ক—সখি কহে রাই শুনহ বচন

১৫ শ্রী—এত রূপ এত গুণ বরনীলা ১৬ শ্রী, বি-ক—বিস্ময় হৈলা শুনি সেরূপ চাতুরী

১৭ দুই পংক্তি গানে যথা—শ্রী র পাঠ।

১৮ বি-ক—প্রথম রাগাদি বাড়য়ে লালসা।
দিনে দিনে ক্ষোভ হয় বাঢ়য়ে মানসা ॥
ভাব সঞ্চারে নানা শরীরের ভিতর।
দশ দশা হয় বাধি অন্তরে ॥

১৯ শ্রী—চতুর্থ দশা হয় তানব বচন ২০ শ্রী, বি-ক—মোহন

২১ শ্রী—এই সব দশ দশা সহিতে না পারে

২২ মৃ পুঃ—অতএব মৃত্যুদশায় চাহে মরিবারে
গৃ-চা, শ্রী—অতেব মরিতে চাহে তমালের ডালে

২৩ চা—অনুরক্ত ২৪ চা—নানা মত ২৫ মৃ—নয়নের নিন্দ গেল
গোঙাই জাগরে, গৃ-চা

২৬ গৃ-চা, মৃ—
কি করিতে কিনা করি মন নাহি সবে।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর কি হইল অন্তরে ॥
ভ্রমি ভ্রমি বসি আমি ননদিনীর ভয়।
উঠিলে বসিতে নারি চিতে ভ্রম হয় ॥
বল নাহি জ্ঞান নাহি কি কহিব তোরে।
শ্যামের কাছে এই সব জানাবে আমারে ॥

২৭ চা-পু-তে এ অংশ নাই ২৮ গৃ-চা,
মৃ—অন্যে অন্যে দুখে এই মত ভাব হয়।
যৈছে নায়িকাতে তেমত নায়কে যে হয় ॥

২৯ শ্রী—কুলপাতিব্রতা ৩০ বি ক—আড়ি, গৃ—শ্রী'র পাঠ

৩১ শ্রী, বি-ক—ধনি ধনি ৩২ শ্রী—নূপুররব ৩৩ শ্রী—নায়িকার মিলন করায়

৩৪ বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ ৩৫ শ্রী, চা—সখি কেলি মোহে ৩৬ শ্রী—পাঠায়সি

৩৭ শ্রী—কহ ইহো ৩৮ বি-ক—কৃষ্ণ-অঙ্গের সৌরব,
ঢা—কৃষ্ণ-অঙ্কের সৌরভ

৩৯ বি-ক—সরস কথা কহে ভাসে ৪০ বি ক—মোর নামের জে আদি আখর
সেই নাম সদাই নেয়

৪১ ইহা শ্রীর গৃহীত পাঠ, ঢা, মু—সুন্দর গ্রথিত

৪২ শ্রী—পৌর্ণমাসীর শিষ্যা তপস্বিনী নাম ৪৩ ইহা শ্রী র পাঠ
বি-ক—জিজ্ঞাসয়, মু-পা—জেন উপায় করঃ

৪৪ ইহা শ্রী-র পাঠ। মু-পা—হয় ৪৫ বি-ক—যৎকিঞ্চিৎ কহিল দিগদর্শনে
শ্রী—'জত হয়' স্থানে—'জত জন'

৪৬ শ্রী-র—অতিরিক্ত পাঠ ৪৭ শ্রী—সেহ দুই স্বয়ংদৌত্য হয় দুই মত

৪৮ গৃহীত পাঠ—বি, শ্রী মু—ছল জত ৪৯ গৃ—শ্রী, মু—করে

৫১ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ

নব দরশনে নবীন নারী।
হৃদয়ে বুঝল গতি নেহারী॥
কাহিনী কহত লাগহুঁ লাজ।
নয়নে নয়নে গঢ়ল কাজ॥

৫০ বি-ক—পরিধেয় বসন পরে অঙ্গ ৫১ গৃ-পা—বি ক মু-পা—ফিরি চাহে পুন লং

৫২ বি-ক—ভাবের অবশ আবেশে কভু আবেশ হয় অঙ্গ

৫৩ গৃ পা—বি-ক, মু-পা—যুবতী ৫৪ বি-ক—বস ৫৫ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ

৫৬ বি-ক—ভরু করু আশ ৫৭ গৃ-পা—বি-ক। মু-পা—মধু তব

৫৮ গৃ-পা—বি-ক—শ্রী। মু-পা—মরুভ্রমর ৫৯ বি-ক—আওল

৬০ বি-ক—রোখসি ৬১ শ্রী—অব ডারসি ৬২ শ্রী—গুরু হই

৬৩ শ্রী—পহিলহি সব সম্ভব পাওব অহনিশি রহব অগোর।

৬৪ শ্রী—পাব, গৃ-ঢা, মু—পাউ ৬৫ গৃ—নিঝাব, শ্রী-ঢা, মু—নিঝাউ

৬৬ শ্রী—গায়ই

৬৭ বি-ক—গুরুজন মন্দির সবহিঁ তেজি চললহিঁ
চান্দ গহন দিন লাগি।

৬৮ শ্রী—জানিএ নিজপুর মাঝ ৬৯ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ

৭০ বি ক পুঁথিতে কেবল কবিরাজ ঠাকুর—অন্তত্র কবির নাম নাই। ৭১ শ্রী-ছোড়ি

৭২ গৃ-পা-শ্রী—মূল পাঠ—

নহু নব যৌবন একুই নহে উন।
বিদগধ নহে নাহ হেরিএ পুন পুন।

গৃ-শ্রী ও ঢা, মূ—কালিদমন জগই ৭৪ শ্রী—আওল ৭৫ শ্রী—চড়ই

শ্রী—আপ হরি আয়ুই সেবিখে তবহি নিসারি। ৭৭ শ্রী—সুনইতে নাগর নাম

বি-ক, শ্রী—গোপালদাস ৭৯ শ্রী—মধু মনে দংসল কালভুজঙ্গ।

৮০ শ্রী—গরলে ভরল-তনু অবস ভেল অঙ্গ

৮১ শ্রী—অব ৮২ গৃ পা—শ্রী। মূ-পা—মুগধল

৮৩ শ্রী—বদনক দংশনে বদন বিখ নেবী।

জতনে অধরে অধর রস দেবী॥

৮৩ক গৃ-শ্রী, মূ—সব অঙ্গ করবি

৮৪ গৃ-পা—শ্রী মূ-পা—নিরবি ৮৫ শ্রী—উপর

৮৬ ঢা, বি-ক—গোপালদাস। ৮৭ বি-ক—দুইজনা

৮৮ বি-ক—পত্র নিয়া কৃষ্ণ পাঠাল রাধারে

৮৯ গৃহীত পা-শ্রী। মূল পাঠ—নখরেখ লিখি কিসলয় পাতে।

৯০ গৃ-পা—বি-ক, শ্রী। মূ-পা—তাহারি ৯১ শ্রী—যায়ব

৯২ শ্রী—কানু রসিক সুজান ৯৩ শ্রী—পূর্ব্বরাগ বিবরণ

৯৪ বি-শ্রী—দূতী দ্বারে পশিল দৈন্যাদি কহিয়া

৯৫ বি-ক—এই সব আদি করে গতাগতি

শ্রী—এই সব দূতি করে গতাগতি

৯৬ শ্রী—সার ৯৭ শ্রী—গোপালদাসের গতি নাহি আর

সপ্তম কোরক

জয় জয় দীক্ষা শিক্ষা গুরুর চরণ।
শিক্ষা শ্রীগুরু মোর হএ পঞ্চজন॥
শ্রীঘটক ঠাকুর হন ব্রজদেবীর দাস।
অনেক কহিল তেহোঁ লীলার প্রকাশ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস মোর পিতৃব্য মহাশয়।
জাহা হইতে শ্রীচরণ হইলাম আশ্রয়॥
গৌরগতি দাস জানাইল গোপাল মহান্ত।
জয়রাম দাস কহিল মোরে স্তবাদি নিতান্ত
রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মোরে গ্রন্থ পড়াইলা।
গিরিধর চক্রবর্ত্তী অনেক কহিলা॥
১[খণ্ড সুদপুর আর জাজিগ্রাম।
বৈষ্ণবতলা মেলা বৈষ্ণবের ধাম॥
অনেক বৈষ্ণব গোঁসাই পাইল দর্শন।
স্বচ্ছন্দ বড় (?) ব্রজভূমে বারেক গমন॥
শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন গোপীনাথ।
দর্শন রাজসেবা মাধুরী-বিখ্যাত॥
গোবর্দ্ধন গোপালরায় করিল দর্শন।
মধুপুরে কেশবরায় মন্দির বিলক্ষণ॥
শ্রীকুণ্ডবাসী অনেক মহাজন।
শ্রীমুকুন্দদাস গোসাঞিঁর পাইল দর্শন॥
তেহো কৃপা করি অনেক শুনাইল।
আমার অল্পমতি শ্রবণে না রহিল॥
ভাষা কবিতা করি সংস্কার।
ইহা জানি দোষ না লবে আমার॥
এ সকল সেবার কথা শুনিব ভবিষ্যৎগণ।
অতএব কহিল অকথ্য কথন॥
আপন উপাধি নহে ভক্ত মহিমা।
শ্রোতাগণ শুনি মোর দিবে ক্ষমা॥

সভাকার চরণে করিয়ে পরিহার।
অনুরাগের কিছু করিয়ে বিস্তার ॥][১]

অথ অনুরাগঃ
তথাহি—

অনুরাগেণ রক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ।
অভাবেঽনুরাগস্য রসাভাসং জগুর্ব্বুধাঃ॥ ইতি

অনুরাগসুধাসিন্ধৌ হিন্দোলান্দোলিতচ্যুতঃ॥ ইতি

[১][ব্যভিচারি ভাবমধ্যে অনুরাগ বিবরণ।
রসমধ্যে সৎকবি [৩]জে জে[৩] করেন বর্ণন ॥][২]
মহাজনের গদ্যপদ্য ভাষায় [৪]রচন[৪]।
অনুরাগ হয়ে সেই অনেক লক্ষণ ॥
শৃংখলা ব্যতিক্রম যদি কিছু হয়ে।
[৫]সাক্ষাৎ চারি এই[৫] আছে অতিশয়ে ॥
[৬][অনুরাগ উল্লাস আর আক্ষেপ উক্তি কহে।][৬]
রূপানুরাগ [৭]আর অভিসারানুরাগ হএ[৭]॥

অথ রূপানুরাগ-মহাজনস্য পদম্
তথাহি—

রূপ লাগি আঁখি [৮]ঝুরে[৮] গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি তনু মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরান পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ ইতি

অপি চ কচিৎ মহাজনস্য—

আকুল করিল মোরে কালিয়া বরনে।
নেবারিতে নারি চিত ঝুরে রাত্রি দিনে ॥ ইতি

অথ অনুরাগ উল্লাস—

গুরুজন পরিজন যতেক যে গঞ্জে।
রতন জলত যৈছে তিমিরপুঞ্জে ॥

তথাহি হরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্—

নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা নিন্দন্তু বা দুর্জ্জনাঃ
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্তপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা।

তত্র পদং বিদ্যাপতি—

[9][সুন গো সজনি তেজল গুরুজন লাজ।][9]
[10][নিরমল কুলশীল ভূষিত ভেল জর জর
মোরে ভেল কানু পরিবাদ ॥][10] ইতি

অথ আক্ষেপানুরাগ—

আক্ষেপ অনুরাগ উক্তি নানাবিধ হয়ে।
দিগদরশন লাগি কিঞ্চিৎ কহিয়ে ॥
কৃষ্ণকে আক্ষেপ করে আর মুরলীকে।
দূতীকে আক্ষেপ কভু করয়ে সখীকে ॥
গুরুজনে আক্ষেপ কভু কুলশীল জাতি।
আপনাকে নিন্দে কভু দৈন্য ভাবগতি ॥
কন্দর্পকে মন্দ বলি করয়ে ভর্ৎসনা।
বিপক্ষাদি [11]ব্যাজিয়া[11] কভু করয়ে [12]রচনা[12] ॥
বিধাত্রাকে মন্দ বোলে কভু দৈব দোষে।
খণ্ডিতাদি অষ্টরস সকলিতে ভাষে ॥

অথ কৃষ্ণপ্রতি আক্ষেপ

তত্র পদম্—

কে বোলে কালিয়া ভাল।
এতদিনে কালার মরম [13]জানিলু[13]
অন্তর বাহিরে কাল ॥

তত্র শ্রীকবিরাজঠাকুরপদম্—

মধুর মুরলী শব্দ করসি
নয়ানে বরসি প্রেম।
ঈষত হাসিয়া অমিয়া বরসি
বচনে বরসি হেম ॥

কানু হে বুঝলুঁ চাতুরি তোর।
সুখ নব লোভে কো পুন বুড়ব
দুখ-সায়রে ভোর॥

অথ মুরলীকে

অত্র পদম্—

তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভার দুর্ল্লভ বাঁশী [১৪]মোরে[১৪] হৈল কাল॥
[১৫][জে না ঝাড়ের বাঁশী সে না ঝাড়ের লাগাল পাঙ।][১৫]
ডালে মূলে উপাড়িয়া [১৬]যমুনায় ভাসাঙ॥[১৬]

তথাহি সপ্তছিদ্র

তত্র পদম্—

নিজ ছিদ্র নাহি জানে পরছিদ্র গণে।
সদাই উচ্ছিষ্ট খায় শুষ্ক কাঠখানে॥

তথাহি চণ্ডীদাসপদম্—

সজনি ও না মোর কে।
ক্ষেণেক দাড়াঞা সুনিঞা জাও
বাঁশি কেনে দুখ দে॥
কাহ্নুর বাঁশীটা দুপরিয়া ডাকাতি
সরবস হরি নিলে।
হিয়া ধকধকি পরাণ পাগলি
কে মোরে এমতি কৈলে॥
এমতি বেভার না বুঝি তাহার
পিরিতি যাহার মনে।
বেকতি করিয়া কেনে না বুঝিলে
এমতি করিল কেনে॥
দোষ পরিহর বাঁশিটি সম্বর
মুই হব তব দাসী।
চণ্ডীদাস বোলে মোর মনে লয়ে
কালার সরবস বাঁশি॥

অর্থ কন্দর্প প্রতি

তত্র পদম্—

[17][এত দুখ দেহসি মদনা।
হাম হর নহোঁ বৈরি যুবতী জনা॥][17]
নহে মোর জটাজূট কবরিক ভার।
মালতীর মালা নহে সুরেশ্বরী হার॥

অথ সখীকে

তত্র পদম[18]—

সজনি [19]এ বোল বোল[19] জানি মোরে।
জে বন্ধু লাগিয়া [20][এতেক প্রমাদ
ছাড়িতে বোলহে তারে॥][20]

অথ দূতী

তত্র পদং শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুর—

কোন দেশে ছিলা আগো মাগো।
কালা [21]বোল[21] বুলিতে [22]তোমার[22] মুখে পড়িত লালা
[23]এবে কোন[23] কাজে নাহি লাগো॥
কুলের বৌহারি মোরা বাড়ির বাহির নহি
কালা [24]দেখিতে[24] তিন বেলা।
আচট ঘুমের বেলে [25]স্বামীর সিজের কোলে[25]
সপনে উঠিয়া দেখি কালা॥
[26]পাকের পুখরে[26] তুমি পরকে [27]নামাঞাছ[27]
পাখানি তোমার নাহি তিতে।
লোচন বোলেন দিদি ঐ দুঃখে কান্দি আমি
উচিত বুঝাও তুমি চিতে॥ ইতি

অথ বিপক্ষ প্রতি

নৃপতি উদয়াদিত্যস্ত—

[28][শ্যাম বন্ধুয়ারে মোর জে জন ভাণ্ডায়।
দুখিনি রাধার বধ লাগয়ে তাহায়॥][28]

অথ বিধাতাকে

তত্র পদম্—

কুলের কামিনি [29]মোরে[29] সিরজিল বিধি।
দেখিতে না পাই রূপ শ্যাম গুণনিধি॥

অথ গুরুজনে

তত্র পদম্—

বাহির না হই আমি গুরুজনার ডরে।
[30][দারুণ ননদিনি বাণি কাড়ে নানা ছলে॥
না মরিয়ে ননদিনি খাউক দুটি আঁখি।][30]
এ ভয় দুফরে যেন শ্যামরূপ দেখি॥

অথ আত্মদৈন্য

তত্র পদম্—

কিনা হৈল আগো সই কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কান্দে নিতি॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত [31]নিষেধ[31] না মানে॥
যে না জানে প্রেমরস সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে [32]ভেদল[32] মোর কানু প্রেম-সেল॥
খাইতে সোআস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥

ইতি পূর্ব্বরাগঃ সংপূর্ণঃ॥

অভিসার-অনুরাগ লেখিব পশ্চাৎ।
মানের যে কথা কিছু লেখিয়ে বিখ্যাত॥

অথ মান—

মানের ধীরাদি গুণ আছে নানা গতি।
কোমল কর্কশা মৃদু হএ তিন রীতি॥
দাম্পত্যের মনান্তর এই মান কহি।
পরস্পর আদর হয় কৃষ্ণসুখ চাহি॥

৩৩[রস কলহ কিবা গোত্র যে স্খলন।
অন্যের প্রশংসা কিবা অন্যের ভূষণ॥
গর্ব্ব-অসূয়া গ্লানি আর চিন্তাময়।
নির্হেতুক মান এই স্বভাবে অতিশয়॥]৩৩

তথাহি শ্লোক—

দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

এই মান দুইবিধ কহিএ বচন।
সহেতুক হয় আর নির্হেতুক প্রয়োজন॥

অথ সহেতুক মান

তথাহি—

হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদেবৈশিষ্ট্যে প্রেয়সাকৃতে। ইতি

সহেতু মানের ৩৪দশা কত৩৪ প্রকার হয়।
সঞ্চারী নির্ব্বেদ আর আশঙ্কা করয়॥
ঈর্ষা চাপল্য গর্ব্ব অসূয়া বিস্তার।
অবহিত্থা গ্লানি চিন্তা দশা জে প্রকার॥
সেই হেতু মান পুন দুই পরকার।
প্রেম প্রকাশক আর অনুমিতি বিস্তার॥

অথ প্রেমপ্রকাশক—

হেতু ঈর্য্যা হয় বিপক্ষ সহিতে।
তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিলে মান হয় চিতে॥
চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা গর্ব্ব যে করিঞা।
কৃষ্ণের অঙ্গের মালা আপন গলে দিঞা॥
শ্রীরাধার সখীকে দেখায় আপন ঐশ্বর্য্য।
ইহা হৈতে মান হয় করায় অধৈর্য্য॥

অথ অনুমিতি মান

অনুমিতি মান হয় ত্রিবিধ প্রকার।
ভোগ-চিহ্ন গোত্র-স্খলন স্বপ্ন দেখে আর॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

ভোগাঙ্কগোত্রস্খলনস্বপ্নৈরন্নুমিতিস্ত্রিধা ।

অথ ভোগাঙ্ক—

নিজ কান্তের ভোগ দেখি বিপক্ষের গায় ।
চন্দ্রাবলীর অঙ্গে কৃষ্ণের ভোগচিহ্ন পায় ॥
ইহা জে দেখিলে মান হয় বিপরীত ।
উজ্জ্বলনীলমণিতে টীকায় হয় খ্যাতি ॥

তথাহি—

উন্নিদ্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষেতি ॥

অথ স্বপ্নদর্শন মান—

স্বপনে দেখিলে কৃষ্ণ অন্য জনা সঙ্গে ।
সব সত্য করি মানে সেই রস রঙ্গে ॥
[৩৫][একজনার সহযোগে বঞ্চেন শর্ব্বরী ।
নিদ্রায়ে জাগান বিপক্ষের নাম করি ॥
এ সকল মানের হেতু কহিল বিচার ।
গোত্র স্খলন লিখি সেহ মানের বিস্তার ॥][৩৫]

অথ গোত্রস্খলন—

রাধার মন্দির হৈতে কৃষ্ণ বাহির হৈলা ।
হঠাৎ চন্দ্রাবলী সঙ্গে শীঘ্র যে মিলিলা ॥
রাধিকা বলিয়া চন্দ্রাবলীকে সম্ভাষে ।
চন্দ্রাবলী কংস করি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসে ॥
লজ্জা পাঞা কৃষ্ণ তবে হেঠ শির করে ।
গোত্রস্খলন এই মান হএ জে বিবরে ॥

তথাহি বিল্বমঙ্গলে—

রাধামোহনমন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান্
রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্য বচনং শ্রুত্বাহ চন্দ্রাবলী ।
কংস-ক্ষেমময়ে বিমুগ্ধহৃদয়ে কংসঃ ক্ব দৃষ্টস্ত্বয়া
রাধা ক্বেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরো হরিঃ পাতুঃ বঃ ॥

অথ নির্হেতু মান—

হেতু নাহি মান জন্মে বড়ই বিস্ময়।
প্রেমের স্বভাবে মান অকস্মাৎ হয়

তথাহি উজ্জ্বলে—

অকারণাদ্দ্বয়োরেব কারণাভাসতস্তথা।
প্রোত্থন্ প্রণয় এবায়ং ব্রজেন্নির্হেতুমানতাম্॥ ইতি

অথ মানভঞ্জন—

সেই মানভঞ্জন হয় বহুবিধ মত।
সাক্ষাৎ পরোক্ষাৎ আর আকস্মিক দৈবত॥

অথ সাক্ষাৎ মানভঞ্জন—

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিঃশ্বাস-নিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখকমলমধুপানম্॥

অথ পরোক্ষাতে সখীদ্বারে—

৩৬[আর দূতীসাধনে মহাজনের বর্ণন।
গীতপদ্যে হয়ে সেই উত্তম কথন॥]৩৬

অথ দূতীদ্বারে
তত্র গীতাবলী—

দূতি বিদূরয় কোমলকথনম্।
পুনরভিধাস্যে নহি মধুমথনম্॥

তত্র পদম্
শ্রীমৎ প্রভুর—

এত দিনে বুঝলুঁ তুয়া হৃদয় নিঠুর।
কানু উপেখি [৩৭]আয়লি[৩৭] এত দূর॥
অব তুহু একলি [৩৮]রহলি[৩৮] বনমাঝ।
তোহে নাহি [৩৯]সম্ভবে এ হেন[৩৯] [৪০]কাজ[৪০]॥
সময় উচিত করিয়ে [৪১]যদি[৪১] মান।
আঁচরে [৪২]ঝাপয়ে আধ[৪২] বয়ান॥
একদিগে স্তুতিয়ে চীত সমাধি।
সাধিয়ে বাদ তহি রাখিএ উপাধি॥
অনুগত তুয়া বিনে না বোলয়ে আন।
করে ধরি বোলে দূতী করহ পয়ান॥
রতিপতি দাস করয়ে পরণাম।
দূতী নহে ইহোঁ তুহুক পরাণ॥

অথ সখীদ্বারে
শ্রীকবিরাজ—

তেজহ দারুণ মান মানিনি
নাহ গাহক তুরি রে।
তুহু সে মরকত মুরতি মানহ
কাচ কাঞ্চন গোরি রে॥
তো বিনু সুখময় সেজ তেজল
নিন্দিত চন্দন চামরে।
সুতল ভূতল ফুয়ল কুন্তল
কাম চামর বন্ধরে॥

নীল উতপল- দাম শ্যামর
ধাম ঝামর দেহ রে।
বিষম খরশর বরিখে জরজর
নয়ানে শ্যামর মেহ রে॥
বিরহ মোচন এ তুয়া লোচন
কোন মীটব মান রে।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভান রে॥ ইতি

অথ মানভঞ্জন—

অকস্মাৎ তবে সেই মান হএ ভঙ্গ।
উৎকণ্ঠায় মান ত্যাগ করায় অনঙ্গ॥

তথাহি—

মানসং মানসং ত্যাগাদুৎকণ্ঠার্থনিরূপিতম্॥ ইতি

তত্র পদম্—

তুহুঁ অতি রোখে বিমুখ ভই বৈঠি।
তুহুঁ চলিলা জমুনা জলে পৈঠি॥
তুহুঁ পন্থ পুছইতে দূতি মতিবাম।
তুহুঁক লহ সহচরি নিজ নাম॥
সহচরি ভরমে তুহুঁ আলিঙ্গন কেলি।
গোবিন্দদাস রহু তব কিয়ে ভেলি॥

অথ প্রেমবৈচিত্ত্য—

দাম্পত্যের পরস্পর প্রেম উৎকর্ষ হয়।
অধিক আর্ত্তি হইলে সেই বিচারিল নয়॥
[৪৩]গ্রন্থিতে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরি দ্বারে।[৪৩]
কোরে থাকিতে হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥

তথাহি শ্লোক—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

অথ কৃষ্ণস্য প্রেমবৈচিত্ত্য

তত্র পদম্—

[৪৪][আর কিএ কনক- কষিল তনু সুন্দর
দরশ পরশ মনু হোয় ।
শিরোপরি পাণি হানি খিতি লুঠই
ফুকরি ফুকরি কত রোয় ॥][৪৫]
অপরূপ প্রেমতরঙ্গ ।
রাইক কোরে চমকি হরি [৪৫]বোলত[৪৫]
কবে হবে তাকর সঙ্গ ॥

অথ কৃষ্ণপ্রিয়ানাম্ প্রেমবৈচিত্ত্য

তত্র পদম্—

রোদতি রাই কানু করি কোর ।
হরি হরি প্রাণনাথ কাঁহা গেও মোর ॥ ইতি
নিকট থাকিতে বিচ্ছেদ হেন বাসে ।
কুররী বিলাপ জেন মহিষিগণ ভাষে ॥[৪৬] ইতি
রতিপতি-চরণযুগল করি [৪৭]আস[৪৭] ।
রাধাকৃষ্ণ-রসলীলা কহে গোপালদাস ॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে অনুরাগরক্তোৎপলবর্ণনং নাম সপ্তমঃ কোরকঃ ।

সপ্তম কোরক

পাঠান্তর

১ ঢা'র অতিরিক্ত পাঠ ২ বি-ক-তে এই দুই পঙ্‌ক্তি নাই ৩ ইহা শ্রী-তে নাই
৪ শ্রী—রচনা ৫ শ্রী—খ্যাত কথা দুই চারি ৬ গৃ-বি-ক ও শ্রী. মৃ—অনুরাগ উৎকণ্ঠা আক্ষেপ উক্তি কহে ৭ শ্রী—অভিসারানুরাগ আর দ্বিধা হয় ।

ইহার পর

অভিসারানুরাগ রূপানুরাগে লিখিএ আগেতে ।
অন্য অনুরাগ লিখিব পশ্চাতে ।

৮ শ্রী—ঘরে ৯ শ্রী-তে নাই ১০ শ্রী—নিরমল কুলশীল ভূষিত ভেলরে
জব ভেল কানু পরিবাদ।

১১ বি-ক—বিপ্রিয়া, শ্রী—ব্যাপ্রিয়া, গৃ—সম্ভাব্য ১২ গৃ-শ্রী, মু—বঞ্চনা
১৩ গৃ-শ্রী, মু—জানিল ১৪ শ্রী—রাধার
১৫ গৃ-শ্রী, মু—জে না বাঁশের বাশী সে না বাশের লাগি পাঙ্ ১৬ শ্রী—সাগরে ভাসাই
১৭ গৃ-শ্রী, মু—চিতে দুখ দেহসি মদনা।
হাম হর নহোঁ যুবতি জনা॥
বি-ক—এত দুখ দেহসি মদনা।
হরি লেয়া বধিলি যুবতি জনা॥

১৮ শ্রী-তে এই পদটী যদুনাথ ঠাকুর বলিয়া উক্ত
মু—পুঁ-তে পদকর্তার নামোল্লেখ নাই

১৯ বি-ক—ও বোল বোলঁ ২০ বি-ক—এতেক পরমাদ ছাড়িতে বোলহে তারে।
২১ শ্রী-তে নাই ২২ বি-ক—মোর ২৩ মু—এবে তুমি কোন, শ্রী-গৃ
বি-ক—এবে মোর কোন

২৪ শ্রী—দেখিতাঙ্ ২৫ গৃ—বি-ক, শ্রী ; মু—শয়ন স্বামীর কোলে
২৬ শ্রী—পরের পুখরে, বি-ক—পাকে বান্ধা ঘরে ২৭ শ্রী—নাবিঞাছ
২৮ বি-ক—হেন বন্ধু মোর জে জন ভাঙ্গায়।
এ হেন অবলার বধ লাগিবেক তায়।

২৯ ঢা—করি ৩০ গৃ—শ্রী, মু—দারুণ ননদিবাণী নানা ছল কাঢ়ি।
মরুক যেন ননদিনি খাউক দুটা আঁখি॥
৩১ ঢা—নিরোধ ৩২ ঢা—রহল ৩৩ বি-ক-তে নাই ৩৪ বি-ক—দশ

৩৫ বি-ক—তারকা সহিতে কৃষ্ণ কুঞ্জে নিদ্রা যায়।
পালিকা পালিকা করি তারকার গায়॥
অন্তের সন্ধি গায় প্রেম তেঞি নিদ্রায় ডাকয়।
এই লাগি তারকা মান করে অতিশয়॥

৩৬ শ্রী—সখীদ্বারে আর দূতীর সাধন।
মহাজনের গীত পদ্যের বচন॥

৩৭ গৃ-শ্রী, মু—আয়ল ৩৮ গৃ-শ্রী, মু—এ ৩৯ গৃ-শ্রী, মু—সম্ভয়ে এমন
৪০ বি-ক—অকাজ ৪১ মু—এহি, সম্ভাব্য—গৃহীত পাঠ
৪২ গৃ-শ্রী, মু—ঝাঁপিয়ে আপন ৪৩ শ্রী—গ্রন্থি-বন্ধ রত্ন চাহি ফিরে ঘরে

৪৪ শ্রী-তে নাই ৪৫ শ্রী—উঠতহি ৪৬ ইহার পর বি-ক-র অতিরিক্ত পাঠ :—

প্রেমবৈচিত্ত্য কৈল দিকদর্শন।
প্রোষিতভর্তৃকা কহে প্রবাস গমন।
অথ প্রেমবৈচিত্ত্য সম্পূর্ণ
পুনরুক্তি বর্ণনা কারণ একত্র কহিব।
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ নায়িকা মিশ্র বর্ণিব।

৪৭ শ্রী—সার

অষ্টম কোরক

নায়িকাবর্ণন

[১][জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥][১]
প্রবাস গমন যদি শৃঙ্খলা আগে হয়।
অষ্টরসের সঙ্গে বর্ণিব এই ত নিশ্চয়॥

অথ অষ্টরস—

খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ বাসসজ্জাভিসারিকা।
কলহান্তরিতা চৈব তথৈবোৎকণ্ঠিতাপরা॥
স্বাধীনভর্তৃকা চান্যা তথা প্রোষিতভর্তৃকা।
সম্ভোগে বিপ্রলম্ভে চ ইত্যষ্টৌ নায়িকা মতাঃ॥ ইতি

মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা ত্রিবিধ প্রকার।
এই অষ্টরস হয় ত্রিবিধ বিচার॥
অষ্ট রসে অষ্ট অষ্ট কোন গ্রন্থে শুনি।
অনুভব প্রচার দুই চারি গণি॥

অথ খণ্ডিতা—

নায়কের অঙ্গে দেখি কামচিহ্ন যত।
অধর মলিন রাঙা নয়ন বেকত॥
চিবুকে দশনচিহ্ন সিন্দূরে মণ্ডিত।
নায়িকার কজ্জলে বদন বিভূষিত॥
হৃদয়ে জাবক রঙ্গ হার [২]অঙ্গ উরে[২]।
পরিধান নীল [৩]শাড়ী[৩] অথির জাগরে॥
[৪]জাগিয়া সঙ্কেত দেশে[৪] নায়িকা দুঃখিতা।
[৫]নায়কেত কোপ করে[৫] সেই সে খণ্ডিতা॥

তথাহি [সঙ্গীতদামোদরে]—

উন্নিদ্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখক্ষতবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ কুতোঽপি গৃহমেতি পতিঃ প্রভাতে
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥

অথ বিপ্রলব্ধা—

[৬]সেই দিন[৬] হৈতে দূতী করে গতাগতি।
সঙ্কেত দেশেতে যাঞা নায়িকা করে স্থিতি॥
দৈবযোগে কান্ত যদি আসিতে না পায়।
বিপ্রলব্ধা নায়িকা নিশি [৭]জাগিয়া[৭] পোহায়॥

তথাহি ভরতমুনিঃ—

অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমভিযাতি ক্বাপি সঙ্কেতকং যা।
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাম্॥

বাসকসজ্জা—

কান্তের সঙ্কেতে ধনী হইয়া উল্লাস।
তাম্বূল পুষ্পমালা [৮]সজ্জা করে যে বিলাস॥[৮]
নানা ভূষা অঙ্গে করি সখীর সহিতে।
[৯]বাসকসজ্জার কান্তা কান্ত করি চিত্তে॥[৯]

তথাহি—

যা বাসবেশ্মনি সুকল্পিততল্পমধ্যে
তাম্বূলপুষ্পরচনাদিভিরাপ্তসজ্জা।
কান্তস্য সঙ্গমসুখং সমবেক্ষমাণা
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসসজ্জা॥

তথাহি অভিসারিকা—

কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা॥ ইতি

সঙ্কেত স্থানেতে রাই করয়ে গমন।
নিকুঞ্জকানন আর যত উপবন॥
নিরম্বু পরিখা [১০]প্রপা[১০] অট্টালি সদন।
নিকুঞ্জে গমন কভু গিরিগোবর্দ্ধন॥
যমুনা-রোধস কিবা গিরীন্দ্রগহ্বর।
কেশরাদি কুঞ্জবাটি পরিসর ঘর॥

তথাহি—

নিকুঞ্জকাননোদ্যাননিরম্বুপরিখাপ্রপাঃ।
অট্টালিকা গবাক্ষশ্চ ধুনীরোধঃ সকণ্টকঃ॥
বাটীপরিসরাগারঃ পশ্চাদ্ভগ্নমঠাদয়ঃ।
এতে প্রদেশাঃ সঙ্কেতস্থানানি মুরবিদ্বিষঃ॥

অভিসারের আগে কহি দুইত ধরণ।
নায়কের গমন কিবা নায়িকার গমন॥

অথ কৃষ্ণস্য অভিসার তত্র পদং [১১]শ্রীসরকার ঠাকুর[১১]—

রাই বিপতি সুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছইতে গদগদ ভাষা।
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর
পুন পুন পরসই নাসা॥ ইতি

অথ নায়িকাভিসার—

সেই [১২]অভিসার হয়ে[১২] অনেক প্রকার।
অভিসারোৎকণ্ঠা আগে করিব বিচার॥
[১৩][মুরলী নিসান শুনি কিবা শুনি দূতীদ্বারে।
দেখিয়া শুনিয়া উৎকণ্ঠা হয় যাবার তরে॥][১৩]

তত্র পদং মহাজনস্য—

অব মুঞি [১৪]ক্যা করোঁ[১৪] মুরলী বাজে বনে।
শুনি তনু পুলকিত হয় প্রাণ মনে॥ ইতি

অথ অভিসার—

সাজল রে নবরঙ্গিণী রাই।
ই-তিন ভুবনে তুলনা নাই॥
উচকুচ অতি কনয়াগিরি।
হিয়ার মাঝারে মানিক [১৫]ছিরি[১৫]॥

অপি চ গীতগোবিন্দে—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দনচঞ্চলকরযুগশালী॥ ইতি

মুরলীর ধ্বনি গোপি শ্রবণে শুনিয়া।
নীবীবন্ধ খসি পড়ে [১৬]পুলক হয় হিয়া[১৬]॥
গৃহকর্ম্মে থির নহে মনেত চঞ্চল।
দূতীর কথা শুনিয়া হয় উমত পাগল॥
পথঘাটে আশঙ্কা কিবা গুরুজনার ভয়।
মেঘাগমে অন্ধকারে আশঙ্কা করয়॥
রতিতে আশঙ্কা করি চিন্তা উপজায়।
সখীসহ চিন্তিত হঞা নানা ব্যথা পায়॥
কিবা সহচরীগণ ভয় দরশায়।
অনুভব করিঞা [১৭]ইহা[১৭] মহাজনে গায়॥

অথ সখীপরীক্ষা [১৮]কবিরাজঠাকুরস্য[১৮]—

মন্দির বাহির কঠিন কবাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তাহে অতি দরদর বাদর দোর।
[১৯]বারি কী[১৯] বারণ নীল-নিচোল॥
সজনি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধনি পার॥ ইতি

অপরঞ্চ—

কুলবতী কঠিন কবাট উদ্‌ঘাটল
তাহে কি কপাটক বাধা।
নিজ মরিজাদ সিন্ধু সঞে [20]পঙরলো[20]
তাহে কি যমুনা অগাধা॥
সহচরি মুঝে পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
[21]সোঁউরি সোঁউরি[21] মন ঝুর॥ ইতি

অভিসার রস হয়ে অনেক প্রকার।
জ্যোৎস্না তামসী আর দিবাভিসার॥
[22]বর্ষা আদি ষড় ঋতু[22] করিএ বিচার।
কুজ্ঝটিকা কিবা তীর্থযাত্রার প্রচার॥
নানা উপায় করিঞা যায় নায়কের পাশে।
কভু নিশঙ্ক কভু মিলএ বড় ত্রাসে।
নানা কষ্ট পাইয়া কান্তের মিলন হয়।
বৃত্তান্ত কহিলে অভিসারানুরাগ কয়॥
আপনি কহয়ে কিবা নায়ক জিজ্ঞাসে।
সখী দূতী দ্বারে কোন কথা সম্ভাষে॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

স্ফারিকুজ্ঝটিহেমন্তরজনীধ্বান্তসঞ্চয়াঃ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতালিকোলাহলবিধূদয়াঃ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনৃপাতঙ্কপুরদাহমহোৎসবাঃ।
প্রদোষাশ্চেতি কথিতা দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥

অথ জ্যোৎস্নাভিসার—

মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গেণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ

তত্র পদম্—

রাকা নিশাকর কিরণে নেবারি।
যতনে পরয়ে ধনি ধবলিম শাড়ি॥
চন্দচন্দনে জনু লেপিত অঙ্গ।
স্মিত কুসুমদাম পসাহন রঙ্গ॥
[২৩]হংসরাজ জিনি চলে কানুপাশ।[২৩]
চন্দকিরণ অঙ্গ নহে পরকাশ॥

অথ তামসী অভিসার—

কালাগুরুবিলিপ্তাঙ্গী নীলরাগবদম্বরা।
চন্দ্রোদয়পরিত্রস্তা কৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা॥

তত্র পদং কবিরাজঠাকুরস্য—

গুরুজননয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে [২৪]ঝাপই মুখচন্দ্র॥[২৪]
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
কৃষ্ণ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদনদীপ দরসায়লি পন্থ॥
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
নীল কমল তেজল বরনারি॥
[২৫][তেজল গীমক মণিময় হার।
নিন্দতি পীনপয়োধর ভার॥][২৫]
বেশ শেষ রহু নীলিম বাস।
মিলল নিকুঞ্জে কহু গোবিন্দদাস॥

অথ অভিসার-দিবা—তত্র কবিরঞ্জনঠাকুর পদম্-

যামুন কুঞ্জে রহল বনমালি।
তুহু ধনি কি কহব গুণ বিথারি॥ধ্রু
তুহু ধনি সহজই পদুমিনি জাতি।
তোহারি বিলাস উচিত নহ রাতি॥

সুন্দরি মা কুরু মনোরথ ভঙ্গ ।
অহ অভিসারে দ্বিগুণাধিক রঙ্গ ॥
[২৬]ভুখল[২৬] জন যব না পায়ব অন্ন ।
[২৭]বিফল[২৭] ভোজন দিবস অবসন্ন ॥
আরতি রতি দুহু [২৮]নহে[২৮] সমতুল ।
গাহক আদর [২৯]সবহু[২৯] মূল ॥
পদুমিনি নায়রি যদুমণি নাহ ।
কহে কবিরঞ্জন রস নিরবাহ ॥ ইতি

ভানুপূজা দানলীলা [৩০]গোপাঙ্গনা অর্চ্চন ।[৩০]
গৌরীতীর্থাদি ছলে যত করয়ে গমন ॥
[৩১]নানা পত্র লিখন জায়[৩১] নায়কের পাশে ।
অভিসার অনুরাগ নায়ক জিজ্ঞাসে ॥
আপনি কহয়ে কিবা সখী দূতী-দ্বারে ।
নানা আর্ত্তি [৩২]কথা কয়[৩২] সুধায়ে বিস্তারে ॥

অথ বর্ষাভিসার তত্র পদম্—

গুরুয়া গরজে ঘন গগনে না গনে মন
কুলিশ না করু মুখবঙ্কা ।
তিমির অঞ্জনে যেন [৩৩]জলাধারে ধোয়ত[৩৩]
তেঁই [৩৪]অনুমানই[৩৪] শঙ্কা ॥ ইতি

অথ কুজ্ঝাটিকা তত্র পদং শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য—

আজু ভেল ভাল কুজ্ঝটি আন্ধিআর ।
অযতনে ধনিক ভেলি অভিসার ॥ ইতি

অথ তীর্থযাত্রা—

আজু তিথি জোগ পাওল পুণ্যবান ।
সবহু চলল [৩৫]তথি[৩৫] কালিন্দি সিনান ॥
বিদগ্ধ নাগর রসিক মুরারি ।
নিরভয়ে তোহে মিলল বরনারী ॥ ইতি

অথ উৎসব দর্শনাভিসার—

উৎসবাদি দর্শনে [৩৬]কভু হয়ে[৩৬] অভিসার।
নানা শাস্ত্রে নানা মত হয় ব্যবহার॥
তাহার পরেতে অভিসারানুরাগের কথন।
ত্রিবিধ করিঞা তাহার সুনহ বর্ণন॥

অথ অভিসারানুরাগ—

এই অনুরাগ হয়ে ত্রিবিধ প্রকার।
নিজ উক্তি, সখী-উক্তি, দূতী-উক্তি আর॥

অথ নিজ উক্তি—

[আজু] কৈছে ধনি তেজলি গেহ।
না জানি কৈছে তোহারি সুনেহ॥
একলি আওলি এত দূর।
আগহি আগ [৩৭]মনমথ শূর[৩৭]॥

অথ সখী-উক্তিঃ তত্র পদম্—

মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগী।
তুয়া অভিসারে অবশ বররঙ্গিনী
জীবই [৩৮]বহু[৩৮] পুন ভাগি॥

অথ দূতী-উক্তি—

পন্থ [৩৯]পিছর নিশি কাজর কাঁতি।[৩৯]
পাতরে ভৈগেল দীগ ভরাতি॥
চরণে বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক।
সুন্দরী হৃদয়ে নূপুর পরিবঙ্ক॥
কি কহব মাধব পিরিতি তোহারি।
তুয়া অনুরাগে না জিয়ে বরনারি॥
বরাহ মহিষ মৃগি পালে পালায়।
অনুরাগিনি দেখি বাঘ ডরায়॥
কহে [৪০]কবিরঞ্জন[৪০] না করিহ রোষ।
[৪১]আজুক বিলম্বে ক্ষেম[৪১] সব দোষ॥

অথ সমর্পণ—

দূতী-উক্তি তত্র পদম্—

কনক পুথুলি নব বালা।
কোমল শিরিসক মালা॥
মাধব [৪২]নিবেদিয়ে[৪২] তোয়।
মরিজাদ রাখবি মোয়॥
ঘুমাইলে জাগা নাহি জায়।
নিজপতি ছায়া নাহি চায়॥
বলে ছলে আনলুঁ কান।
[৪৩]ব্রজকুলরমণী-পরাণ[৪৩]॥
দূতীক কাতর ভাষ।
[৪৪]গোপালদাস[৪৪] পহু হাস॥

তত্র পদং শ্রীকবিরাজ ঠাকুরস্য—

মাধব তোহে সোঁপলু ব্রজবালা।
মরকত মদন কোই জনু পুজই
দেই [৪৫]নব চম্পক[৪৫] মালা॥ ইতি

অথ কলহান্তরিতা—

কলহান্তরিতা দুই প্রকার যে হয়ে।
[৪৬][সখীকে কহে কিবা তাহাকে সখী কহে॥][৪৬]
গীতগোবিন্দের বর্ণনা সখী কহেন রাধারে।
অন্যত্র অন্য কথা রাধা কহেন সখীরে॥

তত্র পদং গীতগোবিন্দে—

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥

অথ অন্যত্র—

কলহান্তরিতা মানে হইঞা বিমুখ
স্বামীর সাধনে কভু না হয় সম্মুখ॥

পাদাক্রান্ত হঞা কান্ত যায় নিজ বাস।
অনুতাপ করি কান্দে [৪৭]করিয়া[৪৭] হুতাশ ॥
সখী সহ আক্ষেপ করএ অনুবাদ।
কলহান্তরিতা দুঃখ বড়ই প্রমাদ ॥

তত্র পদং [৪৮]শ্রীকবিরঞ্জন ঠাকুরস্য[৪৮]—

চরণ-নখরমণি-রঞ্জন ছান্দ।
ধরণি লোটায়ল গোকুল চান্দ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥ ইতি

সখী দূতী দোষারোপ নায়কের করে।
নায়িকার প্রবোধ লাগি পড়ে অথান্তরে ॥

অথ প্রবোধ [তত্র পদম্]—

পহিলে কহল হাম তোয়।
[৪৯][হিত করি বচন না মানলি মোয় ॥][৪৯]
সেহ জানি সহজই খল।
তুহু অতি ভৈগলি [৫০]তরল ॥[৫০] ইতি

তথাহি ভরতমুনিবচনে—

প্রাণেশ্বরং প্রণয়কোপবিশেষভীতং
যা চাটুকৃদ্বরমতীর্য্য চিরায় জাতা।
সন্তপ্যতে মদনবহ্নিশিখাসহস্রৈ-
র্বাষ্পাকুলা চ কলহান্তরিতা চ [সা] স্যাৎ ॥

অথ উৎকণ্ঠিতা—

উৎকণ্ঠিতা [৫১]নায়িকা করে[৫১] পথ নিরীক্ষণ।
কতক্ষণে নায়কের হইব মিলন ॥
[৫২]পুন দিগ নিহারে সঘনে তাকে নিশি।[৫২]
পিয়া না আইলে কেনে বিলম্ব হেন বাসি ॥

অন্যের ঘরে গেলা কিংবা আমার নৈরাস।
[৫৩]উৎকণ্ঠায়[৫৩] উঠে বৈসে সঘনে ছাড়ে শ্বাস ॥

তথাহি—

দুর্বারবাদলমনোভবপীড়া—
খেদাকুলাকুলিতমানসা বহন্তি ॥

অথ কৃষ্ণস্য উৎকণ্ঠা তত্র পদং—

[৫৪]রাতি ছোটি[৫৪] অতি ভীরু রমণি।
কতক্ষণে আওব [৫৫]কুঞ্জরগমনি ॥[৫৫]
ভীমভুজঙ্গম কীএ সরণা।
বাট-সকণ্টক কোমলচরণা ॥
এ বিহি তুয়া পাএ করোঁ পরিহার।
অবিঘিনে রমণি করু অভিসার ॥ ইতি

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা—

স্বাধীনভর্ত্তৃকা রহে কান্তের বক্ষস্থলে।
রসে শ্রান্ত কলেবর মদন [৫৬]বিভবলে[৫৬] ॥
স্বামীকে কহেন মোর করহ সেবন।
স্বামীর সেবাতে তুষ্ট হয় তার মন ॥

তথাহি—

ধম্মিল্লং পরিকল্পয়স্ব কুরু মে সিন্দূরমত্রালকে
পত্রালীং কুচয়োর্বিধেহি বিপুলে কাঞ্চীং নিতম্বেঽর্পয়।
মঞ্জীরং চরণে তথা প্রপদয়োর্লাক্ষারসং সাম্প্রতং
প্রেয়স্যা বচসেতি নন্দিতমনাস্তত্তচ্চকার প্রিয়ঃ ॥ ইতি

বিদগ্ধ নায়ক সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
পুছিয়া ত পুন পুন করয়ে সেবন ॥

তত্র পদং শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য—

আকুল চিকুর অলকাকুল [৫৭]সমরী[৫৭]।
সীঁথি বনাহ পুন বান্ধহ কবরী ॥

এ হরি রতিরস [৫৮]লুবুধ রসাল[৫৮] ।
বিঘটিত বেশ বনাহ্ পুনর্ব্বার ॥

তথাহি—

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ   প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি ।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্ত্যা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥ ইতি

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে ত্রিবিধ প্রকার ।
ভাবী ভবন্ ভূত ক্রিয়া হয়ে জায় ॥

অথ ভাবী—

নায়ক বিদেশে জাবে সুনিয়া সুন্দরী ।
সহচরি সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি ॥
দুষ্ট অক্রূর দেশে [৫৯]কেনে বা আইল[৫৯] ।
শ্রীকৃষ্ণের লঞা জাবে ই কথা শুনিল ॥
কুচ্ছিত স্বপ্ন দেখে দক্ষিণ অঙ্গ নাচে ।
অনুক্ষণ উচাটন নিরন্তর [৬০]কাছে[৬০] ॥

শ্রীকবিশেখর পদম্—

কাহ্নু বিরহ কথি লাগি ।
কিএ হাম করম অভাগি ॥
জব হাম গেলহুঁ পিয়া পাস ।
পিয়া ছাড়ল দীঘ নিসাস ॥
জব হাম পুছল বেরি বেরি ।
বাজল নয়ানে রহু হেরি ॥   ইতি ॥

অথ ভবন্ বিরহ—

কৃষ্ণ চলিলা [৬১]রথে[৬১] সুনি ব্রজনারী ।
সহচরী সঙ্গে পথে জায় রড়ারড়ি ॥

আউলাউল কেশভার তাহা নাহি বান্ধে।
[৬২]লোকাপেক্ষা[৬২] নাহি করে উচ্চস্বরে কান্দে
[৬৩][ভবন্‌বিরহ দুঃখ সহনে না জায়।][৬৩]
অমৃতে সিঞ্চিলে হিয়া নাহিক জুড়ায়॥

অথ মহাজনস্য—

আজু গোকুল শূন ভেল।
হরি কি মথুরাপুর গেল॥
রোদতি পঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাওই মাথুর মুখে॥
কাম-সায়রে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কান হইব জব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা[৬৪]॥

অথ মাথুর—

মাথুর বিরহ হয়ে অনেক প্রকার।
নিজ উক্তি সখী-উক্তি দূতী-উক্তি আর॥

তথাহি—

চিন্তাকুলাং মলিনবেশবপুর্বহন্তীং
হিণ্ডীরপিণ্ডিপরিপাণ্ডুরগণ্ডভিত্তিম্।
নির্ভূষণাং প্রিয়বিয়োগজদুঃখতপ্তাং
তাং প্রোষিতপ্রিয়তমাং প্রবদন্তি সন্তঃ॥

অথ নিজ উক্তি তত্র পদম্—

কি কহব রে সখি কহনা উপায়।
বিরহে আকুল [৬৫]তনু[৬৫] বিদরিঞা যায়॥
অনুক্ষণ উচাটন করে মোর হিয়া।
কত না রাখিব [৬৬]চিত[৬৬] নেবারণ দিয়া॥

তত্রাপি চ বিদ্যাপতিঠাকুর পদম্—

হাম অবলা দুঃখ সহনে না জায়।
বিরহ দারুণ দুখে মদন সহায়॥
আলপ বয়সে মোর না পূরল সাধ।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধ॥
কোকিল কলরবে মতিভ্রম মোরা।
কহ কহ রে সখি কেমন গতি মোরা॥
জবে হাম বালা পিয়া পরপুর গেল।
কিএ দোষ কিএ গুণ বুঝাই না ভেল॥

অথ সখী-উক্তি তত্র পদম্—

ধৈরয ধরহ সখি না ভাবিয় দুখ।
নিকটে মিলিব তোহে সো চান্দমুখ॥

অথ দূতী-উক্তি—

মথুরা হইতে আইসে ৬"গোকুল হইতে জায়৬"।
উভয় সম্বাদ দোহে কহিয়া পাঠায়॥

অথ উদ্ধব যথা শ্রীভগবান্ উবাচ—

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য ইত্যাদি।

তত্র গোপ্যঃ উচুঃ—

মধুপ কিতববন্ধো॥

তত্র হংসদূতঃ—

দুকূলং বিভ্রাণো দলিতহরিতালদ্যুতিহরং
জবাপুষ্পশ্রেণীরুচিরুচিরপাদাম্বুজতলঃ।
তমালশ্যামাঙ্গো দরহসিতলীলাঙ্কিতমুখঃ
পরানন্দাভোগঃ স্ফুরতু হৃদি মে কোঽপি পুরুষঃ॥

তত্র পদম্—

মধুকর [৬৮]মাধবো সোঁ[৬৮] কহিও জায়।
প্রাণ গেয়ে ক্যা কবোহঁ ত্যায় ॥
উড়ি উড়ি ভ্রমর তুমি চলহ´বিদেশ।
হামারি প্রাণনাথে কহিয় সন্দেশ ॥

অথ পন্থিকে যথা তথাহি—

মধুপুরপথিক মুরারেরুপগীয় বল্লভবচনম্ ॥ ইতি

তত্র পদম্—

মধুপুরপান্থ বিনয় করু তায়।
আর কি কহব হাম তোহাঁরি পায় ॥
মাধবে মিনতি জানায়বি মোয়।
সরস গীত কহইএ তোয় ॥
কালি দমন করি ঘুচায়লি তাপ।
পুনরপি কালিন্দি [৬৯]কালিয়[৬৯] শাপ ॥ ইতি

তত্র শ্রীকৃষ্ণসংবাদ অথ চিত্রগীতম্ তত্র পদং কবিরাজঠাকুরস্য-

কাঁচা কাঞ্চন কাঁতি কমলমুখি
কুসুমিত কাননে যোই।
কুঞ্জ কুটিরে কলাবতি কামিনী
কানু কানু করি রোই ॥ ইতি

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ তত্র পদং কবিরাজঠাকুরস্য—

অঙ্গে অনঙ্গজর মরমে বিষম সর
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীঝর
কুচতটে কালিমহারা ॥
মাধব তুহু [৭০]রহলি[৭০] দূরদেশ।
সো [৭১]অব নাগরি বিরহ[৭১] ব্যাধিনি
দশমী দশা পরবেশ ॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণসংবাদ তত্র পদম্—

সজনি কৈছে জীয়ব অব কান।
রাই রহল দূরে হাম মথুরাপুরে
এত [১২]দুখ না সহে[১২] পরাণ॥ ইতি

দোহার বিরহে দোহার না জায় রাত্রি-দিন।
দিনে দিনে দশা [১৩]হয়ে অতি বড় ক্ষীণ[১৩]॥

অথ দশ দশা বর্ণ্যতে—

প্রথম দশা চিন্তা দ্বিতীয়ে উদ্বেগ মন।
তৃতীয় দশার নাম হয়ে জাগরণ॥
জড়িমা ক্ষীণতা মূর্চ্ছা মলিনাঙ্গ হয়।
[১৪]উন্মাদ মোহ মৃত্যু[১৪] দশ দশা কয়॥

তথাহি—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

প্রলাপো দিব্যোন্মাদ নানাগতি হয়।
বিষাদ করুণা মূর্চ্ছা অধৈর্য্য [১৫]করয়[১৫]॥
ভাবোল্লাস নানা স্বপ্ন অঙ্গ বিলক্ষণ।
মহাজনের গীত পদ্যে আছয়ে বর্ণন॥

তত্র পদম্—

আর কি গোকুলচান্দ না করিব কোলে।
হাথের পরশমণি হারাইনু হেলে॥

অথ উদ্বেগ তত্র পদম্—

অনুখন উচাটন করে মোর হিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥

অথ জাগর্য্যা তত্র পদম্—

নিন্দ নাহি[৭৬] আস্তে [৭৬]শয়ন নাহি ভায়[৭৭] ।
বরিখ রজনি ভেল নিশি না পোহায় ॥

অথ জড়িমা—

জড় স্বভাব রাই রহে নিরন্তর ।
কেহো ত পুছিলে তার না করে উত্তর ॥

অথ ক্ষীণতা তত্র পদম্—

মাধব বিরহে মুরছি বরনারি ।
স্মরশরে জরজর কামিনী কাতর
অনিমিখ পন্থ নেহারি ॥
ক্ষীণ কলেবর মলিন [৭৮]অম্বর[৭৮]
অঙ্গুরী [৭৯]বলয়া দিল কামে[৭৯] ।
হা হরি হা হরি দিবস রজনী ধনী
অনুখন জপে তুয়া নামে ॥

অথ মূর্চ্ছা তত্র পদম্—

মাধব ধনিক বিতথা বড় ।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন
এ তোহেঁ কহিলু দঢ় ॥
ক্ষণে চমকই ক্ষণে মুরছই
ক্ষণে সংবাদই তোয় ।
সহচরি মেলি চাহি পাঠায়লি
জতন করিয়া মোয় ॥

অথ মলিনাঙ্গ তত্র পদম্—

মাধব কাজর ধরু কত ভাতি ।
দারুণ বিরহ দহনে তনু দহি দহি
ভৈ গেল কাজর কাঁতি ।

অথ উন্মাদ তত্র পদম্—

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখলু বিয়োগিনী
অবহু পালটি ঘরে জাসি॥
হিমকর হেরি নত করি আনন
রহই করুণা পথ হেরি।
নয়ান কাজর [৮০]লিখই[৮০] বিধুন্তুদ
করইতে তা সঞে বৈরি॥

অথ মোহ তত্র পদম্—

হরি মধুপুর গেল মন্দির কানন ভেল
[৮১]বারি বহয়ে[৮১] নয়ান।
জত কহে গুরুজনে কিছুই না লয় মনে
শ্যামরূপ সদাই ধেয়ান॥

অথ দশমী দশা তত্র পদম্—

দশমি দশা ভেলি দেখি আওলুঁ চলি
কালি রজনি অবসান।
আজু ভেল এতক্ষণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পয়ে জান॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-উক্তি তত্র পদম্—

কৈছে রহল বরনারি।
কি কহব কহই না পারি॥
আওলুঁ সচেতন দেখি।
স্থির বিজুরি সম রেখি॥
তোহে কহল কিছু বাণি।
সখীগণ উলটল পাণি॥
তুহু কাহে না কর সম্ভাষ।
কেবল রহতহিঁ শ্বাস॥

জিবইতে দরশন পাব।
[৮২]সখি কবহু (?) জব আব ॥[৮২]
তইখনে করাল পয়ান।
গোপালদাস আগুয়ান ॥

অথ স্বপ্ন তত্র পদম্—

[৮৩][চারু চন্দন গিরিবর উপরে
আর তাহে মালতিমালা।
এ সখি রহল হাম অবলা ॥][৮৩]

অথ লাক্ষণিক তত্র পদম্ ॥ জ্ঞানদাসঠাকুর—

আজ অবধি দিন ভেল।
কাক নিকটে কহি গেল ॥
সঘনে খসএ নীবিবন্ধ।
বাম নয়ান করু ফন্দ ॥
এ লক্ষণ বিফল না জাব।
মাধব নিজ ঘরে [৮৪]আব[৮৪]

অথ ভাবোল্লাস তত্র পদম্ বিদ্যাপতিঠাকুরস্য—

অঙ্গনে আওব জব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া ॥
সোই আঁচরে জব ধরবে।
জাওব হাম জতন বহু করবে ॥ ইতি

এই মত বিরহে দোঁহে অস্থির হএ।
মহাভাব আদি জত বিকার করএ ॥
কৃষ্ণ আসিব নিশ্চয় তেঞি [৮৫]প্রাণ[৮৫] ধরে।
যে সব শুনিলে ভাব হৃদয় বিদরে ॥
[৮৬][অষ্টনায়িকা বর্ণন করিল।
বিভাবের ভাব উদ্দীপন হৈল ॥][৮৬]

শ্রীচরিতামৃতে—

সখি হে শুন মোর হৃদয় কথন।
মোর দশা শুনে যবে তার দশা হবে তবে
এই লাগি রাখে দোহে প্রাণ॥ ইতি

অষ্ট নায়িকার এই বর্ণনা কহিল।
বিভাবের [৮৭]ভেদ কিছু করিতে হইল[৮৭]॥
রতিপতিচরণযুগলে যার আস।
রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী কহে গোপালদাস॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে নায়িকাবর্ণনং
নাম অষ্টমঃ কোরকঃ সমাপ্তঃ।

অষ্টম কোরক
পাঠান্তর

১ বি-ক—জয় কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আইল ভুবনে কৈল করুণা প্রচার॥
শ্রী—জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
„ অখিল ভুবনে কৈল প্রেম প্রচার॥

২ গৃ-পা—শ্রী। মূ—তার হয়েত। ৩ শ্রী—শাটি। ৪ গৃ—শ্রী, মূ—সঙ্কেত দেশে জাঞা। ৫ শ্রী—কান্তকে কোপ কহে। ৬ শ্রী—দিনে দিনে।

৭ বি-ক, শ্রী—কান্দিয়া। ৮ শ্রী—সজ্জা বিলাস।

৯ শ্রী—বাসকসজ্জায় একান্ত কান্ত করি চিত্তে। ১০ গৃ পা—শ্রী, মূ—পুষ্পা।

১১ পাঠান্তর বি-ক—কবিরাজ, শ্রী—সরকার ঠকুর। ১২ শ্রী—অভিসারিকা।

১৩ শ্রী-র অতিরিক্ত পাঠ। ১৪ বি-ক—কিয়া করো, শ্রী—কি করো।

১৫ গৃ—শ্রী, মূ—ঝুরি। ১৬ গৃ—বি-ক, মূ-পুলকিত হঞা, শ্রী—পুলক ভরে হিয়া।

১৭ শ্রী—ভাব। ১৮ গৃ—শ্রী, মূ-এ পদকর্তার নাম নাই।

১৯ গৃ—শ্রী, মূ—বারিক। ২০ গৃ-পা—শ্রী, মূ—পহিরলুঁ।

২১ শ্রী—সোঙরি সোঙরি। ২২ গৃ—বি-ক, মূল—বর্ষা বড় ঋতুরস।

২৩ শ্রী—হংস সারস গতি চলয়ে কান্তপাস। ২৪ শ্রী—ঝাপি মুখচন্দ্র।

২৫ শ্রী—পুথিতে নাই। ২৬ শ্রী—ভুখিল।

২৭ শ্রী—কি ফল। ২৮ গৃ—শ্রী, মু—না হয়ে। ২৯ শ্রী—সবহুঁ বহু।

৩০ শ্রী—গোমঙ্গলার্চ্চন। ৩১ শ্রী—নানা তন্ত্রে অভিসার। ৩২ শ্রী—করিয়া।

৩৩ শ্রী—ধারে ধোয়ে তনু। ৩৪ শ্রী—অনুমানিয়ে। ৩৫ শ্রী—ধনি।

৩৬ শ্রী—কহয়ে। ৩৭ সম্ভাব্য পাঠ। গৃ-পা—মহাসুর। শ্রী—মধহুর।

৩৮ ঢা—রহুঁ। ৩৯ শ্রী—পীছড় নিশি কাঁজর কান্তি।

৪০ বহু স্থলে গোবিন্দ দাস ভনিতা পাওয়া যায়। ৪১ শ্রী—আজুকার গমনে ক্ষমহ।

৪২ বি-ক—নিবেদলুঁ। ৪৩ বি-ক—আনপে দেবী সমাধান।

৪৪ গৃ-পা—শ্রী, "ঢা"; মু-পা—গোবিন্দদাস। ৪৫ বি-ক—কাঞ্চন।

৪৬ গৃ-পা—বি-ক, শ্রী—

সখি তাকে কহে কিবা তিহ সখীকে কহে।

মু—সখীকে কহেন সখি তাহাকে কহয়।

৪৭ গৃ-পা—বি-ক, শ্রী। মু-পা—শুনিয়া। ৪৮ গৃ-পা—শ্রী, ঢা, মু—কবিরাজ ঠাকুর।

৪৯ গৃ-পা—শ্রী। মু—হিতাহিত বচন না মানলি মোর।

বি-ক—হিত করি না মানিলে বচন।

৫০ শ্রী—গরল। ৫১ শ্রী—করে নায়কের।

৫২ বি-ক—ঘন দিগ নেহারহে সঘন তাকে। ৫৩ শ্রী—উৎকণ্ঠিতা।

৫৪ গৃ-শ্রী, মু—ছোড়ি। ৫৫ গৃ-শ্রী।

মু—কুঞ্জরবরগমনি।

৫৬ বি-ক—বিবভলে। ৫৭ শ্রী—সম্বরী। ৫৮ শ্রী—লুবুধ অবশ রসাল।

৫৯ বি ক—কেন এ না দেশে আইল। ৬০ গৃ-শ্রী, বি-ক। মু—কান্দে। ৬১ শ্রী—বাটে

৬২ বি-ক—অপেক্ষা। ৬৩ বি-ক—ভবনবিরহিণীর দুখ কহা নাহি জায়।

৬৪ শ্রী-র পর অ. পা—

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।

গোবিন্দদাস দুখ দাতা।

৬৫ গৃ পা—বি-ক, শ্রী, মু—হিয়া। ৬৬ বি-ক, শ্রী—কুল।

৬৭ শ্রী—কেহ মথুরা জায়। ৬৮ বি ক—মাধোসে।

৬৯ বি-ক, শ্রী—কালিময়। ৭০ শ্রী—মধুপুর।

৭১ শ্রী—অবলা চিরবিরহ। ৭২ শ্রী—আশ হয়।

৭৩ বি-ক, শ্রী—জেন শশি থীন। ৭৪ শ্রী—উম্মাদ মোহন মৃত্যু এই।

৭৫ বি-ক, শ্রী—কহয়। ৭৬ গৃ শ্রী, মু—আছে

৭৭ গৃ-শ্রী, মু—স্যায়। ৭৮ শ্রী—অন্তর।

৭৯ গৃ-পা—শ্রী। মূল—বলয়া কামে। ৮০ শ্রী—লেই লিখই।

৮১ শ্রী—নির দুর না হয়ে। ৮২ শ্রী—গমন করহ জব আব।

৮৩ শ্রী—দেখিনু স্বপন চারু চন্দন

গিরির উপরে বসি

মালতীর মালা দধির ডালা

মাধব মিলব আসি।

৮৪ বি-ক—আওব। ৮৫ শ্রী—দেহ। ৮৬ বি-ক, শ্রী-র—অতিরিক্ত পাঠ।

৮৭ শ্রী—ভাব উদ্দীপন হইল।

নবম কোরক

বিরহ উদ্দীপন

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
অষ্ট নায়িকার এই কহিল ধরণ।
অপরে কহিয়ে উদ্দীপন বিবরণ॥

অথ উদ্দীপন

তথাহি সাহিত্যদর্পণে—
জাতিক্রিয়াগুণদ্রব্যবাচিনৈকত্রবর্ত্তিনা।
সর্ব্ববাক্যোপকারশ্চেৎ তমাহুর্দ্দীপকং যথা॥ ইতি

উদ্দীপনের সূত্র আগে করিঞাছি নিরূপণ।
স্থূলরূপে এখন করি দিগ্‌দরশন॥
সেই উদ্দীপনভাব দ্বিবিধ যে হয়ে।
সুখোদ্দীপন আর দুঃখোদ্দীপন কহে॥

অথ সুখ উদ্দীপন—

আসন বসন শয্যা নানা অভরণ।
তাম্বূল পুষ্পমাল্য গন্ধ আর যে চন্দন॥
'মধুর' কোকিল হংস বিহঙ্গম সুন্দর।
ভ্রমর নিকর ঝঙ্কার আর মধুস্বর॥
ছত্র চামর পাখা ব্যজনাদি যত।
দেখিতে উদ্দীপন সুখ বাড়ে কত শত॥
চন্দ্র চন্দ্রাতপ আর মন্দির সুন্দর।
তরুবর তরুলতা কুঞ্জ মনোহর॥
তাল মান যন্ত্রতন্ত্র নানাবিধ কলা।
সরোবর সুশীতল প্রফুল্ল কমলা॥

গোবর্দ্ধন কুঞ্জবন কালিন্দীর ছায়ে।
[২]সদ্ম[২] সৌগন্ধ মন্দ অনিল বহয়ে ॥
হিমকর শীত গ্রীষ্মবসন্তাদি ঋতু।
সময় উপযুক্ত কুসুম বিকশিত ॥
মেঘাগম বর্ষাকাল শরত উদ্‌গম।
নদী যে সলীল নির্ম্মল কুঞ্জ মনোরম ॥
বকুল [৩]রঞ্জন আর নারঙ্গ[৩] নারিকেল।
জম্বীর দাড়িম্ব পনসাম্র আর বেল ॥
শ্যাম বরণ দ্রব্য হেরি পাএ সুখ।
শ্যাম শ্যাম বলি কহএ নিজ মুখ ॥
যত কিছু কৃষ্ণের হএ অঙ্গের অভরণ।
চূড়া বা মুরুলী বস্ত্র হএ উদ্দীপন ॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গের ভূষণাদি যত।
সেই সব স্ফূর্তি হয় কত শত শত ॥
এই উদ্দীপন সুখ সংযোগে বাঢ়য়ে।
পরস্পরে রাধাকৃষ্ণের অনুরাগ হএ ॥
বিচ্ছেদ হইলে সেই বিপর্য্যয় দেখি।
দুঃখ উদ্দীপন স্থলে আর কিছু লেখি ॥

অথ দুঃখ উদ্দীপন—

ব্রজ বিরহে কিবা মাথুর বিরহে।
দেখিলে যে সেই সব তাপ বাঢ়য়ে ॥

অথ ব্রজবিরহ উদ্দীপন [তত্র পদম্]—

শীতল চন্দনে নাহি কাজ।
পেল লঞা যমুনার মাঝ ॥
কেকি ডাকয়ে অকারণে।
ডাক জাঞা কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥
ভ্রমর লাগিল মোর বাদে।
বরজ সমান করে নাদে ॥

পরিজঙ্ক শেজ নাহি চাই।
কিশলয় দেহ বিছাই॥
কি কাজ কর্পূর তাম্বূলে।
ফেল লঞা সরোবর জলে॥
এত দুখ শশি কেনে দেয়।
অকারণে প্রাণ কেনে লয়॥
মন্দ পবনে এত জ্বালা।
বিষম হইল চিকণ কালা॥
কুঞ্জ দেখিতে প্রাণ যায়।
কত সহে "অবলা হিয়ায়" ॥
কোকিল ডাকয়ে ঘনে ঘনে।
অহনিশি দহেত মদনে॥
সুনহ পরাণ সহচরি।
কি হইল কহিতে না পারি॥
কি মোর এ নব যৌবন।
প্রাণ যায় মদন দহন॥
আর জ্বালা সহিতে না পারি।
পাপ পরাণ কেনে ধরি॥
যমুনাএ দিয়ে যদি ঝাঁপ।
তভু মোর না যায় সন্তাপ॥ [ইতি]

অথ প্রাদুর্ভাব তথাহি—

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ
আবির্ভবত্যকস্মাদ্ যঃ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গেলে রাই বড়ই কাতর।
বিরহে অন্তরে রাই হএ জরজর॥
কুঞ্জেত ফিরেন রাই করিঞা রোদন।
দশমী দশার সব পাইএ লক্ষণ॥

শ্রীরাধিকার অঙ্গে যখন হয় মহাভাব।
অকস্মাৎ কৃষ্ণ তারে হয় প্রাদুর্ভাব॥
মৃতসঞ্জীবন যেন দোঁহার হৃদয়ে।
নানা সুখ আখিতে বিলাস করয়ে॥
হাস পরিহাস বঞ্চেন সুরতি।
পূর্ব্বে হৈতে কোটিগুণ প্রেমের আরতি॥
পূর্ব্ববত প্রভাতে নিজ মন্দিরে পয়ান।
রতি-চিহ্ন অঙ্গে সখী দেখে বিদ্যমান॥
গোবর্দ্ধন কুঞ্জে আনি হএত মিলন।
ললিতার সঙ্গে এই এই সব কথন॥
পুনরপি প্রকটে দেখিতে না পায়।
বিরহ-সাগরে পুন আকুল হিয়ায়॥

তথাহি হংসদূত—

অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমক্ষং শৃণু হঠা-
দবিশ্রদ্ধা মা ভূরিহ সখি মনোবিভ্রমধিয়া।
বয়স্তস্তে গোবর্দ্ধনবিপিনমাসাদ্য কুতুকা-
দকাণ্ডে যদ্ভূয়ঃ স্মরকলহপাণ্ডিত্যমতনোৎ॥

অথ সমৃদ্ধিমান্—

এই সমৃদ্ধিমান্ দুই বিধ হয়ে।
কুরুক্ষেত্র মিলন আর ব্রজকে আসএ॥

অথ প্রবাসতীর্থে—

সূর্য্য উপরাগে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে আইলা।
রাধা সহ জত গোপী তাহাই মিলিলা॥
রাধিকা সংযোগে হএ মিলন সুরতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাধার নহিলা পিরিতি॥

তথাহি—

তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন যুষ্মাভিঃ সহ দর্শনম্।
কৃত্বা চ রাধয়া সার্দ্ধং ব্রজমাগমিতা পুনঃ॥ ইতি

দুঃখাপয়িত্বা দারাংশ্চ পরং নারায়ণং মতম্ (?)।
সর্ব্বং নিষ্পাদনং কৃত্বা গোলোকং রাধয়া সহ ॥ ইতি

সখীগণে কহে রাধা নিতান্তকরণ।
বৃন্দাবনে উৎকণ্ঠায় হইল স্মরণ ॥

তথাহি—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ ইত্যাদি

অথ ব্রজে পুনরাগমন—

দন্তবক্র বধ করি কৃষ্ণ প্রকটে আইলা।
ঐশ্বর্য্য ভক্তগণে ধন্দ দেখাইলা ॥
ইন্দ্রজাল বাজি যেন করে বাজিকরে।
দ্বারকার সম্পত্য প্রকট কৈল অভ্যন্তরে ॥
প্রকট দেখিল লোক সব হৈল নাশ।
সমুদ্র ভিতরে রহে সংসার আবাস ॥
পরব্যোম আদি মহাবৈকুণ্ঠ যে নাম।
ঊর্দ্ধ অধ ব্যাপিয়া কৃষ্ণের সন্নিধান ॥
অবোধ লোকের তভু প্রতীত কারণ।
রুক্মিণীর মন্দির অদ্যাবধি পায়ে দরশন ॥
সর্ব্বত্র হয়ে কৃষ্ণের প্রকাশ বিলাস।
সর্ব্বস্থানে নিত্যক্রিয়া লীলার প্রকাশ ।

তথাহি উজ্জ্বলে—

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারবত্যাং ক্রমঃ ক্রমাৎ।
পূর্ণঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণাদ্ ইতি স্মৃতিঃ ॥ ইতি

প্রকটে অপ্রকটে সর্ব্বত্র থাকেন।
প্রকটে না দেখিলে বিরহ শাস্ত্রেই লিখন ॥
সিদ্ধান্ত না বুঝি লোক নানা কথা কয়।
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণের এই মাধুর্য্যের সীমা।
প্রেমে স্ফূর্ত্তি নাহি হএ ঐশ্বর্য্য মহিমা ॥

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর যখন জলে নাশ হয়।
কৃষ্ণ স্থান পরিবার সকলি নিত্য রয় ॥
যোগমায়া রক্ষা করেন কেহো নাহি জানে।
অন্যের কা কথা ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥
পৃথিবীর ভিতর যত নিত্য স্থান হয়।
তাথে ভক্তগণ থাকে গোচর কারু নয় ॥
অচ্যুত নামের অর্থে দিহ্ রতি মন।
শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে আছয়ে লিখন ॥

তথাহি ভাগবতামৃতে—

অযুতাখিললোকেন চ্যবতে প্রলয়াপদি ইতি

যুগকাল বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
কৃষ্ণের পরিবার সকল তাতে বসতি ॥
কৃষ্ণ বৃন্দাবন নাহি ছাড়ে এহো কথা হয়ে।
প্রকটে যায়েন কৃষ্ণ অপ্রকটে রহে ॥
পূর্ব্বে ইতিহাসে আছে শ্রীসুদামের শাপ।
শত বৎসর শ্রীরাধিকার বিরহ সন্তাপ ॥
তাহাতে মহাভাব দশমী দশা হয়।
অকস্মাৎ সেইখানে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ পায় ॥
কৃষ্ণের সেবক যদি বিগ্রহ সেবা করে।
শ্রীকৃষ্ণ মন্দির দেয় ভূবন ভিতরে ॥
প্রতিমা ভাঙ্গেন গৃহ ভাঙ্গেন কৃষ্ণ তাহা নাহি ছাড়েন।
সেই নিত্য করি সব পুরাণে বাখানে।

তথাহি পুরাণে—

সোপ্রদোষে (?) প্রতিমাভঙ্গে নাশকর্ম্ম কদাচন ॥ ইতি

যদ্বংশে সম্ভব কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ হয়েন।
নন্দের উপর পুরুষ তেঞি যাদব কহেন ॥
নন্দের বসু নাম করএ পুরাণে।
অতএব বাসুদেব বলি কৃষ্ণকে বাখানে ॥

কৃষ্ণের আবেশ আর কৃষ্ণের বিলাস।
কৃষ্ণ প্রকাশ হয়েন সর্ব্বত্রেই বাস ॥
স্থান ত্যাগ আগমসিদ্ধান্ত দুই রাখা যায়।
রসের সিদ্ধান্তে পারক যেই সেই সুখ পায় ॥

তত্র পদ—

হরি হরি কি হৈল করমে।
সেল জানি রহল মরমে ॥
মনমথ সনে ছিল বাদ।
তেঞি এত কৈলা পরমাদ ॥
এ পাপ মদন দুরন্ত।
আর তাহে দারুণ বসন্ত ॥
দুখ দেই মলয়া সমীর।
কত সহে অবলা শরীর ॥
সখি মোরে কহত উপায়।
আর দুখ সহনে না জায় ॥
ধিক মোর কুলবতী লাজে।
ধিক মোর পরাধীন কাজে ॥
ধিক মোর জাতি অভিমান।
ধিক মোর বহু গুণ গান ॥
মুরলী শল করে ধ্বনি।
বাদ সাধায় হেন জানি ॥
অবশেষ আছএ পরাণ।
এই ফল বুঝিল নিদান ॥
সময়ে সব কিছু হয়ে।
অসময়ে কেহো কারো নয়ে ॥
আজনম যাবে ভাল জানি।
বিপদ সময়ে সব চিনি ॥
বিহঙ্গম করে কল কল।
সব দেহ উথলে আনল ॥

ছটফটি কুসুম শয়নে।
উঠে বৈসে হয়ে অচেতনে॥
কাতর নয়ানে ঘন চায়।
কাহ্নু ফুকরেহি যায়॥
সহচরি ভাবিয়া অন্তরে।
প্রবোধ নাহিক প্রাণ ধরে॥
নানা কথা উদ্দীপন হয়ে।
সহচরি আক্ষেপ করয়ে॥
ব্রজবিরহে দুঃখ পায়।
কন্দর্প এই উদ্দীপন করায়॥
বিরহে সাগরে গোপীগণ।
এত দুঃখ বিচ্ছেদ কারণ॥
পরস্পর দুই জনার হ'য়ে।
সেই জত কৃষ্ণের হৃদয়ে॥ ইতি

শ্রীরাধিকার অভরণ বসন চলন।
সেই রূপ সদা কৃষ্ণের হয়ে উদ্দীপন॥
শ্রীকৃষ্ণের চূড়া বেণু মুরলী অম্বর।
যত কিছু রূপ গুণে স্ফুরে নিরন্তর॥
দুহুকার এত দুখ এ বোল সুনিঞা।
গোপালদাসে মরে মনেত পুড়িঞা॥

অথ মাথুর-বিরহ তত্র পদ—

মঙ্গলগুর্জ্জরী রাগ

আলাঞা কবরী ভার দূরে করে অলঙ্কার
ভূমে পড়ি কান্দে উচ্চস্বরে।
প্রাণনাথ বলি কান্দে ধৈরজ নাহিক বান্ধে
সঘনে কান্দয়ে কলরবে॥
সহচরি আজি কেনে দেখি আন ভাঁতি।
যাহারা দেখিলে মোর আনন্দ পাই অগো
তাহা দেখি জলে কেনে ছাতি॥

সারি সুক পীকগণ কেনে করে উচাটন
দিবসে কেনে অন্ধকার বাসি।
হিয়ার মাঝারে মোর কেমন জানি করে গো
[৬]বন্ধু নাকি হৈলা পরদেসি ॥[৬]

ধেনুবৃন্দ উনমন হাম্বারব অনুক্ষণ
চঞ্চল স্বভাব কেনে দেখি।
বনে যত মৃগিগণ সে কেনে কান্দয়ে গো
ঝুরে কেনে পোসনিয়া পাখি ॥

প্রিয়নর্ম্মসখাগণে নাহি দেখি কাননে
মুরুলী শব্দ নাহি সুনি।
মউরের ঘন নাদ সুনি কেনে পরমাদ
বজর সমান সুনি ধ্বনি ॥

[৭]সেই পক্ষ কলরব[৭] বিপরীত সুনি সব
ডাহুক ডাহুকী ঘন ডাকে।
হংস সারস বাণী শ্রবণের জ্বালা জানি
এত কেনে হইল বিপাকে ॥

শীতল যমুনা জল পুন দেখি গরল
কালিয় আইল হেন বাসি।
যে চান্দ দেখিলে মোর আনন্দ হইথ গো
ই কেনে গরল বরসি ॥

মন্দ মন্দ [৮]পবন[৮] সেহ দহে [৯]অনুক্ষণ[৯]
চন্দন গরল সম লাগে।
বিষম মদন বাণে কি লাগি পরাণে হানে
হৃদয়ে দারুণ সেল জাগে ॥

নীপতরু কুঞ্জবন তাহা দেখি উচাটন
শীতল গরল দুখ জ্বালা।
কোমল শিরিষদল পরশে দহে কলেবর
কুসুমে বিষম শরজালা ॥

বিষম বরিষা কাল সেহ মোরে জঞ্জাল
কত দুঃখ সহিবারে পারি।

দারুণ মদন-শর [10]হিয়া[10] করে জরজর
অবলা কেমনে প্রাণ ধরি ॥
মেঘ দেখি প্রাণ ফাটে পথিকে না দেখি বাটে
অনুক্ষণ উচাটন হিয়া ।
তাহে ত চাতক পাখি ঘন হেরি ঘন ডাকি
উদ্দীপন করে পিয়া পিয়া ।
অভরণ যৌবন হেরি পরাণ ধরিতে নারি
রজনী দিবস নাহি যায় ।
যত ছিল অনুকূল সেহ ভেল প্রতিকূল
নিলজ্জ পরাণ না বাহিরায় ॥
সেই মোর সরোবর সেই কুঞ্জ মনোহর
সেই মোর গোবর্দ্ধনগিরি ।
পিয়ার নিকটে মোর যত সুখ দিত গো
সে কেন হৈল মোর বৈরি ॥
[11]শ্যামের[11] হাতের নীপতরু সেহ এবে ফুল ধরু
তাহা যে দেখিতে প্রাণ ফাটে ।
যে সুখ যেখানে হয়ে দেখি প্রাণ বাহিরায়ে
[12]সাহানবান্ধা যমুনার ঘাটে ॥[12]
এ ঘর দেখিএ শূন্য শূন্য দেখি ত্রিভুবন
নিরন্তর [13]জরজর হিয়া[13] ।
সে খাট পালঙ্ক হেরি ধৈরজ ধরিতে নারি
মন ঝুরে পথিক দেখিঞা ॥
শরত শিশির কাল সেহ মোরে [14]দহে[14] ভাল
দারুণ মদন [15]সনে বাদ[15] ।
তাহে ঋতু বসন্ত সেহো মোরে দুরন্ত
ভ্রমর নিকর পরমাদ ॥
অনিল মলয়া গতি সে হইল বিপরীতি
[16]তাহে দুখ বাঢ়ে[16] নিরন্তর ।
একে সে অবলা জাতি তাহে বাদ কুলবতি
কেমনে হইব স্বতন্তর ॥

শ্যাম তমাল রুখ সেহ দেই মহাদুখ
পিয়ার ভরমে হেরি তায়।
তাহার পরশ লাগি তরুতলে জাঙ সখি
দেখিতে [১৭]আনন্দ[১৭] উঠে গায়॥
সুরঙ্গ রঙ্গন মালা [১৮]বন্ধু[১৮] মোর গলে দিলা
কদম্ব-মঞ্জরী দিল কানে।
নিজ করে মুছিয়া ঘাম তিলক দেল অনুপাম
[১৯]সেই গুণ পাসরি কেমনে॥[১৯]
বান্ধেন কবরী ভার নানা ফুলে গাঁথি হার
বেনীর বণান কত ভাঁতি।
সে হেন পিয়ার গুণ পাঁজরে বিন্ধিল ঘুণ
কেমনে ধরিব দারুণ ছাতি॥
নানা কুঞ্জে নানা বনে দেখিঞা পড়য়ে মনে
সেই কেনে নিরবধি জাগে।
সুরতি আরতি জত বুঝিতে না পারি তত
হিয়ায়ে হিয়ায়ে যেন লাগে॥
সে মধুর আলাপনে সুনি কিএ শ্রবণে
[২০]আর কি হেরব[২০] চান্দমুখ।
সেহ অঙ্গ পরিমল অঙ্গে লাগিব গো
পরশে শীতল হবে বুক॥
আর কি আমার পিয়া [২১]দেশেরে[২১]আসিব গো
আর কি বসিব মোর কোলে।
হিয়া বিদরিয়া মোর [২২]প্রাণ[২২] বাহিরায় গো
আমি থির হব কার বোলে॥
সেই সখা সেই সখী সেই সব পশুপাখী
সেই সব দেখি ভালে ভাল।
এক চান্দ বিহনে কি করিব তারাগণে
কেমনে বঞ্চিব [২৩]নিশিকাল[২৩]॥
এ হেন দারুণ হিয়া কেন বা প্রবোধ দিঞা
নেবারিব কোন [২৪]অভিলাষে[২৪]।

উদ্দীপন বিরহে গোরি চিত্ত ধরিতে নারি
মন ঝুরে রামগোপাল দাসে ॥

ইতি রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে বিরহ-
উদ্দীপনং নাম নবমঃ কোরকঃ।

নবম কোরক

পাঠান্তর

১ বি-ক—মধুস্বর। ২ শ্রী—শেত। ৩ বি-ক—রঞ্জন লবঙ্গ।
৪ শ্রী—কি কাজ মোর। ৫ বি-ক—অবলার হিয়ে।
৬ বি-ক—মাধব যে দিন হইলা পরবাসি। ৭ শ্রী—যত পক্ষরব।
৮ বি-ক, শ্রী—সমীরণ। ৯ বি-ক, শ্রী—অগ্নিসমা।
১০ গৃ-পা—শ্রী, মু—রহি। ১১ বি-ক-শ্রী—প্রভুর।
১২ বি-ক—সে হেন বান্ধা জমুনার ঘাটে। ১৩ বি-ক—বিদরে হিয়া।
১৪ শ্রী—নহে। ১৫ বি-ক—হইল কাল। ১৬ বি-ক—সেই দুখ দেহ।
১৭ শ্রী—অনল। ১৮ বি-ক—প্রভু। ১৯ শ্রী—সেই গুণ পাশরিতে নারি।
২০ বি-ক—নয়নে দেখিনু। ২১ বি-ক—দেশে না। ২২ বি-ক—তনু।
২৩ গৃ—বি-ক, মু—আমি কাল। ২৪ বি-ক—অবিরোধে।

দশম কোরক

বিলাসকদম্ব

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় প্রভুর চরণ।
জয় গদাধর পণ্ডিত প্রেম প্রচারণ ॥
জয় শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি ভুবন পাবন।
কৃপা করি মোরে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
উদ্দীপন আলম্বন আগে করিঞাছি বর্ণন।
বিশেষে কহিয়ে আলম্বন বিবরণ ॥

অথ আলম্বন—

নায়ক নায়িকার হয়ে সংযোগে মিলন।
[১][বিষয় আশ্রয় ভেদ দুই তো কথন ॥][১]
আলম্বনের এই কহিল বিবরণ।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারকায় হয়ে যে কথন ॥
সমর্থা সমঞ্জসা আর হএ সাধারণ।
[২][ক্রমে তারতম্যে হয়ে রতির লক্ষণ।][২]

অথ মধুপুরে—

কুব্জা আদি উভয় সুখের তাৎপর্য্য।
সাধারণ [৩]রতি তেঞি[৩] স্বসুখে অভিবর্য্য ॥

অথ দ্বারকায়—

মহিষীগণ হয়ে কৃষ্ণসুখে সুখী।
যৎকিঞ্চিৎ স্বসুখের এই রীত দেখি ॥
তেঞি সমঞ্জসা কহে মহিষীর গণে।
সমর্থা রতির এথন কহি বিবরণে ॥

অথ সমর্থা— ব্রজে।

নিজ সুখের গন্ধ নাহি কৃষ্ণ সুখে সুখী।
গোপীগণের [৪]রতি তেঞি বিবরিঞা লেখি[৪]

কেবল যে শুদ্ধ প্রেম নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ [৫]হৈলে তার[৫] পরমা আনন্দ ॥

অথ সম্ভোগ—

পূর্ব্বরাগ হইতে বিপ্রলম্ভ করিল বর্ণন।
সংক্ষেপে কহিয়ে সম্ভোগের বিবরণ ॥
যদি কহ [৬]প্রবাস-গমন আগে'যে[৬] কহিলা।
পশ্চাৎ সম্ভোগ কহ কেমন শৃঙ্খলা ॥
সম্ভোগ হইতে হয় অনেক প্রকার।
অতএব পশ্চাৎ কহি এই সে বিচার ॥
পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন সম্ভোগ যে হএ।
প্রবাস হৈতে আইলে মিলন সেহো সম্ভোগ কহে ॥
[৭][নায়ক নায়িকা প্রীত জন্মে যদি নহে সঙ্গ।][৭]
প্রবাস নায়ক যায় দৈবে হয়ে ভঙ্গ ॥
পুনরপি সেই নায়ক দেশেরে আইসে।
সেই পিরিতি উৎকণ্ঠায় [৮]মিলন[৮] তার পাশে ॥
তাহাকে সম্ভোগ কহি সঙ্গ যদি হএ।
সকল সম্ভোগের কথা এককালে কহিএ ॥
কেশি মথন করি কৃষ্ণ মথুরা চলিলা।
উৎকণ্ঠিতা রসগীত গোবিন্দে বর্ণিলা

তথাহি গীতগোবিন্দে—

সখি হে কেশিমথনমুদারম্
রময়া ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ ॥ ইতি

কৃষ্ণের পুনরপি শ্রীবৃন্দাবনে যে গমন।
[৯]সদাই ব্রজে রসলীলা[৯] করে সর্ব্বক্ষণ ॥
অতএব [১০]সম্ভোগের কহিব[১০] বিবরণ।
সম্ভোগের কথা কহি পুন প্রয়োজন ॥
সেই ত সম্ভোগ [১১]অঙ্গ চতুর্বিধ[১১] দেখি।
[১২]রাসকে সম্ভোগ কহি[১২] সংযোগেই লেখি ॥

দর্শন আলিঙ্গন [১৩]অনুকুল[১৩] সেবয়া।
উভয় উল্লাস [১৪]আরোহণ ভাব কান্ত লঞা॥[১৪]

তথাহি উজ্জ্বলে—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকুল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে॥

[১৫]সেই ত সম্ভোগ মুখ্য[১৫] চতুর্বিধ হয়ে।
সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, [১৬]সম্পূর্ণ,[১৬] সমৃদ্ধিমান কহে॥

অথ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ—

দুহু লজ্জা ভয় হয় প্রথম দর্শনে।
নবোঢ়া সহিত হয় যে মত ধরণে॥
সাধ্বসে গদগদ স্বর শরীর কম্পবান।
স্বরভঙ্গ অর্দ্ধ ভাষা কাতর বয়ান॥
[১৭][নায়কের ভয়কম্প প্রথম সঙ্গে হয়।
সপ্তশতী গ্রন্থে উদাহরণ কহয়॥][১৭]
নবোঢ়া নায়ক দেখি বড় ভয় পায়।
সখী সহ যায় সেই পুন বাহুড়ায়॥
ধরাধরি যদি বৈসে লঞা কান্ত পাশে।
চুম্বনে যে মুখ ঝাঁপে কাঁপয়ে তরাসে॥

তত্র পদম্ শ্রীঃ কবিরাজঠাকুরস্য—

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বৈঠে না বৈঠে হরি পরিযঙ্ক॥
হঠপরিরম্ভণে থরথরি কাঁপ।
চুম্বনে বয়ানে পটাঞ্চল ঝাঁপ॥

তথাপি উজ্জ্বলে—

চুম্বনে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেহভূৎ।

অথ রসমঞ্জরী—

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।

জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
কঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ ॥

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের কহিল বিবরণ।
নবোঢ়া বর্ণন মহাজনের গীত আস্বাদন ॥
মানভঙ্গ সাঙ্গ হএ নায়ক নায়িকার।
সুখে দুঃখে আর্ত্তি বড় হএত [18]রসাল[18] ॥
তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণে যেমত সুখ হয়ে।
মুখেত বৈরিষ্ট অন্তরে স্নিগ্ধময়ে ॥ ইতি

অথ সংকীর্ণ সম্ভোগ—

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগের বড় আর্ত্তি দেখি।
বাহ্যে উপরোধ অন্তরে মহাসুখী ॥

তথাহি উজ্জ্বলে—

যত্র সঙ্কীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥

হাথ ঠেলে মুখ মোড়ে নায়ক মিলনে।
সম্ভোগে আর্ত্তি হএ [19]তভু[19] করে নিবারণে ॥
বিদগ্ধ নায়ক [20]কৃষ্ণ[20] বড় সুখ পায়।
আর্ত্তি যেমত মিশায় তেমত হিয়ায় ॥

তত্র পদং কবিরাজস্য—

রতিরণরঙ্গ ভূমি বৃন্দাবন
রণবাজনপিকুরাব।
দুহুক মনোরথ চঢ়ল মদকুঞ্জরে
পরিমলে অলিকুলধাব ॥
দেখ রাধামাধব মেলি।
দুহুক চপল রিতি কিছু নাহি সমুঝিএ
কীএ কলহ কিএ কেলি ॥

অথ সম্পূর্ণ সম্ভোগঃ তথাহি—

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।

প্রবাস হৈতে কান্ত আইলে যেমত আর্ত্তি হয়।
পূর্ব্ব হৈতে অনেক গুণ পীরিতি [21]অতিশয়[21] ॥

তত্র পদং বিদ্যাপতি—

চিরদিন সো [22]হরি[22] ভেল অনুকূল। ইতি
দুহুঁক মুখ হেরইতে দুহুঁ আকুল ॥ ইতি

এই ত সম্পূর্ণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
আগতিক এক আর প্রাদুর্ভাব বিচার ॥

দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ ॥

অথ আগতিক—

দিনে দিনে সম্ভোগ হএ অল্প যে বিচ্ছেদে।
[23]ঝটি পলক্ষণ হয়ে এই পরমাদে ॥[23]
কুঞ্জে হৈতে গোষ্ঠে কভু যান বৃন্দাবনে।
কভু নিজ গৃহে রহে কভু অশোকবনে ॥
কভু কোন উপরোধ বিলম্বে মিলন।
এই আর্ত্তিতে কহি আগতিক বিবরণ ॥
এই রাস বিচ্ছেদে মান বিরহ জন্ময়ে।
[24][তাহার পর মিলন সে আগতিক হএ ॥][24]
গোপী সকলের প্রেম বুঝিবার কারণ।
অন্তর্দ্ধান হঞা কৃষ্ণ রহে [25]অন্য বন[25] ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ক্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥

[26]কৃষ্ণের[26] বিচ্ছেদে গোপীর উন্মাদ যে হয়ে।
নানা ভাব নানা চেষ্টা উদয় করয়ে ॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গে দেখেন মহাভাবের রীত।
[27][শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ তারে হ'ন আকস্মিত[27] ॥]
সব গোপি সঙ্গে [28]এই[28] করেন সমতা।
পুন শ্রীরাধিকার ভাবে হয়েন বামতা ॥

রাধা অন্বেষণে করি করেন মিলন।
এই ত সংযোগে হয় আগতিক কারণ॥

অথ প্রাদুর্ভাবঃ উজ্জ্বলে—

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাদ্ যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে॥

কৃষ্ণ মথুরা গেলে[ন] রাই বড়ই কাতর।
বিরহ অন্তরে ধনি [29]হয়ে[29] জর জর॥
কৃষ্ণভাবে ব্যথিত রাই রহে রাত্রিদিনে।
অভিসাররূপ কুঞ্জে করেন গমনে॥
শ্রীরাধিকার অঙ্গে হয় [30]মহাভাবের রীত[30]।
শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ তাঁরে হয় আকস্মিত॥
অকস্মাৎ কৃষ্ণ তারে হয়েন গোচর।
মৃতসঞ্জীবন যেন দোঁহার অন্তর॥
[31][পিরীতি পরম রীত এই মত হএ।
রস আস্বাদন হেতু এই ত বুঝিএ॥][31]
বড় আর্ত্তি পিরীতি সম্ভোগ নানা রীতি।
হাস পরিহাসে বঞ্চে রজনী স্মরতি॥
পূর্ব্ববত [32]প্রভাতে[32] নিজ মন্দিরে গমন।
পূর্ব্ববত সখীকে কহেন বিবরণ॥
পুনঃ যে প্রকট হই যেন অগোচর।
স্বপ্নবত গোপীগণ মানেন অন্তর॥
এই সব কথা রাধা কহে ললিতাকে।
ললিতা কহেন বাক্য হংসদূতে লেখে॥

তথাহি হংসদূতে—

অয়ি স্বপ্নো দূরে বিরমতু সমক্ষং শৃণু হঠা-
দবিশ্রব্ধা মা ভূরিহ সখি মনোবিভ্রমধিয়া।
বয়স্যস্তে গোবর্দ্ধনবিপিনমাসাদ্য কুতুকা-
দকাণ্ডে যদ্ ভূয়ঃ স্মরকলহপাণ্ডিত্যমতনোৎ॥

গোবর্দ্ধন কুঞ্জে রাইর হয়েত মিলনে।
দিনে দিনে এই মত কেলি নিধুবনে॥
ক্ষেণেকে বিচ্ছেদ [৩৩]হয়[৩৩] যুগ শতলাখ।
প্রকটে না দেখিলে হয় বড়ই বিপাক॥

তথাহি ভাগবতে—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ক্রুটী যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

অথ সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ : তথাহি উজ্জ্বলে—

দুর্ল্লভালোকয়োর্‌নোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

এই ত সমৃদ্ধিমান দুই [৩৪]বিধ[৩৪] হয়ে।
প্রভাস তীর্থে মিলন আর ব্রজেকে আসয়ে॥

অথ প্রভাস তীর্থে মিলন—

প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণ উপরাগে আইলা।
সখী সহ শ্রীরাধিকা তাহাঞি মিলিলা॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন যুষ্মাভিঃ সহ দর্শনম্।
কৃত্বা চ রাধয়া সার্দ্ধং ব্রজমাগমিতা পুনঃ॥ ইতি

[৩৫][কৃষ্ণ সহিত সঙ্গ হৈলে হএ সেই রীতি।][৩৫]
ঐশ্বর্য্য দেখিঞা তার নহিল পিরিতি॥
সখীগণে কহে রাধা নিজ অন্তঃকরণ।
[৩৬]বৃন্দাবনের উৎকণ্ঠায়[৩৬] হৈল স্মরণ॥

তথাহি—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ। ইতি

অথ ব্রজে পুনরাগমন—

[৩৭][ভাগবতসন্দর্ভতে বিরহ তিনমাস।
পদ্মপুরাণে লিখন শত বৎসর প্রবাস॥][৩৭]

[৩৮][দন্তবক্র বধ করি আইলা এই শাস্ত্ররীতি।
অনুভব অন্য শাস্ত্রে আছএ খেয়াতি ॥][৩৮]
[৩৯]ইহাতে[৩৯] অধিক আর শাস্ত্রের প্রমাণ।
[৪০][শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে আনি কহি সমৃদ্ধিমান ॥][৪০]

তথাহি পদ্মপুরাণে—

রথেন মথুরাং গত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
স্পষ্টং পদ্মপুরাণেঽস্য কৃষ্ণস্যোক্তা ব্রজাগতিঃ ॥

প্রকটে [৪১]আইলা[৪১] কৃষ্ণ সভার গোচর।
[৪২]পূর্ব্ববত সেই বাণি ক্রীড়ায়[৪২] তৎপর ॥
গোপগোপী সখাসখী যত তরুলতা।
[৪৩]সভে তৃপ্ত হৈলা আসি দর্শনে[৪৩] ব্যগ্রতা ॥
শ্রীরাধিকার সঙ্গে ক্রীড়া নানাবিধ হয়।
অহনিশি ক্রীড়া লোকাপেক্ষা নাহি লয় ॥

তত্র পদং গোবিন্দচক্রবর্ত্তীঠাকুরস্য—

উল্লসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণি।
[৪৪]সুভগ[৪৪] সূচক জত নিজ অঙ্গে বেকত
[৪৫]অতএ নিশ্চয় করি মানি ॥[৪৫]

তত্র পদং শ্রীজ্ঞানদাসঠাকুরস্য—

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা ॥
সঘনে খসএ নীবীবন্ধ।
বাম নয়ন করু স্পন্দ ॥
এ লক্ষণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ ঘরে আওব ॥

তত্র বিদ্যাপতি—

আজু হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে [৪৬]বাজয়ে[৪৬] জয়তুর ॥

তত্র সিংহ ভূপতি—

শ্যাম সুন্দর সুগড় শেখর [৪৭]আজু কোলে[৪৭] মোর মিলব রে।
আপন অন্তর বড়ই হরিষ সখি নিশ্চয় কহিল তোরে॥ ইতি

কৃষ্ণের আগমন না করিহ সন্দেহ।
[৪৮]এই বাক্য কহে সভে শাস্ত্র[৪৮] সিদ্ধান্তেহ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ [পদ] ইহাতে প্রমাণ।
উৎকণ্ঠা রসের অর্থ সুন সাবধান॥
কেশি মথন করি কৃষ্ণ মথুরা চলিলা।
তব কেমত রাধা উৎকণ্ঠা হইলা॥

শ্রীগীতগোবিন্দে—

সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্॥

সমৃদ্ধিমানে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আইলা।
শ্রীগীতগোবিন্দে এই রস যে বর্ণিলা॥

অথ রসোল্লাস [তত্র পদম্]—

শ্যাম বন্ধুয়া মিলন হইব চিরদিনে।
নবজলধর বরিখএ হরিষ পড়এ মনে॥
রতিপতি-চরণকমল করি সার।
গোপালদাস কহে গতি নাহি আর॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে বিলাসকদম্বঃ নাম দশমঃ কোরকঃ।

দশম কোরক

পাঠান্তর

১ ঢা—পুঁথিতে নাই।

২ ঢা—ক্রমে ক্রমে করি দিগদরশন।
মধুপুরে জেই রতি শুনহ লক্ষণ॥

৩ ঢা—তেঞি, তেঞি সব।

৪ শ্রী—তেঞি বিশেষিয়া লেখি।

৫ ঢা—হইতে জানে। শ্রী—হৈলে জানে। ৬ ঢা—প্রবাস গমনে জে।

৭ ঢা—নায়ক নায়িকার প্রীত জন্মে জদি দিসে সঙ্গ। ৮ ঢা—মিলয়ে।

৯ শ্রী—সঙ্গে সঙ্গে ব্রজে লীলা। ১০ শ্রী—সকল সম্ভোগ কহি।

১১ ঢা—চতুর্ব্বিধা।

১২ ঢা—বাসক-সম্ভোগ।

বি-ক—সম্ভোগ অর্থ গুন বিচারিঞা দেখি।

১৩ ঢা—দিনামানুকূলান। ১৪ শ্রী—আরোহিয়া ভাবকান্ত লঞা।

১৫ ঢা—সেই মোক্ষ সম্ভোগ। ১৬ ঢা—সম্পন্ন। ১৭ শ্রী—অতিরিক্ত পাঠ।

১৮ ঢা—মিশাল। ১৯ ঢা—ভোগ। ২০ গৃ—ঢা, মৃ—দেখি।

২১ গৃ—বি-কি; শ্রী, মৃ—আসয়। ২২ শ্রী, বি-ক ও ঢা—বিহি।

২৩ বি-ক—ঘটি পল এই পরমাদে। ঢা—ঘটি ক্ষণ পল এই পরমাদে।

২৪ ঢা—তাহার পর মিলন সেই আগতিক গুয়ে। ২৫ ঢা—আস্তরণ।

২৬ ঢা—কৃষ্ণ। ২৭ ঢা—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হয়েন আকস্মিত। ২৮ ঢা—প্রীত।

২৯ বি-ক—পোড়ে। ৩০ শ্রী—মহাভাব রীত। ৩১ শ্রী—নাই।

৩২ শ্রী—স্বভাবে। ৩৩ শ্রী—হয়ে। ৩৪ শ্রী ও ঢা—প্রকার।

৩৫ শ্রী—কৃষ্ণ সহ সঙ্গ হৈলে এহ রিত। ৩৬ শ্রী ও ঢা—বৃন্দাবনে বড় উৎকণ্ঠা।

৩৭ শ্রী ও ঢা—এই দুই পংক্তি নাই।

৩৮ ঢা ও শ্রী—দন্তবক্র বধ করি ত্রৈমাসিক রীতি।

এই সব অনুভব শাস্ত্রে পেয়াতি।

৩৯ শ্রী, বি-ক—ইহাকে। ৪০ ঢা, শ্রী, বি-ক—শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে আইলা সম্ভ্রমান।

৪১ শ্রী—আইলেন। ৪২ শ্রী—পূর্ব্ব সেই সব ক্রিয়া। ঢা—পূর্ব্ববৎ সেই সব ক্রিয়া।

৪৩ ঢা—সভে তৃপ্তি হইলা দর্শন। ৪৪ ঢা—শুভ।

৪৫ ঢা—অতএ নিচয়ে পরমাণি। ৪৬ শ্রী—এ লোব। ৪৭ ঢা—কোরে।

৪৮ শ্রী—এই ত কহেন সভে শাস্ত্রে।

ঢা—এই কহেন সভে শাস্ত্রে।

একাদশ কোরক

প্রকাশকদম্ব

জয় জয় [১]শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য[১] অবতার।
আমা হেন [২]দীন লোকের[২] করহ নিস্তার॥
উপরোধে বণি [৩]ভাই[৩] উপাধি না দেখিবে।
যে [৪]কহি[৪] নিবেদন নিশ্চয় জানিবে॥

অথ গৌণ সম্ভোগ—

এই গৌণ সম্ভোগের করি নিবেদন।
জাগ্রত মুখ্য স্বপ্ন গৌণ যে ধরণ॥
সেই গৌণ রস আর চতুর্বিধা কহে।
সংক্ষিপ্ত গৌণ আর সঙ্কীর্ণ গৌণ [৫]হয়ে[৫]॥
সমৃদ্ধমান্ গৌণ আর সম্পূর্ণ বুঝিবে ধরণ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু কথোপকথন॥
[৬] কৃষ্ণভাবে ভাবিত রাই করেন শয়ন।
স্বপ্নে সম্ভোগ হয় অনেক ধরণ [৬]॥
জাগ্রতে নাহি দেখি সেই সব সুখ।
[৭]নিদ্রা যে ভাঙ্গিলে তার[৭] হয় মহাদুঃখ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—

স্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোঽস্য হরেগৌণ ইতীর্য্যতে।
স্বপ্নো দ্বিধাত্র সামান্যবিশেষত্বেন কীর্ত্তিতঃ॥

[৮]সর্ব্বাধিক[৮] রাসলীলা নানামত কহে।
সর্ব্ব মিশ্র করি বর্ণি এই সে উচিত হয়ে॥
প্রথম হৈতে রাসের কহিয়ে ধরণ।
রাস যে সম্ভোগ নাম একুই বচন॥

তত্রাদৌ দর্শন—

জল্পন স্পর্শন আর বর্ত্ম রোধন।
বৃন্দাবনে সমূহ রাস জলক্রীড়ারণ॥

ফাগুদোল ফুলদোল হিন্দোলা শৃঙ্খলা।
জলক্রীড়া অর্কপূজা [৯]আর পাশা খেলা[৯] ॥
কুঞ্জে ভ্রমণ আর [১০]সংকেত[১০] নর্ত্তন।
শয়ন [১১]হএত নিদ্রা[১১] গান প্রয়োজন ॥
কপট-শয়ন দ্যূৎক্রীড়া আর শয্যোত্থান।
অহর্নিশি সব লীলা না হয় বাখান ॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা অনন্ত শৃঙ্খলা।
সংক্ষেপে কহিএ এই দুই চারি লীলা ॥

অথ দর্শন—

দোঁহে দোঁহা দুরান্তরি হএত দর্শন।
সেই সব লীলা হয় রাস প্রয়োজন ॥

তত্র পদং বিদ্যাপতি—

বিদগদ নাগরি সুনাগর কান।
দূরেহি রভসই পুরল পাচ বাণ ॥
[১২][কান রহল মুখে কমল লাগাই।
লাজে কমলমুখি মুখ পালটাই ॥
নখ দেই কানু গেড়ুয়া বিদারি।
ধনি কুচে চাপি কহলি সিতকারি ॥][১২]

অথ জল্পন—

[১৩]বাক্যের দুয়ারে করে[১৩] গাঢ় পরিহাস।
[১৪]সহজ বাক্যে কহে কথা না বাসএ লাজ ॥[১৪]
বাচিক স্বয়ংদৌত্য আগে করিয়াছি বর্ণন।
এখন বাচিক কহি লীলা প্রয়োজন ॥
[১৫][গূঢ় পরিহাস নানাবিধ হয়ে।
কার্পণ্য পঞ্জিকায় বর্ণনা আছয়ে ॥][১৫]

অথ পরিহাস তত্র পদম্ ঠাকুরবংশী—

[১৬][রাই তোরে কে দিল অলকে তিলক
সুরঙ্গ সিন্দুর ফোটা।

কেবা বাদ্ধিতে তোরে শিখাইল এমন
এমন লোটন ঝোটা ॥

উত্তর—

শ্যাম তোমার চূড়াএ ভুবন ভুলন
আমরা বেশ নাহি জানি।
আপনি সুন্দর কাল না হইলে পরে
না বোলে উপহাস বাণী ॥ ইতি

তত্র পদম্—

রাধা মাধব বৃন্দাবন মাঝ।
দুহু পরিহাস দূরে রহু লাজ ॥
কানু বিচারল মনমথ তন্ত্র।
ধনি পসারল সুরতিরস জন্ত্র ॥
একগুণ কানু শতগুণ রাই।
সহচরি হাস রস অবগাই ॥
উত্তর প্রতি পুন উত্তর দেল।
কি কহব মাধব নিশবদ ভেল ॥
সঙ্গিনী রঙ্গে সব জয় জয় ভাষ।
দূরে রহল তহি গোপালদাস ॥ [১৬]

অথ চামালি কৃষ্ণপ্রিয়ানাম্ তত্র পদম্ শ্রীগোবিন্দ আচার্য্যঠাকুর-

ঘন ঘন বরিখে বিজুরি [১৭]ঝলপে[১৭] ।
তাহা দেখি প্রাণ মোর থরহরি কাঁপে ॥
ছোড় ছোড় অঞ্চল নিলজ মুরারি।
[১৮]লাজ নাহি তোর আস্থে হাম পরনারি[১৮] ॥
[২২][তোড়লি কাঁচলি [১৯]ছিঁড়লি[১৯] হার।
[২০]নখরে[২০] বিদারলি পয়োধর-ভার ॥
তা সঞে চামালি করহ বনআরি।
[২১]তুহু চঞ্চল বড়[২১] সো তৈছে নারি ॥][২২]

[৭][মুক্তাক্রয়—

কৃষ্ণ কহেন মুক্তা তবে আমি দিয়ে।
ললিতা জদি পুরস্কৃত্য আপুনি করয়ে॥
মুক্তাচরিত্রে অনেক বচন চাতুরি।
উত্তর প্রত্যুত্তর ঢামালি মাধুরি॥
হোলিতে ঢামালি কহেন সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে কহেন গাগরি উঠাইতে॥][২৩]

[২৪][অথ মুক্তাচরিত্রে—

কৃষ্ণ কহেন চন্দ্রমুখী বুঝি অভিপ্রায়।
মুক্তার মূল্যে কাঞ্চনলতাকে দিতে চায়॥
যগুপি সর্ব্বাঙ্গে আছে কাঞ্চন অক্ষয়।
বক্ষস্থলে সম্পুট দুই হয় রত্নময়॥ ইতি

হোলি খেলাতে ঢামালি কথন বহু হয়।
নানাবিধ সংলাপ বর্ণনা অতিশয়॥
বিরলে যগুপি এক সখীর লাগ পায়।
চুম্বন আলিঙ্গন করি বস্ত্র যে খসায়॥
একা কৃষ্ণ সে যদি দেখেন সহচরী।
বিবস্ত্র করিঞা নাচায় দিয়া করতালি॥
মনোৎসবে গালি দেন কহি নানা মত।
অরসিকে উপহাস রসিকে বিদিত॥

তথাহি অমরে—

প্রবন্ধ-কল্পনা-কথা। প্রবহ্লিকা-প্রহেলিকাঃ][২]

তত্র প্রাচীন—

তিন চরণ পর চরণে চলি জায়।
জীব জন্তু নয় আহার জল খায়॥
এ রাধে, এ বড় ধন্দ।
মুণ্ড কাটিলে আহার করে স্কন্ধ॥

উত্তর—

লোহার মুদ্গর সুতার কায়।
পর মারিতে পরের কান্ধে জায়॥
হে কৃষ্ণ, এ বড় ধন্দ।
দ্বার দিয়া ঘর পালায় গৃহস্ত পড়িল বন্ধ॥

[২৫][চারি ফুল ধরে ফল ধরে চারি।
চারি বিহগ ধরে কহ বরনারি॥
চারি ত্রিপদ সেই ধরে বহু রঙ্গে।
চারি চতুষ্পাদ আছএ তার অঙ্গে॥
সুন সুন সুন্দরি প্রোহেলি প্রবন্ধ।
বোলবি মোহে তুমি অকৈতব ছন্দ।
জদি নাহি বোলবি রহবি মঝু পাশ।
গোপালদাস কহে অবধি ছয় মাস॥][২৫]

অথ স্পর্শন—

মহারাস বৃন্দাবনে [২৬]নানামত হয়[২৬]।
যত গোপী তত কৃষ্ণ প্রকাশ বিষয়॥

তথাহি—

প্রকাশস্থ ন ভেদেন গণ্যতে স হি ন পৃথক্। ইতি

[২৭]বাহু মধ্যে[২৭] স্কন্ধে স্কন্ধে বাহু মধ্যে দেখি।
তাসাং মধ্যে দ্বয়ো দ্বয়োঃ ভাগবতে লেখি॥

তথাহি—

মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতং যথা। ইতি

শ্রীভাগবতে—

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
স প্রিয়ানামভূচ্ছব্দস্তুমূলো রাসমণ্ডলে॥ ইতি

[২৮][অঙ্গনা দুই মধ্যে মাধব দুই দেখি।
মাধব মাধব মধ্যে অঙ্গনা দুই পেখি॥

তার মধ্যে মুখে বেণু রাধার সহিতে ।
এক মূর্ত্তি সর্ব্বত্রে ভাষে প্রেমে সভার সহিতে ॥
সভার সহিত রাসলীলা সভে সুখ ভুঞ্জে ।
যত গোপী তত কৃষ্ণ লতা আদি কুঞ্জে ॥
দ্বারকায় মহিষী পুরের যেন রীত ।
নারদ দেখিয়া যেন হইল বিস্মিত ॥][২৮]

চিত্রং বতৈতদেকেন মনসাং যুগপৎ পৃথক্ ইত্যাদি ।
দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণ প্রত্যক্ষং প্রতিমন্দিরম্ ।

এইমতে বৃন্দাবনে রাসের প্রকাশে ।
একমূর্ত্তি সর্ব্বত্রে সর্ব্বলোকে ভাষে ॥

[কৃষ্ণকর্ণামৃতে]—

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরে চাঙ্গনা ।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংযুগো বেণুনা দেবকীনন্দনঃ ॥

তথাহি রসতন্ত্রে—

প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে ॥

অথ গান—

বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ করেন গায়ন ।
[২৯]নানাবিধ রাগ করে[২৯] পঞ্চম আলাপন ॥
[৩০]শ্রীরাধিকা বেণু বাজান[৩০] অতি সুমাধুরী ।
কভু এক তালি দিঞা ভিন্ন শ্রুতি ধরি ॥

তত্র পদং মহাজনস্য—

একটী মুরলী-রন্ধ্রে দুইজন বাজায় ।
কানু শ্রুতি ধরে রাই পহু-গুণ গায় ॥

তথাহি—

রাধামোহনবংশিকাং মোহতি মোহিতাচ্যুতাম্ । ইতি

[৩১][পারাবত গুমরে যেন কণ্ঠে মধুস্বর ।
গৌরসেন গান্ধর্ব্ব যে গান মনোহর ॥

দেশবিদেশী ভাষা রাগ তাল মান।
সপ্তস্বর জিনি মন্ত্র ঘোর যে সুতান ॥]৩১
গৌরী কল্যাণ আর মঙ্গল গুজ্জরী।
ভূপালী ধানশ্রী কেদার বরাড়ি ॥
৩২[নানামতে রাগ আলাপে দুইজন।
উভয় করেন দুই রসের আস্বাদন ॥
সপ্তস্বর তাল মান ক্রিয়া মান যতি।
লঘু গুরু কলাবিধ স্বর সঙ্গ গতি ॥]৩২ ইতি

আদৌ রাগশ্চালপেৎ পত্নী চ তস্যান্তরম্।

অথ ধ্যান—

নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রপদ্মঃ
শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে
মালাধরো মালবরাগরাজঃ ॥

অথ রাগিণী তন্ত্রীমুখাদ্দক্ষিণগুর্জ্জরীয়ম্—

নানাপ্রকার প্রবন্ধ যে রসের গায়ন।
নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজে প্রয়োজন ॥

তথাহি অমর—

মৃদঙ্গমরুজাভেদাদঙ্কালিঙ্গোর্দ্ধকাস্ত্রিয়ঃ ইত্যাদি

মৃদঙ্গ মরুজা বীণা বল্লকী ঝঝঝরী।
পিনাক খমক ডম্ফ কাংস্য যে খঞ্জরি ॥
রবাব পাখাজ মঞ্জীর করতাল।
মধুর মাদল শব্দ পরম রসাল ॥
তাল মান কলা রূপক গঞ্জন।
অষ্ট তালি ধরণ দ্রুত প্রবন্ধ কথন ॥
দাক্ষিণাত্য হংসনীল গজনীল প্রবন্ধ।
শ্রীরাধিকার সঙ্গে নাচয়ে গোবিন্দ ॥

শ্রীরাধা নাচন্তি আর দেব নাচন্তি।
নানা জাতি যন্ত্র সঙ্গে থোঙ্ক থোঙ্ক বাজন্তি॥
দিগ্‌দরশন লাগি কহিল দুই চারি।
অলাৎচক্র ন্যায় যেন ফিরেন ঘুরি ঘুরি॥
ভ্রূকুটি করিঞা কৃষ্ণ করয়ে নাচন।
হংস ময়ূর গতি কুঞ্জর গমন॥
তাণ্ডব নটন নাট্য নানাবিধ হয়।
অঙ্গ-ভঙ্গী চালন কত কর-কিশলয়॥
কভু রাধা কৃষ্ণ নৃত্য করেন এককালে।
কভু রাই নৃত্য করেন সহচরী মেলে॥
কভু বাহু জোড়াজুড়ি লইয়া ব্রজনারী।
গ্রন্থ বাহুল্য হেতু বিস্তার না করি॥

অথ নর্ত্তন—

নৃত্যকে হল্লীশ কহি সমূহ যদি হয়ে।
শ্রীগোস্বামীর গীতাবলীতে বর্ণনা আছয়ে॥

তথাহি—

হল্লীশনৃত্যমণ্ডনাং চলযদ্রাধাঞ্চলকুণ্ডলাম্। ইতি

প্রবোধিনী রাত্রিতে নৃত্য করেন রাধিকা।
চন্দ্রকান্তি চন্দ্রের প্রকাশ নৃত্যের অধিকা॥
যে নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণ হৈলা উল্লাস।
ঐশ্বর্য্য স্ফূর্তি নহে যোগমায়ার প্রকাশ॥

তথাহি—

প্রবোধিনী-নিশানৃত্য-মাহাত্ম্যভবদর্শনঃ।

তত্র পদম্—

রাগ কেদার।

দেখ সখি বৃন্দা বিপিনে বিনোদ।
রাইক সঙ্গে রঙ্গে কত নাচই
মলয়া সমীরে আমোদ॥ ইতি

কাহ্নু রাই নৃত্য করেন সহচরী সঙ্গে।
কভু কৃষ্ণ নৃত্য করেন নানাবিধ রঙ্গে॥
কভু রাধা কভু কৃষ্ণ নৃত্য করেন একুকালে।
নানামত যন্ত্র বাদ্য নানামত তালে॥
গঞ্জন রূপক আড়টি অষ্টতালি।
ধরণ জোতি দশকোশী বিষম সমতালি॥
নানা কলাগুরু পরম সরসা।
রাই কাহ্নু নৃত্য দেখি সখীরা অবশা॥

কুঞ্জে ভ্রম—

এক কুঞ্জ হৈতে দোহে আর কুঞ্জে যান।
কানন শোভা সকল কৃষ্ণ দেখান নির্ম্মাণ॥

অথ গোপালবিজয়ে—

হোর দেখ রাধা পক্ক ডাড়িম্ব-বর।
জিনিতে চাহেন কিবা তোমার পয়োধর॥
ফুল জিনিতে চাহে তোমার অধর।
বীজে দশন পাতি জিনিবে সকল॥

অথ রূপোল্লাস—

সাক্ষাত বর্ণন কিবা সখীকে যে কহে।
রূপ-উল্লাস এই দুই মত হয়ে॥
নায়ক বর্ণনা করে সেই রূপোল্লাস।
সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতা হয় স্বকীয় উল্লাস॥

তত্র পদম্ (উভয় বর্ণনা)—

সখীমাহ— মাধব নয়ানে বয়ানে চাহ।
পূর্ণ শশধর ৩৩ সেই নাম নিল৩৩॥
উপমা দিতে নাহি কাহ॥

তত্রাপি চ পদম্—

নায়কমাহ— রামা অধিক চন্দ্রিমা ভেল।
কতেক জতনে কত অদভুত
বিধি আনি ৩৪তুঝে৩৪ দেল॥

সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা—

ত্রিভুবনে যদি তুলনা না থাকে।
তবে কি [৩৫]উপমা[৩৫] মোর দেয় ধীর লোকে ॥
কোটি চান্দ মোর নখ হেরি কান্দে।
বদন তুলনা মোর দেও পূর্ণচান্দে ॥
কোটি কমল মোর চরণ প্রকাশ।
[৩৬]নয়ন তুলনা কমলহিঁ[৩৬] উঠে হাস ॥

তত্র পদং মহাজনস্য—

বিজন বনে বনে ভ্রময়ে দুহু।
দোহার কান্ধে শোহে দোঁহার বাহু ॥
রূপে নয়ান ভুলে।
কনকলতিকা রাই তমালের কোলে ॥

তত্র পদং নরোত্তমঠাকুরস্য—

রাইর দক্ষিণকর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কেহো কেহো চামর ঢুলায় ॥

অথ বিপরীত্য [তত্র পদম্]—

[৩৭][উদশল কুন্তল ভারা।
গলে দোলে মোতিম হারা ॥
মূরতি শৃঙ্গার লখিমি অবতারা।
যমুনা জলে যেন দুধকি ধারা ॥
দারুণ মদন বিকারা।
কামিনী করত পুরুখ ব্যবহারা ॥
কিঙ্কিণী রণরণি মাঝে।
জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাঝে ॥
রসিক শিরোমণি কান।
কহে কবিরঞ্জন ভান ॥][৩৭]

অথ রসালস শ্রীকবিরাজঠাকুরস্য—

হোর দেখ অপরূপ ছান্দে।
ঘুমের আলসে রহি সুতি রহল গো
কানু নেহারি মুখচান্দে ॥

অন্যত্র—

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর।
শশিমুখি হেরি হেরি হাসি করু কোর ॥ ইতি

[৩৮]রাসের যে স্থান হয়ে[৩৮] নানা মনোহর।
কভু বৃন্দাবনে কভু কুঞ্জের ভিতর ॥
কভু নিকুঞ্জবনে কভু গোবর্দ্ধনে।
[৩৯]নাগেশ্বর কাননে কভু চম্পকের বনে ॥[৩৯]
সংকেত বিপিনে কভু মাধবি মন্দিরে।
[৪০]রত্নমন্দিরে কভু মণিকুট্টিম ভিতরে ॥[৪০]
নন্দীশ্বরে মিলন হয়ে কভু যে জাবটে।
[৪১]কদম্বখণ্ডিতে কভু[৪১] মানসগঙ্গাতটে ॥
রাধিকা মন্দিরে কভু কভু নিজালয়ে।
কভু রঙ্গমহলে কভু রত্নবেদিচয়ে ॥
তাম্বূল গন্ধমাল্য চন্দন সুশীতল।
ভক্ষদ্রব্য নানা উপহার যে সকল ॥
সুন্দর পালঙ্কে শয়ন কভু লতাচয়ে।
সহচরি মেলি সব ব্যজন করয়ে ॥

অথ কপটনিদ্রা—

কপট নিদ্রার ছল করি কভু রহে নিরুদ্যমে।
কখন সহজ সুখে দোঁহে রহে ঘুমে ॥

অথ শয্যোত্থান—

[৪২]শেষ রাত্রি হৈল শীঘ্র জাগান দোহারে।[৪২]
[৪৩]সভে মেলি লজ্জাতে[৪৩] যান নিজ ঘরে ॥

তথাহি কর্ণামৃতে—

কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্রমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।
পুনঃ প্রকৃতচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতম্॥ ইতি

তত্র পদম্ শিবানন্দ আচার্য্যস্য—

কুঞ্জসেঁ নিকসএে বাহু জোরি অগোরি।
কিয়ে লাবণিবণি জোরি কিশোরি॥
রজনী-জনিত রতিরঙ্গভরে
অঙ্গ কি অলস ভাতি।
আধ আধ দিঠে দুঁহু মুখ নিরখই
লাজহু মিলন পিরিতি॥
মুকুলিত কুন্তলে কুসুম-দাম দোলে
লোলে অলকাবলি শোভা।
লহুলহু হাসি বিলাস ললিত মুখ
দোহে দোহা মানস লোভা॥
নিজ নিজ মন্দিরে চলইতে পুন পুন
দুহু মুখ-চন্দ্র নেহারি।
অন্তরে উছলল প্রেমপয়োনিধি
লোচনে পুরল বারি॥
গদ গদ কণ্ঠে কহই না পারিএ
রহই না পারই সঙ্গ।
সবহি সহচরী সহই না পারই
দুহুঁ দুলহ রস সঙ্গ॥

৪১[দিবস মধ্যাহ্নে রাস সম্ভোগ পরিচার।
নানা রসক্রীড়া কতেক প্রকার॥
প্রেম রাত্রিতে সেই মধ্যাহ্নে দিবসে।
কোন রস কিছু করেন বিশেষে॥]৫৪

শ্রীরতিপতি-চরণ-যুগল করি সার।
গোপালদাসের গতি নাহি আর॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীগ্রন্থে প্রকাশকদম্বঃ
নাম একাদশঃ কোরকঃ সমাপ্তঃ

একাদশ কোরক

পাঠান্তর

১ ঢা—চৈতন্য। ২ ঢা—লোকের প্রভু। ৩ ঢা-শ্রী—গৃ, মু—এই
৪ ঢা—জে কহি। ৫ ঢা—কহি। ৬ এই দুই পংক্তি ঢা'র অতিরিক্ত।
৭ ঢা—নিদ্রা ভাঙ্গি তাহার। ৮ সর্ব্বাদি—ঢা। ৯ ঢা—দেবতা আর।
১০ ঢা—করেন। ১১ ঢা ও শ্রী—নিদ্রা অলস।
১২ এই অতিরিক্ত অংশ ঢা পুথির। ১৩ ঢা—জল্পনা বাচিক।
১৪ ঢা—ঢামালি মুক্তাক্রয় নিগূঢ় নির্য্যাস। ১৫ অতিরিক্ত অংশ ঢা পুথির।
১৬ ঢা-পু-তে এ অংশ নাই। ১৭ বি-ক, ঢা—চমকে।
১৮ বি-ক—লাজ নাহিক তোর হাম পরনারি। ১৯ শ্রী—ছিগুলি
২০ ঢা—নখে। ২১ ঢা-তেজৌ যৈছে চঞ্চল। ২২ এ অংশ বি-ক তে নাই।
২৩ এ অংশ মূ-পু-তে নাই, ঢা হইতে গৃ, ঢা ব্যতীত শ্রী ও বি-ক পু-তে আছে।
২৪ এ অংশ মূল পুথি ভিন্ন কোন পু-তে নাই। ২৫ এ অংশ কোন পু-তে নাই।
২৬ গৃ—শ্রী, ঢা ও বি-ক'র, মূ—সমূহ জবে হয়।
২৭ শ্রী ও ঢা—বাহু বাড়। ২৮ শ্রী হইতে সংগৃহীত।
২৯ ঢা—নানা প্রকারে রাগ। ৩০ ঢা-বি—রাধিকার বীণাবাদ্য।
৩১ ঢা, বি-ক তে নাই। ৩২ ইহা বি-ক হইতে সংগৃহীত।
৩৩ গৃ-ঢা, মূ—কিয়ে হয়ে এহ। ৩৪ শ্রী—তোহে। ৩৫ ঢা—উপায়।
৩৬ শ্রী—নয়নে কমল তুলনা।
৩৭ গৃ—বি-ক, মূ-পু-তে ইহা বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে।
৩৮ শ্রী-ঢা—সেই ত রাসের স্থান। ৩৯ বি-ক—নাগরকেশর কভু চম্পক বনে
৪০ শ্রী—কভু রঙ্গমহলে কভু রত্নের মন্দিরে। ৪১ শ্রী—কভু কদম্বখণ্ডে কভু।
৪২ বি-ক—সে রাত্রিতে সখি জাগাল দোঁহারে।
শ্রী—শেষ রাত্রিতে সখি জাগরণে দোহারে।
৪৩ শ্রী, বি-ক—সভয় লজ্জায়। ৪৪ ইহা বি-ক হইতে সংগৃহীত।

দ্বাদশ কোরক

[১][জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আচণ্ডাল আদি সভার করিল নিস্তার ॥][১]
সভার উপায় আছে প্রভু তোমার করুণায়।
মো হেন অপরাধীর নাহিক উপায় ॥
ব্যাধের আচার মোর [২]আহারে বক কাক[২]।
ঘৃষ্ট কুকুর সম [৩]সংসারের পাক[৩] ॥
আমিহ হইএ গর্দ্দভ যোষিত গর্দ্দভী।
অজিতেন্দ্রিয় মূঢ় হঙ মহাপাপী ॥
ভূত[৪] ভবিষ্যৎ[৪] আদি যত পাপ আছে।
[৫]এ সকল আসিঞা অল্প হয় আমার কাছে ॥[৫]
অসার গুণিঞা প্রভু লইলুঁ স্মরণ।
আপন গুণে যে কর মোর নাহিক ভজন ॥
একমাত্র হয়ে ভাগ্য জন্ম বৈদ্যবংশে।
দুই চারি বৈষ্ণব পূর্ব্বপুরুষে প্রশংসে ॥
বৈদ্যখণ্ডে গ্রামে মাধব সেন নাম।
সমাজ করিল বৈদ্য অতি অনুপাম ॥
তার বংশাবলী হয়ে অনেক বিস্তার।
কবি পণ্ডিত নাম আর বৈষ্ণব আপার ॥
যশরাজ খান দামোদর মহাকবি।
কবিরঞ্জন আদি সভে রাজ সেবি ॥
চিরঞ্জীব সুলোচন মহাভাগবত।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে [৬]আছয়ে[৬] বিদিত ॥
চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয় ॥
রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীত করিলা।
দুই জনার মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা ॥
মহানন্দকে কহিল বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
সেবাধর্ম্ম করি তুমি করহ সাধন ॥

চক্রপাণিকে [৭]শ্রদ্ধা করি কহিল বৈষ্ণব[৭]।
[৮]পুত্রপৌত্রাদিতে তোমার অনেক বৈভব ॥[৮]
তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুই [ভাই] খণ্ডকে আইলা।
[৯]সরকার ঠাকুর অতি[৯] পিরিতি করিলা ॥
বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা দিলেন করিতে।
সেই দুই ভ্রাতার সেবা ঘোষয়ে জগতে ॥
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করে পরম আনন্দ ॥
তাহার তনয় চৌধুরী গঙ্গারাম।
তার জ্যেষ্ঠপুত্র হ'ন শ্যামরায় নাম ॥
তাঁর [১০]পুত্রের নাম হএন[১০] মদন রায়।
রাধাকৃষ্ণলীলা কথা সদাই হিয়ায় ॥
গোবিন্দলীলামৃত ভাষা আর কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছেন তেহোঁ বৈষ্ণব পদধূলি ॥
তাহার কনিষ্ঠ হইয়ে রামগোপাল নাম।
কুলাঙ্গার কুশীল বিষয় তৃষ্ণাকাম ॥
পূর্ব্বে করিঞাছি সকল নিবেদন।
দৈন্য নহে মোর এই সাহজিক বচন ॥

অথ মধ্যাহ্নলীলা—

দিবস মধ্যাহ্নে রাস সম্ভোগ বিচার।
নানা রসলীলা হয় কতেক প্রকার ॥
যেমত রাত্রিতে হয়ে সেই মত দিবসে।
[১১][কালোচিত রাস কিছু করেন বিশেষে ॥][১১]

অথ দানলীলা—

[১২][ছদ্ম ঘট্ট করিয়া দান নানাবিধ মাগে।
পরস্পর বাক্য কহে দোঁহে অনুরাগে ॥][১২]
বাসুদেব যজ্ঞ করেন মানস গঙ্গা পার।
কংসের বিনাস হেতু করেন বিভিচার ॥

ভাণ্ডরি মুনি যজ্ঞ করেন করিঞা কৌশল।
যে নারী ঘৃতাদি আনে তার সৌভাগ্য সকল॥
সখী সঙ্গে যান রাই স্বর্ণঘট শিরে।
[১৩]'দান দেহ' বলি কৃষ্ণ নিবারণ করে॥[১৩]

তথাহি দানকেলিকৌমুদী—

ছদ্মঘট্টতটারুদ্ধরাধিকারোধনঙ্কৃ॥ ইতি

দানকেলিকৌমুদীতে দানের পরিপাটী।
উত্তর প্রত্যুত্তর হয়ে দানলীলা ঘাটী॥

অথ বর্ত্মরোধন—

সূর্য্য পূজা ছলে রাই পথে চলি যায়।
ঔদ্ধত্য [১৪]দেখিয়া[১৪] কৃষ্ণ হাথ দেয় গায়॥

তথাহি গীতাবলী—

চঞ্চল! মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগম্।
করবাণ্যধুনা ভাস্করযাগম্॥

অথ নৌকালীলা—

মানসসরোবর হএ যমুনার পার।
মহারম্য স্থান [১৫]তথা[১৫] কেলির বিস্তার॥
নৌকায়ে চড়াঞা লঞা যায় গোপীগণ।
আপনে কাণ্ডারি [১৬]হঞা[১৬] করেন ক্ষেপণ॥
কখন ফিরয়ে তরী কখন জলে উঠে।
ব্যগ্র হঞা জল সবে সিঁচে করপুটে॥
সভার অঙ্গের বস্ত্র লঞা ভাঙ্গা নায়ে দেয়।
তথাপি স্থির নহে প্রাণভয় অতিশয়॥
ক্ষেণে চুম্বন কাহাকে ক্ষেণে আলিঙ্গন।
নানাপ্রকার কথা কহি চাহেন রমণ॥

তথাহি রাধাপ্রেমামৃতে—

যমুনানাবিকগোপীপারাবারকৃতোদ্যমা। ইতি তত্র

তথাহি—

আতরলাঘবহেতোর্মুহুরহুর তরিং তবাবলম্বে।
অপণং পণমিহ কুরুষে নাবিকপুরুষে ন বিশ্বাসঃ॥ কস্যচিৎ।

জলকেলি—

সহচরী সঙ্গে কৃষ্ণ করে জলকেলি।
ক্ষেণে ডুবে ক্ষেণে উঠে জল পেলাপেলি॥

তথাহি গীতাবলী—

রাধা সখি! জলকেলিষু নিপুণা।
খেলতি নিজকুণ্ডে মধুরিপুণা॥ ইতি

অথ বংশীহরণ—

বংশী রাখিঞা কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে।
কোন গোপী বংশী চুরি করে অবসরে॥
বংশী না পাইঞা কৃষ্ণ হয়েন ফাঁফর।
বংশী পরিবাদ দেন রাধিকা উপর॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে—

খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
সব্যাজং হ্রিয়তে বংশী সতী রাধা তু দূষ্যতে॥

মহাজনস্য—

ভাল হৈল্য বাঁশি আর বাঁশি গেল চুরি।
আনন্দে মগন ভেল গোকুল রমণী।

অথ মধুপান—

রাধাকুণ্ডের ঐশান্যে আদি অষ্টকুঞ্জ হয়।
মধ্যাহ্নলীলার স্থান সেই অতিশয়॥
মধুমতী মধু লঞা দেন চাসকে।
মধুপান লীলা সভে করে একে একে॥

অথ পুষ্পতোড়ন—

অর্কপূজা লাগি পুষ্প তোলেন গোপীগণ।
কৃষ্ণ আসি বাক্যছলে করে নেবারণ॥

অথ স্মরযজ্ঞ—

[18][কুন্দবল্লী কহেন বচন চাতুরী।
সস্ত্রীক নহিলে নহ পূজার অধিকারী ॥[17]
গ্রন্থিবন্ধন করেন রাধার নিজাঙ্গ পূজন।
কভু পূজক কভু ব্রাহ্মণ এই মত ধরণ ॥][18]

অথ অর্কপূজা—

অর্ক পূজা করে সভে বিশ্বরূপ হঞা।
নানা পরিহাস করে রভস করিঞা ॥

অথ দেবতা আরাধন—

[19][গোমঙ্গল আদি দেবী করেন পূজন।
নিকুঞ্জ বিদ্যারূপ কৃষ্ণ ধরেন তখন ॥
বিদগ্ধমাধবে লীলা সুন্দর বর্ণনা।
রাত্রি মধ্যে এই লীলা করেন সূচনা ॥][19]

অথ হিন্দোলা—

দিবসের মধ্যে হএ হিন্দোল ঝুলনা।
গোবিন্দলীলামৃতে হয়ে রহস্য বর্ণনা ॥
নিজ কুঞ্জের অষ্টদিগে কুঞ্জ মনোহর।
ললিতাদির অষ্ট সখীর কুঞ্জ পরম সুন্দর ॥
[20][অষ্ট কুঞ্জে অষ্ট বর্ণ নানা শোভা হয়।
শ্বেত রক্ত পীত নীল শ্যাম অতিশয় ॥
কুঞ্জের কহিয়ে এই মত মাধুরী।
কুঞ্জের আভা ধরেন সুন্দরী ॥
চারি স্তম্ভ গাঁথা রত্ন-সিংহাসন।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ ঝুলেন লইয়া সিংহাসন ॥][20]

হিন্দোলা মহাজনস্য—

পহিলহি ঋতু পাহুখ আরম্ভ
বৃখভানু মাগয়ে খর ॥ ইতি

হিন্দোলা মাঝাই ঝুলত গোকুলচন্দ্র
[21]চৌখদ্বার[21] রতন মনোহর
রতন জড়িত পালঙ্ক ॥ ইতি

অথ পাশা খেলা—

চুম্বন পণ করেন কণ্ঠের মণিহার।
বংশীর পণ করি [22]করে খেলার ব্যবহার[22] ॥

তথাহি শ্লোক—

চুম্বনবেণুগ্রহধৃতমগ্নী রাধা ধৃতাকুলা। (?) ইতি

তত্র পদম্ শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী—

বৃন্দাবনে রাধামাধব কেলি বিলাস।
[23][দুহুঁ শুভ অভিসারি খেলে পাশা সারি সারি
কৌতুকে হাস পরিহাস।][23]

অথ ফাগু খেলা

তত্র পদম্—

ফাগুয়া খেলত নাগর কান।
রসবতি যুবতি হেরি বয়ান ॥
[24][ললিতা বিশাখা সঙ্গে রাধা চন্দ্রাবলী।
আনন্দে করে কেলি মঙ্গল হোলি ॥
ফাগু ফুলেল আবির দেহ ডারি।
চৌদিকে গোপীগণ বোলে বলি হরি ॥][24]

তত্র গীতাবলী[25]—

বিহরতি সহ রাধিকয়া রঙ্গী।
মধুমধুরে বৃন্দাবনরোধসি হরিরিহ হর্ষতরঙ্গী ॥
বিকিরতি যন্ত্রেরিতমঘবৈরিণি রাধা কুঙ্কুমপঙ্কম্।
দয়িতাময়মপি সিঞ্চতি মৃগমদরসরাশিভিরবিশঙ্কম্ ॥

অথ রসোদ্গার—

পূর্ব্বরাগ হৈতে যত [26]ক্রমে[26] রস হয়।
তাহার উদ্গার করিলে রসোদ্গার কয় ॥

[২৭][তেঁহো সব রস কথা কহেন সখীকে।
তেহো সব প্রবোধ কথা কহেন তাহাকে॥
তেহো সখীকে সব কহেন মরম।
প্রবোধ বচনে সখী করে নেবারণ॥
অতএব রসোদ্গার দ্বিবিধ কহিএ।
এই মত রসোদ্গার রসপুষ্টি হয়ে॥][২৭]

অথ সখীবাক্যম্

তত্র পদম্—

এ সখি শ্যামসিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি হিয়া কনক কঠোর॥

অথ সখীপ্রতিবচনম্—

এ সখি কি না সে কান্থুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতিত যেন দরিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিয়া থাকয়ে চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসুর রাত্রিদিনে থাকে সঙ্গে॥ ইতি

অথ স্বয়ং বাক্য—

তত্র পদম্—

বুকে বুকে মুখে লাগিয়া থাকয়ে
তভু মোরে সদাই হারায়।
বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
মরম কহিলু মো পুনি ঠেকিলু
সে জনা পিরিতি ফাঁদে।
পিরিতি করিয়া ভাবে সে রহিলুঁ
ভালে সে পরাণ কান্দে॥
হার নহে পিয়া গলায়ে পরয়ে
চন্দন নহো মাখে গায়।

পাইয়া রতন জতনে বান্ধিতে
রাখিতে সোয়াস্ত না পায় ॥
সাজাঞা কাছাঞা মুখানি মোছাঞা
আদরে বৈসাঞা কোলে।
দীপ লঞা হাতে চাহিতে চাহিতে
তিতিল নয়ান জলে ॥
মুখানি মোছাঞা সিন্দূর বনাঞা
আল্‌বাঞা বান্ধয়ে কেশ।
কৃষ্ণদাস কহে এসব ভাবিতে
পাঁজর হৈল শেষ ॥ ইতি

আত্মপরিচয়

নাহি পড়ি গ্রন্থ না জানি কোন শাস্ত্র।
শ্রীরতিপতি প্রভু মোর এই ভরসা হয় [২৮]মাত্র ॥[২৮]
পরম দয়াল প্রভু করুণা প্রচুর।
অদোষ-দর্শিত প্রভু আমার ঠাকুর ॥
শেষকালে প্রভু মোরে করুণা করিলা।
[২৯]পঞ্চতত্ত্ব বিবরিঞা সকল কহিলা ॥[২৯]
রাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বললীলা-মাধুর্য্য অতিশয়।
রাগনিষ্ঠা প্রেম সেবা [৩০]আশ্রয় বিষয় ॥[৩০]
এই সব কথা প্রভু কহিল অল্লাক্ষরে।
আমার যে মন্দ মেধা নহিল অন্তরে ॥
সংকীর্ত্তন করি প্রভু গেলা আতোহাটে।
মহাপ্রভুর সান্নিধ্য গঙ্গাদেবীর নিকটে ॥
বৃন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য [৩১]আর গদাধর চরণ ॥[৩১]
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী দিবসে।
অপ্রকট হৈলা প্রভু লোকে এই ঘোষে ॥

আমি সে প্রকটরূপ দেখি নিরন্তর।
[৩২]অতি সুবলিত দেহ গমন মন্থর ॥[৩২]
সদা স্ফূর্ত্তি হয়ে যেন সেই কলেবর।
জন্মে জন্মে হই যেন তাহার কিঙ্কর ॥
[৩৩]অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন।[৩৩]
মাতা চন্দ্রাবলী দাসী করিল পালন ॥
মাতামহ গৌরাঙ্গদাস মহাবংশ হয়।
প্রমাতামহ মধুসূদনদাস বৈষ্ণব [৩৪]আশ্রয় ॥[৩৪]
কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে তেহোঁ করেন বাজন।
যাতে নৃত্য করেন প্রভু শ্রীরঘুনন্দন ॥
খণ্ডের সম্প্রদা বলি নীলাচলে কহেন।
চৈতন্যচরিতামৃতে আছয়ে বিবরণ ॥
এই সব কথায় মোর উপধি না লইবা।
[৩৫]যাহার কথা কহি তেহোঁ বৈষ্ণব জানিবা ॥[৩৫]
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ-অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥
সপ্ত মাস [৩৬]অবলম্বন[৩৬] কার্ত্তিকে সংপূর্ণ।
[৩৭]বুধবার দীপযাত্রা হইল পরসন্ন ॥[৩৭]
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন আরতি।
পুস্তক হইলে কৈল্যাঙ দণ্ডবত নতি ॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে।
শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি দর্শন পাইলা সেই দণ্ডে ॥
আচার্য্যের প্রিয় রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।
গঙ্গা পার বসতি গ্রাম নাম ফরিদপুর ॥
[৩৮][প্রণাম করিয়ে আমি তাহার চরণে।
মোরে শিখাইতে তেহোঁ করিলেন কথনে ॥][৩৮]
সেই ক্রমে ভাষা কৈল না নিবে দোষ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা খেলা কথাদি সন্তোষ ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা ব্রজে ত্রিবিধ প্রকার।
বাল্যপৌগণ্ডলীলা কৈশোর যে আর ॥

এই তিন লীলায়ে ভাব হয় চারিমত ।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর গোপীমত ॥
রাগানুগা গোপীভাবের পরম কারণ ।
অন্যের যে নাই এই শ্রবণ দর্শন ॥
পরম প্রিয় সখ্য হয় আর সুহৃদাদিগণ ।
ভাবে যে বুঝিল সেহো করে আস্বাদন ॥
সম্প্রদাই বিনা জেবা দরশন করে ।
অপরাধ হয় তার কৃষ্ণবৈষ্ণবের ঘরে ॥
অবৈষ্ণব হঞা যদি করে দরশন ।
নির্ব্বংশ যায় পুন নরকে গমন ॥
অপ্রাকৃত রস যে প্রাকৃত করি জানে ।
তাহে হেন নারকি আর নাহি ত্রিভুবনে ॥
[৩৯] [কত দিনে নিজাভীষ্ট হইবে প্রবল ।
হৃদয় আনন্দ হবে জনম সফল ॥] [৩৯]

অথ নিজাভীষ্ট—

কত দিনে হবে মোর বৃন্দাবনে বাস ।
কত দিনে পুরিব মোর ভাব অভিলাষ ॥
কত দিনে রাধাকৃষ্ণচরণ সেবা পাব ।
কত দিনে দুহু রূপ নয়ানে হেরিব ॥
[৪০] ললিতাদি সখী দেখি হব পরস্পর । [৪০]
[৪১] [রসের কথা শ্রবণে যে করিব নিরন্তর ॥
চামর ব্যজন আর ভৃঙ্গার করি করে ।
রতিশ্রান্ত দেখিব দোঁহার কলেবরে ॥
সহচরীগণ মোরে আজ্ঞা করিব ।
হার মালাভরণ সকল জোগাব ॥
এ হেন অধম জনে ঐ হেন কৃপা হবে ।
পঙ্গু হঞা যেন গিরি যে লঙ্ঘিবে ॥
বামন হইঞা চান্দ ধরিতে সাধ করে ।
অপরাধী হঞা মনে কত সাধ করে ॥

অন্ন লোক হঞা জেন চাহে রাখ্য তারে।
পাপী হঞা চাহে জেন সুখ ভুঞ্জিবারে॥
নামলীলাগুণ কভু না করে স্মরণ।
গোপালদাস আশা করে রাধাকৃষ্ণের চরণ॥

গ্রন্থের সূচী

প্রথম কোরকে কৈল মঙ্গল আচরণ।
দ্বিতীয় কোরকে কহিল [৭২]নায়ক লক্ষণ[৭৩]॥
তৃতীয় কোরকে কৈল নায়িকা পরিবার।
চতুর্থ কোরকে কহিল ভাবের বিচার॥
পঞ্চম কোরকে কৈল নায়িকা বর্ণন।
ষষ্ঠ কোরকে বিপ্রলম্ভ দীগ্ দরশন॥
সপ্তমে কহিল [৭৪]ভাব অনুরাগ[৭৫]।
অষ্টমে কহিল অষ্ট নায়িকা বিভাগ॥
নবমে কহিল [৭৬]বিরহভাব উদ্দীপন।[৭৭]
দশমে কহিল সম্ভোগ বিবরণ॥
একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল।
দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল॥
নিজাভীষ্ট রূপ সব করি নিবেদন।
কৃষ্ণের অসংখ্য লীলা না হয় বর্ণন॥
[৭৮]ভাষাএ কবিতা ক্রম চিত্তে হয়ে ক্ষোভ।
প্রবন্ধ করিঞা বোলোঁ এই সভে লোভ॥
দোষ নাহি দিবে মোরে না দেখিয়া আগ্য অন্ত।
অনুভাব করিলে সব রসের পাই অন্ত॥
রতিপতিচরণ-যুগলে যার আশ।
রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী কহে গোপালদাস॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী নাম গ্রন্থে দ্বাদশঃ কোরকঃ সমাপ্তঃ

অসংখ্য কোরক দাম বাসন্তিক ভূপ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাহে হএ অতি রূপ॥
দ্বাদশ কোরক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে।
[১]সম্বরণ না হয় প্রাণে ক্ষোভ হয় চিত্তে॥[১]
মোর মনে নিরন্তর এই অভিলাস।
অহর্নিশি লীলা গানে করিয়ে নির্য্যাস॥
যতেক বৈষ্ণব আছয়ে খিতিতলে।
ভূত ভবিষ্যৎ কিবা বর্ত্তমান কালে॥
তাঁ সভারে করি কোটি কোটি নমস্কারে।
তাঁ সভার চরণে অপরাধ নহে এ আমার॥
সভার উচ্ছিষ্ট মুঞি হুই তুঁ কুকুর।
আমি ত অধম জীব তাঁহারা ঠাকুর॥
না পঢ়িয়া কবি পাণ্ডিত্য হএ যেই জন।
রাধাকৃষ্ণের হএ সেই কৃপার ভাজন॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ [২]তার হএ সর্ব্বক্ষণ[২]।
এই রসকল্পবল্লী কৈল সমাপন॥

ইতি শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী নাম
গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ

দ্বাদশ কোরক
পাঠান্তর

১ বি-ক—জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা অবতরি।
করুণা করিয়া প্রেম ভুবন বিস্তারি॥
২ শ্রী—গৃহীত পাঠ, মু—আহারের কাজ
৩ গৃহীত পাঠ শ্রী ও ঢা'র, মু—সংসার বিপাক   ৪ গৃ-শ্রী, মু—অধিষ্ঠিত
৫ শ্রী—সকল গণিতে অল্প হয় মোর কাছে।   ৬ শ্রী, ঢা—এ সব
৭ শ্রী—কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
৮ ইহা শ্রী ও ঢা'র পাঠ, মু—পুত্র পৌত্রাদিকে আদি হএন বৈভব।
৯ ঢা—শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক।   ১০ শ্রী—জৈষ্ঠা পুত্র চতুদ্ধরি।
১১ ইহা—শ্রী'র পাঠ, মু—কখন জে কিছু রস করেন বিশেষে।

১২ ইহা—বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ। ১৩ শ্রী—দান বলিয়া কৃষ্ণ নিবারণ করে।

১৪ শ্রী, ঢা—করিয়া ১৫ ইহা—শ্রী-র পাঠ, মূ—হঞা

১৬ শ্রী, ঢা, বি-ক—নৌকা

১৭ ইহার পর বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ :—

আইসহ জদি জয় দিয় বৃন্দাবন পুরে।
আমার ঘরের চান্দলপির বিবাহ—কালিয়া সোনাবরে॥
শঙ্খমৃদঙ্গ বাজে আর বাজে কাঁসি।
ললিতা লৈঞা
এ ধান্য দুর্বা দিল রাধিকার মাথে।
অমূল্য রতন দিল প্রাণনাথের হাথে॥
গ্রন্থিবন্ধন কভু রাধার নিজাঙ্গ পূজন।
বিশ্বরূপ হৈঞা হয়েন পুরোহিত ব্রাহ্মণ॥
গোবিন্দলীলামৃতে বর্ণনা আছয়ে।
দিগ্‌দর্শন মাত্র লীলা জে লিখিয়ে॥

১৮ ইহা ঢা হইতে সংগৃহীত হইল—এই অংশটীর মূল পাঠ কিছু দুর্বোধ্য।

১৯ ইহা—ঢা'র পাঠ, মূল পু-র পাঠ :—

গোপাঙ্গনাদিক দেখি করেন পূজন।
কভু নিকুঞ্জ বিহ্ন কৃষ্ণ হয়েন ধরণ॥
বিদগ্ধ-মাধবে লীলা সুন্দর বর্ণনা।
রাত্রি মধ্যে এই লীলা করেন সূচনা॥

২০ ইহা—বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ। ২১ ইহা—বি-ক'র পাঠ, মূ—চৌপাশা

২২ বি-ক—খেলা করেন বিস্তার, ঢা—বিহার

২৩ ইহা ঢা'র পাঠ; মূ—কৌতুকে পাশা খেলেন হাস পরিহাস।

২৪ ইহা—বি-ক'র অতিরিক্ত পাঠ। ২৫ মূ—গোবিন্দলীলামৃত

২৬ ঢা—ইহা পাই।

২৭ ঢা—তিঁহো সখিকে কহেন কিবা সখী তাহাকে কহে।
অতএব রসোদ্গার দ্বিবিধ প্রকার কহিয়ে॥

আত্মপরিচয়

২৮ বি-ক—একান্ত ২৯ বি-ক—পঞ্চ দিবস কহিল বিবরিঞা।
ঢা—পঞ্চ তত্ত্বাদি রস কহিলা বিবরিঞা।

৩০ বি-ক—মাধুর্য্য অতিশয় ৩১ বি-ক—কহেন গদগদ বচন

ঢা—কণ্ঠে গদগদ বচন

৩২ বি-ক—জন্মে জন্মে দুই ভাইয়ের কিঙ্করের কিঙ্কর।

৩৩ বি-ক, ও ঢা'র পাঠ, মু—সুকোমল দেহ হয়ে অতি অধ্যয়ন।

৩৪ ঢা—আশয় ৩৫ বি-ক—হরি কথা কহি তিঁহো বৈষ্ণব জানিবা।

৩৬ ঢা—আরম্ভ। ৩৭ বি-ক—বুধমুক্ত কুহু তিথি দীপ জাত্রা প্রত্যাসন্ন

৩৮ ঢা—তেঁহো এক সেবকের শিক্ষার কারণ।

আমারে শিক্ষাইতে করিলা কথন॥

৩৯ ঢা—এই দুই পংক্তি ঢা-তে নাই।

৪০ বি ক—ললিতাদি জত সখী চৌদিগে রহিব।

৪১ বি-ক—পরস্পর রসের কথা শ্রবণে শুনিব॥ ৪২ ঢা—নায়কের বর্ণন

৪৩ বি-ক—ভক্তি অনুরাগ ৪৪ বি-ক—সম্ভোগ বিবরণ।

ঢা—বিরহ ও উদ্দীপন।

৪৫ বি-ক—ভাবা করি ক্রমে অন্তরে হয়ে ক্ষোভ।

১ ঢা—ক্ষোভ না হয় আকস্মাৎ চিত্তে।

২ ঢা—হৃদে আলোচা সর্ব্বক্ষণ।

——

শ্রীরামগোপালদাস-বিরচিত

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার

শ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

জয় জয় গুরুদেব ঈশ্বর অবতার।
যাহা হইতে সেবকের হএত নিস্তার॥
শ্রীগুরুচরণপদ্মে করিয়া হৃদয়।
চৈতন্যতত্ত্ব সংক্ষেপে কহিব অতিশয়॥
শুন শুন আরে ভাই করি নিবেদন।
কলিযুগে হেন লীলা অকথ্য কথন॥
সাঙ্গোপাঙ্গ পারিষদ চৈতন্য অবতার।
নিগম আগম বুঝিতে বেদবিধি সার॥
কেবল ভকতে জানে নিগূঢ় বেহার।
বিশ্বাস করিয়া শুন গ্রন্থতত্ত্বসার॥
চৈতন্য পঞ্চতত্ত্ব ভকত অবতার।
শ্রীকৃষ্ণরসলীলা যাহাতে বিস্তার॥
সর্ব্ব অবতার সার চৈতন্যগোসাঞি।
অংশ কলা আদি সর্ব্বে আসিয়া মিসাই॥

শ্লোক

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

আগে অবতার পিতামাতা গুরুজন আর।
সর্ব্বে আসি আগে কৃষ্ণে (?) বলে অবতার॥
আদি গুরু প্রথমে আপনি নারায়ণ।
ব্রহ্মাকে শিষ্য করি কৈল ভাগবত কথন॥
তবে নারদ গোসাঞি হৈলা তার শিষ্য।
তাহা হইতে কত হৈলা শিষ্য পরশিষ্য॥

বেদব্যাস নারদে উপাসনা কৈলা।
শুকসুত হইতে কত শাখা হইলা ॥
ব্যাস গোসাঞির শিষ্য হৈলা মাধ্বা আচার্য্য।
তাহার শিষ্য পদ্মনাভ হএন মহাচার্য্য ॥
তাহার শিষ্য নরহরি নাম দ্বিজবর।
তাহার শিষ্য মাধব দ্বিজ নাম ধর ॥
অক্ষোভ তাহার শিষ্য হয় জয়তীর্থ।
তাহার শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু অতি বড় কীর্ত্ত ॥
তাহার শিষ্য মহানিধি বিদ্যানিধি তার।
রাজপুত্র তাহার শিষ্য জয়ধর্ম্ম [নাম] যাহার
এহি প্রণালীতে বিষ্ণু আশ্রয়ে সন্ন্যাস।
বৃন্দাবন চিন্তামণি ভক্তিতে প্রকাশ ॥
ভাগবত-সমুদ্র হইতে করিলু উদ্ধার।
ভক্তগণ রত্নাবলি পরাইল হার ॥
জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্য পুরুষোত্তম চারি।
ব্যাসতীর্থ তার শিষ্য বড় অধিকারি ॥
শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তাহার শিষ্য হয়।
পুরী উপাধি তার অনেক শিষ্য হয় ॥
তাহার শিষ্য হইলা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
বিরলে তেহোঁ কল্পবৃক্ষ অবতরি ॥
তাহে চারি ফল ধরে কেবল প্রেমময়।
যে যাহা বাঞ্ছা করে সেহি সিদ্ধি হয় ॥
বাৎসল্য সখ্য দাস্য আর যে উজ্জ্বল।
চারি শাখাতে ধরে প্রেমভক্তিফল ॥
তাহার শিষ্য ঈশ্বরপুরী উজ্জ্বল অবতারি।
আপনে কৃষ্ণচৈতন্য হয় শিষ্য তাহার ॥
রাধিকার ভাব কান্তি হৃদয়ে ধরিয়া।
ভক্তরূপে ফিরে সব ভক্তগণ লয়া ॥
কত কত অবতার ঈশ্বরের হয়।
পূর্ব্ব অবতারে মিশাল তথা চ নিত্য হয় ॥

রঘুনাথে যদি মিশাল কৃষ্ণ পণ্ডিত রূপে।
তথা চ জামদগ্নি থাকিলা ব্রাহ্মণস্বরূপে॥
ঈশ্বরের লীলা কিছু না করে বিশ্বাস।
অনিত্য অনন্ত শক্তি সাথেতে প্রকাশ॥
কেশবভারতী পূর্ব্বে সান্তিপুনি মুনি।
মথুরাতে যজ্ঞপত্নী কৃষ্ণে দিল আনি॥
গীরা বস্ত্র দণ্ড হাথে দিল সেহি কালে।
নবদ্বীপ লীলা এথা সন্ন্যাস করাইলে॥
রঘুনাথে পড়াইলা বশিষ্ঠ তপোধন।
সেহিরূপে গুরু গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
বৃন্দাবনে গোলোক যেন শ্বেতদ্বীপ নাম।
নবদ্বীপ পরকাশ চৈতন্যের ধাম॥
গঙ্গা মিশায়া কালিন্দী আইলা নবদ্বীপে।
নবদ্বীপ বেড়ি থাকে চৈতন্য সমীপে॥
মাতাপিতা শচীদেবী মিত্র পুরন্দর।
নিশ্চয় জানিবে যশোদা ব্রজেশ্বর॥
প্রেমাশ্রুএ সদানন্দ যশোদাএ মিশায়।
যত অবতারের মাতাপিতা স্থানে পায়॥
কৌশল্যা দেবহুতি দশরথ কর্দ্দম।
সভে আসি একত্রে হএত জনম॥
বসুদেব দেবকী রোহিণী আদি করি।
হাড়াই পণ্ডিত পিতা পদ্মাবতী জননী॥
শ্রীনিবাসঘরণী মালিনী ঠাকুরাণী।
পূর্ব্বে অম্বিকা নাম ধাত্রী জননী॥
গিনিমারা নামে হয় তাহার ভগিনী।
শ্রীনিবাসের ঘরণী নাম নারায়ণী॥
কৃষ্ণের উচিষ্ট তেহ্ করিতা ভক্ষণ।
তে কারণে আলবাটি নাম কহিলা কথন।
বল্লভ আচার্য্য সুতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
আচার্য্য ঘটক যেন বিশ্বামিত্র মুনি॥

বিদর্ভের কন্যা সাক্ষাতে বিষ্ণুপ্রিয়া।
সনাতন মিশ্রের ঘরে জন্মিল আসিয়া॥
পূর্ব্বে রুক্মিণী পাঠাইল ছদ্ম ব্রাহ্মণ।
সেই মতে কাশীনাথ জানিহ এখন॥
চতুর্বাহুরূপে প্রভু পূর্ণ অবতার।
অংশকলা আর যে শক্তি সঞ্চার॥
পূরিলাম অষ্টজন অষ্ট মহাসিদ্ধি।
রত্নাখ্যান নব জন হঞে মহানিধি॥
চারি চতুর্ব্যূহ আর দ্বাদশ গোপাল।
চৌষট্টি মহান্তের গণন করিব বিস্তার॥
ধর্ম্ম অবতারে ভক্ত নাম লিখি জত।
চৈতন্য অবতারে ভক্ত নাম লিখি কত।
প্রথম পহু নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ কয়॥
একরূপে বলরাম লক্ষণ অংশ হয়।
শেষরূপে অনন্ত তেহো প্রভুর বিলাস।
সেহি রূপ ধরি লিখিল বৃন্দাবনদাস॥
নিত্যানন্দের পহু তনয় তাহার।
পয়োধির সারিবিম্ব অংশ অবতার॥
এই তিন পহু পুন চতুর্ব্যূহ দেখি।
মীনকেতন নামে নিত্যানন্দে লেখি॥
নিত্যানন্দের প্রিয়া বসুধা জাহ্নবী।
কালা রেবতী নামক দুই দেবী॥
দ্বিতীয়ে পহুঁ অদ্বৈত সদাশিব অবতার।
যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী যাহার॥
লিঙ্গরূপে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আরাধন।
যোগমায়া করে কৃষ্ণলীলার কারণ॥
শান্তিপুরে অদ্বৈতগোসাঞি সেহি অবতার।
সীতাঠাকুরাণী আদ্যা গৃহিণী যাহার॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ পহু তার পুত্র প্রধান।
নবজলধরতনু মহাগুণবান॥

দ্বিতীয় পহু রঘুনন্দন বৃন্দাবনকন্দর্প।
রাধাকৃষ্ণ উজ্জ্বললীলাতে যাহার দর্প॥
অপ্রাকৃতি মদন কৃষ্ণের অংশ হয়।
নয়নানন্দ মহানন্দ যাহার আশ্রয়।
বসন্তকোকিল উজ্জ্বল মহালীলা।
ভক্তরূপে বিগ্রহ সংকীর্ত্তন আস্বাদিলা॥
কখন সংকীর্ত্তনে মহাভাব হয়।
তাড় বালা কখন খসিয়া পড়য়॥
চতুর্ব্যূহ বক্রেশ্বর পণ্ডিত অবতার।
অনিরুদ্ধ তার প্রভু দেহেত সঞ্চার॥
নৃত্য করিয়া তেঁহ প্রভুকে দিল সুখ।
দশশত গাএন মোখ দেহ চন্দ্রমুখ॥
গোপালের গুরু যাহার আপ্যায়িত হয়।
সর্ব্বগ্রন্থ জানিলে তবে হয় কিনা হয়॥
শ্রীনিবাস আদি প্রভুর পারিষদ্‌গণ।
নারদঋষি পূর্বে যার আখ্যা সর্ব্বজন॥
মুরারিগুপ্ত ঠাকুর জানিহ হনুমান।
পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদ যার নাম॥
সুগ্রীব রামচন্দ্র আর পুরী বিভীষণ।
কহিলেন প্রভু নহে বীরের বর্ণন॥
ব্রহ্মানন্দ হরিদাস জগৎ বিখ্যাত।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চন্দ্রভানু সাক্ষাৎ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর বিরহ প্রতাপ।
এহি লাগি কহে প্রভু পুণ্ডরীক আরে বাপ॥
আগে নাম কহিব সকল গোপাল।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত সঙ্গে যত রাখাল॥
পূর্ব্বে শ্রীদাম এখন নাম অভিরাম।
ঠাকুর সুন্দরা পূর্ব্বে আছিল সুদাম॥
বসুদাম নামে পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সুবল সখা গৌরীদাস পণ্ডিত মহাশয়॥

মহাবল নামে কমলাকর পিপিলাই।
সুবাহু নামে উদ্ধারণ দত্ত তোমারে জানাই
মহাবাহু মহেশ পণ্ডিত মহাশয়।
লবঙ্গ নাম কালিয়া কৃষ্ণদাস কয়॥
খোলাবেচা নাম পণ্ডিত শ্রীধর।
পরিহাসে নিয়োজিল শ্রীমধুমঙ্গল॥
হলায়ুধ ঠাকুর রামের সখা প্রবল।
দ্বাদশ গোপালের নাম কহিল সকল॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের আর তিন ভাই।
উপগোপাল সব তোমাকে জানাই॥
অদ্বৈত গোঁসাই সঙ্গে উপগোপাল হয়।
সীতাঠাকুরাণী সঙ্গে নন্দনী আদি কয়॥
অষ্টসিদ্ধি ষড়বিধি রহে তার সঙ্গে।
ভক্তরূপে মুক্তিমন্ত্র রহে লীলা রঙ্গে॥
কবি হরি আদি করি ব্রহ্মার দশ সুত।
পূর্ব্বে উদ্ধব অথন সন্ন্যাসী অবধূত॥
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী রূপে এ সব জনম।
প্রভুর সঙ্গে ফিরেন ভক্তি-পরায়ণ॥
অনুমানি অষ্টসিদ্ধি মধুর বৃন্দাবনে।
অষ্টজনে অষ্টসিদ্ধি ধরেন ভুবনে॥
অনন্তপুরী সুখানন্দ গোবিন্দপুরী নাম।
কৃষ্ণানন্দ রঘুনাথপুরীর ব্যাখ্যান॥
কেশবপুরী আর শ্রীপুরী রাঘব।
অণিমাদি ক্রমে নাম জানিবে এহি সব॥
নববিধি হৈতে জেন নবরত্ন হয়।
শ্রীনিধি বিদ্যানিধি শ্রীগর্ভ রত্নময়॥
কবিরত্ন বিদ্যারত্ন আচার্য্যরত্ন নাম।
রত্নবাহু গুণনিধি সুধানিধি আখ্যান॥
এহি নবজন মাত্র নবরত্ন জানি।
প্রভুর পণ্ডিত তবে ফিরেন অবনি॥

ব্রহ্মার দশ পুত্র ছিল উর্দ্ধরেত ব্রতা।
পরম ভাগবত সভে ভাগবত কহিতা॥
সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেই সঙ্গে পরকাশ।
নিরবধি করে সেহি পদযুগ আশ॥
নরসিংহানন্দতীর্থ সত্যানন্দ ভারথি।
নরসিংহতীর্থ চিদানন্দ মহামতি॥
পুরুষোত্তমতীর্থ আর তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরামতীর্থ আর বাসুদেবতীর্থ সাত॥
আশ্রমে উপেন্দ্র আর গরুড় অবধূত।
উর্দ্ধরেত নবজন ব্রহ্মার নবসুত॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গর্গ মহাশয়।
এহি লাগি প্রভু ভবিষ্যকথা কয়॥
গদাধর [দাস] পণ্ডিত গোসাঞি রাধিকা প্রকাশে।
গদাধর ঠাকুর রাধিকার বিলাসে॥
পূর্ব্বে যেন চন্দ্রকান্তি রাধিকা ইতিহাস।
এই দুই রূপে চৈতন্যের প্রেম পরকাশ॥
মধুবতি নাম সেহি নরহরিদাস।
প্রাণসখী রাধিকার সঙ্কেত বিলাস॥
মুকুন্দদাস বৃন্দাদেবী যেন বৃন্দাবনে।
প্রিয়া চন্দ্রী চিরঞ্জীবি সুলোচনা লক্ষণে॥
কাঞ্চনলতা মঞ্জরি মধুবতি সঙ্গে।
সঙ্গোপন রূপে তার রাধিকাএ প্রসঙ্গে॥
লোচন গোপালিকা যার সঙ্কেত বিলাস।
নিরন্তর গৌরাঙ্গ যার হৃদয়ে প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ যেন চন্দ্রাবলি।
জগন্নাথ গোপাল যেন তারকাপালি॥
পূর্ব্বে জেন ললিতা কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
জগদানন্দ পণ্ডিত আছে কহে ত্রিজগতে॥
বিশাখা যেন শিক্ষা করান রাধিকারে।
দামোদরস্বরূপ ঐছে করান প্রভুরে॥

বনমালি কবিরাজ গোপির বিলাস।
চিত্রাদেবি সম ভাব করেন পরকাশ॥
রঙ্গদেবি সম রঘুনাথ ভট্ট মানি।
গদাধর ভট্ট আর সুদেবি বাখানি॥
তুঙ্গবিদ্যা প্রবোধানন্দ সরস্বতী।
রাঘব গোসাঞি চমনক গোবর্দ্ধনবাসী॥
ভূগর্ভ গোসাঞি তবে কহি ইন্দুরেখা।
কাশীশ্বর গোসাঞি যেন নব শশিরেখা॥
রূপগোসাঞির নাম শ্রীরূপমঞ্জরি।
সনাতন গোসাঞি যেন রতিমঞ্জরি॥
রঘুনাথ গোসাঞির স্তবাবলিতে।
স্বয়ং রূপমঞ্জরী সখী লিখিল তাহাতে॥
স্বয়ং রূপ গদাধর ভট্ট মঞ্জরি।
লোকনাথ গোসাঞি লবঙ্গকেলি॥
গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ।
কলাবতি লীলাবতি গানের সন্তোষ॥
লীলা নামে দূতী আছিল বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের সবে লয়া তবে যান গোপিগণে॥
সেহি সব ভাবে ভক্ত সঙ্গে লইয়া।
বৃন্দাবনে নাট্যলীলা সতত রহিয়া॥
শিবানন্দ গোসাঞির অতি শুদ্ধমতি।
কৃষ্ণকে স্নেহ করেন তেহ জনম অবধি॥
তার পুত্র চৈতন্য রামদাস কবিকর্ণপুর।
নানাবিদ্যা পরিপূর্ণ সকল রসে পুর॥
পূর্ব্বে জেন সারিশুক বেড়ায় বৃন্দাবনে।
সেহি মতে মহাপ্রভু পড়াইল তিনজনে॥
পরমানন্দপুরী যেন উদ্ধব অবতার।
জগদানন্দ পণ্ডিত সত্যভামার ভাব॥
দামোদর পণ্ডিতের বাক্য নব দণ্ড।
সব্যা যেন কৃষ্ণকে করেন প্রচণ্ড॥

খণ্ডি চক্রু সব্যা বোধোক্তি শ্রীকান্ত।
তাহার অমুজ কহি শঙ্কর পণ্ডিত॥
প্রভুর পাদপদ্মধ্যান বিদিত জগতে।
[ভদ্রার] হৃদয়ে যেন কৃষ্ণ নিদ্রা যায়ে॥
তিলমাত্র মহাপ্রভু সর্ব্বসুখ পান।
কৃষ্ণের ভক্ষণ সামিগ্রী যেন ধনিষ্ঠা যোগান॥
সেইমত রাঘবদাস যে ঝালি লয়া চলে।
তাহার ভগনি দেমন্তি তথাই আছিলে॥
শুক্লাবর ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ।
প্রভু যারে অর্থ মাঙ্গি খাইল আপনে॥
জগদানন্দ হিরণ্যদাস যজ্ঞপত্নী ছিলা।
একাদশী দিনে প্রভু অন্ন মাঙ্গি খাইলা॥
নন্দন ব্রহ্মচারীতে প্রভুর আবির্ভাব জানি।
প্রলুব্ধ মিত্রের প্রভুর আবেশ বাখানি॥
ভগবান আচার্য্য প্রভুর ভক্ত হইলা।
বনমালি পণ্ডিত পূর্ব্বে মুষল ধরিলা॥
গরুড় পণ্ডিত পণ্ডিত গরুড় বলি তারে।
গোপীনাথ হয়্যা অক্রূর বিহরে॥
ঠাকুরবংশী হএন বংশী অবতার।
শঙ্কর ন্যায় আছিলা বৈষ্ণব পরিচার॥
শঙ্কর ঘোষ জেন ডঙ্কা বাজাইলা।
ডঙ্কের বাদ্যেত প্রভুক মোহিলা॥
গঙ্গাদেবী গঙ্গা সম মাধব বসন্ত।
ভাস্কর বল্লভ বিশ্বকর্ম্মা যদু মহান্ত॥
ভিক্ষু বনমালী পূর্ব্বে আছিলা সুদামা।
ধন পায়া দুখ ভাবি পুন দিল ক্ষেমা॥
মকরধ্বজকর গাএন চন্দ্রমুখ।
নৃসিংহানন্দ প্রহ্লাদ পান মনসুখ॥
লোকনাথ কবিশ্চন্দ্র রামনাথ শ্রীনাথ।
সনকাদি চারিজন ফিরেন প্রভুর সাথ॥

কাশীমিশ্র নীলাচলে আনন্দে বিহরে।
মথুরাতে কৃষ্ণ যেন কুবজির ঘরে॥
মধুকণ্ঠে মধুব্রত যেন গাএ বৃন্দাবনে।
মুকুন্দ বাসু দত্ত যেন হএ দুইজনে॥
প্রতাপরুদ্র মহাশয় গজপতি রাজা।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রূপে করে জগন্নাথের পূজা॥
তাহার পুত্র হরিচন্দন মহাশয়।
জগন্নাথের নিজ ভৃত্য মধুর আশয়॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বৃহস্পতির সমান।
তাহার স্ত্রী শচীর মাতৃস্নেহ অনুক্ষণ॥
রায় রামানন্দ হএ ঐশ্বর্য্য অনুজ।
এই লাগি পুত্র কহে আমার দেহ ভীম॥
পূর্ব্বে পূজিলা গোপী অর্জ্জুনে কহিলা।
সেই কথা রামানন্দ প্রভুরে শুনাইলা॥
অর্জ্জুন মাধুর্য্য তেঞি অর্জ্জুনের সখী।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য তেঞি প্রভুর সঙ্গে দেখি॥
এখানে রামানন্দ রায় ভবানন্দের নন্দন।
প্রভু পাণ্ডব কহেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কালিদাস ঠাকুর যেন কলিঙ্গের দুহিতা।
গোপীগণের উচ্ছিষ্টভক্ষণ কবিতা॥
মাধবী আদি আর সখী মহামতি।
রাধিকার দাসী হএ মাধবী মালতী॥
গোসাঞির নিজ ভৃত্য কাশীশ্বর গোবিন্দ।
বৃন্দাবনে ভ্রমে যেন শঙ্কর আর ভৃঙ্গ॥
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস।
ভৃত্যপুত্র রূপ দুই জ্যেষ্ঠ দুই দাস॥
রামাই নন্দাই ভক্ত ভাবে দুইজনে।
রাধিকা পূর্ব্বে তাহাকে নিবদনে॥
গোপীনাথ আচার্য্য যেন গোপীর ভারতী।
সারঙ্গ দাস যেন তপস্বিনী যুবতী॥

পৌর্ণমাসীর শিষ্য যেন থাকে বৃন্দাবনে।
গোপীভাবে গোপীভাব কেমত প্রমাণে॥
সর্ব্বভাবে ভক্তগণ চৈতন্যের সঙ্গে।
কি কহিতে পারি লীলা হেন সব রঙ্গে॥
কবিভূষণে বৈষ্ণব ত্রিবিধি নিকটে।
উপরোধ কহি মোখে কহিল বণিতে॥
শ্রীকৃষ্ণরাম সরকার পরমার্থ আমার।
যত্ন করি শিখাইল চৈতন্যতত্ত্বসার॥
আমার দোষ নাহি কহিল বৈষ্ণব মহিমা।
গোসাঞিকে স্তুতিরূপে উপাধি গরিমা॥
শ্রীরতিপতি চরণে যাহার অভিলাষ।
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপাল দাস॥

অনন্ত বৈষ্ণব জন্মিল পৃথিবীতে।
কতরূপে বৈষ্ণব ফিরে কে পারে চিনিতে
বৈষ্ণব সর্ব্বেশ্বর যার জাতি প্রধান।
নান্দিমুখী কহে তার বিধান কারণ॥
জগদীশ আচার্য্য হেন মহামতি।
চন্দ্রাহাস দুই যেন বৃন্দাবনে খ্যিাতি॥
রামানন্দ সত্যরাজ হএন দুই ভ্রাতা।
ভানুবতী কলাবতী যেন ব্রজের দুহিতা॥
গোবিন্দের বড় হয় দুই মহাশয়।
বৈকুণ্ঠে আছিলা যেন জয় বিজয়॥
আচার্য্যরত্ন হইল তবে চন্দ্র শীতল।
বিশ্বেশ্বর...জেন দিবাকর॥
শ্রীবৃন্দাবন বর্ণয়ে যেন ব্যাসসম।
বল্লভভট্ট জান শুকদেবের মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যেন বড়াই করিলা ধামালি।
সেইমত গোবিন্দ আচার্য্য গীতাবলি॥

শ্রীকান্ত সেন জেন শক্তি কাত্যায়নী।
শিবানন্দ সম্বন্ধে একান্ত ভক্তি জানি॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত না জানে অন্য দেবা।
ব্রজে যেন পূর্ব্বে ছিলা করি কৃষ্ণসেবা॥
জগন্নাথ পণ্ডিত গঙ্গাবাস করিলা।
পূর্ব্বে যেন বেণুবন দুর্ব্বাসা আছিলা॥
অনন্ত আচার্য্য আর দ্বিজ হরিদাস।
সুরানন্দ ঈশান আর শ্রীহরিদাস॥
হৃদয়ানন্দ আর কমলনঞান।
মিশ্র আদি কবি যাথে করিলা বাখান॥
প্রভুর সঙ্গে গোপি ভাবে রহে রাত্রিদিনে।
ভাব অনুরূপে মাত্র ভক্তগণে চিনে॥
চৈতন্য ভক্ত যত গুহ্য অবতার।
আগম নিগম বেদ বিধির পার॥
প্রায় ভক্তজনে মাত্র সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
অন্যভাবে কহি কেহো অন্যভাবে জানে॥
কাহাকেই স্তুতি করি অন্যভাবমন।
তাহার সুখ হয় প্রেমের কারণ॥
কুতর্ক কুবুদ্ধি জন বড় দুঃখ পায়ে।
কানাকানি দিয়া সে শুনি উঠি যায়ে॥
এ সকল লোকের ভাই নরকে গমন।
জন্মে জন্মে দুঃখ পাএ নহে অকারণ॥

ইতি চৈতন্যতত্ত্বসারতন্ত্র সমাপ্ত

শ্রীরামগোপালদাস-বিরচিত

পাটনির্ণয়

পাটনির্ণয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

দক্ষিণার্দ্ধং নৈমিষার্দ্ধং যত্র তিষ্ঠন্তি সাধবঃ।
স্থানং সিদ্ধমিদং জ্ঞেয়ং তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্॥

যেখানে বৈষ্ণব থাকে কৃষ্ণকথা গানে।
গঙ্গাদি তীর্থ তাহাতে হয় অধিষ্ঠানে॥

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি রমন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥

অতীর্থকে তীর্থ করেন বৈষ্ণব গোসাঞি।
অতএব সেই স্থান দেখিতে দোষ নাঞি॥

তীর্থীঃ কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা

প্রথমে লিখিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ধাম।
এবে তো লিখিব গোপাল মহান্তের গ্রাম॥
চৈতন্যের জন্মাদি বিলাস যেইখানে।
সংক্ষেপে কহিবে সেই গ্রামের বিধানে॥
শ্রীবৃন্দাবন মথুরা দ্বারকা নীলাচল।
নবদ্বীপ খড়দহ শান্তিপুর স্থল॥
কণ্টকনগর লইঞা অষ্ট কৃষ্ণচৈতন্যের ধাম।
ভক্তগণ সহিত জাহা সদত বিশ্রাম॥
চতুর্বিংশতি স্থান আগেত লিখিব।
মহাপাট দ্বাদশ তাহাতে রচিব॥
এক দুই বৈষ্ণব যাহা তাহা পাট সাক্ষী।
অনেক বৈষ্ণব যাহা তাহা মহাপাট লেখি॥

অগ্রপশ্চাতের না করি বিচার।
লিখনের ক্রমে যাহা হয়ে সুসার॥
রাঢ়দেশ মধ্যে শ্রীবৈদ্যখণ্ড গ্রাম।
মুকুন্দদাস নরহরি রঘুনন্দনের ধাম॥
চিরঞ্জীব সুলোচন কবিরাজ মহানন্দ।
কৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা পরম আনন্দ॥
গঙ্গাপার গ্রাম শ্রীঅগ্রদ্বীপ নাম।
গোপীনাথ প্রকাশ যাহা স্বয়ং ভগবান॥
গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষ আর মাধব ঘোষ
যে স্থান দেখিতে হয় পরম সন্তোষ॥
নবদ্বীপ পার কলিয়া পাহাড়পুর।
বংশীবদন দাস বংশীরসপুর॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারেঙ্গ।
মহাপ্রভুর স্থান লীলাখেলা রঙ্গ॥
তাহার দক্ষিণে গ্রাম অমুয়া মুলুক।
চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা দেখিতে মহাসুখ॥
গৌরীদাসং পণ্ডিত আর অনুজ কৃষ্ণদাস।
হৃদয়চৈতন্যদাস অনেক প্রকাশ॥
তাহার পশ্চিমে ফুলিয়া গ্রাম নাম।
রঘুবংশ যাহাতে স্থিতি অতি অনুপাম॥
ত্রিবেণীর পার হয় কাচড়াপাড়া গ্রাম।
কৃষ্ণরাম ঠাকুর যাহা অতি অনুপাম॥
তাহার নিকটে হয় কুমারহট্ট গ্রাম।
শ্রীবাসপণ্ডিতের সেবা গৌরাঙ্গ অতি অনুপাম॥
শিবানন্দ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
কবিকর্ণপূর আর ভকত একান্ত॥
শিবানন্দ সেন আদি অনেক বসতি।
মহাপ্রভুর স্থান গোপালরায় শ্রীমূর্ত্তি॥
খড়দহের পশ্চিমে আড়িয়াদহ গ্রাম।
গদাধরদাস ঠাকুর বসতি নিজ ধাম॥

উত্তরে পুরন্দর তার দক্ষিণে রাঘব।
অনেক বৈষ্ণবসেবা পরম উৎসব ॥
তাহার নিকটে হয় পানিহাটি গ্রাম।
রাঘবদাস ঠাকুর দয়মন্তির[৮] ধাম ॥
শ্রীরামদাসঠাকুর তাহাতে প্রকাশে।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ বংশী কৈল অনায়াসে ॥
মহাপ্রভুর কেবল পিরিতির আভাস।
রাঘবের ঝালি দেখিতে পরম উল্লাস ॥
হলদা মহেশপুর আর বোধখানা।
এক দেশের গ্রাম একই গণনা ॥
ঠাকুর স্থন্দরের বসতি সেই স্থানে হয়।
সদাশিব কবিরাজের বোধখানাতে নিলয় ॥
তাহার তনয় ঠাকুর পুরুষোত্তম।
মহাক্ষোব[১১] মহাফল সর্ব্বত্র উত্তম ॥
বীরলোক কৃষ্ণনগর ঠাকুর অভিরাম।
তাহার ঘরণী মালিনী যার নাম ॥
বাস্থদেব ঘোষের তাহা গৌরাঙ্গপুর হয়।
যাদবসিংহের নবরত্ন দেখিতে বিস্ময় ॥
চাতরা বল্লবপুর খড়দহের পার।
কালিপুর শঙ্করারণ্য শ্রীনাথ পণ্ডিত সার ॥
রুদ্র পণ্ডিতে[২] সেবা রাধাবল্লভ নাম।
ভুবনমোহন রূপ অভিনব কাম ॥
এই দ্বাদশ পাট লিখিএ মহান।
আর দ্বাদশ পাটের করিএ বিধান ॥
আকাইহাটেতে ছিল ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
রঘুনন্দনের নূপুর পাইল পরম উল্লাস ॥
অনাডিহি গ্রামে ঠাকুর গঙ্গাদাস।
বটগাছি সালিগ্রামে কৃষ্ণদাসের নিবাস ॥
বেলুটি অনন্তপুরীর মহিমা প্রচুর।
বাঘনাপাড়াতে বংশী রামাই ঠাকুর ॥

গুপ্তপাড়াতে সত্যানন্দ সরস্বতী।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা পরম পীরিতি॥
জীরাটে মকরধ্বজ আচার্য্য গঙ্গাদেবী।
যশোড়াতে জগদীশ নর্ত্তন পদবী॥
তাহা হৈতে হালিসহর দিন দুই হয়।
শ্রীবৃন্দাবনদাস নারায়ণীর তনয়॥
ভাগবত আচার্য্যের বরাহনগর।
সপ্তগ্রামে উদ্ধব মিশ্রি সুগ্রীব মিশ্রের ঘর॥
কাঁচড়াপাড়া করন্দা সিথলগ্রাম।
ধনঞ্জয় পণ্ডিতের সেবা অনেক বিধান॥
এই চতুর্ব্বিংশতি পাট করিয়ে প্রকাশ।
জন্মভূমি লেখি লীলাখেলার প্রকাশ॥
বেনাপোল গ্রামে হরিদাসের নিলয়।
ফুলিয়াতে দিবস কতক আছিল মহাশয়॥
রঘুনাথ দাসের গ্রাম চাঁদপুর হয়।
হুগলী নিকট গ্রাম সর্ব্বলোকে কয়॥
কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রাম।
বাঙ্গলাতে গোস্বামী সকলের জন্মস্থান॥
সিল্যটি[১৫] চাটিগ্রামে বিদ্যানিধির নিলয়।
একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হয়॥
রামকেলি গ্রামে কানাইর নাটসাল।
প্রভুর বিশ্রাম রাঢ়দেশে কত আছে রম্যস্থান
জীব প্রতিজ্ঞা বলে ক্ষণেক বিশ্রাম।
নওপাড়া ঘাটিকুড়ি কহে সেই গ্রাম॥
দামোদর পার বারাসত গ্রাম হয়।
নাগর পুরুষোত্তম দাসের বনকুণ্ডাতে নিলয়॥
সুরডাঙ্গা সুলতানপুর মহেশ পণ্ডিতের ঘর।
দোগাছিয়া গ্রামেতে বলরাম দ্বিজবর॥
সূর্য্যদাস সরখেলের বোদখানাতে নিলয়।
উদ্ধারণ জগন্নাথদাস মহাশয়॥

গৌড়ের ভিতরে পোখরিয়া গ্রাম।
নৃসিংহ চৈতন্যদাসের সেবা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র নাম॥
তমোলোকে মাধব ঘোষের দেবালয়।
হরিবিষ্ণু জগন্নাথ গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥
পণ্ডিত গোঁসাইর বক্রেশ্বরের নীলাচলে বাস।
গোপীনাথের টোটা গোপালপুর নিবাস॥
উড়্যা দেশে গোপীনাথ আলয় নীলগিরি।
চক ভুবনেশ্বর কর্ণাট বিদ্যানগরি॥
সোণাকাণ্যার পশ্চিমে স্বুবর্ণরেখার পার।
পন্তরাজ পূর্ব্বে প্রভুর আছএ জলাধার॥
তাহার পূর্ব্বদিগ দুই কোন হয়।
দণ্ডভাঙ্গা স্থান খ্যাতি সর্ব্বলোকে কয়॥
আমদ ছৈগ্রাম পুষ্করিণী বৃন্দাবন।
সেই স্থানেতে মহাপ্রভুর স্থান অবসর॥
আর কত কত স্থান আছএ উৎকলে।
কেমতে লিখিব তাহা দৃষ্টে না দেখিলে॥
ব্রজভূমি নবদ্বীপ আর নীলাচল।
গোপাল মহান্তের স্থান আছএ সকল॥
এই সকল স্থান দেখে বন্দে করএ শ্রবণ।
অচিরাতে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ঐশ্বর্য্য নিরন্তর।
নিরাপরাধে হয় বৈষ্ণব কিঙ্কর॥
নীলাচলে শ্বেতগঙ্গা গঙ্গায়ের স্থানে।
মহান্তের পাট সেই হইল লিখনে॥
সাত অঙ্কুশ ব্রহ্ম সকল বসতি।
মধুমাস সোমবার শ্রীরামনবমী তিথি॥
শ্রীরতিপতি চরণে যাহার আশ।
পাটনির্ণয় কহে শ্রীরামগোপালদাস॥

ইতি পাটনির্ণয় সম্পূর্ণ

শ্রীরামগোপালদাস-বিরচিত

শ্রীশ্রীনরহরি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীরঘুনন্দনদাসের

শাখানির্ণয়

শাখানির্ণয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

শ্রীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর শাখা নির্ণয়

মূলবৃক্ষং গৌরমস্য শাখাং নরহরিং প্রভোঃ।
পরমানন্দদাসস্য ভক্ত্যা শাখাগণান্নমঃ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
কল্পবৃক্ষরূপে প্রেমশাখার বিস্তার॥
শাখা উপশাখা তার অনেক বাঢ়িল।
মূলবৃক্ষের পঞ্চশাখা খণ্ডেতে জন্মিল॥
বটবৃক্ষের নামাল যেন পুন বৃক্ষ হয়।
পঞ্চশাখা প্রবীণ হইল ভক্তের আশ্রয়॥
ক্ষিতি নবখণ্ড মধ্যে খণ্ড মহাস্থান।
সর্ব্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান॥
আনন্দ কল্পদ্রুম হেন ভক্তিফলের শোভা।
ভক্তগণের তৃষ্ণা বাড়ে সেই ফলে লোভা॥

তথাহি—

রোমাঞ্চাঞ্চিতবিগ্রহো বিগলিতানন্দাশ্রুধৌতাননো
যত্তদ্ভাববিভাবনাভিরভিতো নির্দ্ধূতবাহ্যস্পৃহঃ।
ভক্তিপ্রেমপরম্পরাপরিচিতঃ সদ্যঃ সমুৎপদ্যতে
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামানন্দকল্পদ্রুমঃ॥

পঞ্চশাখার বিবরণ শুন দিয়া মন।
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন॥
চিরঞ্জীব সুলোচন খণ্ডবাসী ভাই।
যদিও গ্রন্থে আছেন তবু শাখাতে জানাই॥
মুকুন্দদাস রাজবৈদ্যের যত শাখা হয়।
কাহার শকতি তাহা বিবরিয়া কয়॥

সরকার ঠাকুরের শাখা করিয়ে বিস্তার।
প্রধান প্রধান শাখার করিয়ে প্রচার ॥
বৃন্দাবনে প্রাণসখী নাম মধুমতী।
অষ্টসখী সঙ্গে বাসন্তী কুঞ্জে স্থিতি ॥
নীলবস্ত্র পরিধান গৌর কলেবর।
রাধাকৃষ্ণ অভিমত সেবাতে তৎপর ॥
মধুপান পুষ্প যোগান চামর বীজন।
অঙ্গ মার্জ্জনাদি আর পাদসম্বাহন ॥
সখী দূতী দাসী এই তিন অভিমান।
গান্ধর্ব্বার অনুগা হন যূথের প্রধান ॥
অষ্টকুঞ্জ মধ্য কোণে উপকুঞ্জ হয়।
প্রিয়সখী প্রাণসখী পৃথক আশ্রয় ॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনোক্তং—

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতীরাধাঘনশ্যাময়ো
রাসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধান্তগা যা পুরা
সোঽয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনাং প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে ॥

চৈতন্যের সঙ্গে প্রকট নরহরিদাস।
তাহার সঙ্গে সখীগণ রহে আশপাশ ॥
পূর্ব্বে কাঞ্চনলতা প্রকটে কানাই।
তার পুত্র মদনরায় শাখাতে জানাই ॥
যার নৃত্যে রূপে হয় ভুবনমোহন।
মদনমঞ্জরী পূর্ব্বে সখীতে গণন ॥
একচক্ষে ধারা বহে পুলক একঅঙ্গে।
অল্পমাত্র বর্ণন কৈল গুণের প্রসঙ্গে ॥
তাহার অনুজ শাখা শ্রীবংশীঠাকুর।
কৃষ্ণরসে উনমাদ বাহ্য নাহি স্ফুর ॥
দুইজনার সখা যত পুত্র পরিবার।
কে কহিতে পারে তাহা শকতি কাহার ॥

গোপালিকা নামে সখী ছিল গোপকুলে।
গোপালদাসঠাকুর সব খণ্ডে বলে॥
ঠাকুরের শাখা তিঁহ ব্রত অকুমার।
শিষ্য প্রশিষ্য যার ভুবনে বিস্তার॥
খণ্ডে বাটি তকিপুর গ্রামেতে আশ্রয়।
কেহ ব্রহ্মদৈত্য ভয়ে সে বাটীতে নাহি রয়
সেই দৈত্যে প্রসাদ দিয়া মুক্ত করিলা।
গ্রামের সকল লোক প্রত্যক্ষ দেখিলা॥
আর এক শাখা বৈদ্য লোচনদাস নাম।
পূর্ব্বে লোচনা সখী যার অভিমান॥
শ্রীচৈতন্যলীলা যেহ করিলা বর্ণন।
গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন॥
তার সেবকের কথা অকথ্য-কথন।
মৃতক শরীরে সেবক পাইয়া জীবন॥
যমদূত আনি তেঁহো সাক্ষী বোলাইলা।
লোক বিখ্যাত যমের যাতনা এড়াইলা॥
ঠাকুরের শাখা চক্রপাণি মজুমদার।
জয়ানন্দ নিত্যানন্দ পুত্র যাহার॥
চক্রপাণি মহানন্দ গেলা নীলাচল।
শ্রীগৌরাঙ্গে নিবেদন করিলা সকল॥
ওহে চক্রপাণি তুমি সরকার-সেবক।
ভূমি পুত্র পৌত্র তব হইবে অনেক॥
মহানন্দে কহিলেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
রঘুনন্দনের হও তুমি কৃপার ভাজন॥
প্রভু আজ্ঞায় দুই ভাই শ্রীখণ্ডে আইলা।
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা আরম্ভিলা॥
তাঁহার তনয় শ্রীনিত্যানন্দচৌধুরী।
যদিও বিষয়ী কিন্তু আশ্রয় নরহরি॥
জনানন্দের কথা শুনহ সাবধানে।
রহে বিশশত জন যাহার কৃষাণে॥

দ্বিপ্রহর পাট করে বিকালে নাম লয়।
এই সব লোকাতীত খেয়াতি আছয়॥
দিগ্বিজয়ী নাম কবি ঠাকুরের শাখা।
লোকানন্দ আচার্য্য পণ্ডিতে করি লেখা॥
শ্রীগৌরাঙ্গে কহে মোর এই কট হয়।
যে মোরে জিনিবে তার করিব আশ্রয়॥
ঠাকুরের স্থানে তেঁহো হইলা পরাজয়।
নীলাচলে কৈলা তেঁহো চরণ আশ্রয়॥

তৎকৃতং ধ্যানং যথা—

অজ্ঞানতিমিরান্ধোঽহং জ্ঞানার্ণবসুধাকরম্।
আশ্রয়ে শ্রীনরহরিং শ্রীগুরুং দীনবৎসলম্॥

ভক্তিসারসমুচ্চয় গ্রন্থ যাঁহার।
গৌরাঙ্গের সিদ্ধান্ত পুরাণে ব্যাখ্যা তার॥
ঠাকুরের আর এক শাখার শুন কথা।
কৃষ্ণপাগলিনী নাম ব্রাহ্মণ দুহিতা॥
তারে কৃপা করি পাঠাইলা নবদ্বীপে।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা করিলা সমীপে॥
তাঁহার সেবক এক রামদাস নাম।
একর্ব্বরপুরে আছে সেবার বিধান॥
চন্দ্রশেখর নামে বৈদ্য আছিলা খণ্ডেতে।
যার বসতবাটী খণ্ড ক্ষেত্রের তলাতে॥
রসিক রায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়।
স্বর্ণঠাকুর বলি মোগল বেড়িল আলয়॥
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিলা॥
কাটামুণ্ড পুনঃ পুনঃ বোলে নরহরি।
সে সেবাতে গোপালদাস ঠাকুর অধিকারী॥
লক্ষ্মীকান্ত নাম শাখা ঠাকুর পূজারী।
তাহার বিখ্যাত কথা আছে দুই চারি॥

গৌরাঙ্গদাস ঘোষাল আছিলা একজনে।
তার বাটী মধুপুষ্কর্ণীর অগ্নিকোণে ॥
মধুসূদন দাস বৈদ্য কীর্ত্তনের বাএন।
নীলাচল সম্প্রদায়ে আছয়ে লিখন ॥
ঠাকুরের শাখা এক মিশ্র কবিরত্ন।
শ্রীকৃষ্ণ সেবায় তার অতিশয় যত্ন ॥
এড়ুয়ায় গ্রামে হয় তাহার বসতি।
শিষ্য প্রশিষ্য অনেক আছয়ে খেয়াতি ॥
রূপপুরের শাখা কৃষ্ণকিঙ্কর দাস।
গোবিন্দ রায়ের সেবা যাহার প্রকাশ ॥
কুলাই গ্রামেতে ছিলা কবিরাজ যাদব।
দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়স্থ এসব ॥
মহাপ্রভুর সেবা করি মানস করিলা।
স্বপ্নযোগে মহাপ্রভু তারে আজ্ঞা দিলা ॥
এই নিম্ববৃক্ষে বিগ্রহ করহ নির্ম্মাণ।
মনুষ্যরূপে বিশ্বকর্ম্মা করিবে বিধান ॥
ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বনাইলা।
সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা ॥
ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাড়িতে
মধ্যমে পাঠাইলা গঙ্গানগর সেবাতে ॥
বড় ঠাকুর বড় রূপ কাঁহা নাহি যায়।
যার আকর্ষণে তিন ভুবন ভুলায় ॥
বিদ্যানন্দ পণ্ডিত নাম পণ্ডিত অকিঞ্চন।
গদাধর ঠাকুরের হন কৃপার ভাজন ॥
কণ্টকনগর হয় মহাপ্রভুর স্থান।
তোমা সেবা স্বীকার করিবেন চৈতন্য ভগবান ॥
ঠাকুর আজ্ঞায় ঠাকুর লৈয়া আইলা।
বনের ভিতরে এক ঝুপড়ি বান্ধিলা ॥
ভিক্ষার চাউল আর তোলে বন্য শাক।
তাহার ঘরণী যত্নে করে অন্ন পাক ॥

সেই ভোজনে তুষ্ট হন শচীর নন্দন।
আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন॥
একদিন বীরচন্দ্র গোসাঞি আইলা।
পণ্ডিতের সেবা দেখি সন্তুষ্ট হইলা॥
বিদ্যানন্দে আজ্ঞা দিলা না যাহ ভিক্ষাতে।
ঘরে বসি সুসার হবে তোমার সেবাতে॥
সংক্রান্তি পূর্ণিমায় যাত্রি আইসে সকল।
তাদের ভিক্ষায় পূর্ণ হয় পণ্ডিতের ঘর॥
কেহ জলাধার দেয় সুবর্ণের ঝারি।
রত্ন ভূষণ কেহ কেহ ভোজনের থালি॥
কাহাকেও আজ্ঞা করেন মন্দির তুমি দেহ।
দিনে দিনে সেবা বাড়ে অপূর্ব্ব কথা এহ॥
নরহরিকে কহে সবে নরহরি-চৈতন্য।
না জানিয়া মূঢ় লোক কহে তাহে অন্য॥
মর্ম্ম না জানিয়া জীব কহে অন্য ভাষ।
যম যাতনা পায় আর হয় সর্ব্বনাশ॥
নরহরি-চৈতন্য হল ইঁহারও আখ্যান।
নরহরি-চৈতন্য শ্রীমহাপ্রভুর নাম॥
শাখা উপশাখা যত ভুবন ভিতরে।
কাহার শকতি তাহা কহিবারে পারে॥
প্রাচীন সেবক মুখে করিয়া শ্রবণ।
অল্পমাত্র শাখাগণের করিল বর্ণন॥
রতিপতিচরণে করিয়ে অভিলাষ।
সরকার-ঠাকুরের শাখা কহে রামগোপালদাস

শ্রীশ্রীরঘুনন্দনঠাকুর প্রভুর শাখানির্ণয়

জয় জয় রঘুনন্দন কন্দর্প অবতার।
রাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বল রস ভুবনে বিস্তার॥
রস রসিক হয় আর হয় রসাশ্রয়।
পৃথক হইলে রস পরবশ হয়॥

তথাহি—

রসোঽস্তি রসিকোঽপ্যস্তি নাস্তি তত্র রসাশ্রয়ঃ।
রসঃ পরবশশ্চৈব যঃ পরঃ পর এব সঃ॥

বসন্ত-উজ্জ্বল মদন অন্য সখা নয়।
উদ্দীপনালম্বনে রস বাড়ে অতিশয়॥
উপাসনা কাণ্ড কন্দর্প ছাড়া নয়।
বশীকরণবিদ্যা কামগায়ত্রী মন্ত্রে কয়॥
কৈশোর মন্ত্রেতে কামবীজের মহিমা।
আগম-তন্ত্রে এইসব বিষয়ের সীমা॥
চৈতন্যের সঙ্গে রঘুনন্দন অবতার।
চৈতন্যের অনুভাব মহাভাবের বিকার॥
কৃষ্ণের অংশরূপে কখন ধরে অঙ্গ।
মহারাসকালে তিঁহ হয়েন অনঙ্গ॥

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসঠক্কুরস্য—

লোকানাং কলিকালঘোরতিমিরৈরাচ্ছাদ্যমানাত্মনা-
মাচণ্ডালমহামহোৎসবকরো যঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে।
ভক্তির্ভাগবতী যদুক্তিসুধয়া পুংসাং সমুজ্জৃম্ভতে
সোঽয়ং শ্রীরঘুনন্দনো বিজয়তামংশাবতারো হরেঃ॥

অন্তরে প্রকৃতিভাব বাহ্য নটবর।
মহাভাব বিকারে পূর্ণ সব কলেবর॥
রাস নর্ত্তনে তাঁর বালা পড়য়ে ফাটিয়া।
বিরহ গান শুনি বলয়া পড়েত গলিয়া॥
রাধার আবেশে নাচে কেহ নাহি জানে।
সখ্যভাব বলি অবোধ জনেতে বাখানে॥

তথাহি—

কেকা-পুচ্ছশিখণ্ডিনীত্যাদি—
আচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে খণ্ডে আইলা।
রঘুনন্দন-স্বরূপ মদন রায়কে জিজ্ঞাসিলা॥
বৃন্দাবন-কন্দর্প বলি করিলা সিদ্ধান্ত।
তিঁহো অর্থ কহিলেন শাস্ত্রের নিতান্ত॥
রঘুনন্দনের শাখা উপশাখা প্রচুর।
কেবল প্রকৃতিভাব পরম মধুর॥
পূর্ব্বরাগ হইতে সব লীলা আস্বাদন।
অনুরাগ সম্ভোগ বিরহ গায়ন॥
রঘুনন্দনের শাখা নয়নানন্দ কবিরাজ।
যার শাখা উপশাখায় ভরিল ভবমাঝ॥
বয়ঃসন্ধি রসে হয় যাহার বর্ণন।
ভাগ্যবান যেই সেই করয়ে স্মরণ॥
শ্রীনিকেতনদাস আদি কবিরাজের শাখা।
সংক্ষেপে কহিল নাম নাহি লেখা জোখা॥
দ্বিতীয় শাখা মহানন্দ কবিরাজ মহাশয়।
যাহার প্রেমের কথা আছে অতিশয়॥
তার এক কথা আছে শুন সাবধানে।
খণ্ড ছাড়ি গৌড়দেশ করিলা গমনে॥
পদ্মায় ডুবিয়া নৌকা যবে গেলা ভাসি।
বক্ষে বৃন্দাবনচন্দ্র তিন দিন উপবাসী॥
ভাসিতে ভাসিতে গেলা পোখরিয়া গ্রাম।
প্রাচীন লোক কহে তথা করিলা বিশ্রাম॥
বৃন্দাবনচন্দ্রের ঘাট যেই স্থানে হয়।
নবীন বৃন্দাবনচন্দ্র তখন তথাই আশ্রয়॥
ঠাকুর লঞা খণ্ডে আসি সেবা আরম্ভিলা।
তার ঘরণী মালিনী সেবা অনেক করিলা॥
দুগ্ধ সরভাজা আর ব্যঞ্জন পরিপাটী।
অদ্যাবধি আছে মন্দিরের ইটমাটী॥

শ্রীমান সেন তাঁর আর শাখা হয়।
শ্রীকৃষ্ণসেবাতে তাঁর প্রীতি অতিশয় ॥
বনমালী কবিরাজ আর শাখা হয়।
ঘোরাঘাটে করিলা তিঁহ সেবার আশ্রয় ॥
একদিন মহোৎসবে দেখি অসুসার।
রঘুনন্দন বলি নারিকেল করিলা সুসার ॥
হোরকি ঠাকুরাণী শাখা তাহার ঘরণী।
অভিশাপে সেবকে ভূত করিলা আপনি ॥
গোপালদাস সেবক তাঁর ভূতযোনি পাইয়া।
খণ্ডের বাড়িতে খরচ দিতেন আনিয়া ॥
মহাপ্রসাদ খাইয়া বিদায় হইয়া যায়।
খণ্ডের সকল লোক সাক্ষাৎ দেখে তায় ॥
আকাইহাটে ছিল শাখা কৃষ্ণদাস ঠাকুর।
বাটীতে বসিয়া পাইল প্রভুর নূপুর ॥
আর এক শাখা হয় কবিশেখর রায়।
যাঁর গ্রন্থ পদ অনেক বিদিত সভায় ॥
রামচন্দ্র নাম শাখা খণ্ডেতে আছিলা।
অবিশ্বাস করি তেঁহ প্রসাদ খাইলা ॥
রামচন্দ্রঘরণী স্বামীর বিলম্ব দেখিয়া।
অন্ন খাইয়া উচ্ছিষ্ট রাখিল তুলিয়া ॥
ক্ষুধার্ত্ত সে রামচন্দ্র ঘরেতে আইলা।
স্ত্রীর অসাক্ষাতে তার উচ্ছিষ্ট খাইলা ॥
লজ্জাভিমানে সাতদিন লঙ্ঘন করিয়া।
ঠাকুর বাটীতে উচ্ছিষ্টপাত খাইল চাটিয়া ॥
ঠাকুর মারিলা তিঁহ ঘোরাঘাট গেলা।
তাহার পরশে অনেক বৈষ্ণব হইলা ॥
কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি ॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ় ॥

পদং যথা—

শ্যাম গৌরবরণ একদেহ ইত্যাদি

গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবিকালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎসিতপঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্বকলানিধানঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি শাখা চিরঞ্জীব সুলোচন।
খণ্ডবাসী সেন পদ্ধতি দুই জন॥
চিরঞ্জীব ভার্য্যা সতী বৈষ্ণবী সুশীলা।
শিশুতে পিতামহীকে মোর হরিনাম দিলা॥
তাহা সবার পুত্র পৌত্র অনেক হইলা।
সরকার ঠাকুরে সব সমর্পণ কৈলা॥
উপাধি প্রতিষ্ঠাভয়ে মহান্ত না জানাইলা।
অদ্যাবধি সেই গোষ্ঠীর সেবক রহিলা॥
সেই গোষ্ঠীতে জন্মমাত্র আমার।
হরিভক্তিবিহীন আমি সংশয় ভবপার॥
বিনোদঠাকুর আর কবিরাজ অভিরাম।
গৌরগতি দাসের মুখে শুনিল যেই নাম॥
সেই সকল নামকথা শাখাতে জানাইলা।
শ্রীরঘুনন্দন শাখা সমাপ্তি হইলা॥
এই শাখা বর্ণনা শুনে যেইজন।
সেইজন হয় চৈতন্যকৃপার ভাজন॥
রতিপতি চরণে করিয়ে অভিলাষ।
শাখা-বর্ণনা কহে রামগোপালদাস॥

সমাপ্ত

শ্রীরামগোপালদাস-বিরচিত

অষ্টরস-নিরূপণ

অষ্টরস-নিরূপণ

শ্রীশ্রীহরয়ে নমঃ

অথ খণ্ডিতা—

নায়কের অঙ্গে দেখে কামচিহ্ন যত।
অধর মলিন রাঙ্গা নয়ন বেকত॥
চিবুকে দশনচিহ্ন সিন্দূরে মণ্ডিত।
নায়িকার কজ্জলে বদন বিভূষিত॥
হৃদয়ে জাবক রঙ্গ হার অঙ্ক উরে।
পরিধান নীলসাড়ি অথির জাগরে॥
জানিঞা সঙ্কেতদেশে নায়িকা দুঃখিতা।
কান্তকে কোপেতে কহে সেই সে খণ্ডিতা

অথ বিপ্রলব্ধা—

দিবসে দিবসে দূতী করে গতাগতি।
সঙ্কেতদেশে নায়িকা যাইঞা করে স্থিতি॥
দৈবদোষে কান্ত যদি আসিতে না পায়।
বিপ্রলব্ধা নায়িকা নিশি কান্দিয়া পোহায়।

অথ বাসকসজ্জা—

কান্তের সঙ্কেতে ধনি হইঞা উল্লাস।
তাম্বুল পুষ্পমালা শয্যার বিলাস॥
নানাভূষা অঙ্গে করি সখীর সহিতে।
বাসকসজ্জায় রহে কান্তে কান্ত চিত্তে॥

অথাভিসারিকা—

অভিসার কহি এবে দুইত ধরণ।
নায়কের গমন আর নায়িকার মিলন॥
কৃষ্ণের অভিসার কভু নায়িকার ঠাঁই।
কৃষ্ণ লাগি অভিসার কভু করে রাই॥

মুরলীর ধ্বনি রাই শ্রবণে শুনিঞা।
নীবিবন্ধ খসি পড়ে পুলক হইঞা॥
গৃহকর্ম্মে স্থির নহে মনেত চঞ্চল।
দূতী কথা শুনি হয় উন্মত্তি পাগল॥
পথঘাটের আশঙ্কা কিবা গুরুজনের ভয়।
মেঘাগমে অন্ধকারে আশঙ্কা না হয়॥

অথ কলহান্তরিতা—

কলহান্তরিতা মানে হইঞা বিমুখ।
কান্তের সাধনে কভু না হয় সম্মুখ॥
পদাক্রান্ত হঞা কান্ত করিঞা মিনতি।
বাহুড়িয়া ঘরে যায় না পাঞা সম্মতি॥
অনুতাপ করি কান্দে পাইঞা হুতাশ।
আক্ষেপ করিয়া কহে প্রিয়সখীপাশ॥

অথোৎকণ্ঠিতা—

দোঁহে মিলি দূতী দ্বারে সঙ্কেত করিঞা।
বেশ করি রহে ধনি সেইখানে গিঞা॥
বিলম্ব হইলে করে পথ নিরীক্ষণ।
কতক্ষণে নায়কের হইবে মিলন॥
দশদিগ নেহারে সঘনে তাকে নিশি।
পিয়া না আইলে সে আকুল হেন বাসি॥
অন্যের ঘরে গেল কিবা আমারে নিরাশ।
উৎকণ্ঠিতা উঠে বৈসে ঘন ছাড়ে শ্বাস॥

অথ স্বাধীনভর্তৃকা—

স্বাধীনভর্ত্তৃকা যে কান্তের বক্ষস্থলে।
বসে শ্রান্ত কলেবর মদনবিভুলে॥
কান্তাকে কহে আমার করহ সেবন।
কান্তের সেবাতে তুষ্ট নায়িকার মন॥

রস নয়প্রকার—

শৃঙ্গার ১ ; বীর ২ ; করুণ ৩ ; রৌদ্র ৪ ;
হাস্য ৫ ; অদ্ভুত ৬ ; ভয়ানক ৭ ; বীভৎস ৮ ;
শান্ত ৯ ।

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয় তিন পরকার ।
ভাবী ভবন হয় ভূত পরাক্রিয়া আর ॥

অথ ভাবী—

নায়ক বিদেশ যায় শুনিঞা সুন্দরী ।
সহচরি সঙ্গে বিলাপ নানাবিধ করি ॥

অথ ভবন্—

কৃষ্ণ চলিলা রথে শুনি ব্রজনারি ।
সহচরি সঙ্গে পথে যায় গড়াগড়ি ॥
আউলাইল কেশপাশ সেহ নাহি বান্ধে ।
অপেক্ষা না করে কারো উচ্চস্বরে কান্দে ॥

অথ মাথুরবিরহ—

কৃষ্ণ মথুরা গেলা এথা গোপীগণ ।
বিরহ বেদনায় কেহো না ধরে জীবন ॥
রতিপতিচরণযুগল করি সাধ ।
গোপালদাসে কয় রসের বিচার ॥

ইতি অষ্টরস নিরূপণ সম্পূর্ণ

শ্রীপীতাম্বরদাস-বিরচিত

অষ্টরস ব্যাখ্যা

অষ্টরস ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃষ্ণ বন্দো এক মনে।
অজ্ঞানান্ধ দূর হয় যার কৃপাঞ্জনে॥
জীবে আগে দেখা দেন বৈষ্ণব রূপ ধরি।
তবে গুরু কৃষ্ণ উপদেশে কৃপা করি॥
অতেব বৈষ্ণবগুরু কৃষ্ণ এক দেহ।
জীব তরাইতে ভেদ নাহি জানে কেহ॥
শ্রীশচীনন্দন বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অনর্পিত প্রেম দিয়া জীবে কৈল ধন্য॥
পদ্মাবতীসুত বন্দো নিত্যানন্দ রায়।
অলৌকিক চেষ্টা জীব বুঝান না যায়॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাঞা আসি গৌড়দেশে।
আচণ্ডালে যিহোঁ ভাসাইল প্রেমরসে॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র বন্দো বড় ভক্তি করি।
যাহার হুঙ্কারে অবতীর্ণ গৌরহরি॥
শ্রীচৈতন্য-ভক্ত যত অসংখ্য গণন।
একবার বন্দো শিরে সভার চরণ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাপাটে বসতি যাঁহার॥
অষ্টাষ্টে হয় চৌষট্টি রসের আখ্যান।
মুখ্য অষ্টরস কিছু করিব ব্যাখ্যান॥

তথাহি—

অভিসারিকা বাসকসজ্জাপ্যুৎকণ্ঠিতা তথা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা চ কলহান্তরিতা পরা॥
প্রোষিতপ্রেয়সী প্রোক্তা তথা স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্ট নায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্তিতাঃ॥

অভিসারিকা বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা।
বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা আর কলহান্তরিতা॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা আর প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
এই অষ্টনায়িকা রসতন্ত্রেতে উক্তিকা॥
অভিসারিকা হৈতে আগে করিব রচন।
ক্রমে ক্রমে কহিব সব রসের লক্ষণ॥

তত্রাদৌ অভিসারিকা

গীতাবলি—

যা পর্য্যুৎসুকচিন্তাতিমদনেন মদেন চ।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং [সা মতা হ্যভিসারিকা]

॥ দোহা ॥

ছুরশৃঙ্গার সাজি প্যারিকো অভিসার।
ছুরসঙ্গিনী মেনকে চলে যাহাঁ বৈঠে নন্দকুমার॥

॥ পয়ার ॥

অভিসারিকা হয় অনেক ধরণ।
নায়কের সঙ্গে হয় নায়িকার মিলন॥
কৃ [ষ্ণ অভি] সার করে নায়িকার ঠাঞি।
কৃষ্ণ লাগি অভিসার কভু করে রাই॥
শুক্ল অভিসার যবে করে সুবদনী।
শুভ্রবস্ত্র শুভ্রপুষ্প নির্ম্মল রজনী॥
সুবদনী যবে করে কুহু অভিসার।
নীলবস্ত্র নী [ল পুষ্প নী] ল অলঙ্কার॥
মুরলীর ধ্বনি কভু শ্রবণে শুনিয়া।
নীবিবন্ধ খসি পড়ে লোলুসিত হঞা॥
গৃহকর্ম্মে স্থির নহে মনেতে চঞ্চল।
দূতী কথা শুনি কভু উন্মত্ত পাগল॥
পথের [ ] বাজনা ভয়।
মেঘাগমে অন্ধকারে শঙ্কা না জন্মায়॥

যে সময় যেমন বেশ যোগ্য করিয়া।
সঙ্কেতস্থান যায় সখী সঙ্গে লঞা॥

উৎকণ্ঠাভিসারে পদাবলী

॥ শ্রীগান্ধার ॥

[অম্বরে ডম্বর ভরু নব] মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরে নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব-সিন্ধু॥
অব জানি সজনি করহ বিচার।
শুভ [ক্ষণ ভেল পহিল অভিসার ॥
[মৃগমদে তনু অনুলেপ]হ মোর।
তহিঁ পহির হালী নীল নীচোল॥
কী ফল উচকুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর মোতি শতেশ্বরি হার॥
তুহুঁ সখি দেখত দেহলি লাগি।
গুরুজন ঘরহিঁ ঘুমল [কিয়ে] জাগি॥
[চলইতে দিগভরম] জনী হোই।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলি গোই॥ ১ ॥

॥ মন্দার ॥

কি করব মৃগমদ লেপন তোর।
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল॥
শরদ চাঁদমুখি এ তুয়া হাস।
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
যব অভিসারবি হরিক উদেশ॥
অচিরে ঝাপবি ও মুখচন্দ।
দূর কর সৌতিনী কিঙ্কিণী মন্দ॥
নূপুর মুখ ভরি তুলকপুঞ্জ।
মন্থরগতি চলু [কেলি নি] কুঞ্জ॥

চলইতে চৌকী নগরপুর মাঝ।
জনি মণিকিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
তিমির পন্থ যব হোত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস সঙ্গে করি লেহ॥ ২ ॥

॥ সুহই ॥

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দরদর বাদর দোর।
বারিক বারণ নীল নীচোল॥
এ ধনি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মান [সে] সুরধনি পার॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
সুন [ইতে] শ্রবণ মরম জরি জাত॥
দশদিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে চমকই লোচন তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহে ইথে কী বিচার।
ছুটল বান কীএ জতনে নিবার॥ ৩ ॥

॥ ধানসী ॥

কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটিলো
তাহে কি কপাটকী বাধা।
নিজ মরিজাদ সিন্ধুসেঁ পৈরলোঁ
তাহে কী যমুনা অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছন হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥
কুটিল কুসুমশর বরিখএ জছু পর
তাহে কি জলদ জল আগী।

প্রেম-দহন-দহ যাকর হৃদে সহ
তাহে কি বজরক আগি ॥
যছু পদতলে জীবন সোঁপলু
তাহে কী তনু [অনু]রোধ।
গোবিন্দদাস কহ ধনি অভিসরু
সহচরি পাওল বোধ ॥ ৪ ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহার।
ঝর ঝর বরিখন জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আঁন্ধিআর।
দিসি দরশাওই মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুনফ[ল] তোরি।
এতহুঁ দুতর তরি তোহে মিল গো[রী] ॥
ঝলকত বিজুরি নয়নে ভরু চঙ্ক।
চলইতে খলত সঘন মহিপঙ্ক ॥
উঠইতে উজর ফণি মণি হেরি।
কনক-দণ্ড বুলি ধরু কত বেরি ॥
ঐছনে সোঁপলঁ তোহে নী[জ দেহ]।
অপরূপ ঐছন [] তোহারি স্নেহ ॥
এতদিনে প্রেমক পরিচয়ে ভেল।
গোবিন্দদাস ভরম দূর গেল ॥ ৫ ॥

বাসকসজ্জা

·········*বরহি গেল কাজ।
যৌবনের সঙ্গে দিল জীবন বিয়াজ ॥
ফুলশরে জরজর হিয়া চমকায়।
গোপালদাসের তনু ধরণী লুটায় ॥ ১ ॥

*মূলে পুঁথির একটী পত্র নাই।

॥ তুড়ী ॥

যতনে সাজিল ফুলের সেজ।
গন্ধ [···] মোহ করে।
অঙ্গ ছটফটি সহন না যায়
দারুণ বিরহ জরে॥
কানুর লাগি জাগি পোহাইলুঁ
এ চারি পহর রাতি।
এতদিনে বেলে নিশ্চয়ে জানিলু
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
দুর দুর দাদুরি বোল
ঝিঝি ঝিঝি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরি মালা
হিয়ার পুতলি দোলে।
দারুণ ফুলশরে তনু জরজর
শরীরে না রহে প্রাণ।
কানুর [···] নিঠুর পিরাতি
দাস গোবিন্দ জান॥ ২ ॥

॥ রাগ সুহই ॥

কপটক করু সোই যদুনন্দন
হামারি গুপত রতিকান্ত।
অবইতে যামিনী কো গজগামিনী
আগে অগোরল পন্ত॥
সজনি, কাহে বনায়লোঁ বেশ।
কুসুমসেজ সাজাই নিশি জাগর
অরুণ উদয় ভেল শেষ॥
কত কত মরমক বেয়াধি সমাধব
রজনী শয়নে করি সেবা।
কৌন কলাবতী করি কত আরতি
পূজল মনোমথ দেবা॥

ফুলশরে জীবন রহত না জাওত
পড়ি রহু প্রেমকলঙ্কা।
গোবিন্দদাস কহ কানু পিরিতি নহ
কেবল যুবতীকলঙ্কা ॥ ৩ ॥

দুয়ারের আগে ফুলের গাছ
কিসের লাগিয়া রুলু।
মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ জ্বালায় মৈলু ॥
জুঁই রুইলু জাই রুইলু
রুইলু সুগন্ধ মালতি।
ফুলের বাসে নিন্দ না আইসে
নিঠুর পুরুষ জাতি ॥
কুসুম তু [লিয়া] যতন করিয়া
সেজ বিছাইলু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ফুটে গায়
রসিয়া নাগর বিনে ॥
আপনা খাইয়া সখীর বচনে
তা সঙে করিনু প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরিতি
[যেন দরি]দ্রের হেম ॥ ৪ ॥

॥ আপ্তদৌত্য ॥

॥ বরাড়ি ॥

জঙ্গমহেমলতাসম সোধনীত্যাদি ॥ ৫ ॥

॥ বিভাস ॥

পন্থ নেহারি বারি ঝরু লোচনে
অধর নীরস ঘন শ্বাস।
করতলে বদন [সঘনে অবলম্বই]
[গুণি গুণি] জীবন নৈরাশ ॥

শুন মাধব কাহে আসআসলি রামা।
সগরহুঁ যামিনী জাগি পোহাওল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ ধ্রু
হরি হরি বোলি ধরণী ধরি রোয়ই
রোধল গদগদ ভাখ।
[নীল গগন] হেরি তোহারি ভরম ভরে
বিধি সঞে মাগএ পাখ॥
লাখ আসআসে লখই না পারিএ
রহত কি নাহি নিশ্বাস।
তুয়া গুণগাম নাম সুনি পুলকই
পরিখত গোবিন্দদাস॥ ৬॥

॥ অথ খণ্ডিতা ॥

অন্যয়া সহ কান্তস্য দৃষ্টে সম্ভোগলক্ষণে।
ঈর্য্যাকষায়িতা যাসৌ খণ্ডিতা খলু কথ্যতে॥

॥ দোহা ॥

কামিনী········ ······ ········।
তুঙ্গর বহু ভর্চ্ছে সোই খণ্ডিতা প্রসঙ্গ॥

॥ পয়ার ॥

প্রাতঃকালে কান্ত যদি হয় দরশন।
ঈর্য্যাযুক্ত হঞা ধনি করয়ে ভর্চ্ছন॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে [দেখে কামচিহ্ন যত]।
অধর মলিন রাঙ্গা নয়ান বেকত॥
চিবুকে দশনচিহ্ন সিন্দুরে মণ্ডিত।
নায়িকার কজ্জলে বদন বিভূষিত॥
হৃদয়ে জাবকচিহ্ন হার উর্দ্ধ উরে।
পরিধান নীল শাড়ি রতি জাগ [রে]॥
[জাগিঞা সঙ্কেত দেশে] নায়িকা দুঃখিতা।
কান্তকে গঞ্জিয়া কহে সেই সে খণ্ডিতা॥

কেমন রমণী তোমার পাঞাছিল লাগ ।
তাহাতে লাগিছে অঙ্গে কঙ্কণের দাগ ॥
রজনী বঞ্চিলু [..........................] ।
অন্য গৃহে গেলা তুমি মোরে দুঃখ দিয়া ॥
জেখানে বঞ্চিলে নিশি জাহ তার ঘরে ।
প্রভাতে দিয়াছ দেখা আমা দগ্ধাবারে ॥
এতেক সুনিঞা কৃষ্ণ তরাশে উঠিলা ।
[ধরিয়া] রাধার করে কহিতে লাগিলা ॥
দৈবযোগে কালি আমি আসিতে নারিল ।
কোথা দেখ রতিচিহ্ন অঙ্গেতে রহিল ॥
হেন কেবা আছে ব্রজমণ্ডল ভিতরে ।
তোমা ত্যাগ করি আমি জাব তার ঘ [রে] ॥
করি [অনুনয়] কৃষ্ণ কহিল রাধারে ।
তথাপি সম্মতি কিছু নহিল অন্তরে ॥
মহাদুখে কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমন ।
সংক্ষেপে কহিলু কিছু খণ্ডিতা লক্ষণ ॥

॥ পদাবলী

॥ ভূপালী ॥

প্রতি [অঙ্গে রতিচিহ্ন] আঁখি ঢুলু ঢুলে ।
খসিল কেশের বেশ মালতীর ফুলে ॥
চল চল মাধব তোহে পরণাম ।
গোঙাই সক[ল] নিশি আইলে বিহান ॥
হাম বনচারী বঞ্চিএ একসরিয়া ।
চাতুরী না কর চল শতঘরিয়া ॥
চল চল মাধব চল পুনর্বার ।
দগধ শরীর দগধ কতবার ॥
তুরিতে মাধব তুহুঁ চলু নিজ বাস ।
অতয়ে নিবেদিল গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥

॥ সুহই ॥

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জলত হামারি॥
অধরহিঁ কাজর তোর।
বদনকমল মলিন ভেল মোর॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একই পরাণ॥
হাম উজাগরি রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি॥
হামারি রোদন অভিলাস।
তুহুঁ ভেল গদগদ ভাষ॥
সবে তুহুঁ তনু নহে সঙ্গ।
হাম গোরি তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতয়ে চলহ নিজ বাস।
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ ২॥

॥ বিভাস ॥

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এ নহ কুঙ্কুম রেহ।
কাজরে ভরম মরমে কিয়ে গঞ্জসি
মৃগমদ দেখ পুন এহ॥ ধ্রু॥
সুন্দরি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহিঁ তরুণি দিঠি মন্দ॥
গৌরীক হেরি বেরি সম মানসি
উরু পর জাবক ভানে।
ফাগুবিন্দু হেরি ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল দুনয়ান।

তুঁহু পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৩ ॥

চাতুরি পরিহর নাগর চোর।
সাখি দেওল সব অঙ্গহিঁ তোর ॥
সোপরি লাগবি নিজ অনুরাগ।
[···] মানে লাগল কাজর দাগ ॥
ভালে বিরাজিত সিন্দুর রেখ।
মুকুর লইঞাঁ নিজ মুখানী দেখ ॥
নয়ান জাগর আনহিঁ ভাতি।
আন বয়ান আন অধর কাঁতি ॥
নব কবিশেখর কহই না পারি।
তাহিঁ জাহ তুহুঁ জাঁহা বরনারি ॥ ৪ ॥

সুন সুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহি অপরাধ না ভাবিহ আন ॥
পুজিলু ভগবতী যামিনী জাগি।
গমন বিলম্বিত ভেল তথি লাগি ॥
লাগল মৃগমদ কুঙ্কুম দাগ।
উচ্চারি মন্ত্র অধর তুহি রাগ ॥
তুয়া কুচকলস হারফণিরাজে।
বোলসী হাথ দেও তথি মাঝে ॥
তুয়া বিনু হাম ···ম বজর কোয়।
তুহি কালভুজঙ্গিনী দংশব মোয় ॥
নব কবিশেখর কি কহব তোয়।
সপতি করিএ জব উনুমতি হোয় ॥ ৫ ॥

হেন অনুরাগ নহে অনুচিত।
গমন গৌনী ভেল নিশাপতি ভীত ॥
বিভাব হী [ন রূপসী] গেও পূর।
তেঞি নিশা বাঢ়ল সঙ্কেত চূর ॥

হে ধনী সুন্দরী করহ সুজাত।
তুয়া কুচ হেমঘট (হার ভুজঙ্গিম) তহি পশারব হাথ ॥
তুয়া বিনু হামজো জানব কোয়।
তুহি কালভুজঙ্গিনী দংশব মোয় ॥
নহে ভুজে ভুজে বান্ধি হিয়ে হিয়ে তোর।
পয়োধর পাথর বুকে দেহ মোর ॥
ইথে যদি এ ধনী নহে পরতীত।
বুঝিঞা করহ শাস্তি জে হয় উচিত ॥
যখন কারাগারে বাঁধবী রাই।
গোবিন্দদাস কহে উচিত সাজাই ॥ ৬ ॥

॥ বিভাস ॥

আকুল চীকুর চারু শিখিচন্দ্রক
ভালহিঁ সিন্দুরক দহনা।
চন্দন-চাঁদ মাঝ মৃগমদ লাগল
তেঁ [ঞি] ভেল বেকত তীননয়না ॥ ধ্রু
মাধব, তুহুঁ অব শঙ্কর দেবা।
জাগর পুন-ফলে প্রাতহিঁ ভেটল
দুরহি দূর রহু সেবা ॥
চন্দন-রেণু ধূসর ভেল সব তনু
সোই ভসম [সম] ভেলা।
তোহারি বিলোকনে মঝু মন মনসিজ
মনমথ সঞে জরি গেলা ॥
অবং বসন ধর কাহে দিগাম্বর
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহে ইহ পরু অম্বর
গণইতে লেখি না লেখি ॥ ৭ ॥

॥ সুহই ॥

সহজহি গোরি রোখে তিন লোচনে
কেশরি জিনী মাঝ ক্ষীণ।

হৃদয়ে পাষাণ বচন অনুমানিএ
শৈলসুতা কর চীন ॥ ধ্রু ।
সুন্দরি, আজু তুহুঁ চণ্ডী বিভঙ্গ ।
জব হা [ম] শঙ্কর তুয়াঁ নিজ কিঙ্কর
দেওবি মুঝে আধ অঙ্গ ॥
কালিম কুটিল ভাঙ ভুজঙ্গিম
সন্তরু তাকর দম্ভ ।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি বুঝিএ
এহো নাহি শম্ভু নিশম্ভু ॥
দহন মনোভবে তুহুঁ সে জিয়াওবি
ঈসত হাস বয়ানে ।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডই
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ ৮ ॥

॥ ধানশী ॥

রাইক হৃদয়- ভাব বুঝি মাধব
পদতলে ধরণী লোটায়ী ।
দুই করে দুই পদ ধরি রহু মাধব
তবহু বিমুখ···ভেল রাই ॥
প্রণতি-বিনতি করু কান ।
হাম তুয়া অনুগত তুহু ভাল জানত
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ ধ্রু ।
তুহুঁ যব সুন্দরি মুখ নাহি হেরবি
[হাম যাওব কোন] ঠাম ।
তুয়া বিনু জীবন কোন কাজে রাখব
তেজব পাপ পরাণ ॥
এতেক বিনয় করল যব মাধব
পুন নাহি হেরল বয়ান ।
গিরিধর দাস মিছই আসআসল
বিমুখে চলল তহি কান ॥ ৯ ॥

॥ ধানশী ॥

রাই অনাদর হেরি রসিকবর
অনুরাগে করল পয়ান।
নয়ানলোরে পথ লখই ন পারই
পীতবাসে মুছএ বয়ান॥ ধ্রু ॥
হরি, হরি, এহ করি অনুমান।
সো অতি প্রেমগহি কীএ লাগি নিরসল
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
মোহে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
ইহ দুখ করি অনুমান।
রসবতী-হৃদয়ে বিরহে যব জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্ভাষণে সুধারস-সিঞ্চনে
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দদাস যব জতনে মিলায়ব
তবহুঁ মনোরথ পুর॥ ১০ ॥

॥ অথ কলহান্তরিতা ॥

নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥

॥ দোহা ॥

পীউকে বহু বিনয় সাধয়ে প্যারী কো সম্মতি ন হোয়।
পীছে অনুতাপ কহত পস্তাএ কলহান্তরী সোয়॥

॥ পয়ার ॥

মানিনী হইয়া রাই হয়েন বিমুখ।
কান্তের সাধনে রহু না হয় সম্মুখ॥
পায়েতে পড়িয়া কান্ত করিয়া বিনতি।
বাহুড়িয়া ঘর জায় না পাঞা সম্মতি॥

অনুতাপ করেঁ [বহু] করিয়া হুতাস।
কেনে নাথে সখি তুমি করিলে নৈরাশ॥
কেমনে হইব দেখা প্রাণনাথ সনে।
দর্শন পাইলে পূজা করিব চরণে॥
কে হেন ব্যথিত আছে মোর দুঃখ জানি।
মিলাইয়া দেই মোরে কৃষ্ণচন্দ্র আনি॥
আপনা ধিক্কার করে অত্যন্ত দুঃখিতা।
কৃষ্ণ দুঃখে মহা দুঃখি সেই কলহান্তরিতা॥

॥ সুহই ॥

আঁধল প্রেম পহিলে না হেরিলুঁ
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তা সঞে
অহনিশি জলত পরাণ॥ ধ্রু॥
সজনি, তোহে কহো মরমক দাহ।
কানুক দোখে জো ধনী রোখে
সোই তাপিনী জগমাহ॥
যো হাম মান বহুত করি সাধলোঁ
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ শরে ভেল জরজর
তাকর বদন না দেখি॥
ধৈরজ লাজ মান সঞে ভাগল
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই [সুন] সখি ভাবিনী
কানুক ঐছন নেহ॥ ১॥

॥ সুহই ॥

সো মুখচন্দ্র নয়নে না হেরলোঁ
নয়ন দহন ভেল চন্দ্র।
সো মধুর বোল শ্রবণে না সুনলোঁ
মধুকর ধ্বনি ভেল মন্দ॥ ধ্রু॥

[সজনি] কাহে বাঢ়ায়লোঁ মান।

প্রেমভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর

তুহুঁ পরবোধবী কান॥

সো করকিশলয় পরশ উপেখলোঁ

অব কিশলয় তনু কোর।

নব নব নেহ সুধারসে নিরসল

গরলে ভরল তনু মোর॥

[সো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ

হার ভুজঙ্গম ভেল।

গোবিন্দদাস কহ সো অতি দুরগহ

যো ঐছন মতি দেল॥]

[সখীর উক্তি]

॥ শ্রীরাগ ॥

সুনইতে কান্থক মুরলিরব মাধুরি

শ্রবণ নিবারলোঁ তোরি।

হেরইতে ও রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলো

তব মোহে রোখলি ভোরি॥

[অসম্পূর্ণ পদ—গোবিন্দদাস]

॥ সখি-উক্তি ॥

॥ ধানশী ॥

মান গরুয়া কাহে ধরলি।

কান্থক করুণা করণে নাহি সুনলী॥

বঞ্চিত ভই পন্থ চলনা।

কলিযুগ পাপ সত্য তোহে ফলনা॥

তুহুঁ উপেখলি রতনে।

মান হৃদয় ধরি জতনে॥

কভু নাহি সুনলি মহাজন মুখকা।

যাচত বাঘ না খাবই বলকা॥

॥ সুহই ॥

সখি সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানি কৌন বিধি নিধি নেওল
মর সুখ করি বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসী
ডারসী শোক কি কূপে।
মুরছিত জনকে ঘাতন নহে সমুচিত
জগজনক হব বিরূপে ॥
ভাঙ্গল মান সবহুঁ জনগঞ্জন
পিরিতি পিরিতি করি রাধা।
রসিক সুনাহ আপন সুখ পাওব
এ বড়ী মরমে মঝু সাধা ॥
সো মুখচন্দ্র হৃদয় করি পৈঠব
কালিন্দী বিষ হৃদনীরে।
পামরি গোবিন্দদাস মরি জাওব
সাজি আনল তছু তীরে ॥ ২ ॥

॥ বরাড়ী ॥

চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাদ।
ধরণী লটাওল গোকুলচাঁদ ॥
ঢরকী ঢরকী পড়ু লোচনে লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন করলো হাম মান।
অব নাহি নীকষয়ে কঠিন পরাণ ॥
নারী-জনমে হাম ন গুণলো ভাগি।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

সো বহুবল্লভ সহজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর ॥

কুসুম শরে মঝু জরজর অঙ্গ।
চলয়ে চাহ তাহা আদর ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
এ সখি কাহে উপেখলোঁ কান।
না জানি দগধী চলল মোহে মান॥
অব বিরচহ সখি সো পরবন্ধ।
কানু কৈছে হোয়ে নীরবন্ধ॥
সখি গণইতে তুহুঁ সে সীয়ানী।
তোহে কি শিখাওব চতুরিম বাণী॥
সহজহি সুচতুর [গোয়ার] কানাঞি।
অবসর বুঝী করবি চতুরাই॥
মঝু এত আরতি সো নাহি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সপলোঁ পরাণ॥
জীবইতে মোহে মিলয়ে যব কান।
গোবিন্দদাস তোহারি [গুণ] গান॥ ২

আপ্তদৌত্যম্

॥ সুনহই॥

সুন বহুবল্লভ কান।
তুহুঁ ভাল চতুর সুজান॥
পামবি পিরিতি উপেখি।
আওল কুলবতী দেখি॥
তোহারি রসিকপণ জানি।
কহইতে না [পারে] বাণী॥ ধ্রু॥
তোহে কোন শিখাও ললিতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরিতে॥
সুনইতে ঐছন কাজ।
হাসব যুবতী-সমাজ॥
যো পদপঙ্কজ [আশে]।
[করসি কতহুঁ] অভিলাসে॥

অব সো পদপঙ্কজ ছোরি।
কৈছে রহলি মুখ মোরি ॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
সুনইতে লাগএ ধন্ধ ॥ ৪ ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণস্য উক্তিঃ ॥

সজল নয়নে রজনী জাগি।
[সেবলোঁ চরণ] হৃদয়ে লাগি ॥
এ সখি এ সখি তুহুঁ সে জান।
যৈছন সেবক নাগর কান ॥ ধ্রু ॥
দারুণ মদন যে দুখ দিল।
মুরছি চেতন হরল নেল ॥
খলক বচনে নিঠুর রাই।
নিঠুর হৃদয় [ভৈগেল তাই] ॥
তুহুঁ সে যতেক কহলি হিতে।
অহিত অহিত করল চিতে ॥
অতয়ে সে ধিক্ জীবন জানি।
বিজনে অওল মরণ মানি ॥
কাম-সাগরে নরব হামে।
বেকত বেকত জপত নামে ॥
[যৈছে] পাওব সে পদ-রাতা।
তৈছন যতনে সেবব ধাতা ॥
যৈছন পুরব মনক আশ।
করব তৈছন গোবিন্দদাস ॥ ৫ ॥

॥ অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥

যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ কান্তঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা ॥

॥ দোহা ॥

পিউ বনাওত বেশ কেশ বহু কায়।
স্বাধীনভর্তৃকা জানি বর্ণত কবিরায় ॥

॥ পয়ার ॥

স্বাধীনভর্ত্তৃকা সে সর্ব্বলীলা শেষে।
প্রাণনাথেঁ কিছু করিঞা বিশেষে॥
করি বহু ভাগ্য তোমা পাইআছি আমি।
সদয় হইয়াঁ মোরে দয়া কর তুমি॥
মোর অঙ্গে বেশভূষা জতেক আছিল।
তোমাসঁ বিহরিতে সব সরম নষ্ট হৈল॥
মোর অঙ্গে কর বেশ আপনার হাথে।
রাধার বেশ করে কৃষ্ণ বসাঞা সাক্ষাতে॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা এই অপূর্ব্ব লক্ষণ।
কান্তের সেবায় তুষ্ট হয় তার মন॥
যে কহে নায়িকা তাতে নায়ক অনুকূল।
সকল নায়িকা হৈতে তাহার বহু মূল॥

॥ পদাবলি ॥

॥ ভূপালি ॥

আকুল কুটিল অলকাকুল সমরি।
সীথি বনাই পুন বান্ধহ কবরি॥
তহিঁ ভালে দেওবি সিন্দুরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজহ মুখ ইন্দু॥
পীন পয়োধরে চীর করি আপি।
মৃগমদে লেখহ নখ পদ ছাপি॥ ধ্রু॥
এ হরি রতিরসে লুবধ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
অঞ্জনে রঞ্জহ লোচন ভ্রমরি।
শ্রুতি-অবতংশ কিশলয় চমরি॥
বিগলিত কম্বু-বলয়াগণ মোর।
সীথে পিঁধাওবি নূপুর জোর॥
মেটল জাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখত পরতেখ॥ ১॥

॥ যথা রাগ ॥

দেখ সখি, রাধা মাধব নেহ।

নাগরি বেশ বনাওত নাগর

ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥

আনন্দনীর যতনে হরি বারত

অলকা তিলক নিরমাই।

কুঞ্চিত লোচনে হরিমুখ হেরইতে

থরহরি কাঁপই রাই॥

কোরহিঁ ঝাঁতি পুনহিঁ হরি সাজত

পীন পয়োধর জোর।

ঘামল কর- পঙ্কজ জলে ধোয়ল

মৃগমদ চিত্র উজোর॥

মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল

রোধল গদগদ ভাষ।

অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল

না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ২॥

তথা—

॥ ভূপালি ॥

এ ধনি এ ধনি কর অবধান।

কহ পুন কি করব অনুচর কান॥ ধ্রু॥

পহিলহিঁ তোহারি বচন করি মান।

কিশলয় সাজলোঁ বদন শয়ান॥

চন্দ্রক পবন সঘন তহিঁ দেল।

তব ধনি শ্রমজল সব দূর গেল॥

অঞ্জনে রঞ্জলোঁ এ দুই নয়না।

তাম্বু[ল] পূরলোঁ পঙ্কজবয়না॥

মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর।

কাঁপে চপল করপল্লব মোর॥

ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরি।

গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি॥ ৩॥

॥ অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥

কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গমদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা ॥

॥ দোহা ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা মাথুর দূর গমন জানে।
ইহ রসিক লোক লম্পট কর কেবায় বাখানে ॥

॥ পয়ার ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয় তিন পরকার।
ভাবী ভবন হয় ভূত বিঁরহ আর ॥

তত্রাদৌ ভাবী

নায়ক বিদেশ জাবে জানিঞা সুন্দরী।
অনেক বিলাপ করে সঙ্গে সহচরি ॥
অমঙ্গল দেখি সব আকুল পরাণি।
বন্ধু মোরে ছাড়ি জাবে হেন অনুমানি ॥
হেন দেখি কংস দূত ব্রজেতে আসিঞা।
লঞা জাবে প্রাণনাথে রথে বসাইঞা ॥
এই মত কথা সব ভাবিতে ভাবিতে।
আইল কংসের দূত মথুরা হইতে ॥
ঘরে ঘরে অমঙ্গল ব্রজবাসীগণ।
একে আর কহাকহি অক্রূর গমন ॥
আজি রাত্রি পোহাইলে কৃষ্ণকে লয়িঞা।
চলি যাবে মধুপুরি সারথি হইঞা ॥
কি করি উপায় সখি কহ মোরে কথা।
সে উপায় কর প্রাণনাথ রহু এথা ॥

॥ পদাবলী ॥

॥ সুহই গান্ধার ॥

সজনি কানু বিরহ কথি লাগি।
তব ধরি জ্বলতহি আগি ॥

যব হাম গেলহুঁ পিয়া পাশ।
[পিয়া] ছাড়ল দীঘ নিশাস ॥
যব হাম পুছলোঁ বেরি বেরি।
পিয়া সজল নয়নে রহু হেরি ॥
তৈখনে যো কর চিতে।
কো যাওব পরতিতে ॥
তব ধরি বুঝিলোঁ বিচারি।
কঠিন জীবন কুলনারি ॥
[এ দুখ আন কি জান।
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥]১ ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

কালি হাম কুঞ্জে কানু জব ভেট।
নিরমদ নয়নে বদন করু হেঠ ॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানি ঐছে পড়ব পরমাদ ॥ ধ্রু ॥
এ সখি মোহে কহবি উপদেশ।
জানলোঁ কানু চলব পরদেশ ॥
পুছইতে কহই গদগদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্ধ।
হৃদয় [সুশীতল] সিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বইতে বদন নয়ন রহু মেলি।
আনহিঁ ভাতি রভস রসকেলি ॥
এতহুঁ কপট কৈছে হিয়া মহা গোই।
গোবিন্দদাস ভাল মন্দ হেরি রোই ॥ ২ ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

না জানি কো মাথুর সঞে আওল
তা হেরি কাহে জীউ কাঁপ।

তব ধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরএ
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ ॥ ধ্রু ॥
সখি হে, অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদক লাখ তৃণহু করি গণিয়ে
কান বিচ্ছেদ হএ জানি ॥
কীএ ঘর বাহির চীত না রহে থির
জাগরে নিন্দ নাহি ভায়।
গঢ়ল মনোরথ তৈখনে ভাঙ্গএ
কিএ সখি করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে ভ্রমর নাহি গুঞ্জে
সঘনে রোয়ত শুকসারী।
গোবিন্দদাস কহে আনি ধনি পূছত
কাহে এত বিঘিনী বিথারী ॥ ৩ ॥

॥ সুহই ॥

নামহি অক্রূর ক্রূর নাহি জা সম
সোহি আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে , ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল]
[কালিহ কালিহুঁ] সাজ ॥ ধ্রু ॥
সজনি, রজনী পোহাব কালি।
অবহু উপায় যৈছে নহ প্রাতর
মন্দিরে রহু বনমালি ॥
যোগিনী-চরণ শরণ করি সাধব
বাঁধব যামিনী-নাথে।
[নগতর চান্দ বেকত রহু অম্বরে]
যৈছে না হোএ পরভাতে ॥
কালিন্দী দেবী [সেবি তাহে ভাখহ]
সো রাখব নিজ তাত।
কীএ শমন আনি তুরিতে মিলাওব
গোবিন্দদাস অনুমাত ॥ ৪ ॥

॥ ভবন ॥

এহি ত কহিলা যত [ভাবীর বর্ণন]।
ভবনের কথা ইবে করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণকে অক্রূর লঞা রথে চড়াইলা।
অস্তব্যস্তে গোপীগণ ধাইঞা চলিলা ॥
কেশবাস না সম্বরে উন্মত্ত হইঞা।
অপেক্ষা না রাখে কান্দে [ভূতলে লুটাঞা] ॥

পদাবলী ॥ গান্ধার ॥

অতমিত যামিনীকন্ত।
বিফল ভেল মণিমন্ত ॥
উদয়াচল বরণ অরুণ।
উদয় দিনমণি দারুণ ॥
দেখ সখি পাপী অক্রূর।
হরি লেই চলু মধুপুর ॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচ্চার।
চলু সব গোপ গোঙার ॥
কোহি নাহি কহে অছু বাত।
হরি জনু মাথুর না জাত ॥
ব্রজপতি দম্পতি চিতে।
কোনে কয়ল বিপরীতে ॥
তেঁ বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস গুণ গাথা ॥ ১ ॥

হরি নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড়ি সন্দেহ।
সো হেন রসিক পিয়া পিরিতি পুরিত হিয়া
কাহে লাগি শিথিল সেনেহ ॥ ধ্রু ॥
সখি, জানি পাছে কাহ মুখ চাহ ॥
স্থন স্থন সহচরি অক্রুর চরণে ধরি
ক্ষণএ কহবি বিলম্বাহ ॥

পরিহরি গুরুজন হসতু বা দুরুজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনু জীবন জলতহি অনুখন
কো সহে এ হেন সন্তাপ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিধি নিকরুণ
যো করু ইহ রসবাধ॥ ২॥

॥ গান্ধার ॥

যাহে লাগি গুরু- গঞ্জনে মনরঞ্জলোঁ
দুরুজনে কিএ নাহি কেল।
জাহে লাগি কুলবতী বরত সমাপল
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥ ধ্রু॥
সজনি, জানলোঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি হরি অব জাওব
সুনইতে নাহি বাহিরাণ॥
যো মঝু সরস পরশ রস লালসে
মণিময় মন্দির ছোরি।
কণ্টককুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারই মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণি
মণিমঞ্জীর করি মান।
গোবিন্দদাস ভণ সো দিন কৈছন
বিছুরব ইহ অনুমান॥ ৩॥

॥ বরাড়ী ॥

কামিনী করি কো বিধি জনমায়ল
তাহে পুন কুলমরিজাদ।
তা পড়ে হরি সঞে নেহ বাঢ়াওলোঁ
তাহে বিঘটল পরমাদ॥ ধ্রু॥

সজনি, জানলোঁ বিহি মোরে বাম।
তেজি বৃন্দাবন মাথুর জাওব
জানলোঁ সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখচন্দ হাস মধুরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারি॥
কহইতে গোরি লোরে ভরু লোচন
মুরুছি পড়ত তহিঁ বেরে।
হাহা প্রাণনাথ বলি রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোরে॥ ৪॥

কী-এ ধনি চম্পক- দাম বনাওসি
করইতে রভস বিহার।
কালি মথুরাপুর জাওব বরনাগর
গুরুজন করত বিচার॥
প্রিয় সুদাম শ্রীদাম মহাবল
এসব জাওব সাথে।
এত শুনি মুরছি পড়ল বরনাগরী
বজর পড়ল যেন মাথে॥
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠত ক্ষেণে ক্ষেণে বৈঠত
অচেতন কলেবর কাঁপি।
ক্ষেণে ক্ষেণে রোওত বৃকভানুনন্দিনী
বদনে বসন দিয়া ঝাঁপি॥

গোবিন্দদাস.........

মৌনহি গমন কয়ল যদুনন্দন
অক্রুর লেই রথ আগে ধরি।
দাম সুদাম শ্রীদাম গদগদ
নন্দ যশোমতি [· ·] হরি॥

ব্রজবধূজন রয়ল চিন্তাওত
নয়নে ভরি ভরি নীর ঢরি।
শ্রীরাম ভণি বৃখভানুতনী
চীতক পূজবি দ্বারথরী ॥ ৫ ॥

॥ অথ ভূতবিরহ ॥

এইত কহিলুঁ কিছু ভবনের কথা।
বিরহ ভূতেঁ অনেক বেবস্থা ॥
কৃষ্ণ গেলা মধু [পু]রি হেথা গোপীগণ।
না জানয় রাত্রি-দিবা প্রাণ উচাটন ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে যতঁ সুখ সে সব ভাবিয়া।
গুঙায় সকল দিন রোদন করিয়া ॥

॥ পদাবলী ॥

॥ শ্রীগান্ধার ॥

সখি আজু গোকুল শূন্য ভেলা।
হরি কি মাথুর পুর গেলা ॥
রোদতি পিঞ্জর সুকে।
ধেনু ধাওত মথুরা মুখে ॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান ॥
কানু হওব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥
মোরে লাগল বিধাতা।
গোবিন্দদাস দুঃখদাতা ॥ ১ ॥

॥ বরাড়ী ॥

সুনলহুঁ মাধব মাথুর গেল।
গোকুলক মানিক কেবা হরি লেল ॥

কি পুছসি কি কহব স্থন সজনী।
কৈঁছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥ ধ্রু ॥
হরি গেল মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল কীএ মালতিক মালা॥
নয়ানের নিদ গেল মুখের গেল হাস।
সুখ গেল পিয়া সনে দুঃখ হাম পাস॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরি।
শূন ভেল দশদিশ শূন ভেল সগরি॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি স্থন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই-চারি॥ ২ ॥

॥ গান্ধার ॥

মুঞি যদি জানিতুঁ পিয়া জাবে ছাড়িঞা।
হিয়ার মাঝে পরাণ দিয়া রাখিতুঁ বান্ধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার জী ! বী ন কেনে অবহু রহিল॥
সেই সে ফুল বন সেই সে ভ্রমরা।
পিয়া বিহু ঘুরিয়া বুলে মধু না খায় তারা॥
এইখানে করিত কেলি রসিক বররাজ।
কিবা হৈল কেবা নিল কে পাড়িল বাজ॥
মরম ভিতরে বড়···দুঃখ।
মরিব বারেক পিয়ার না দেখিঞা মুখ॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
আমা হেন নিদারুনি না হয় তাহার॥
গোবিন্দদাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া।
[অভা] গিনী আগে জাইমু মরিয়া॥ ৩॥

সোই বৃন্দাবনে গাওই কোকিলা।
বিধি বাম ভেল পিয়া মধুপুরি গেলা॥
কোনখানে গেল পিয়া সেখানে মুঞি জাঙ।
[নাহি চিনি পথ] তেঁই জাইতে না পাঙ॥

ফুটিল কুসুম বন মাতল ভ্রমরা।
হিয়া মোর দগদগী কানু নিল কারা॥
নাচেরে ময়ূর দেখি ময়ূরি যুড়ায়।
প্রাণনাথ নাহি প্রাণ কেনি বা [জুড়ায়]॥
[শশধর ধরিবারে] ধায়েত চকোর।
কোন রসবতী পিয়া পাওল মোর॥
গোবিন্দদাস কহে জাঙ বলিহারি।
চীতে ধৈরজ ধর মিলিব মুরারি॥ ৪॥

॥ দেশা॥

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
[যোগী] জেন সদায় ধিয়ায়।
পিয়া বিনু মোর হিয়া ফুটিয়া না পড়ে কেন
নীলজ পরান নাহি জায়॥ ধ্রু॥
সজনী বড় দুঃখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
[এই বিধি লিখিল করমে]॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নবকিশলয় তুলি সেজ বিছাওই
রস পরিপাটীর কারণে॥
আমারে লইয়া কোরে শয়নে [সপন দেখে]
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
এ হেন গুণের পিয়া কার সনে কোথা গিয়া
কৈছনে রজনী গোঙায়॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না শুনি সম্বাদ।
[গোবিন্দদাস চলু] শ্যাম বুঝাইতে
দারুণ [এ] বিরহ বিষাদ॥ ৫॥

॥ গান্ধার ॥

অঙ্কুর তপন তাপে যব জারব ইত্যাদি।

এ সখি এখন তেখন করি দিবস গোঙাওলোঁ
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙাওলোঁ
ছাড়লোঁ জীবনক আশা ॥
বরিখ বরিখ করি জনম গুঙাওলোঁ
জীবন রহল তছু আশে।
হিমকর কিরণে কমল যব জারব
কি করব মাধবী মাসে ॥

॥ সুহই গান্ধার ॥

প্রেমক অঙ্কুর আত জাত ভেল
না ভেল যুগল পলাশ ইত্যাদি ॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

উকুলে বন্ধুর ঘরে বৈসে গুণনিধি।
পাখি হঞা উড়িয়া জাঙ পাখ না দেই বিধি ॥
যমুনাতে দিএ ঝাঁপ না জানে সাঁতার।
কলসে কলসে সেচো না টুটে পাথার ॥
মথুরার নামে প্রাণ কেমন জানি করে।
বড় সাধ লাগে মোরে বন্ধু দেখিবারে ॥
আর কী গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাথের মাণিক মুঞি হারাইলুঁ হেলে ॥
আগুণেতে দেঙ ঝাঁপ আগুণ নিভায়।
পাষাণেত দেঙ কোল পাষাণ মিলায় ॥
তরুতলে জাঙ যদি সেহ না দেই ছায়া।
যার লাগি ঝুরি মরো তার নাহি দয়া ॥ ৬ ॥

॥ রাগতথা ॥

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হব জুড়াবে পরাণ ॥

উঠিয়া বসিয়া কত পোহাইব রাতি ।
কঠিন পরাণ রে নিলজ নারীজাতি ॥
কেহোত না বলেরে আইল তোর পিয়া ।
কত না রাখিব চীত নিবারণ দিয়া ॥
কতদূরে পিয়া মোর করে পর-বাস ।
এতদিন না আওল কহে বলরামদাস ॥ ৭

॥ কেদার ॥

উয়ল নব নব মেহ ।
দূরে রহু শ্যামর নেহ ॥
তহি ঘন বিজুরি উজোর ।
হরি রহু নাগরি কোর ॥
দারুন পাহুঁক কান ।
জীবন ভেলহুঁ জান ॥
চাতকী পীউ পীউ বোল ।
সুনইতে জীউ উতরোল ॥
দাতুরি উন্মন ভাষ ।
বিরহিণী জীবন হুতাশ ॥
ঐছন ভেল দুরদিন ।
অম্বর রবিশশীহীন ॥
কো কহব কানুক পাশ ।
চলত গোবিন্দদাস ॥ ৮ ॥

॥ গান্ধার ॥

যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেলা ।
কিএ দোষ কিএ গুণ বিচার ন কেলা ॥
নখর খোয়াওলোঁ দিবস লিখি লিখি ।
নয়ান আন্ধার ভেল পিয়া পথ দেখি ॥
এ সখি এ সখি আমার পিয়া ।
অবহু না আওল কুলিশ শত হিয়া ॥

[······]রুলী বুঝলুঁ রসভাষ।
হেন জন নাহি জে জানায় পিয়া পাস ॥

॥ সুহই ॥

সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর সর হন্তিয়া ॥
কুলিষ-কতশত পাত মুদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি জাওয়ত ছাতিয়া ॥
তিমির ভরি অতি ঘোর যামিনী
অথির দামিনী পাতিয়া।
ভণত শেখর কৈছে বঞ্চব
সো পিয়া বিনু ইহ রাতিয়া ॥ ৯ ॥

॥ ভাটিয়ালি ॥

মাধব কাহে দেই সম্বাদ [তো]য়।
তুহুঁ আইলে দুঃখ আপনে নিবেদিব
মদন যো রাখএ মোয় ॥
ভ্রমর দূত করি তোহে পাঠাওব
সো অতি মধুমাতোয়ারা।
মলয়ে পবন কী তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দ সঞ্চারা ॥
আছএ না ঐছন চলব সঙ্গিজন
তা দেই সম্বাদ পাঠাই।

গুরুলাজ ভয়ে দূর দেশান্তরে
তেঞি হাম চলিতে না পাই ॥ ১০ ॥

॥···কৌ রাগ ॥

কুহু কুহু কুহু রব পীকু মুলে সুনো।
পিয়া মোর দূর দেশ একেশ্বরি গুণো ॥
নিচয়ে মরি মুঞি পুন জনমিমু।
তবেত বিপখিগণ আপনে গঞ্জিমু ॥
ধরিমু আক্ষটি বেশ হাথে লৈমু ফাঁস।
তবেত কোকিলিগণে করিমু বিনাশ ॥
বিখধর রূপ হঞা ভখিমু পবন।
হুতাশন রূপ হঞা দহিমু চন্দন ॥
আধতন্থ রূপ হৈমু বিধু গঞ্জিবারে।
কাম বিনাশিতে নেত্র হমু হর শিরে ॥
ছেদিমু তরুবর হঞা সুত্রজাতি।
বসন্ত সময়ে যেন না উপজে ক্ষিতি ॥

কতহিঁ মদন তনু দহসি হামারি।
নাহউ শঙ্কর হাম ভঁবরনারি ॥
নহ জটাসিঞ্চিত বেণীভুজঙ্গ।
মালতিমাল শিরে নাহ গঙ্গ ॥
ভালে নয়ন নহে সিন্দুরক বিন্দু।
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদসার।
নহে ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
কেলি ক [মল ইহ নহএ] কপাল ॥
বিদ্যাপতি কবি কহই সুজান।
অঙ্গে ভসম নহে মলয়জসার ॥ ১১ ॥

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিঅ মোর নাম দুইচারি ॥

এই [সব] [আ] ভরণ দিহ পিয়া ধাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥

॥ গান্ধার ॥

যাঁহা যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধূলি হোই মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পিয়া [নিতি নিতি নাহ]।
তাহা ভরি সলিল হোয় তথি মাহ ॥
এ সখি বিরহমরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছন মিলই [যব] গোকুলচন্দ ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ [জোতি হই তথি মাহ] ॥
[যো বীজনে] পিয়া বীজএ গাত।
মঝু অঙ্গ তথি হোয় মৃদু বাত ॥
যাহা পহুঁ ভরমহি জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই সোই ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন-গোরি।
[সো মরকত-] তনু তোহে কিএ ছোরি ॥ ১২ ॥

॥ দূতী-উক্তি ॥

কি ছার পিরিতি কৈলে পরাণে বাধিয়া আইলে
শুন শুন নিঠুর মাধাই।
সফরি সলিল বিনে আর জীবে কতদিনে
বাঁচিতে সন্দেহ [ভেল রাই] ॥
শুন শুন ওহে শ্যাম তুমি কেনে হৈলে বাম
ঝাঁট [রাখ] রাধার পরাণে।
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলে যুগবাতি
সে কেমন রহে অগোয়ানে ॥
বুঝিলাঙ্ উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরিতি রসে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরি হয়।

তার সাক্ষি পদ্মভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলেঁ সে যেন মরয় ॥
যত সুখ বাড়াইলে তত দুখে পোড়াইলে
করি কুমুদ বন্ধুভাতি।
[গুপ্ত ক-] হে এক মাসে দুই পক্ষের শেষে
নিদানে করিলে কুঁহু রাতি ॥ ১৩ ॥

॥ গান্ধার ॥

এ কে গোরি পাতরি আরে দুঃখ কাতরি
আরে দুঃখ বিরহক জ্বালা।
কতএ পরাণ পাণি দিএ বা···
গরাশয়ে মনমথ কালা ॥ ধ্রু ॥
মাধব ভাল নহে তুয়া অনুরাগ।
আপন পরাণ পিয়া যা সঞে বাটল হিয়া
তাহাঁ তোহে নাহি লাগ ॥
করে ধরি সির চাহি কারে কিছু নাহি কহি
বিরহে বিকল ঘন রোই।
বিরহ বেয়াধি জরি আধি ভেল সুন্দরি
তো বিনু ঔষধ কোই ॥

সখার উক্তি শ্রীমতির প্রতি

তথা—

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহিঁ দরশন ভেলা।
তুয়া কাহি জত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ন ভুরি গেলা ॥ ধ্রু ॥
সুন্দরি, সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম জানলোঁ
তিলেক না বিছুরএ তোয় ॥
পীত নিচোলে নয়নযুগ মুছই
পুন অচেতন তহি হেরি।

উর পর থোই চাপি ক্ষিতি লুঠই
ফুকরি রোই কত বেরি ॥
তুয়া বিনু রাতি দিবস নাহি জানই
এতহুঁ বুঝলোঁ অনুমানে।
তোহে বিছুরল ইহ কবহুঁ না বোল
বিদ্যাপতি কবি ভানে ॥ ১৪ ॥

॥ বরাড়ি ॥

রাধা নাম আধ শুনি চমকিত
ধরই [ন] পারই অঙ্গ।
লোচন-লোর-লহ- রীভরে আকুল
কো কহুঁ প্রেম-তরঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
সুন্দরি, দূর কর হৃদয়ক বাধা।
রাধা মাধব তুয়া অবধারলোঁ
মাধবকি তুহুঁ রাধা ॥
তোহারি সম্বাদে সুধারসে উনমত
হাসি হাসি ঘন তনু মোর।
লিখত পাতি দেখত না কাগজ
গদগদ রোধল বোল ॥
গীমতরঙ্গে পন্থ দরশাওল
তুহুঁ দিঠি-পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দদাস কহ এ ধনি সমুঝবি
কানুক ইঙ্গিত সুধি ॥ ১৫ ॥

॥ অথ ভাবোল্লাস ॥

॥ মঙ্গলগুঞ্জরী ॥

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভবাণী।
শুভসূচক যত নিজ অঙ্গে বেকত
অতএ নিচয়ে অনুমানি ॥ ধ্রু ॥

সজনি, সবহুঁ বিপদ দূর গেল।
সুখ সম্পদ বিধি আনি মিলাওল
ঐছন মতিগতি ভেল॥
মঙ্গলকলসে দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহিঁ ঠাম।
গ্রহগণকগণ আসি করু ভূষিত
তুরিত আওব জানি শ্যাম॥
হরিদ্র ডারিম দরপন অর্পণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহিঁ ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে॥
নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি
বসনভূষণ করি শোভা।
প্রাণ পাহুন পতি নিজগৃহে আওব
গোবিন্দদাস মনোলোভা॥ ১॥

আজু [মঝু] শুভদিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা॥
আজুক প্রাতর সময়ে।
বাম বাহু ঘন কাঁপয়ে॥
সঘনে খসএ নীবীবন্ধ।
বাম নয়ন করু ফন্দ॥
অনুক্ষণ হৃদয় উল্লাস।
পুরল পথিক পরবাস॥
এ লখণ বিফল না জাব।
মাধব নিজ ঘরে আব॥
পুলকে পুরল প্রতি অঙ্গ।
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ॥
মনমথ ভেল শুভকারি।
জ্ঞান কহে তুহুঁ গুণ চারি॥ ২॥

॥ বালা ধানসী ॥

আঙ্গিনা আওব জব রসিয়া।
পালটী চলব হাম ইশত হাসিয়া ॥
আবসী আচরে সোই ধরবে।
যাওব হাম জতন সোই করবে ॥
কাঁচুয়া ধরব হরি হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধদিঠিয়া ॥
সহজই পুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর রস পীব হামরা ॥
রস লাগল রমণী।
কত কত যুগতি মনে অনুমানি ॥
রভস মাঙ্গব পিয়া জবহিঁ।
মো মুখ বিহসি বোলব নহি তবহিঁ ॥
তৈখনে হরব চেতনে।
বিদ্যাপতি কহে [ধনি তুআ] জীবনে ॥ ৩ ॥

॥ মিলন ॥

আজু রজনী সখি ভাগি পোহাওলুঁ
পেখলু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মোর গেহ [গেহ করি] মানলু
আজু মোর দেহ ভেল দেহা।
আজ বিধি অভিমুখি জানলু রে সখী
দূর গেল সকল সন্দেহা ॥
সোই কোকিল অব লাখ রব করু
গগনে উদয় করু চন্দা।
পা[চ বাণ অব] লাখ বাণ হউ
মলয় সমীর বহু মন্দা ॥

কুসুমিত কুঞ্জে অলি অব গুঞ্জরু
কবি বিত্থাপতি ভান।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবি পরমাণ ॥ ৪ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদ-পদ্ম করি আশ।
অষ্টরস ব্যাখ্যা করে পীতাম্বর দাস ॥

ইত্যাদি

পীতাম্বরদাস-বিরচিত

রসমঞ্জরী

রসমঞ্জরী

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায়

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তৎপ্রিয়ং শ্রীগদাধরম্ ।
নিত্যানন্দঞ্চ তদ্ভৃত্যাংস্তথা চাদ্বৈতসংজ্ঞকম্ ॥

বন্দো [1]আমি[1] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গদাধর ।
[2]বন্দো[2] নিত্যানন্দ [3]আর[3] অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
[4]তবে বন্দো[4] নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ।
বন্দো গুরু বৈষ্ণব [5]যত[5] মহাজন ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার ।
[6]শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাহার ॥[6]
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা গোপী ত্রিবিধ প্রকার ।
প্রাখর্য্য মাধুর্য্য সাম্য গুণ [7]হয় যাহার[7] ॥
বামা দক্ষিণা ধীরাদি [8]বিভেদ[8] ।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ [9]তাহার[9] উদ্ভেদ ॥
খণ্ডিতাদি অষ্টরস তাহাতে [10]জন্মএ[10] ।
আট আটে চৌসট্টি তাহার ভেদ [11]হএ[11] ॥
রসকল্পবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরকে ।
তাহা সূক্ষ্ম করিতে পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥
তাহার করচা কিছু [12]আছিল[12] বর্ণন ।
গ্রন্থ বিস্তার [13]ভয়ে[13] না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্টদলের মঞ্জরী কথোক পাইল ।
রসমঞ্জরী বলি [14]তবে গ্রন্থ[14] জানাইল ॥
অভিসারিকা হইতে আগে [15]করি[15] বর্ণন ।
পত্মক্রমে [16]কহি কিছু তাহার বিবরণ[16] ॥

॥ অথ অভিসারিকা ॥

"কান্তার্থিনী তু যা যাতি সঙ্কেতং সাভিসারিকা ।"

সেই [17]অভিসার হয় পুন[17] অষ্ট প্রকার ।
জ্যোৎস্না তামসী বর্ষা দিবা-অভিসার ॥

কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা উন্মত্তা সঞ্চরা।
গীতপত্ত রসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

"স্ফারিকুজ্ঝটিহেমন্ত-রজনীধ্বান্তসঞ্চরাঃ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নবাতাদি-কোলাহলবিধূদয়াঃ॥
রাষ্ট্রভঙ্গনিরাতঙ্ক-পুরদারমহোৎসবাঃ।
প্রদোষাশ্চেতি কথিতা দ্বাদশৈবেদৃশাঃ ক্রমাৎ॥"

অথ জ্যোৎস্নী—

"মল্লিকামালভারিণ্যঃ সর্ব্বাঙ্গীণার্দ্রচন্দনাঃ।
ক্ষৌমবত্যো ন লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নায়ামভিসারিকাঃ

তথাহি গীতাবল্যাম্—

"ত্বং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা।
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি! সিতবেশা।
রাকারজনিরজনি গুরুরেষা॥
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতসনাতনসঙ্গবিলাসা॥"

॥ অথ রাগ॥

গৌ রাকা নিসাকর [১৮]কিরণ নেহারি[১৮]।
যতনে পরয়ে ধনি [১৯]ধবলিম সারি[১৯]॥
[২০]চন্দ[২০]-চন্দনলেপিত সব অঙ্গ।
স্মিত [২১]কুসুমাবলী-হাস নব[২১] রঙ্গ॥
অব নবরঙ্গিণী করত অভিসার।
কুচযুগ সোহই মুকুতার হার॥
অভরণ সুবরণ শশিমনি সাজ।
পদগতি মন্থর জিনি [২২]হংসরাজ[২২]॥

মনোহর কুঞ্জ কুন্দ পরকাশ।
গোবিন্দদাস কহে মীলল শ্যামপাশ॥

তামসী অভিসার—

"কালাগুরুবিচিত্রাঙ্গী নীলরাগাম্বুদাম্বরা।
চন্দ্রোদয়ে পরিত্রস্তা কৃষ্ণপক্ষাভিসারিকা॥

গুরুজন-নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি মুখচন্দ॥
চলু গজগামিনী হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥ (ধ্রু)
[২৩]পরিহর মৌক্তিক[২৩] মালতিমাল।
তোড়ল মণিময় গীমক হার॥
[২৪]নব[২৪] অভিসার ভরম [২৫]ভোলে[২৫] ভোর।
নিন্দহি পীনপয়োধর জোর॥
[২৬][কৃষ্ণ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন দীপ দরসাঅল পন্থ॥][২৬]
রস-ধাধসে চলু পদ দুই চারি।
[২৭]নীলকমল[২৭] তেজলি বরনারী॥
বেস সেস রহু নীলিম বাস।
[২৮]কুঞ্জে মিলল[২৮] কহে গোবিন্দদাস॥

দিবা-অভিসার—

মধ্যাহ্ন [২৯]সময়[২৯] যখন প্রচণ্ড দিনমণি।
[৩০]ঝাঁ ঝাঁ বাত বহে উতপ্ত আগুনি॥[৩০]
পুরজন সবঁহু রহে কপাট লাগাই।
দিবসে অভিসার [৩১]করল[৩১] অবসর পাই॥

॥ আসোআরি ॥

দড় বিসআসে তুআ পন্থ নেহারি।
[৩২]জামুনকুঞ্জ[৩২] রহল বনআরি।

সুন্দরি মা[৩৩] কুরু মনোরথ[৩৩] ভঙ্গ।
[৩৪] অহঃ অভিসারে দ্বিগুণাধিকা[৩৪] রঙ্গ ॥
তুহুঁ ধনি সহজহিঁ পদ্‌মিনী জাতি।
[৩৫] তোঁহার বিলম্ব উচিত নহে আতি ॥[৩৫]
ভুখল জন জদি না পাঅব অন্ন।
বিফল ভোজন দিন অবসন্ন ॥
আরতি রতি তুহুঁ নহে সমতুল ॥
গাহক আদর [৩৬] সবহুঁ[৩৬] বহু মূল ॥
গাহ মিলি নাগরী জহুমণি পাহ।
কহে কবিরঞ্জন রস-নিরবাহ ॥

অথ বর্ষাভিসার—

পন্থ পিছর নিশি কাজর কাতি।
পাতরে ভৈগেল দীগ ভরাতি ॥
চরণ বেঢ়ল অহি তাহে নাহি শঙ্ক।
[৩৭] সুন্দরী হৃদয়ে নূপুর পরিপঙ্ক ॥[৩৭]
কি কহব মাধব পিরীতি তুহারি।
তুয়া অভিসারে [৩৮] না জিঅ বরনারী[৩৮] ॥
বরাহ মহিষ মৃগ [৩৯] দেখি ভয় পায়[৩৯]।
দেখি অনুরাগিণী বাঘ ডরায় ॥
ফণি-মণি-দীপ ভরমে দেই ফুক।
কত বেরি [৪০] নাগিনীর মুখে দেই মুখ[৪০] ॥
কহে কবিরঞ্জন করহ সন্তোষ।
আজুকার গমনে বিলম্বে নাহি দোষ ॥

কুজ্ঝটিকা অভিসার—

॥ ললিত রাগ ॥

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
[৪১] অন্তরে[৪১] জর জর মনসিজ আগি ॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলিল সুন্দরী ভেল পরভাত ॥

আজু ভেল ভালে কুজ্ঝটি আঁধিআর।
করলহি রাই দিনহি অভিসার॥
বিঘটিত [৪২]মনোরথ[৪২] অবহিত কান।
ধনি চলু আন ছলে মাঘ সিনান॥
অবহুঁ মিলল [৪৩]আন নঅন[৪৩] পন্থ।
দরসনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
[৪৪]তুহুঁ তুহুঁ হরসিত সুখী করু কোর।[৪৪]
বিঘটিত [৪৫]বিহি করু চকোর জোর[৪৫]॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ রসগান।
ভাঙ্গল বিঘটল মদন পরভান॥

তীর্থযাত্রাভিসার—

॥ কস্যচিৎ ॥

[৪৬]চাঁদ-গহন[৪৬] গগনে লাগি গেল।
ছল করি [৪৭]কামিনী[৪৭] বাহির ভেল॥
[৪৮]শুন শুন[৪৮] মাধব করু অবধান।
আজু বড় বিতরল [৪৯]জমুনা[৪৯]-সিনান॥
সুপুরুখ বচন করল বেবহার।
পহিলহি মনমথ মন্ত্র উঁচার॥
বসন ভূষণ সব করব তিআগ।
নিজ তনু দেঅব তুঁহে জব মাগ॥
রমণি-শিরোমণি [৫০]এতই বিচারি[৫০]।
ধীর সমীরে চলু রসিক মুরারী॥

উন্মত্তা অভিসারিকা—

কাব্যসন্তোষে—

"কামোদ্ভাবব্যাকুলাত্মা দূতিপন্থং বিচিন্তয়েৎ।
তৎপশ্চাদ্রমণোদ্দেশে উন্মত্তা সাভিসারিকা॥"

মনমথ-বাণে আকুল ভেল দেহ।
[৫১]দূতিক পন্থ হেরই নিজ গেহ॥[৫১]

মুরলিক নাদ জব স্থনই শ্রবণে।
উন্মত্তা হইয়া চলে নাঅক মিলনে॥
[৫২]বিভূষণ হঞা নিশঙ্ক[৫২] চলি জাঅ।
[৫৩]বাটপাড় লম্পট ভঅ নাঞি তাঅ॥[৫৩]

॥ ধানসী রাগিণী ॥

কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুয়া অনুরাগিণী ত্রিভুবনজিত॥
[৫৪]প্রতি[৫৪] ভুজ-ভুজঙ্গ বন্ধন করি ফারি।
চরণক ঘাতে [৫৫]কুলাচল[৫৫] ডারি॥
তাহে কি করব লঘু মন্দিরকবাট।
ভয় মরি যাদে সিন্ধু দেই বাট॥
জাহা রস-ধাধস ভাও ধুনান।
ধাধসে ধাবই কতহুঁ পাঁচ বাণ॥
[৫৬]সো তহু কুঞ্জে মিলব অবিরোধে।[৫৬]
গোবিন্দদাস কহে [৫৭]পূরল[৫৭] সাধে॥

সঞ্চরাভিসারিকা—

সঙ্গীতশেখরে—

"অনঙ্গবাণদগ্ধত্বাৎ সঞ্চরাশঙ্কয়াপি চ।
অস্তব্যস্তভূষণাঙ্গা সত্বরাগমনা হি সা॥"

অনঙ্গবাণে মহাপীড়া অশঙ্কিত মন।
নিজ গৃহে স্থির নহে [৫৮]মন[৫৮] উচাটন॥
নিজ অঙ্গের বেশ করিতে না পারে।
ভুজে নেপুর লই কঙ্কণ পদে ধরে॥
অঞ্জন কপালে দেই সিন্দুর অধরে।
[৫৯]উন্মত্তা[৫৯] হএ সেই মুরলীর স্বরে॥

তথাহি—

"লিম্পস্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যাঃ অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।"

[60][কৃষ্ণমঙ্গলে— ॥ ধানসী ॥

শুনি বেণু অপরূপ ধ্বনি।
ছুটল কুঞ্জর-গতি বরজ-রমণী ॥
পদে হার পরে কেহ করেতে নূপুর।
কেহ আধ সীমন্তে লেহত সিন্দূর ॥][60]

॥ অথ রাগ ॥

এক পয়োধর চন্দনে লেপিত
আরে সহজই গৌর।
[61][হিম ধরাধর কোলে মিলল
ভূধরাধর যোর ॥][61]
মাধব, তুয়া দরসন কাজে।
[62][আধ পদ চালন করিঞা সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে ॥][62]
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল [63]রহল কর[63] বাম।
নীলধবল কমল [64]তুঅ[65] চান্দ
পূজল কত কোটি কাম ॥
শ্রীযুত হসন জগতভূষণ
সোহ এ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভণে [65]জসরাজ খান[65] ॥

---

[66][তথাহি রসকদম্বে—
"করাঙ্গুরীয়ং করকঙ্কণং বা পদৈকসেবাং পরিচক্রুরাধিকা
সঙ্গায় কৃষ্ণস্য ব্যত্যস্তবেশা শুশ্রাব বংশীকলনৈকমাত্রম্।
পয়োধরৈকং পরিলিপ্তচন্দনে নেত্রৈকসংরঞ্জিতকৃত্য অঞ্জনে
সীমন্তিনী সিন্দূরসংযুতা সা জগাম রাধা পরিকৃষ্ণমন্দিরম্ ॥

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥][66]

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে অভিসার-বর্ণন সমাপ্ত ॥

॥ রসমঞ্জরী অভিসারিকা ॥

পাঠান্তর

১ বি-ক—মুঞি ২ বি-ক—বন্দো মুঞি ৩ বি-ক—নাই

৪ বি-ক—বন্দো আর ৫ ইহা এ-ক'র পাঠ, মু—আর

৬ ইহার পর এ-ক'র অতিরিক্ত পাঠ—

অতঃপর কহি কিছু রস বিবরণ।
রসিক ভকতগণের জেই প্রাণসম॥

৭ বি-ক—হএত তাহার ৮ বি-ক—ত্রিভেদ

৯ এ-খ—তাহাতে ১০ বি-ক—জে হয়

১১ বি-ক—কয় ১২ বি-ক—করিয়াছি, এ-ক—কড়চায় যে

১৩ বি-ক—হেতু তাহা ১৪ বি-খ—তাহা

১৫ এ-ক—করিব ১৬ বি-ক—কহিব কিছু রসের করণ

১৭ এ-ক—অভিসারিকা হয়ে ১৮ বি-চ—কর কিরণে নিবারী

১৯ বি-খ, বি-ক, বি-ঘ ২০ এ-ক—চন্দন

২১ বি-ক—কুসুমদাম হাসল ২২ বি-খ—গজরাজ

২৩ বি খ—পরিহরি মৌক্তিক মৌলিক ২৪ গৃহীত পাঠ এ-ক, মু—হরি

২৫ গৃ-পা—এ-ক, মু—ভঅ। ২৬ গৃ-এ-ক, মু—

কুহু যামিনী ঘন মদন দুরন্ত।
মদন দীপ দরসাঅই পন্থ॥

২৭ বি-ক—লীলাকমল, বি-চ ২৮ বি-ক—মিললিনী কুঞ্জে

২৯ ইহা এ-ক পুথির পাঠ, মু—দিবস

৩০ ইহা এ-ক'র পাঠ, মু—ঝঞ্ঝা পবন বহে বাট জেন তপ্ত আগুনি

৩১ এ-ক'র পাঠ, মু—করে ৩২ বি-ক—কুঞ্জে

৩৩ বি-ক—কুরু অতি মনোমথ ৩৪ বি-ক—অমু অভিসারেই দ্বিগুণ ভেল

৩৫ বি-গ, বি-ঘ—তোহার বিলাস উচিত নহে রাতি ৩৬ বি-ক—রস

৩৭ এ-ক—শঙ্ক হৃদয়ে নূপুর পরিশঙ্কা ৩৮ এ-ক—না জানয়ে বরনারী

৩৯ মু—পালে পালায় ৪০ মু—লাগিলা নাগিনী মুখে মুগ

৪১ গৃ-এ-ক, মু—জাগরে ৪২ বি-ক—হেরইতে

৪৩ বি-ক, গ—দুহুঁ আন আন ৪৪ বি-ক—দুহুঁ দোঁহা নিরখিতে রাই কয় কো৷

৪৫ গৃ-বি-ক, খ, মু—বিঘটন চকোরক জোর ৪৬ এ-ক—চাঁদক গ্রহণ

৪৭ এ-ক—সুন্দরি ৪৮ এ-ক, বি-গ—শুন শুন মু-নাই

৪৯ বি-ক—কালিন্দী ৫০ বি-ঘ—এ দুহু বিচারি

৫১ এ-ক—দুতিক পন্থ না নেহারল গেহ ৫২ বি-চ—নিভূর্যণ হএা চলে নিশংকে

৫৩ বি-চ—বাটে কত শঙ্কট ভয় নাক্রি তায় ৫৪ বি-ঘ—পত্তি

৫৫ বি-ক—কুলাচার ৫৬ এ-ক—সে তোহে মিলাল ধনি রাধে

৫৭ বি-ক—পুরব এ-ক—পুরলহুঁ

৫৮ বি-ক—হএ ৫৯ বি-ক—উনমত ৬০ বি-খ—পদটী নাই

৬১ গৃ—এ-ক, মূ-পা—হেম ধরাধর কণক ভূসন কোলে মিলল জোর

৬২ এ-ক, খ—আধ পদ হেন করিয়া সুন্দরী বাহির দেয়লি মাঝে।

৬৩ বি-ক—রহলহুঁ ৬৪ বি-ক—জনু ৬৫ বি-ক—রসরাজ বাখান;

৬৬ বি-কতে—নাই।

অথ বাসকসজ্জা

"যা বাসগেহপরিকল্পিততল্পমধ্যে
তাম্বূলপুষ্পরচনৈশ্চ সমস্তসজ্জা।
কান্তস্য সঙ্গমসুখং সমবেক্ষমাণা
সা কথ্যতে কবিবরৈরিহ বাসকসজ্জা ॥"

নাঅক আসিব বলি মনেতে উল্লাস।
তাম্বূল [1]পুষ্পের[1] মালা সজ্জার বিলাস ॥
নানা ভূষা করি রহে সখীর সহিতে।
বাসক-[2]সজ্জায় রহে ঐকান্তিক চিতে[2] ॥
সেই ত বাসকসজ্জা হঅ অষ্টভেদ।
অল্পই সম্ভেদে কহয়ে বিভেদ ॥
মোহিনী জাগ্রতী আর হঅত রোদিতা।
মধ্যোক্তিকা সুপ্তিকা প্রগল্ভা [3]বিনীতা[3] ॥
সুরসা উদ্দেসা এই অষ্ট প্রকার।
শ্লোক পদ্য গীতে হঅ ইহার বিস্তার ॥

অথ মোহিনী।

"মোহিনী তল্পমধ্যে তু সঙ্গিনী রঙ্গকামুকী ॥"

সজ্জা করি মোহিনী রহে সখীর সহিতে।
কৃষ্ণকে করিব [4]মোহ অনুমান করে চিতে[4] ॥

॥ কস্যচিৎ ॥

রমণী-সমাজে তুঁহারি রূপ ঘোষই
তুঁহু ধনি মোহিনী বালা।
জগজনমোহন- কারিনি [5]তুহুঁ ধনি[5]
সাজলি জোবন ডালা ॥
[6]সজনি[6] অপরূপ রূপের পসার।
বাসকগেহে লেহ বাঢ়াঅবি
পূজবি নন্দকুমার ॥

ঘন-পীন-জঘন- আসন নিরমাওল
হিয়া মাঝে সেজ বিছাই।
'সরস চন্দনে কমল ফুলে পূরল'
নাগর সঞে অবগাহী।
পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনু ধায়ব
ঐছনে আওব কান।
অধর মধুপানে অবহিঁ মাতায়বি
রসিক শিরোমণি জান॥

অথ জাগত্তিকা

নিজ অঙ্গের ভূষা করি করে জাগরণ।
উঠে বসে দ্বারে ৮যাই করে নিরীখণ৮॥

তথাহি গীতাবলী—

"কুসুমাবলিভিরুপস্কুরু তল্পম্।
মাল্যং চামলমণিসরকল্পম্॥
প্রিয়সখি! কেলিপরিচ্ছদপুঞ্জম্।
উপকল্পয় সত্বরমধিকুঞ্জম্॥ ধ্রুব॥
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্বূলম্।
শয়নাঞ্চলমপি পীতদুকূলম্॥
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্।
মাধবমাশু সনাতনসন্ধম্॥"

রোদিতা

বিলাপ করিঞা ধনি করএ রোদন।
অন্তরে হয হইলা নায়কের মিলন॥

তথাহি গীতগোবিন্দে—

"পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তং।
ত্বদধরমধুরমধূনি পিবন্তং॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে।"

॥ গান্ধার ॥

[৯]সজনী করহ পআন ।[৯]
পন্থে মিলব তুহুঁ কান ॥
তাহে [১০]জনি হোঅবি বাধা ।[১০]
[১১]তব নাহি জীঅব রাধা ॥[১১]
সেইজ [১২]সফল[১২] তব জান ।
জব কানু করব [১৩]সআন[১৩] ॥
জোবন মন অভিলাস ।
পূরব সুরত বিলাস ॥
আনন্দ লোরে ভরু আঁখি ।
পুলকে পূরল তনু সাখি ॥
[১৪]গোবিন্দদাস[১৪] অনুতাপ ।
ধনি এই করত বিলাপ ॥

অথ মধ্যোক্তিকা ৬

নিকুঞ্জকানন ধনি করে পরিষ্কার ।
নিজ গুণ গরিমা কিছু করএ বিস্তার ॥
নায়ক আইলে যেমতে করিব মিলন ।
[১৫]মনে কত আশা করে কেলিস্মরণ ॥[১৫]

॥ কেদারিকা ॥

কুঞ্জে কুসুম হেরি পন্থ নেহারই
সহচরী মেলি আনন্দে ।
দিশি দিশি রতন- পদীপ কত রাজত
ঝলমলি করতহি চান্দে ॥
[১৬]সুন্দরী[১৬] সেজ বিছাঅই রঙ্গে ।
আওব মদন- বিনোদ [১৭]বরনাগর[১৭]
বিলসব বিনোদিনী সঙ্গে ॥
মৃগমদচন্দন তনু পরিলেপন
গন্ধ মহোৎসব কুঞ্জে ।

[18]কোকিল মধুকর মধুর রস গাওয়ই[18]
হেরি হেরি নব রসপুঞ্জে ॥
[19]বাজত ডম্ফ পাখাউল ঘনঘন[19]
সহচরী নাচএ স্বছন্দে ।
আনন্দে কোই কোই মঙ্গল গাঅই
মুরছিত রতিপতি-[20]বৃন্দে[20] ॥

অথ প্রগল্‌ভা—

"একাকী বসতে কুঞ্জে প্রগল্‌ভা তল্পমধ্যগা ।"

প্রগলভা একাকী রহে কুঞ্জেতে বসিয়া ।
নায়ক আসিব বলি উল্লসিত হিয়া ॥
কিসলঅ [21]সেজ করে বকুল[21] বিছাঅ ।
দূতীকে তর্জ্জন করি সঘন পাঠাঅ ॥

পদ্যাবল্যাম্—

"তল্পং কল্পয় দূতি ! পল্লবদলৈ রম্যো লতামণ্ডপে
নির্ব্বন্ধং মম পুষ্পমণ্ডনবিধৌ নাদ্যাপি কিং মুঞ্চসি ।
পশ্য ক্রীড়দমন্দমন্ধতমসং বৃন্দাটবীং তস্তরে
তৎগোপেন্দ্রকুমারমত্র মিলিতং প্রায়ো মনঃ শঙ্কতে ॥"

॥ মঙ্গলগুর্জ্জরী ॥

পবন পরসে [22]চলু অতি সত্বর[22]
সুনইতে বল্লভবালা ।
সচকিত নঅনে সঘনে ধনি [23]হেরই[23]
[24]জানল আওয়াল[24] কালা ॥
মাধব [25]সমঝলু[25] তুআ চতুরাই ।
[26][তমালক তলে অথনে তনু ঝাপই
কহলহিঁ মুঝে ছাপাই ॥][26]
বিলম্ব হেরি ফেরি সব কানন
[27]পুন অনুমানত[27] চিতে ।

[28]তোরল[28] পন্থ অন্ত নাহি পাঅই
না বুঝলু নাগর রীতে ॥
নূপুর বলিত কলিত বর মাধুরী
সুনইতে শ্রবণে উল্লাস।
আগুসারি রাই কানু অবলোকই
[29]গাবই[29] [30]গোবিন্দদাস ॥[30]

অথ সুপ্তিকা
[31][কুন্দ কুসুম বেশ বনাই
কুসুম শয়নে উল্লাস।
কুসুমিত কুঞ্জে বেশ বনাওত[32]
সখী সঙ্গে হাস পরিহাস ॥][31]

॥ ধানসী রাগ ॥
কনকমুকুরে আপন [32]মুখ[32] হেরি।
সহচরী আগে কহএ বেরি বেরি ॥
[33]বিছায়ব[33] নাগর করি অনুমান।
বিলসব কুঞ্জে আজু কুসুম শআন ॥
উচ কুচ হেরই লোচন বঙ্কা।
উরু পর লেপই চন্দন পঙ্কা ॥
আয়ব নাগর পূরব অভিলাস।
রসিক শিরোমণি আয়ব পাশ ॥

অথ স্বরনা
"নানোপায়েন ভূষাভিঃ স্বরনা তল্প কল্পয়েৎ।
কান্তাগমনসন্দেশং পৃচ্ছতি প্রেষিতাং পুরঃ ॥"

নিজ মন্দিরে রহে নির্ভঅ হইঞা।
বস্ত্র অভরণ পরে সেজ বিছাইঞা ॥
দূতি পাঠাইঞা জানে নাঅক সংবাদ।
বিলম্ব দেখিয়া [33]কিছু[34] করে অনুবাদ ॥

॥ ধানসী ॥

পরিজন সকল মন্দির তেজি গেলহিঁ
চাঁদগহন দিন লাগি।
[35]একল[35] মন্দিরে [36]রহব[36] বরনাগরী
নিরভয়ে জামিনী জাগি ॥
বিদগধ [37]মাধব[37] রসিক সুজান।
রাইক পিরীতি বিনতি [38]জানাঅবি[38]
অবিলম্বে [39]করহ[39] পআন ॥
মঙ্গল কলস [40]সুঠানন পূরব[40]
চূতপল্লব ধরি তাঅ।
সহচরী [41]মেলি[41] রঙ্গরস কৌতুক
আনন্দে ওর নাহি পাঅ ॥
অভরণ বসন অঙ্গে সব শোভন
হেরইতে রতিপতি ভুলে।
[42]গোবিন্দদাস[42] কহ- ই বরনাগরি
[43]বিহি[43] তোহে ভেল অনুকূলে ॥

অথ উদ্দেশ্য—

"নায়কাগমনোদ্দেশাৎ নায়কাকল্পনেতি চ।"

নানা বেশ করি রহে সঙ্কেত জাইঞা।
নায়ক আসিব মনে উল্লসিত [44]হঞা[44] ॥
নাঅকের উদ্দেশে নিজ সখীরে পাঠায়।
নানা উপচার করি মঙ্গল [45]গায়[45] ॥

॥ কেদারিকা রাগিণী ॥

অপরূপ রমণী [46]অভিলাস[46]।
সঙ্কেত-[47]কাননে[47] সেজ বিছাঅই
কানু-মিলন প্রতি আশ ॥ ধ্রু ॥
মৃগমদ চন্দন [48]অঙ্গে[48] অনুলেপন
বিকশিত চম্পকদাম।

তাম্বূল কপূর সম্পুট ভরি রাখই
পূরব মনমথ কাম ॥
মঙ্গল কলস পাশে ধরি রাখল
রম্ভা রোপল ঠামে ঠাম ।
রতন-পদীপ নীপতলে জালন
চামর [৪৯]বীজ[৪৯] অনুপাম ॥
কনক দরপন রতন পরিভাজন
[৫০]নিরমঞ্জন[৫০] অভিলাষ ।
সম্বাদ পাই মিলল বরনাগরী
কহলহিঁ [৫১]গোবিন্দদাস[৫১] ॥

অষ্ট প্রকার বাসকসজ্জা করিল বর্ণন ।
মহাজনের গীত পদ্য করিল [৫২]গ্রন্থন[৫২] ॥

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার ।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে বাসকসজ্জা সমাপ্তা ॥

রসমঞ্জরী-বাসকসজ্জা

পাঠান্তর

১ বি-ক—চন্দন ২ বি-ক—সজ্জাতে ধনী কান্ত করি চিতে
৩ বি-ক—বিনীতা ৪ বি-ক—মোহন করি এই চিত্তে
৫ বি-ক—সাজনি ৬ বি-ক—এ সখি তুহুঁ
৭ এ-ক—সরস চন্দন কমল সকল ৮ বি-ক—করে পথ নিরীক্ষণ
৯ গৃ—বি-ক, মু-পাঠ—সজনী অব তুহুঁ করহ পয়ান
১০ এ-ক—জানবি ধনি রাধা ১১ এ-ক—তবহিঁ জানবি জীবন সাধা
১২ বি-খ—সকল ১৩ বি-গ—পয়ান ১৪ বি-খ—গোপালদাস
১৫ বি-গ—মনে মনে করে আশা কেলি সঙরণ ১৬ বি-খ—সজনী
১৭ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—রস গাহক
১৮ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—কোকিল ভ্রমর মনোহর গায়ত
১৯ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—বাজত ডম্ফ রবাব সরমণ্ডল ২০ এ-ক—ধন্দে

২১ বি-ক—কিসলয় সজ্জা করে দুকুল

২২ এ-ক—গৃ-পা, মু-পা—চলিত মৃদু পল্লব

২৩ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—নিরখজে

২৪ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—জানিলু আঅল ২৫ এ-ক—গৃ-পা, মু-সমঝ হুঁ

২৬ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—

তমালকরূপী আপন তনু ঝাপসি

বহুত মোহে ছাপাই।

২৭ এ-ক—অনুমানই ২৮ গৃ-পা—বি-গ, মু-ভোরই, এ-ক—ভোরলু

২৯ বি-ক—হেরই ৩০ বি-খ, বি-গ—গোপালদাস

৩১ মু-পা—কুসুম সঅনে মুক্তাপাত কুসুম সঅনে উল্লাস

সখী সঙ্গে হাস পরিহাস ॥ গৃ-এ-ক

৩২ এ-ক—বেশ ৩৩ এ-ক—বিছাইব ৩৪ বি-ক—এই

৩৫ এ-ক—একুই ৩৬ এ-ক—রহই ৩৭ এ-ক—মাধববর

৩৮ এ-ক—করি জানাই ৩৯ এ-ক—করল

৪০ এ-ক—ঠাম ঠাম পূরল ৪১ এ-ক—সঙ্গে

৪২ বি-খ, বি-গ } গোপালদাস ৪৩ এ-ক—বিরহিনি ৪৪ বি-ক—হিয়া

৪৫ বি-ক—রস

৪৬ এ-ক—বিলাস ৪৭ এ-ক—কুঞ্জে ৪৮ গৃ-পা-এ-ক,

মু-পা—গন্ধ

৪৯ এ-ক—বাজন ৫০ এ-ক—নির্মল ৫১ বি-খ—গোপালদাস

৫২ বি গ—গ্রহণ

অথ উৎকণ্ঠিতা

"সা স্যাদুৎকণ্ঠিতা যস্যা বাসং নেতি দূতিং প্রিয়ঃ।
তস্যানাগমনে হেতুং চিন্তয়ত্যাশু যা ভৃশম্‌॥"

[১]উৎকণ্ঠিতা কান্ত-পথ[১] করে নিরীখন।
কতখনে হইবেক নায়ক মিলন॥
সেই উৎকণ্ঠিতা হঅ অষ্ট মত।
অনুভব [২]সর্ব্ব সাধু[২] শাস্ত্রেতে বিদিত॥

"উন্মত্তা বিকলা স্তব্ধা চকিতা চ অচেতনা।
সুখোৎকণ্ঠা প্রগল্‌ভা চ নির্ব্বন্ধা চেতিলক্ষণা॥"

অথ উন্মত্তা:—

"কামোদ্ভবমনোরম্যাদুন্মত্তা বিকলাপি চ।"

ছট্‌ পট্‌ কুসুম শয়ানে।
হরি হরি করয়ে শোঙরণে॥
কাহে করু অভরণ বেশ।
দরশন ভেল সন্দেশ॥
[৩]বিহি[৩] মোরে দুরমতি দেল।
মনমথ হানল সেল॥
লোরে লোচন ঘন পূরে।
পীতাম্বরদাস "রহু" দূরে॥

॥ গান্ধার॥

দেখ সখী অটমীক রাতি।
আধ রজনী বহি জাতি॥
দশ দিশি অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদ উই গেল॥
কাহে "বনাঅলু" বেশ।
বিঘটিত কাঁনু সন্দেস॥

আজু হরি না মিলিল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কৈছে ধরব পরান।
[৮]কৈছে সহব ফুলবান॥[৮]
গোবিন্দদাস সব জান।
অবহুঁ [৯]মিলাঅব[৯] কাঁন॥

অথ বিকলা—

"বিকলা চক্ষিতাকামা বিলম্বেনাতিদুঃখিতা।"

নায়ক না দেখি ধনি হএত বিকলা।
পথ [৮]পানে[৮] চাহে ধনি হইএা চঞ্চলা॥
কামসরে জর জর করএ রোদন।
কতখনে [৯]হইবেক[৯] নাঅক মিলন॥

॥ মঙ্গল-গুর্জ্জরী॥

হরি হরি [১০]কিয়ে[১০] ভেল পাপ পরাণ।
জামিনী [১১]আধ বহি জাঅত[১১]॥
অবহুঁ না মিলল কাঁন॥ ধ্রু॥
ভুজগে ভরল পথ কুলিস পাত কত
[১২]তাহে[১২] কত বিঘিনী বিথার।
বাম চরণে ঠেলে কুলবতী গৌরব
কুঞ্জে [১৩]কয়লু[১৩] অভিসার॥
জতহিঁ মনোরথ তত ভেল [১৪]অনর্থ[১৪]
কানু পরস রস আশে।
না জানি এ কোন কলাবতী বাঁধল
ভাঙ ভুজঙ্গম পাশে॥
দারুণ ফুলসর কুঞ্জে [১৫]বিথারাল[১৫]
মন্দিরে গুরুজন [১৬]জাগি[১৬]।
দাস গোবিন্দ কহএ [১৭]ধনি ভেল সংশয়[১৭]
[১৮]নীরস[১৮] রসিক মুরারী॥

অথ স্তব্ধা—

"গৃহে তিষ্ঠতি যা রামা সংলেখতি নখৈর্মহীম্।
কামাঙ্গী তল্পগা স্তব্ধা কথ্যতে সখিনা সহ॥"

ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে কাতর[১৯] বজনী।[১৯]
নাঅকের বিলম্ব দেখি নখে লেখএ ধরণী॥
সজ্জাঅ শঅনে ক্ষেণে কামাতুর হইঞা।
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে ধাঅ তমাল দেখিঞা॥

॥ কেদার ॥

আজু কানু না আইল মোর ঘরে।
কাহার লাগিআ মুঞি বেশ সাজিলাঙ্ গো
পরাণ কেমন কেমন করে॥
চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়এ গো
বিষ লাগে [২০]মলয়জ বা[২০]।
সরস চন্দন ঘন [২১]বিষ[২১] লাগয়ে গো
ফুল হেরি ফুলশর [২২]ঘা[২২]॥

অথ চকিতা—

"বিরহাকামপূর্ণাঙ্গা নায়কাগমনচকিতা।"

খনে বিরহে করে নানা অনুতাপ।
খনে খনে কহি ধনি বচন প্রলাপ॥
নাঅক বিলম্ব [২৩]দেখি[২৩] উনমত ধাঅ।
দূতী উপেখিআ নিজ সখীরে পাঠাঅ॥

॥ মঙ্গল-গুর্জ্জরী ॥

ঋতুপতি রাতি বিরহ-জরে [২৪]জাগরি[২৪]
দূতী উপেখলি রামা।
পিঅ সহচরী বলি মোহে পাঠাঅল
অতএ আঅলুঁ তুঅা ঠামা॥

মাধব করজোরি কহলম তোএ।
[31][মনমথ-রঙ্গ- তরঙ্গিত লোচন
[25]তুঁহে না হেরবি মোয়ে ॥[25]
[26]দূর কর আলস চাতুরি বিভঙ্গ।[26]
[27]বরু জীবন মোর ঐছে নিরমঞ্ছিব[27]
তব নাহি সোঁপবি অঙ্গ ॥
[28]জব উরুপরে ধনি সুতি ঘুমাওল[28]
সো জব করু বিপরীতে।
[29]পিরীতিকে রীতি অবহু[29] সব মেটব
গোবিন্দদাস-[30]চিতে ভিতে[30] ॥][31]

অথ অচেতনা—

"চিন্তাকুলা সদা দুঃখা যা শয্যাং ন পরিত্যজেৎ।
মায়াকাগমনচিন্তা-ক্ষীণতা সাপ্যচেতনা ॥"

অচেতন হএঞা ভূমিশজ্জাতে [32]জাগিয়া।[32]
চিন্তাজ্বরে মূর্চ্ছা তনু [33]রহএ সুতিঞা ॥[33]
জল [34]দেই[34] সহচরী করাএ চেতন।
আইলা [35]নাগররাজ[35] করহ মিলন ॥

[36][উঠ উঠ অম্বরে সম্বর তনুখানি।
নিকুঞ্জদ্বারে বনমালী।
মধুর বচনে শ্যাম নাগরে সম্ভাস
রাই দিঞা যৌবনের ডালি ॥][36]

॥ গান্ধার ॥

মাধব তরুতলে রাই।
[37]তুআ পথ পুন পুন চাই ॥[37]
রাই আঁচরে করএ শয়ান।
[38]কত সহে রসের পরাণ ॥[38]

কাহে [৩৯]আলোআসলি তায়[৩৯]।
বেদন বুঝএ না জায় ॥
গোবিন্দদাস অবভাস।
[৪০]অব চলুঁ রাইক পাস ॥[৪০]

অথ সুখোৎকণ্ঠিতা—

পূর্ব্বে মুগ্ধা যেন করএ বিলাস।
সেই কথা মনে গুণি [৪১]করএ[৪১] উল্লাস ॥
[৪২]আনহ[৪২] সখি কেশিমথন।
পূরব বিলাস মোর হওত স্মরণ ॥

তথা গীতগোবিন্দে—

"নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্।
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারম্।
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম ॥
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাষিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্ ॥
কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥
অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥
কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্।
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥
চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥
রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥
শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্ ॥"

অথ উৎকণ্ঠিতা মধ্যা—

সজনী আর না [৪৩]বল কিছু[৪৩] মোরে।
[৪৪]মোহে পরিহরি পিআ[৪৪] গেল কার ঘরে॥
[৪৫]কেমন রমণী পায়া মোরে বিশরিল।[৪৫]
তার সঙ্গে বিলাস করিতে লাগিল॥
সেহ ধনি গুণবতী জানে [৪৬]সব কলা[৪৬]।
[৪৭]অদভুত রতিরসে[৪৭] নাগর ভুলিলা॥

গীতগোবিন্দ—

"স্মরসমরোচিতবিরচিত-বেশা।
গলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা॥
কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিক-গুণা।"

সঙ্কেত লাগি রজনী হাম জাগই
সহচরীগণ করি সঙ্গে।
[৪৮]না জানি কানু কোন বিঘটায়ল[৪৮]
আন রভস রসরঙ্গে॥
[৪৯][না জানি এ রাতি অবধি বহি গেল।
পরিহরি কাহে পাসরল মোহে
সেই দারুণ সেল॥][৪৯]
গুণবতী নিজ গুণে লুবধ মন বাঁধল
বিপরীত সুরতি বিলাস।
উচুকুচ [৫০]কুম্ভকে[৫০] বান্ধি হিআ ঝাপল
দেঅই ভুজযুগ ফাঁস॥
[৫১]দতিক হাতে লেখিএা পাঠাওলি[৫১]
কিশলয় কাজর লোরে।
[৫২]গোবিন্দদাস[৫২] অবহি নাহি আওল
[৫৩]কিবা পাই রহতহি ভোরে॥[৫৩]

প্রগল্‌ভা—

"প্রগল্‌ভা মূর্চ্ছিতা রাত্রৌ পর্য্যঙ্কে শয়নং ত্যজেৎ।
কান্তাগমনমুৎকণ্ঠা অগ্রে ধাবতি পদ্ধতীম্॥"

শজ্জা তেজিঞা রামা খনে বাহিরায়।
খনে মুরছিত তনু কান্দে উভরায় ॥
খনে বাহিরঅা চলে আধ পথ।
দূতীসহ কলহ করএ [৫]অবিরত[৫] ॥
দারুণ দূতী সাধলি বাদ।
আজু হাম তেজব রতিসুখসাধ ॥
শর্ব্বরী উজোরল চাঁন্দে।
[৬]হেরি ধনি ফুকুরিঞা[৬] কান্দে ॥

॥ গান্ধার ॥

পরভৃত কুহু কুহু নাদ।
সুনইতে বড় পরমাদ ॥
বিদগধ রসিক মুরারী।
আশোআশি কাহে বরনারী ॥
ছটফট ধরণী শআনে।
কত সহে অবলা পরাণে ॥
নিমিখে কলপ কবি মান।
গোবিন্দ দাস ইহ জান ॥

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি রসমঞ্জরীগ্রন্থে উৎকণ্ঠিতা বর্ণনা সমাপ্তা ॥

রসমঞ্জরী-উৎকণ্ঠিতা

পাঠান্তর

১ বি-ক, এ-ক—উৎকণ্ঠিতায় সখী পথ ২ বি-গ—প্রচার
৩ বি-গ—হরি ৪ বি-ক, এ-ক—তহি ৫ এ-ক—গৃ-পা
মৃ-পা—বনাঅলি। ৬ গৃ-পা—বি-গ, মৃ-পা—কো সহে বিসম সরবান
৭ বি-ক, এ-ক—না মিলল ৮ বি-ক, এ-ক—ঘাট
৯ বি-ক, এ-ক—হের আসি ১০ গৃ-পা—এ-ক, মৃ-পা—কী

১১ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—আধ আধ অধিক বহি জাঅত ১২ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—কত

১৩ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—করল ১৪ গৃ-পা—এ-ক, মু—অনরথ

১৫ গৃ পা—এ-ক, মু—বিছাঅল ১৬ বি-খ, বি-গ—গারী

১৭ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—ইহ সংসঙ্গ ১৮ এ-ক,—নিরসন ১৯ এ-ক, বি-খ—রমণী

২০ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—মলয়েরি বাত ২১ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—আগুন

২২ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—ঘাত ২৩ বি-ক—ধনী

২৪ বি-গ—কাতরা ২৫ এ-ক—তুহু হেরবি মোএ

২৬ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—

দূর কর আলস অবতহিঁ লালস

চাতুরী বচন বিভঙ্গ ॥

২৭ এ-ক—জীবন ঐছে বঞ্চব তব না শো পরসঙ্গ

২৮ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—জৈছ উরু পরে সখি সুতি ঘুমাওল

২৯ এ-ক—পিরিতিক রীত তবহুঁ ৩০ বি-ক—অনুভিতে

৩১ বি-গ

মনোনথ তরঙ্গে মনোবলে তবহু

না হেরব মোয় ।

দূরক আলস অতএ লালস

পও বিরচন বিভঙ্গ ।

বরু জীবন তোহে নিরমঞ্চব

তবু নাহি সো পরসঙ্গ ॥

উরু উপর সতী বসোয়দি

করু বিপরীতে ।

পিরীতক রীত ঐছে তব মিটব

গোবিন্দদাস চিতে ভিতে ॥

—বি গ, মু-পা—বসিঞা ৩৩ বি-কতে নাই ৩৪ এ-ক—দিয়া

৩৫ এ-ক—নাগরবর ৩৬ বি-কতে পদগুলি নাই

৩৭ বি-ক—হের দেখ নয়ন ফিরাই, এ-ক—তুয়া মুখ ঘন ঘন চাই

৩৮ বি-ক, খ—কত শত মনমথ বাণ ৩৯ এ-ক—কাহে আসোআসতি

৪০ বি-খ—তুরি তহিঁ চল ধনী পাষ ।

৪১ এ-ক—চিত্তের ৪২ বি-ক—সবেরে আনহ, এ-ক—সত্বরে আনহ

৪৩ এ-ক—বলহ ৪৪ বি-ক—মোরে পরিহরি তেহ

৪৫ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—রমনী পাইয়া পিঅ মোরে পাসরিল

৪৬ গৃ-পা—বি-গ, মু-পা—রতিকলা ৪৭ বি-গ—বিপরীত রতিরসে :

৪৮ বি-গ—না জানিএ কোন বিহি ঘটাঅ

৪৯ বি-গ— সজনি, নিশি অবধিএ গেল।

পরিহরিল হে কাপর সাজল

মোহে দেই দারুণ সেল॥

৫০ গৃ-পা—বি-গ, এ-ক, মু-পা—চুচুকে

৫১ এ-ক—

দিয়া তাহে প্রেমক।

দ্রুতিক হায় লিখন লিখএ।

৫২ বি-গ—গোপালদাস পঁহু

৫৩ এ-ক—কিবা পাই রহলহি ভোরে

৫৪ মু—অনুরত, গৃ-বি-ক

৫৫ বি-ক—হেরি হেরি ধনি

অথ বিপ্রলব্ধা

"অহরহরনুরাগাৎ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং
সরভসমপি যাতি ক্বাপি সঙ্কেতকং যা।
ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ
প্রবদতি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধাম্॥"

এই বিপ্রলব্ধা হয় অষ্ট মতা।
নির্ব্বন্ধা প্রেমমত্তা ক্লেশা বিনীতা॥
নিন্দয়া প্রখরা আর দূত্যাদরী।
চর্চ্চিতা অষ্টবিধা করি জ্ঞারে বলি॥

অথ নির্ব্বন্ধা—

"কেলিতল্পে স্থিতা রাত্রৌ নির্ব্বন্ধা বিপ্রলব্ধয়া

কেলি সজ্জাতলে রহু রজনী বঞ্চিআ।
সঙ্কেতে বসিয়া থাকে নির্ব্বন্ধ করিয়া॥
দৈব-নির্ব্বন্ধে কান্ত আসিতে না পায়।
সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহায়॥

॥ যথা রাগ ॥

সখীবাক্যম্—

তোঁহারি কারণ আয়ল মাধব
[১]মোহন[১] জমুনাতীর।
এক কলাবতী লাগি না পয়ল
ধর মাধব চির॥
করে কর ধরি ভুজলতা বেঢ়ি
লই গেল আপন দেশ।
সহজে ভ্রমর [২][মধুতে মাতল
না ছাড়িল কমল লেস][২]॥
সুন্দরি মন্দিরে কর অভিসার।
অনেক জতনে রতন মিলল
পথে তাহে ভেল বাটআর॥

৭ অথ প্রেমমত্তা—

"বিপ্রয়োগে প্রেমমত্তা যৌবনাঢ্যাপি দর্শিতা ॥"

আন আভরণ পরিহরএ সঙ্কেতে।
জাগিঞা পুহায় নিশি কান্দিতে কান্দিতে ॥
আপন যৌবন দেখি কান্দিয়া বিকল।
নিশি পরভাত হইল নহৈল সফল ॥

॥ ধানসী ॥

রসের হাটে বিকে আইলাঙ্ সাজাইঞা পসার।
গাহক [৩]নহিল রে জৌবন ভেল ভার[৩] ॥
বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি কান্দিআ পুহাই ॥
অরাজক দেশেরে [৪]মদন[৪] দুরাচার।
[৫]অনবসরে[৫] লুটে দোহাই দিব কার ॥
বসন্ত দুরন্ত বায়ে আনলে পুড়াঅ।
চন্দ্রমণ্ডল হেরি হিআ চমকাঅ ॥
মাতল ভ্রমরারে রস মাগে তাঅ।
লুকাইতে নাহি ঠাঞি শিখি দরসাঅ ॥
[৬][দারুণ কোকিল প্রাণ নিতে চাঅ।
কুহু কুহু করিয়া [৬]মধুর[৬] গীতি গাঅ ॥
[৭]তোলা বিকে সব গেল বহি গেল কাজ।[১]
জীবনের সঙ্গে দিল জীবন বেজাজ ॥
ফুলসরে জর জর হিআ চমকায়।
[৮]গোবিন্দদাসের[৮] তনু ধরণী লুটাঅ ॥

সখি হে সংশয় পরল পরাণে।
কাহু কহব দুঃখ কো সমুঝাঅব
কোন বুঝাঅব কানে ॥

হেরইতে রূপ পুলক ভেল।
রে সখি নআনহি নিরবাড়ি গেল ॥

অবগপুলক কি কএ কুসবরণা ।
কোন কাম হামক আনা ॥][৯]

অথ ক্লেশা—৯

"নায়কস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্লেশা স্যাদ্দুঃখভাষিতা ।"
নাঅক না আইল ঘরে জানিঞা নিশ্চয় ।
সহচরী সঙ্গে সব দুঃখ কথা কএ ॥

কস্যচিৎ—

লাস বেস করি রূপ বাড়াইলুঁ
তাম্বুলে সাজাইলু ডালা ।
চারি চৌপর রাতি গাথিলুঁ মালতী
এখন না আইল কালা ॥

৯:

অথ বিনীতা—

"বিরহে দীনক্ষীণাঙ্গী বিনীতা বিনয়ান্বিতা ।"

বিরহে বিনয় বাক্য কহয়ে সখীরে ।
ঝাঁপ দিব আজি আমি জমুনার নীরে ॥

॥ ভূপালী ॥

চৌদিকে বকুল বন গুঞ্জরে ভ্রমরা ।
কোকিলী কুহুরে [১০]ডাকে[১০] পেখন ধরে মউরা ॥
বড় দুঃখ লাগে সই বড় দুঃখ লাগে ।
রজনী জাগিএ আমি শ্যাম অনুরাগে ॥
সিরীস কুসুমদলে সেজ বিছাইঞা ।
এ ঘর বাহির করি [১১]পথপানে চাঞা[১১] ॥
দারুণ মদন [১২]মোরে জত[১২] দেই তাপ ।
হেন মনে [১৩]উঠেগো[১৩] জমুনাএ দিএ ঝাঁপ ॥
পরপতি আসে মুঞি পুহাইলুঁ রাতি ।
গোপালদাস কহে পুরুষ নিঠুর জাতি ॥

অথ নিন্দয়া—

"শ্রুত্বা সখীমুখাদ্বাক্যং ন যাস্যতি ন চ প্রিয়ঃ।
মিথ্যাশঙ্কাক্ষপাং মত্বা নিন্দয়াং তাং বিদুর্বুধাঃ

সখীমুখে শুনি নাঅক আজি না আইল।
মিথ্যা সঙ্কেত মানী রজনী পুহাইল॥
হারমালা অভরণ ছিণ্ডিআ ফেলাঅ।
পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসাঅ॥

গীতাবল্যাম্—

"কোমলকুসুমাবলিকৃতচয়নম্।
অপসারয় রতিলীলাশয়নম্॥
শ্রীহরিণাদ্য ন লেভে শময়ে।
হন্ত জনং সখি! শরণং কময়ে॥ ধ্রুব॥
বিধৃতমনোহরগন্ধবিলাসম্।
ক্ষিপ যামুনতটভুবি পটবাসম্॥
লক্ষমবেহি নিশান্তিমযামম্।
মুঞ্চ সনাতনসঙ্গতিকামম্॥"

কি কাজ কুসুমসেজ কর্পূর চন্দন।
কি করিব হেমমালা মণি অভরণ॥
কর্পূর তাম্বূল বিড়া কি করিব ইহা।
জমুনার জলে সখি দেহ ভাসাইআ॥
"নাহ নিঠুর সনে" বাড়াইয়া নেহ।
ধিক্ রহু যুবতী ধরএ জনু দেহ॥
ধিক্ রহু জীবন জৌবন অভিমান।
ধিক্ রহু দূতিকে লাজ নাহি মান॥
ধিক্ রহু মদনকদন দুরাচার।
গোপালদাস ধিক্ জাউ ছারখার॥

অথ প্রখরা—

"প্রখরা বিপ্রয়োগে তু শোকাকুলা বিচিন্তয়েৎ।"

জাগিআ নয়ান জল নিরবধি ঝরে।
বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥

কস্যচিৎ—

॥ গুর্জ্জরী ॥

নয়ানক নীর থির নাহি বাঁধয়ে
কাজর সহিতে বহে ধারা।
কাম [15]কাটিবারে করাত লইয়া[15] করে
[16]সুত্রধরএ হেন পারা ॥[16]
বৈমুখ বিধির বিপাকে।
শ্যামের অনুরাগে নিশি বোসিয়ে জাগে
শ্যাম শ্যাম বলি ডাকে ॥

অথ দূত্যাদরী—

"দূতিকাদরিকা বালা সঙ্কেতগৃহে তিষ্ঠতি।
দৈবাদ্বিঘটিতং কান্তং দৃষ্ট্বা রোদিতি শর্ব্বরীম্ ॥"

[17][নায়ক আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল।
কোকিলের বাণী হেন শবদ সুনিল ॥ [17]
গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্বর।
নায়ক বিমুখ হঞা গেল নিজ ঘর ॥

পদ্যাবল্যাম্—

"সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোদ্ঘাটনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥"

চাতক সম হেরি [8]সঙ্কেত করইতে[9]
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে গুরুজন জাগল
পড়ি গেল দারুণ বাধা ॥

সজনি, কি কহব রাই সুহাগি।

জাকর দেহলী বদরী কোরে করি

[১৮]রজনী পোহায়ল জাগি ॥[১৮]

॥ অথ চর্চ্চিতা ॥

॥ চর্চ্চিতা কোপনাবতী ॥

কৃষ্ণামৃতে—

"সঙ্কেতদেশে যদি বৈরিদোষে

নায়াতি কৃষ্ণঃ সখি কিং বিধেয়ম্ ॥"

মন্দির তেজি [১৯]কানন ঠামে পৈঠলু[১৯]

কানু-[২০]চরণ[২০] প্রতি আসে।

অভরণ বসন অঙ্গে সাজায়ল

তাম্বূল কর্প্পূর সুবাসে।

সজনি সো যুঝে বিপরীত ভেল।

কানু রহল দূরে [২১]অনরথ আন[২১] ফুরে

মনমথ দরশন দেল ॥ ধ্রু ॥

ফুলশরে জরজর সকল কলেবর

কাতরে মহি গড়ি জাই।

পরভৃত রোলে ডোলে সব অন্তর

উঠি বসি রজনী পুহাই ॥

শীতল চন্দন গরল সম লাগয়ে

মলয়জ অনল হুতাস।

লোচনে নীর থির নাহি বাঁধই

কান্দই গোপালদাস ॥

বিপ্রলব্ধা কহিল এই অষ্ট প্রকার।

ঈষদ্ভেদে রসভেদ সূক্ষ্ম প্রচার।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।

পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি রসমঞ্জরীগ্রন্থে বিপ্রলব্ধা বর্ণনা সমাপ্তা ॥

রসমঞ্জরী-বিপ্রলব্ধা

পাঠান্তর

১ বি-ক—সঙ্কেত ২ বি-ক—মধুলোভে মাতল
নাহি ছোরে কমলিনী কোর।

৩ বি-খ—নাহি করে মোর জৌবন হইল ভার ৪ বি-গ—যৌবন

৫ গৃ-পা—বি-ক, মু—আপন ইচ্ছায় ৬ বি-ন—মাধব

৭ বি-খ—যুবতী সমানে রহি এহ
বহি গেল লাজ।

৮ বি-খ, বি-গ—গোপালদাস ৯ এ-কতে নাহি ১০ বি-খ—ডালে

১১ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—শ্যাম পথ নিরখিয়া ১২ এ-ক—এত দেই

১৩ এ-ক—করে জে ১৪ বি-গ—পুরুষ নিঠুর সঙ্গে

১৫ বি-ক—তবে করাত লইয়া ১৬ এ-ক—সুত্রধারের পারা

১৭ এ-ক—নাহি ১৮ ইহার পর বি-ক র অতিরিক্ত পাঠ—

কুসুমিত হার আর সরসিরুহ
এই দুই সঙ্কেত রাখি।
বিঘটিত মনোরথ আনিতে চলত হরি
গোবিন্দদাস তহিঁ সাখী।

১৯ এ-ক—কানন ধামে পৈঠলু ২০ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—বচন

২১ এ-ক—মনমথ আসি

অথ খণ্ডিতা

"উন্নিদ্রতাজনিতরাগবিলোহিতাক্ষঃ
কান্তানখব্রণবিশেষবিচিত্রিতাঙ্গঃ।
যস্যাঃ প্রভাতসময়ে গৃহমেতি কান্তঃ
সা নায়িকা নিগদিতা খলু খণ্ডিতেতি॥"

সকল রজনী ধনী [১]জাগিয়া[১] পুহায়।
প্রভাতে নাঅক আইসে তাহার [২]সভায়[২]॥
অন্য নারীর ভোগ-চিহ্ন দেখি তার কলেবরে।
খণ্ডিতা কোপ করে সেই নায়কেরে॥
সেই খণ্ডিতা হএ আট প্রকার।
ধীরা অধীরা সমা বিদগ্ধিকা আর॥
নিন্দয়া ক্রোধা [৩]ভয়ানকা প্রগল্‌ভা আর[৩]।
মধ্যা মুগ্ধা লঞা বিবিধ প্রকার॥
রোদিতা প্রেমমত্তা এই হঅ অষ্ট।
[৪]নামভেদে[৪] বিভেদ হয়ত বৈশিষ্ট্য॥

অথ নিন্দয়া—

প্রভাত সময়ে কান্ত আইসে তার ঘর।
অন্য রতিচিহ্ন দেখে তার কলেবর॥
সাক্ষাতে নিন্দা করে নাঅক পেখিঞা।
ধিক্ ধিক্ ভর্চ্ছনা করে [৫]লাজ তেয়াগিয়া[৫]॥

কস্যচিৎ—

প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস।
বিজয় হউক হাসিখানি অইখানে হাস॥

অথ ক্রোধা খণ্ডিতা—

"পদাগ্রে পতিতে কান্তে কর্ণোৎপলবিতাড়িতে।
ক্রোধাতিরক্তনয়না সা ক্রোধা কথিতা বুধৈঃ॥"

ক্রোধ করি রহে নাইকা নায়ক সাক্ষাতে।
নায়কের অঙ্গে করএ দৃষ্টিপাতে॥
চরণে পড়এ নাঅক ক্রোধ দেখিঞা।
অন্যদিকে জাএ নাইকা কর্ণোৎপল তাড়িঞা॥
অধীরা নাইকা সেই নাঞি লজ্জা ভঅ।
ভর্চ্ছনা করিআ কিছু নাঅকেরে কঅ॥

কস্যচিৎ—

চল চল মাধব করহ পয়ান।
জাগিএ সকল নিশি আয়লি বিহান॥
হাম বনচারী রহি একাকী বসিঞা।
চাতুরী না কর তুহুঁ সাতঘরিআ॥
চল চল চঞ্চল না করহ জঞ্জাল।
দগধ পরানে রে দগধ কতবার॥

অথ ভয়ানকা—

নায়কের সব অঙ্গ বিভচ্ছ দেখিঞা।
আপন দোষে ভয় পায় লজ্জা লাগিয়া॥
নিশবদে রহে নায়ক নাঞি কহে বাণী।
সহচরীগণ কহে নায়কে ক্রোধ মানি॥
ধৃষ্ট নায়ক সেই প্রপঞ্চ কথা কঅ।
অঙ্গে চিহ্ন নহে মোর দিব্য করঅ॥

তথাহি—

"অলং দেব দিব্যো ন জানে ভবন্তং।
সদা রাধিকায়ামভিপ্রেমবন্তম্॥"

॥ রাগিণী বিভাষ ॥

ভালে হৈল ওহে বঁধু আইলে সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন জাব ভালে॥

বঁধুয়ারে তুমার বলিহারি জাঙ ।
ফিরিয়া ডাওাহ তুমার চাঁদমুখ চাঙ ॥
আইস আইস পড়িছে রূপে কাজরের শোভা ।
ভাল সে সিন্দূর তোমার মুনি-মনোলোভা ॥
খর-নখ-[6]দংসে[6] ভেল অঙ্গ জর জর ।
ভাল সে [7]কঙ্কণ[7] দাগ হিআর উপর ॥
নীল পাটের সাড়ী কোঁচার বলনী ।
রমণীর বশ হঞা বঞ্চিলা রজনী ॥
সুরঙ্গ [8]যাবক রঙ্গ[8] অঙ্গে ভাল সাজে ।
এখন কহ মনের কথা আইলা কোন্ লাজে ॥
চারি পানে চাহে নাগর আঁচলে মুখ পুছে ।
গোপালদাসের লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥

অথ প্রগল্ভা খণ্ডিতা

নায়কে [9]দেখিয়া সেই নায়িকা কহএ[9] ।
স্তুতি নিন্দা আদি জত সোল্লুণ্ঠন কয়ে ॥

গীতগোবিন্দ—

"হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্ ।
অনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্ ।"

দূরে কর মাধব কপট সুহাগ ।
হাম সব বুঝলুঁ তুয়া অনুরাগ ॥
ভাল [10]ভেল অব সোহ[10] মীটল দ্বন্দ ।
কবহিঁ ভাল নহে আসা পরিবন্দ ॥
তুহুঁ গুণ আগর সেই গুণ জান ।
গুনে গুনে বাঁধল মদন পাচ বান ॥
[11]আগুসর তাহি পুন না কর বিয়াজ ।[11]
ভ্রমর কি [12]তেজএ[12] নলিনী সমাজ ॥
হাম সব কিতব কেতব নাহি তায় ।
তুঁহারি বিলম্ব আর নাহি জুআয় ॥

বিমুখ চলল কান গদগদ ভাস।
পন্থে আসোআসল গোপালদাস॥

৮

পদ্যাবল্যাম্—

"ক্লতং মিথ্যাজল্পৈর্বিরম বিদিতং কামুক চিরাৎ
প্রিয়াং তামেবোচ্চৈরভিসর যদীয়ৈর্নখপদৈঃ।
বিলাসৈশ্চ প্রাপ্তং তব হৃদি পদং রাগবহুলৈ-
র্ময়া কিন্তে কৃত্যং ধ্রুবমকুটিলাচারপরয়া॥"

অথ মধ্যা-খণ্ডিতা—

নায়কের অঙ্গ দেখি ক্রোধে কিছু ভাসে।
আইলা শঙ্কর দেব পূজার অভিলাসে॥

আজ্ তুঁহে শঙ্কর দেবা।
জাগর পুন ফলে প্রাতহিঁ ভেটলুঁ
দূরহি দূরে রহে সেবা॥
চন্দন-রেণু [১৩]ধূসর ভেল সব তনু[১৩]
সোই ভসম সম ভেলা।
তোঁহারি বিলোকনে মঝু মন [১৪]অন্তর[১৪]
মনমথ সঙ্গে জরি গেলা॥
আকুল [১৫]কেশ বেশ শিখিচন্দ্রিক[১৫]
ভালহি সিন্দুর দহনা।
[১৬][চন্দন-চাদ মাঝে মৃগমদ লাগল
তেঞি বেকত তিন নঅনা॥][১৬]
কাহে বসন ধর অবহু দিগম্বর
শঙ্কর নিঅম উপেখি।
গোবিন্দদাস কহে তু পর অম্বর
গনইতে লেখি না লেখি॥

অথ মুগ্ধা খণ্ডিতা—

মুগ্ধা খণ্ডিতা [১৭]গরিমা না[১৭] জানে।
[১৮]ঠমকি ঠমকি[১৮] হাসে নায়ক বিদ্যমানে॥

সিন্দূর কজ্জল দেখি নায়কের গায়।
আঁখি ঠারে সখীগণ তাহা দরসায়॥
সহচরীগণ ক্রোধে বলে নায়কেরে।
ভাল হইল বুঝিলাঙ তুমার বেবহারে॥

॥ বিভাস ॥

ছল করি বানীয়া আপন ঘরে আনলুঁ
তুহারি বচন পরমাণে।
চারি চৌপর নিশি জাগি পোহায়লুঁ
আয়লি রাতি বিহানে॥
মাধব, আজু তুহুঁ দেয়লি বড় দুঃখ।
ভালহি আরতি নাহি [১৯][কোই তোহে
হেরি পায়লুঁ সুখ॥][১৯]
ভালহি সিন্দুরে কাজরে সব পূরল
বদনহি দশনক রেখ।
হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই
জাকর রাগ পরতেক॥
কমলিনী [২০]পাই পরশরসে[২০] ভাবলি
না বুঝলি মালতিক গন্ধ।
গোপালদাস কহে উনমত না জানাএ
কিয়ে ফুল কিএ মকরন্দ॥

অথ রোদিতা খণ্ডিতা—

রোদন করিএ নিশি আছিলাঙ সঙ্কেতে।
নায়ক [২১]মিলিল আসি[২১] নিশি পরভাতে
অন্তরে মহাক্রোধ বাহিরে নিবারে।
দুই এক কথা কয় কোপ পরিহারে॥

॥ ভূপালী ॥

রজনী গুঁআঅলি রতিসুখসাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥

মাধব করলি অকাজ।
লাজ পাঅবি রঙ্গিনী সমাজ॥
জাগহি সহচরী না হেরলি কোই।
পালটি চলল মুখ আচরে গোঁই॥
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙল ধন্ধ।
পুন কি কহত তব কৈতব ছন্দ॥
গোপালদাস চলল আগুসারি।
ঝাপি চললি কোই লখই না পারি॥

অথ প্রেমমত্তা খণ্ডিতা—

"স্বদেহাৎ কামচিহ্নানি নায়কাঙ্গে চ দৃশ্যতে।
প্রেমমত্তা চ বৈচিত্রী মানে চ খলু খণ্ডিতা॥"

প্রমত্তা নাইকা কিছু কহএ না জানে।
ক্রোধ করি বাক্য কহে নাঅক বিদ্যমানে॥

[২২]শ্যাম তরুণ কিএ অবশ বিরাজে।[২২]
সিন্দূর চিহ্ন কিএ আর কত সাজে॥
[২৩]তরল তার কিএ[২৩] টুটল হার।
নখপদ কিএ নব শশীক সঞ্চার॥
[২৪]ঐছে দোষ কর[২৪] হেরইতে কান।
প্রাতহি পহিল [২৫]রজনী[২৫] ভেল ভান॥
তবহু জতন করি করইতে মান।
হাস কুসুমে সহুঁ করু আন॥
পুন [২৬]অনুমানিতে[২৬] হাম ভেল ভোর।
[২৭]ঠিট কানাঞি করল মোহে[২৭] কোর॥
মানিনী [২৮]মান[২৮] গরব ভেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পুর॥

তব ২৯হি বিচারণ২৯ সো দিন রাতি।
গোবিন্দদাস কহে সমুচিত সাতি॥

শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥

ইতি রসমঞ্জরীগ্রন্থে খণ্ডিতা-বর্ণনা সমাপ্তা॥

রসমঞ্জরী-খণ্ডিতা

পাঠান্তর

১ মু-পা—কান্দিয়া, গৃ-পা—এ-ক ২ বি-খ—ঠায়
৩ বি-খ—ভয়াল আকার, এ-ক—ভয়ানকা আর
৪ বি-খ—মান ৫ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—নাগর দেখিয়া
৬ এ-ক—গৃ-পা, মু-পা—দশন ৭ এ-ক—কুঙ্কুম
৮ মু-গ্র—সুরঙ্গ আর তরঙ্গ, গৃ-পা—এ-ক।
৯ বি-খ—দেখি নানা কথা কয়, এ-ক—সেই নায়কের
১০ এ-ক—ভাল আপশএে
১১ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—আগুনর সোহি পুর না কর বেয়াজ
১২ গৃ-পা—বি-খ, মু-পা—তেজই ১৩ এ-ক—সই ধূসর ভেল তনু
১৪ এ-ক—সন্দেশ ১৫ বি-খ—অলকাচূড় পরিচন্দ্রক ১৬ এ-ক তে নাই
১৭ এ-ক—পরিমাণ ১৮ গৃ-পা—এ-ক, মু—চমকি চমকি
১৯ এ-ক—তোহে হেরি পাওল বড় দুখ ২০ গৃ-পা—বি-খ, মু-পা—পাসর পরম রস
২১ মু-পা—আইল তথা, গৃ-পা—এ-ক ২২ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—
শ্যামের তনু কিএ (তিমির) বিরাজ
২৩ এ-ক—রতন ভার কিএ ২৪ মু-পা—ঐছে দশ তব, গৃ-পা—এ-ক
২৫ এ-ক—বয়নী ২৬ এ-ক—যব জানিতে
২৭ এ-ক—টিট নায়েক করুল মোয়ে ২৮ এ-ক—জানি
২৯ এ-ক—কি বিচারব

অথ কলহান্তরিতা

"নিরস্তো মন্যুনা কান্তো নমন্নপি যয়া পুরঃ।
সানুতাপযুতা দীনা কলহান্তরিতা ভবেৎ॥"

কলহান্তরিতা মানে হইআ বিমুখ।
কান্ত [১]বেগ্রতা[১] করে হইআ সমুখ॥
চরণে [২]লাগিয়া[২] কান্ত পড়ে ভূমিতলে।
কোপ করি নিঠুর কথা অপমান করে॥
বিমুখ হইআ কান্ত নিজ ঘরে জায়।
[৩]পশ্চাৎ তাপ করি বিফল হয়ে তায়॥[৩]
সেই কলহান্তরিতা হঅ অষ্ট বিবরণ।
আগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা বচন॥
কোপনাবতী সখ্যুক্তিকা সমাদরা আর।
মুগ্ধা লঞা জানিবেক ইহার বিস্তার॥

আগ্রহা বিকলা ধীরা অধীরা কোপনাবতী।
সমাদরাশ্চ মুগ্ধাশ্চ কলহান্তরিতা ইতি॥

অথ আগ্রহা—

যথা সঙ্গীতশেখরে—

"কন্দর্পবাণসংভিন্না হ্যনুতাপং সখীং বদেৎ।"

সুহই

[৪]কানু[৪] সাধলি বেরি বেরি।
সো রূপ নঅনে না হেরি॥
না হেরিলুঁ সো মুখচন্দ্র।
[৫]তনু দহে চন্দন চন্দ্র[৫]॥

সো মুখচন্দ্র নঅনে নাহি হেরলু
অব নঅন দহন ভেল চন্দ।
[৬]সো অধর[৬] বোল শ্রবণে নাহি সুনলুঁ
অব মধুকর-ধ্বনি ভেল [৭]মন্দ[৭]॥

সজনি কাহে বাঢ়াঅলুঁ মান।
প্রেমভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাঁপএ
তুহুঁ পরবোধহ কান॥
সো কর-কিশলয়- পরশ উপেখলুঁ
অব কিশলয়ে তনু ফোর।
নব নব নেহ- সুধারস-নিরসনে
গরলে ভরল তনু মোর॥
ˇসো কর-বিরচিত হার উপেখলুঁ
অব হার ভুজঙ্গম ভেল।ˇ
গোবিন্দদাস কহে সো অতি দুরগাহ
জো ইছে অনুমতি দেল॥

অথ বিকলা—

"কামোদ্ভাবসদাপীড়া কামুকী বিকলাপি চ।"

পদ্যাবল্যাম্—

"নিঃশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নির্মূলমুন্মথ্যতে
নিদ্রা নৈতি ন দৃশ্যতে প্রিয়মুখং রাত্রিন্দিবং রুদ্যতে।
অঙ্গং শোষমুপৈতি পাদপতিতঃ প্রেয়াংস্তথোপেক্ষিতঃ
সখ্যঃ কিং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বয়ং কারিতাঃ॥'

সুহই

ˆ[হাম কাহে উপেখলু তায়।
অব মন ঘন ঘন রোয়॥]ˆ
মোর দুখ কেহ নাহি জানে।
সো বহুবল্লভ কানে॥

সো বহুবল্লভ সহজহিঁ ভোর।
কৈছনে জানব বেদন মোর॥
চলইতে চাহুঁ আদর ভঙ্গ।
সহইতে না পারি মদন-তরঙ্গ॥

এ সখি কাহে উপেখলুঁ কান।
না জানিএ দগধি চলল [10]"মঝু"[10] মান ॥
অব বিচারহ সখি সো পরবন্ধ।
কানুক জে হোত্তে নিরবন্ধ ॥
মঝু এত আরতি সেহ জদি জান।
এহি লাগি তুআ [11]হাতে[11] সপিলুঁ পরান ॥
সখিগণ গণইতে তুহুঁ সে সিআন।
তোঁহে কি শিখাঅব চাতরী সমান ॥
জীবইতে ঐছে মিলএ কান।
গোবিন্দদাস কহে তোঁহারি গুণগান ॥

অথ ধীরা—

চরণে ধরি তুহুঁ কত বেরি নিষেধলুঁ
বেরি বেরি সাধলুঁ হাম।
বিরস বঅনে হেরি মোহে তুহুঁ কোপলি
চিতে না গুণলি পরিণাম ॥
সুন্দরী সরল হৃদঅ তোহাঁরি।
কুটিলক সঙ্গে প্রেম বাঢ়াঅলি
বঞ্চলি দিন দুই চারি ॥
গুরুজন-বচন হিত নাহি মানলি
বসন পালটি নাহি পিন্ধ।
বিরহক বেদনে তনু মন জারলি
অব তুআ ভাঙ্গলি নিদ ॥
ধরণী শয়নে পাতর মহা বঞ্চসি
পুছইতে হেন নাহি কোই।
তুআ মুখ হেরি অবহুঁ জীঁউ ফাটত
গোপালদাস মরু রোই ॥

অথ অধীরা—

অধীরা বলেন সখি কি কাজ করিলে।
হাতের লছিমি কেনে [12]পায়েত ডারিলে[12] ॥

পুরুখ আপন দোষে করে অনুতাপ।
সখীকে জানাঅ সে আপন সন্তাপ ॥ ইতি।

গুর্জ্জরী

চরণনখর মণিরঞ্জন [১৩]চান্দ[১৩]।
ধরণী লোটায়ত গোকুলচান্দ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ে লোচনে লোর।
কত রূপে বিনতি করল পহুঁ মোর ॥
রোখে তিমির এত বৈরিক জান।
রতনক ভৈগেল গৌরিক ভান ॥
নারীজনমে হাম না করিলুঁ ভাগি।
মরণ শরণ [১৪]ভেল মান[১৪] কি লাগি ॥
লাগল কুদিন মুঝে করলহুঁ মান।
অবহুঁ না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
কহে কবিরঞ্জন সুন বরনারি।
প্রেম অমিঞারসে লুবধ মুরারি ॥

অথ কোপনা।—
পদ্যাবল্যাম্—
"মানবন্ধমভিতঃ শ্লথয়ন্তী গৌরবং ন খলু হারয় গৌরী।
আর্জবং ন ভজতে দনুজারিঃ বিবিধকেশবলয়তালসাধ্বী ॥"

তুহুঁ মান ধায়লি অবিচারে।
অব কি করব প্রতিকারে ॥
তুহুঁ [১৫]আঢ়াঅলি[১৫] রতনে।
মানহৃদয় [১৬]করি[১৬] ধরলি জতনে ॥
মান গুরুআ কাহে ধরলি।
কান্তক করুণা করনে নাহি [১৭]সুনলি[১৭] ॥
[১৮]বঞ্চিত ভৈ পহুঁ চলনা[১৮]।
কলিযুগপাপ সতত তোঁহে ফলনা ॥

কভু নাহি সুনসি মহাজন মুখকা।
[১৯]যাচত বাদ না খাওত বনকা[১৯] ॥
মানিনী মানভুজঙ্গে।
জারল বীখ ভরল সব অঙ্গে ॥
সুকবি বিদ্যাপতি গায়ল।
পুরুষ সুকৃতি ফল পায়ল ॥

অথ সখ্যা কলহান্তরিতা—

পদ্যাবল্যাম্—

(কৃষ্ণপ্রতি রাধাসখীবাক্যম্)

"সা সর্ব্বথৈব রক্তা রাগং গুঞ্জেব ন তু মুখে বহতি।
বচনপটোস্তব রাগঃ কেবলমাস্যে শুকস্যেব ॥"

সখা সহচরী দোষে দুই জনা ঘোষে।
[২০]নায়িকারে গঞ্জিয়া নায়কেরে দোষে[২০] ॥

অথ অন্তরাগ—

সুন বহুবল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান ॥
আমরি পীরিতি উপেখি।
আয়লি কুলবতী দেখি ॥
তুহারি রসিকপণা জানি।
কহিতে আইলুঁ কিছু বাণী ॥
বুঝইতে ঐছন কাজ।
হাসব যুবতীসমাজ ॥

অথ মন্থরা—

শ্রীগীতগোবিন্দে—

"তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্।
অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী।"

নায়কের মান করি রাই রহয়ে সদনে।
মানিনীকে সখী কিছু কহএ বচনে॥

শ্রীজয়দেবস্য—

গুর্জ্জরী

"হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥ ধ্রু॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥
তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্॥
কথিতমনুকথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্॥
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা॥
সজলনলিনীদলশীলিত-শয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্॥
হরিরুপযাতু বদতি বহুমধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্॥
শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্॥"

পদ্যাবল্যাম্—

"অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদঃ।
ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ॥" ইত্যাদি

অথ মুগ্ধা কলহান্তরিতা—

মুগ্ধা নাঞি জানে কিছু মানের বিভেদ।
অন্যত্র জায় সে দিএ পরিচ্ছেদ॥

তাহার সখী আসি কানুরে বুঝায়।
নায়ক সাধিঞা তার সম্মান বাড়ায়॥

যথা রাগ—

মুগধিনী নারী মান নাহি বুঝই
না জানএ সুরতিবিলাস।
কেবল তোহারি পিরীতি-রসলালসে
মীলল পহিল সম্ভাস॥
মাধব, তোহে কি বুঝিএ হেন রীত।
বিনি দোষে বালিকা কাহে উপেখলি
না বুঝলুঁ তোহাঁরি চরিত॥
বদনে আঁচর দেই খিতি-[21]মহ[21]বিলুঠই
বচন কহিতে নাহি জানে।
মালতী ভমরী মিলল নাহি লোকসি
মাতলি নলিনী-মধুপানে॥
নব রস-রঙ্গ তাহে সিখাঅলি
[22]পিরীতি করবি নিজ দাস[22]।
গোপালদাস ভনি রসিক-শিরোমণি
মীলল রাইক পাস॥

[2] [শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বর দাস কহে রসের বিস্তার॥][2]

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে কলহান্তরিতাষ্টপ্রকার-বর্ণনে ষষ্ঠপ্রসঙ্গঃ সমাপ্তঃ

রসমঞ্জরী-কলহান্তরিতা

পাঠান্তর

১ এ-ক—ব্যগ্রতা ভাব ২ গৃ-পা—এ-ক; মু-পা—ধরিয়া
৩ গৃ-পা—এ-ক; মু-পা—পিছে অনুতাপ করে বিকল হঞে তাঞ।

৪ এ-ক—মোরে কানু ৫ বি ক—

অতএ বাড়াঅল দ্বন্দ্ব ;

এ-ক—অব তনু দহে চন্দন চন্দ্র ॥

৬ গৃ-পা—এ-ক , মূ-পা—সুমধুর ৭ গৃ—এ-ক ; মূ-পা—দ্বন্দ্ব

৮ এ-ক— সো কর-কিশলয় পরশ উপেখলু

কিশলয় তনু পুন ভোর।

নব নব লেহ সুধারস নিরলু

গরলে ভরল তনু মোর ॥

সো কর বিরচিত হার নাহি পহিরলু

অব হার ভুজঙ্গম ভেল।

৯ গৃ-পা—এ-ক ; মূ-পা—

কানু উপেখনু মোঅ।

অব মন ঘন ঘন রোয় ॥

১০ মূ-পা—মোহে , গৃ-পা—এ-ক ১১ গৃ-পা—এ-ক , মূ-পা—পাঅ

১২ গৃ-পা—এ-ক , মূ-পা—তাহা উপেখিলে ১৩ বি-খ—চান্দ

১৪ এ-ক—সমান ১৫ বি-ক—মাতাঅলি ১৬ এ-ক-তে নাই

১৭ এ-ক-কয়লি ১৮ এ-ক—বঞ্চিত সো পহুঁ চরণা

১৯ গৃ-পা—বি-খ , মূ-পা—জাত রাগ নাহি অব তব মনকা।

২০ এ-ক—নায়কে বঞ্চিয়া পুন নায়িকারে দোষে ২১ এ-ক—তলে

২২ এ-ক—বিপিন পিরিতি নিরাস

২৩ পংক্তিগুলি বি-ক ও এ-ক-র অতিরিক্ত পাঠ

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা

"যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টো কান্তো পার্শ্বং ন মুঞ্চতি
বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা ॥"

স্বাধীনভর্ত্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।
কোপনা মানিনী মুগ্ধা মধ্যা বিচক্ষণ ॥
উক্তকা উল্লাসা অনুকূলা অভিষেকা।
স্বাধীনভর্ত্তৃকা এই অষ্ট করিল লেখা ॥
[1][স্বাধীনভর্ত্তৃকা রহে নায়কের পাশে।
নায়ক জে বশ হয় তাহার প্রেমরসে ॥
জখন জে কহে নায়ক তাহাতে অনুকূল।
সকল নায়িকা হৈতে হএ বহুমূল ॥ [1]

অথ কোপনা—

"দৃষ্ট্বাঙ্গকামচিহ্নানি কান্তে কুপ্যতি বালিকা।"

কোপ করি মুগ্ধা জেন রহে অধোমুখে।
নায়কের পীরিতে সে মানে রহে দুখে ॥
তাম্বূল সজ্জা করি জদি কান্ত জাচে।
দূরে ডারে [2]সেহো নাঞি বৈসে তার কাছে[2]
নিজ অঙ্গে রতিচিহ্ন দেখায় সখীরে।
নখ-নখ-দশনজ্বালা রহে কলেবরে ॥
সহচরী পিরীতি করি তাহাকে সাজায়।
নায়ক স্তব্ধ হএগ তাহার মুখ চায় ॥

মঙ্গল-গুর্জ্জরী

সহচরী মেলি রাইতনু হেরই
শ্রমজলে[3] সকল[3] মিটায়।
সিথিল কবরী জতনে পুন বাঁধই
সিন্দুর কাজর বনায় ॥

সজনি বিদগধ স্নাগর কান ।

[4][নিজকৃত দোষ আপন মুখে মানই
রাইক অধীন সে জান ॥][4]

দশন করে খত সঙ্গিনী মেটায়ই
কুঙ্কুম নখরেখ পূর ।

উচকুচ-চুচুক কুঞ্চকি বনাঅই
আন আন চিন্ করি দূর ॥

বসন ভূষণ দেই অঙ্গে সাজায়ই
পিন্ধায়ল নীল দুকুল ।

গোপালদাস পঁহু মন ভুলল
নিজগুণে হোই অনুকূল ॥

অথ মানিনী—

"কান্তায়ামধীনং ভূত্বা চাটুকারেণ পৃচ্ছতি ।
সাম্যভক্তিভয়াৎ কিঞ্চিৎ মানিনী খলু কথ্যতে ॥"

মানিনী গরব করে নায়কের কাছে ।
অধীনকান্ত হেরি তাহাকে জিজ্ঞাসে ॥
কোনখানে বেথা তোমার কহনা আমারে ।
আপনি না কহ কেনে সখীগণের ডরে ॥

গুর্জ্জরী

স্নন্দরি কহনা মনের কথা ।

চরণ সেবিঞা অলস ভাঙ্গব
ঘুচাব সকল বেথা ॥

লাজে পরিহর না [5]বাসিহ পর[5]
বালাই লইআ মরি ।

রতি-চিহ্ন জত করিব গোপত
নিজ মনোরথ ভরি ॥

তথা গীতাবল্যাম্—

"সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্পম্।
বিলিখাম্যদ্ভুতমকরীকল্পম্॥
ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজনয়নে।
বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥
রাধে দোলয় ন কিল কপোলম্।
চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্॥
তব বপুরস্ত সনাতনশোভম্।
জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভম্॥"

অথ মুগ্ধা স্বাধীনভর্তৃকা—

মুগ্ধা [৬]স্বাধীনা[৬] রহে নায়কের পাসে।
কাতর হইআ কিছু গদগদ ভাষে॥

ভূপালী

এ হরি মাধব কি কহব তোয়।
অবলাক বল কৈলে সহত না হোয়॥
কেশ খসাঅল টুটল হার।
নখঘাতে বিদারল পয়োধর ভার॥
[৭][দসনহি দংসন তুহুঁ বনআরি।
সিরীস কুসুম হেরি কমলিনী নারী॥
ভনহু বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
আগিক দহনে আগি প্রতিকারী।।][৭]

অথ মধ্যা—

[৮]নিজ হাতে নায়ক তাহার বেশ করে।[৮]
আগুসরি নায়ক আসি লয়া যায় ঘরে॥
পথশ্রান্ত দেখি তারে কুশল জিজ্ঞাসে।
ঘাম দূর করে তার চামর বাতাসে॥[৯]

যথা রাগ—

আদরে আগুসরি রাইক হৃদয়ে ধরি
জানুর উপরে পুন রাখি।

নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই
হেরইতে চির থির আঁখি ॥
সজনি, পিরীতি মুরতি অধিদেবা।
জাকর দরশনে সব দুখ দূরে গেল
সোই আপনে করু সেবা ॥২০

ভূপালী

পহিলহি জব ধনি মীলল পাশে।
পহু ছরম ঘরম আসোআসে ॥
কি কহব এ সখি রমণীসোহাগ।
ঐছন হেরিয়ে নাগর অনুরাগ ॥ ধ্রু ॥
আদর করি ধনি বৈঠায়ল পাশে।
নিজ হাথে বীজন লেই করই বাতাসে ॥
জল দেই ধোয়ত সো মুখ-ইন্দু।
বসনে মুছায়ল ঘামক বিন্দু ॥
সরসচন্দন অঙ্গে আপনে মাখাই।
নিরখি বদন কহএ বলিহারি জাই ॥
কর্পূর তাম্বূল বদনে ধরি পূর।
গোপালদাস তহি হেরই দূর ॥

অথ উক্তকা—

রতিশ্রান্ত হঞা ধনি বড়ই কাতর।
২১কাতরে২২ কহয়ে দেখ মোর কলেবর ॥
নিজ হাতে বেশভূষা করহ আমারে।
কেশ ভূষণ শজ্জা সাজহ তাম্বূলে ॥

তথাহি গীতাবল্যাম্—

"পত্রাবলীমিহ মম হৃদি গৌরে।
মৃগমদবিন্দুভিরর্পয় শৌরে ॥
শ্যামলসুন্দর বিবিধবিশেষম্।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বলবেশম ॥

পিঞ্ছমুকুটমপি পিঞ্ছনিকাশম্।
বরমবতংসয় কুন্তলপাশম্॥
অত্র সনাতন শিল্পলবঙ্গম্।
শ্রুতিযুগলে মম লম্ভয় সঙ্গম্॥”

ভূপালী

আকুল চিকুর অলকাকুল সম্বরি।
[12]শিথিল না হয় বাঁধহ কবরী[12]॥
এ হরি রতিরসলুবধ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনআর॥
কাজরে সাজহ লোচনভমরী।
শ্রুতি-অবতংসয় কিসলঅ চমরী॥
পিনপয়োধর থির কর আপ।
মৃগমদ লেপহ নথ পদ চাপ॥
[13]বিগলিত অম্বর লহ গোড়ে মোর[13]।
[14]সিঁথে পরাহ সিন্দুর ঘোর[14]॥
মেটব জাবক পহুঁ পদ লেখ।
গোবিন্দদাস দেখ উহঁ পরতেক॥

অথ উল্লাসা—

নিজ গর্ব্বেতে ধনি হইঞা উল্লাস।
সখীগণে জানাএ সে সৌভাগ্য পরকাশ॥
[15]নিভৃতে[15] নায়ক সঙ্গে জাঅ অন্য বন।
অধীন হইআ কান্ত অনুকূল মন॥
জমুনার তীরে নব নীরস কুঞ্জে।
পুলকিত তরুবর কিশলঅ পুঞ্জে॥

যথা রাগ

মাধব বিদগধ সুনাগর রায়।
মনু মন উলসিত তহিঁপর ধাঅ॥

আকুল নাগর চলল সোই ঠাম।
পূরল সুন্দরী মনমথ-কাম॥
খনে বাহু ধরাধরি খনে করে কোর।
কুঞ্জ হেরি মাতল দুহু মন ভোর॥
অবলাচরিত নাহি ভালে জান।
গোপালদাস [১৬]তহিঁক[১৬] গুণ গান॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্

"মকরীর্বিরচয় ভঙ্গ্যা রাধাকুচকলসমজ্জনব্যসনী।
ঋজুমপি রেখাং লুপ্তনববল্লভবেশো হরির্জয়তি।"

অথ অনুকূলা—

"অনুকূলা ভবেৎ কান্তা সানুকূলা নিকথ্যতে।"

নিজের সৌভাগ্যভারে গর্ব্বেতে অধিকা।
সর্ব্বত্র সমান দেখি [১৭]বাম্য রাধিকা[১৭]॥
সকল জুথেশ্বরী মধ্যে একা রাধিকা লইঞা।
অন্য বনে গেলা কৃষ্ণ অনুকূল হঞা॥

তথাহি—

"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য প্রসিদ্ধা অনুকূলতা॥"

কেদার

[১৮]জুথে জুথে[১৮] রঙ্গিণী ব্রজকুলরমণী
কামিনী কানন-মাহ।
সবজন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
ভুজে ধরি রাইক বাহ॥
সজনী অব হরি কোন বনে গেল।
গুণবতী গুনহিঁ কানু মন বাঁধল
নাগর অনুকূল ভেল॥
ঠামহিঁ ঠাম চরণচিহ্ন হেরই
করলহি ঝাঁহা (ঝাঁহা) কোর।

কুসুম তোড়ি পুন বেশ বনাওল
স্থরতি রসে হই ভোর ॥
কিশলয় সেজ ঠাম ঠাম হেরই
ছুটল কত ফুল বাণ ।
তুহুঁ পরিমলে কাননমাহা মাহ
গুঞ্জরে মধুকর জান ॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমণি স্থন্দরি
আরাধল মনমথ দেব ।
গোপালদাস কহু প্রেমকো কহু
তহু আরাধলি হরি দেব ॥

: কৃতাভিষেকা—

"কুঞ্জাধিরাজমহিষী মুখ্যা বৃন্দাবনেশ্বরী ।"

গোপী-যূথেশ্বরী মধ্যে রাধিকা প্রধান ।
সভার ""অধিক"" করে তাহার সম্মান ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী করি রাইরে বসাইল ।
রত্নসিংহাসনে তাকে অভিষেক করিল ॥
সহচরীগণ মেলি করে উপচার ।
স্থগন্ধি শীতল জল কনকভৃঙ্গার ॥
নিজ হাতে কৃষ্ণ তার অভিসেচ কৈল ।
গন্ধ চন্দন তৈল হরিদ্রা মাখাইল ॥
নানা বস্ত্র অভরণ আপনি পরান ।
কুঞ্জে মহিষী নাম কহে সখী বিদ্যমান ॥
কুঞ্জ সহরে লীলাঅ কমলাপতি বিহরে ।
কর সাধে গোপিকা রাজারে ॥ ইতি ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার ।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরীগ্রন্থে স্বাধীনভর্ত্তৃকা বর্ণনা সমাপ্তা

রসমঞ্জরী-স্বাধীনভর্তৃকা

পাঠান্তর

১ বি-ক, বি-খ পুঁথির অতিরিক্ত ২ এ-ক—নাহি বৈসে নায়কের কাছে

৩ এ ক—অঙ্গ ৪ বি-গ—নিজ অঙ্গে দেখি আপনে মুখে মানত
রাইক অধিক যেন জান ॥

৫ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—করিহ ডর

৬ বি-ক, বি-গ, বি-ঘ হইতে গৃ-পা ; মু-পা—নাইকা

৭ এ-ক— দশনক দংশন ভূষণ তুয়ারি ।
কাব্যসন্তোষে ইহা বর্ণিয়াছে বিস্তারি ॥

৮ এ-ক—মধ্যা স্বাধীনভর্তৃকা যখন অভিসার করে ।

৯ ইহার পর মু-র, অতিরিক্ত পাঠ—
বহু দূরে আইলে বা শ্রম পাই ।
ই করকমলে সেবি পদ দুই ॥
তুমি দুখ-বিমোচনী নয়ানেরি তারা ।
যে দিগে নেহারি আঁখি সে দিগ আঁধিআরা ॥
দিবানিশি বংশীতে সদাই করি গান ।
তুমি আমার জপমালা তুমি হরিনাম ॥
গোলোক-বৈভবসুখ সম্পদ ছাড়িয়া ।
নন্দের ঘরে ধেনু রাখি তোমার লাগিয়া ॥
আশি চৌরাশি কোশ ব্রজভূমের সীমা ।
যত কিছু খেলা লীলা তোমার মহিমা ॥

১০ ইহার পর মু-র—অতিরিক্ত পাঠ—
হিমগিত শীতল নীরহি তীতল
নিজ করে মুছই মুখ ।
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পুরি
পুছই পঙ্কক দুখ ॥
নবীন নলিনীদলে মৃদু মৃদু জীবই
সরস ভাষই কান ।
গোবিন্দদাস ভণে নাগর রসিকপণে
রাইক অমিঞা সিনান ॥

১১ বি-খ, বি-গ, এ-ক—কান্তকে

১২ গৃ-পা-বি-গ, মু-পা—

সিথী বনাঅত বান্ধহ কবরী

১৩ এ-ক—বিগলিত কম্বু বলয়া গলে মোর

১৪ গৃ-পা এ-ক, মু-পা—

সিঁথে পিন্ধাঅবি নুপূর জোর

১৫ এ-ক—মত্ত ১৬ এ-ক—তহুঁ দুহুক ১৭ বি-গ—বামা হয়ত রাধিকা

১৮ এ-ক—যূথেশ্বরী ১৯ গৃ-পা—এ-ক, মু-পা—উপরে

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা

"কুতশ্চিৎ কারণাৎ যস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গমদুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥"

সেই প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয় তিন মত।
ভাবী ভবন্ আর 'ভূতক্রিয়াযুত'[১]॥
এই তিন মত হঞা বহু মতভেদ।
অষ্ট প্রকার সংজ্ঞা ইহার বিভেদ॥
ভাবী ভবন্ আর দিব্যোন্মাদ।
দশ অবস্থা হঞ দূতের সম্বাদ॥
নিজ বিলাপ আর সখ্যুক্তিকা হয়।
ভাবোল্লাস আদি ভাব বহুত আছয়॥

অথ ভাবী—

নাঅক বিদেশ জাব শুনিঞা সুন্দরী।
সহচরী সঙ্গে নানা বিলাপন করি॥

তথা কবিশেখরস্য—

কানু বিরস কতি লাগি।
কিয়ে মোর করম অভাগী॥
জব হাম গেনু পিআ পাস।
ছাড়ল দীঘল নিসাস॥
যব হাম পুছল বেরি বেরি।
সজল নয়নে পহু হেরি॥
যব হাম বহুল নেহারি।
লোচনে ঝরে অনিবারি॥
তৈখনে যো করু চিতে।
কো জায় পরতীতে॥
তব ধনি বুঝলু '[২]নেহারি[২]'।
কঠিন পরাণ কুলনারী॥

কবিশেখর পরমাণ।
না জানএ পাপ পরাণ॥

॥ শ্রীগান্ধার॥

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমল বদন নয়ন করু হেট॥
মান ভরমে হাম হাসি সাধ।
না জানিএ ঐছে পড়ব প্রমাদ॥
এ সখি মোহে কহত উপদেশ।
জানলুঁ কানু জাওব পরদেস॥
পুছইতে কহই গদ গদ বোল।
ঢর ঢর লোচনে হেরি মুখ মোর॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বহু পুন ধন্ধ।
দর দর হৃদঅ শিথিল ভুজবন্ধ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনহি ভীতি রভস-রসকেলি॥
এতহুঁ কপট কৈছে মনমাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥

॥ ধানসী॥

জাহা লাগি গুরু- গঞ্জনে মনরঞ্জই
দুরুজন কি নাহি ভেল।
জাহা লাগি কুলবতী বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি, জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি জব জায়ব
শুনইতে নাহি বাহিরান॥
যো মঝু সরস পরস লালসে
মণিময় মন্দির ছোরি।
কণ্টক কোরে জাগি নিশি বাদর
পন্থ নেহারই মোরি॥

জাহা লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণি
মণিমঞ্জীর করি জান।
গোবিন্দদাস ভণ সোদিন কৈছন
বিছুরল এই অনুমান॥

সজনি, ডাহিন নআন কেনে নাচে।
খাইতে সুইতে মুঞি [3]সোয়াস্থ না পাইলু[3]
অকুশল হব জানি পাছে॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে আমি ভয় জেন বাসি গো
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
পিয় সখীর কথা সহনে না জাঅ গো
সুখ নাহি পাই নিজ গায়॥
নগর বাজারে সব কানাকানি [4]করে[4] গো
ঘরে ঘরে করে উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উত্তর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল॥
আমারে ছাড়িআ পিআ বিদেশ জাইব গো
এহি কথা বুঝি অনুমানে।
গোপালদাস কহে কহিতে লাগএ ভয়
কেবা জানি আইল বিমানে॥

॥ কেদার ॥

[৫][একদিন রথে মথুরা হইতে
আইল তাহারে দেখি।
সেই হইতে মন করে উচাটন
সঘনে ঝুরএ আঁখি॥
সখি, বিপদ দেখিঅে কাছে।
দখিন নয়ন করএ স্পন্দন
ভুজকুচ ঘন নাচে॥
কিবা অমঙ্গলে পড়িব গোকুলে
না বুঝি ইহার কাজ।

কেমন সাহসে আছে নন্দঘোষে
সে এই গোকুল মাঝ ॥
জাঅ জাউ ধন পতি গহজন
প্রাণ জাঅ জাঁউ মোরা।
রাধাদাসে কঅ এই বড় ভঅ
পাছে (হই) শ্যামহারা॥][৫]

থ ভবন্‌বিরহ—

কৃষ্ণ গোকুল হইতে মথুরা চলিলা।
এই কথা গোপীসব শ্রবণে সুনিলা॥
বস্ত্র না সম্বরে কেহ কেশ নাহি বান্ধে।
উপেক্ষা না করে সভে উচ্চস্বরে কান্দে॥
জোগ জুগতি জত করলহিঁ সজনী।
সকল বিফল ভেল বিআকুল রমণী॥
অক্রূরে গালি দেই কুবোল বলিআ।
অনুতাপ করে গোপী বিদরএ হিআ॥

॥ সুহই ॥

অটমিক জামিনীকান্ত।
বিফল ভেল মতিমন্ত॥
[৫ক][উদয়াচল বরণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥][৫ক]
দেখ সখি পাপ অক্রূর।
হরি লই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচ্চার।
চলু সব গোপগোঙার॥
কোই নাহি কহ ঐছে বাত।
হরি জনি মধুপুর জাত॥
ব্রজপতি [৬]কম্পতি[৬] চিতে।
কোন করল বিপরীতে॥

তেঞি কহি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দদাস দুখগাথা॥

অথ দিব্যোন্মাদ—

মথুরাতে কৃষ্ণ হেথা গোপীগণ।
নানাভাব উপজএ উন্মাদ-লক্ষণ॥
[৭][নানা প্রলাপ করে আপনা বিস্মরে।
কি বলিতে কিবা করে কেহো বুঝিতে না পারে॥][৭]

॥ ধানসী ॥

পেখলুঁ গোকুল বসতি বেয়াকুল
গোপরমণীগণ রোএ।
ভিগল বসন লাগি রহল তনু
তোঁহারি গমন-পথ জোএ॥
হরি হে দূর নগরে মঝু গেহ।
জব তুহুঁ আঅলি সঙ্গে গোপ সব
তব হাম গোকুলে থেহ॥
তহিঁ এক রমণী থোড়ি বঅস ধনি
চিত্রপুত্তলী সম ঠারি।
জব লোচন পথ দূরে হিঁ গেল রথ
তবহিঁ পড়ল তনু ঢারি॥
ঘেরল সকল সখীগণ চৌদিসে
রোঅত সখী অগেআন।
কহে ঘনশ্যাম তবহিঁ চলি আঅলুঁ
পুন কিঅে ভেল নাহি জান॥

অথ ভূতবিরহ—

নানা প্রলাপ করে করিঞা বিসরে।
কি বলিতে কিবা করে বুঝিতে না পারে॥

॥ ধানসী ॥

মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি।
তোঁহারি বিলাসিনী পেখলুঁ বিয়োগিনী
অবহুঁ পালটি গৃহে আসি ॥ ধ্রু ॥
হিমকর হেরবি অবশ তনু আনন
রহই করুণ পথ হেরি।
নআন কাজর লেই লেখই বিধুন্তুদ
করইতে তাসএ বেরি ॥
দখিন পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
[৮]কর করলি তছু অঙ্গ[৮]।
গেলি পরান আস দেই রাখত
দশ নখে লেখই ভুজঙ্গ ॥
মীনকেতন ভয়ে শিব শিব কহয়ে
ধরণী লোটাঅই গেহা।
[৯]করজ কমল লেই[৯] কুচ শ্রীফল দেই
শম্ভু পূজএ নিজ দেহা ॥
পরভৃতক ডরে পায়স লেই করে
বায়স নিঙড়ে ফুকারে।
ভনএ বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহিণী করে উপচারে ॥

দশম দশা—

বিরহব্যাধি সমাধি নাহিঃ পাঅই
অনুখনে উচাটন [১০]গেহ[১০]।
[১১][কাঞ্চন বরণ মলিন হেরই
উজাগরে বঞ্চই সেহ ॥][১১]

মাধব, অতি খীন ভৈগেল রাধা।
[১২][বিরহে আকুল কতহি উপজল
জীবইতে সংশয় বাধা ॥][১২]

থিতি মাহা স্থতই ১৩কতহি১৩ তন্থ লোটই
খনে খনে হিঅ উনমাদ।
১৪[খনে মোহ লোহ ভই কাঁপই খনে খনে
খনে তন্থ হুঅ অবসাদ ॥]১৪
ঐছে দশাদশ স্থনইতে সহচরি
করই মরণ প্রতিকার।
গোপালদাস চরণে ধরি সাধই
তোহেঁ কি ১৫জানাওব১৫ আর ॥

৬

অথ দূত সম্বাদ—

মথুরা পন্থিক মুরারি গমনম্।
দ্বারি বল্লভ কহবি (?) বচনম্ ॥

॥ ধানসী ॥

মধুকর পন্থ বিনঅ করু তোঅ।
মাধবে বিনতি জানাঅবি মোঅ ॥
কালীদমন করি ঘুচাঅল তাপ।
পুনরপি জমুনা ১৬অনল হুতাস১৬ ॥
১৭কেসর বিস সম১৭ ভৈগেও ১৮নারী১৮।
গরলে ভরল অঙ্গ অবধি দিন চারি ॥
দিনে দিনে জুবতী তন্থ অবশেষ।
গোপালদাস কহে দশম দশা পরবেশ ॥

তথা পদ্যাবল্যাম্—

"গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।
হা হন্ত কিং করিষ্যামি ন পশ্যামীহ বৈ মুখম্ ॥"

॥ ধানসী ॥

গগনে গরজে ঘন ফুকরে মউর।
একলা মন্দিরে হাম গোপিআ মধুপুর ॥

দিন নাহি জাঅ রজনী নাহি ভায়।
বরিখ রজনী ভেল নিশি না পুহাঅ॥
মরমহি জানএ মরম বেদন।
জত দুঃখ [১৯]দেহি[১৯] মোরে দারুণ মদন॥
কাহারে কহব সখি [২০]কেবা পাতি আঅ[২০]।
মীলল রতন পুন বিধি বাহুড়াঅ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন বরনারী।
চিত ধৈরজ কর মিলব মুরারি॥

৭

অথ সখ্যুক্তিকা—

॥ গান্ধার ॥

বিরহ আনলে জদি দেহ উপেখবি
[২১]খোয়াইবি[২১] আপন পরাণ।
তুয়া [২২]অনুচর সব কোহি না জিয়ব[২২]
সবহু করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আঅবি গেহ।
তোহাঁরি দশা অব সো জব সুনইব
তব কি ধরব সোই দেহ॥
আপনক হাতে রমণীকুল ঘাতবি
হানবি শ্যামরু চন্দ্র।
জগভরি বিপুল কলঙ্ক তুআ ঘোষব
[২৩]দোষব কল্মষবন্ধ॥[২৩]
সজল কমলফুলে [২৪]কমলাপতি পূজহ[২৪]
আরাধহ মনমথদেব।
গোপালদাস আসত পূরব
রাধামাধব সেব॥

৮

অথ ভাবোল্লাস
তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

"যদুনাথ ভবন্তমাগতং কথয়িষ্যন্তি কদা সদালয়ঃ।
যুগপৎ পরিতঃ প্রসারিতা বিকশন্তির্বদনেন্দুমণ্ডলৈঃ॥"

॥ ধানসী মঙ্গল ॥

জব হরি আয়ব গোকুল পুর।
[২৫]ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর[২৫] ॥
রসাবেশে [২৬]ধাওয়ব[২৬] রমণীক [২৭]ঠাট[২৭] ।
চৌদিকে পসারব [২৮]চান্দকি[২৮] হাট ॥
মঙ্গল কলস করব কুচভার।
আলিপনা দেয়বি [২৯]মোতিকা[২৯] হার ॥
সহকার পল্লব [৩০]কঞ্চুক[৩০] দেব।
মাধবে সেবি মনোরথ সেব ॥
[৩১]ধূপদীপ নিবেদয় অধর কর আগে[৩১] ।
লোচন নীর করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন [৩২]দেয়বি[৩২] পিয়া কর আগে।
ভনহি বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে ॥

॥ ভাট্যালি রাগ ॥

[৩২][চিকুর [৩৩]ফুরিছে[৩৩] বসন খসিছে
পুলক [৩৪]যৌবন[৩৪] ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
নাচিছে হিয়ার হার ॥
সজনি, মাধব মিলব মোয়।
[৩৫]সব শুভক্ষণ পায়ল এখন[৩৫]
স্বরূপে কহলোঁ তোয় ॥ ধ্রু ॥
দেখি সপন চারুচন্দন
গিরির উপরে বসি।
[৩৬] [মালতির মালা দধির ডালা
মাধব মিলব আসি ॥][৩৬]
প্রভাত সময়ে কাক [৩৭]কলরব[৩৭]
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম করিলে
[৩৮]লড়িয়া বৈসয় তায়[৩৮] ॥

হাথের বাসন খসিয়া পড়িছে
দেবতা মাথার ফুল।
গোপালদাস কহে সব সুলক্ষণ
বিধি ভেল অনুকূল ॥৩৯

অভিসারিকাদি রস আট আট করি।
চৌষট্টি প্রকার কৈল গ্রন্থ রসমঞ্জরী ॥
গদ্য পদ্য সঙ্গীত ইহার প্রমাণে।
অবোধ না বুঝে ইহা রসিক সে জানে ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
পীতাম্বরদাস কহে রসের বিস্তার ॥
রসকল্পবল্লিগ্রন্থে জে অবশিষ্ট ছিল।
তাহা বিবরিঞা ইহা বর্ণনা করিল ॥

ইতি শ্রীরসমঞ্জরী সমাপ্তা।

রসমঞ্জরী-প্রোষিতভর্তৃকা

পাঠান্তর

১ এ-ক—ভুতক্রিয়া যত ২ বি-খ—বিচারি ৩ এ-ক—আশোঅন্থ পাঙ
৪ এ-ক—শুনি ৫ এ-ক—নাই ৫ক—অন্যত্র অতিরিক্ত ৬ গৃ পা—এ-ক,—মু- কম্পিতি
৭ বি-গ ; বি-ক-র অতিরিক্ত ৮ এ-ক—করে কমলিনী তছু অঙ্গ
৯ এ-ক—কর কমলহি ১০ এ-ক—দেহে
১১ এ-ক—কাঞ্চন বরণ মলিন নয়নে ঝরএ পাণি
উজাগরে বঞ্চএ গেহে।
১২ গৃ-পা—এ-ক , মু-পা—বিরহে বেআকুল তাহে তনু খীন ভেল
তহি কত উপজল বাধা।
১৩ এ-ক—ক্ষেণেহি ১৪ এ-ক—খেনে খেনে যোহন লোই ধনি কাঁপত
ক্ষেণে ক্ষেণে বহু পরমাদ।
১৫ গৃ-পা—বি-খ ; মু-পা—জাঅবি ১৬ এ-ক—জনল সংতাপ
১৭ এ-ক—অব সব বিথ ১৮ এ ক—দুই ১৯ এ-ক—দিল
২০ এ-ক—কে না পাতি জায় ২১ গৃ-পা—এ-ক ; মু-পা—খোঅবি

২২ গৃ-পা—এক ; মু-পা—সখি কোই না জীয়বি ২৩—এ ক—দোবব সকল জনবৃন্দ

২৪ এ-ক—কলাবতি পূজই ২৫ গৃ-পা—এ-ক ; মু-পা—ঘরে ঘরে বাজাওব জয় জয় তুর

২৬ গৃ-পা—এ-ক ; মু-পা—আওব ২৭ গৃ-পা—এ-ক ; মু-পা—বাট ২৮ রমণিক

২৯ গীমক (এ-ক) ৩০ এ-ক—গৃ-পা ; মু-পা—চুচুক

৩১ ধূপদীপ নিবেদিব আরাধিব আগে ৩২ এ-ক—দেওব ৩৩ মু-পা—পরিছে

৩৪ মু-পা—মোহর ৩৫ মু-পা—সখি অব সুলখন এখন পাইলু

৩৬ মু-পা—মালতীর মালা হিয়া পর শোভএ
মাধব মিলল আসি ।

৩৭ মু-পা—কলাকলি ৩৮ মু-পা—উড়ি বৈসে আন ঠায়

৩৯ এই সমগ্র অংশটি এ-খ পুঁথির পাঠ, ইহার পর মূলের অতিরিক্ত পাঠ—

পিআ সখী প্রীত বচনামৃত সুনইতে
ভাঙ্গল মনোরথ ভঙ্গ ।
বিদগ মাধব মন্দিরে আওব
নাথ বিপদ ভেল ভঙ্গ ॥
সজনি সব দুরদিন দূরে গেল ।
জাকর দরসনে সব দুখ নিরসই
সো পিঅ অনুকূল ভেল ॥
সখি মহা পুন পুন পুছইতে সুন্দরি
না কহ মধুরিম বাণী ।
কিএ আওব হরি কিএ তুআ চাতুরী
মাথ পরসি কহ বাণী ॥
উলকিত মঝু হিআ আজু আওব পিআ
দৈব কহল শুভ বাণী ।
শুভ সূচক জত নিজ অঙ্গে বেকত
অতএ নিশ্চয় করি মানি ॥
সজনি, সবহু বিপদ দূরে গেল ।
সুখ সম্পদ জত সভে ভেল অনুগত
সো পিআ অনুকূল ভেল ॥
সব তনু পুলকিত পুছইতে সুন্দরি
রাইক অমিঞা সিনান ।
মাধব ঘোষ কহ হৃদয় জুড়াওব
তনু ভেল গদ গদ মান ॥

পরিশিষ্ট

॥ তিরোতা ॥

লুঠই ধরণি ধরি সোয় ।
শ্বাস-বিহিন হেরি সহচরি রোয় ॥
মুরছলি কণ্ঠে পরাণ ।
ইহ পর কো গতি দৈবে সে জান ॥
এ হরি পেখলুঁ সো মুখ চাই ।
বিনহি পরশে তুয়া ন জীবই রাই ॥
কেহ কেহ জপয়ে দেব-দিঠি জানি ।
কেহ নবগ্রহ পুজে জোতিখ আনি ॥
কেহ নাসা ধরি শ্বাস বিচারি ।
বিরহ-বিঘন কেহ লখই না পারি ॥
শেষ-দশা যব সো সব জান ।
কহই গোপাল কি হুই পরিণাম ॥ ১৮০ ॥

ধীরামধ্যা খণ্ডিতা

ছল করি বাণি কতয়ে পরলাপসি
তোহারি বচন পরমাণ ।
চারি পহর রাতি জাগিয়া পোহায়লুঁ
আয়লি রাতি-বিহান ॥
মাধব আজি বড় দেয়লি দুখ ।
আগে ইহ আরতি না বুঝিয়া অব তোহে
হেরি পায়লুঁ বড় সুখ ॥
ভালহি সিন্দূর কাজরে পূরল
বদনহি দশনক রেখ ।
হেরইতে তোহে লাজ মোহে হোয়ত
যাবক-রাগ পরতেক ॥
কমলিনি পাই সরস-রসে ভুললি
না বুঝলি মালতি-গন্ধ ।

কহই গোপাল দাস নাহি সমুঝলি
কী ফুলে কিয়ে মকরন্দ ॥ ৩৭৫ ॥

শরৎকালীয় মহারাস

॥ কেদার ॥

যুথে যুথে রঙ্গিণি বরজ-বর-কামিনি
যামিনি কানন মাহ।
সব জন পরিহরি কুঞ্জে চলল হরি
করে ধরি রাইক বাহ ॥
সজনি, অব হরি কোন কানন মাহা গেল।
গুণবতী গুণহি মনহি মন বান্ধল
নাগর অনুকূল ভেল ॥ ধ্রু ॥
ঠামহি ঠাম চরণচিহ্ন হেরই
রাই করল যাহাঁ কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল
সুরত-রভসে ভেল ভোর ॥
কিশলয়-শেজ ঠামহিঁ ঠাম হেরই
টূটল কত ফুলমাল।
দুহুঁ অঙ্গ-পরিমলে কানন বাসল
গুঞ্জরে মধুকর-জাল ॥
ধনি ধনি রমণি শিরোমণি সুন্দরি
আরাধল মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ ও সহচরি সহ
রাধামাধব সেব ॥ ১২৬১ ॥

প্রার্থনা

॥ ধানশী ॥

হরি হরি আমার এমন কবে হবে।
বিষয়-দারুণ-বিষজ-জঞ্জাল ছুটিবে ॥

দারাসুখ ভোগে মুঞি হইব বিরকত।
শরণ লইব গুরু বৈষ্ণব ভাগবত॥
করঙ্গ কোথলি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া।
মাধুকুরী মাগি খাব ব্রজবাসী হৈয়া॥
সংসার-সুখের মুখে আনল জ্বালিয়া।
থু থু করিয়া কবে যাইব ছাড়িয়া॥
জাতিকুল-অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপালদাসের আশা কত দিবসে ফলিব॥ ৩০৫৪

* রামগোপাল দাসের গোপালদাস ভণিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে, বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরুতে ইহার কয়েকটি পদ ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমরা তাহার চারিটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নির্ঘণ্ট

ডম্বর—পুঞ্জ, আড়ম্বর, ২২৫
ডম্ফ—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, খঞ্জনীর ন্যায় আনদ্ধ যন্ত্র, ২৭৭
ডারসী—ফেলিতেছ, ২৩০

তরাসে—[সং ত্রাস>] ভয়েতে, ৫২
তহিঁ—তথায়
তথি—[তথি, তত্তি] তথায়, ১১৬
তভু—তথাপি, ৬২
তোড়লি—খুলিলি ১৫৬, ২৭৮
তোরল—মল্লতোরল—পদের অলঙ্কারবিশেষ, ২৭৮
তকিপুর—বর্দ্ধমান কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বেলগ্রামের কাছে, ২০৭
তোহেঁ—তোমাকে, ১২৬
ত্রিবলী—উদরের মাঝে লম্বিত রোমশ রেখা, ৫৩

দরশাওই—দেখায়, ২২৭
দানকেলিকৌমুদী—১৬৯
দিশার—দিক প্রদর্শক, ২২৭
দোগাছিয়া—নদীয়া জেলা, দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের শ্রীপাট, প।

ধবলিম—[ধবলিমা>] শুভ্রতা, ১১৫
ধাধসে—আবেশ, মত্ততা, ১১৫

নওপাড়া—২০০
নব কবিশেখর—২৩৩
নবদ্বীপ—শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি, ২০১
নবোঢ়া—নব পরিণীতা, ৫২
নয়নানন্দ কবিরাজ—২২২
নরছারে—ছার মনুষ্যে
নরহরি (দাস)—১৯৮
নরহরি সরকার—১৪০১ শকাব্দে জন্ম, পিতা নারায়ণদাস, মাতা শ্রীগোয়া-দেবী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্রের নাম রঘুনন্দন ঠাকুর। জাতিতে বৈদ্য, বাড়ী শ্রীখণ্ড, ২০৫
নরোত্তম ঠাকুর—১৬৩
নান্দিমুখী—বৃদ্ধা গোপী, ১৯৩
নায়রি—[নাগরী >] ১২৬
নিকুঞ্জ—লতাগৃহ, ২৭৬
নিচোল—ঘাঘরা, ১১৫